জুল ভের্ন (১৮২৮–১৯০৫)

জুল ভের্ন

ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ

অ নু বা দ :

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

IN SEARCH OF THE CASTAWAYS
an Adventure
by
JULES VERNE
Translated by
Manabendra Bandyopadhyay
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700 073

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অনুবাদকের উৎসর্গ

রীনা ও অরিজিৎ কুমারকে
শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

কাপ্তেন নেমোকে নিয়ে তিনটি আশ্চর্য অভিযান লিখেছিলেন জুল ভের্ন — যার দুটিতে কাপ্তেন নেমো সশরীরে দেখা দেন, কিন্তু মধ্যবর্তী যে-কাহিনী, *ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ*, সেটা প'ড়ে ফেলবার পর একবারও আমরা দেখা পাই না কাপ্তেন নেমোর — এমনকী বই শেষ করবার পরও এটা অব্দি জানি না কাপ্তেন নেমোর কাহিনীর সঙ্গে এর যোগ কোথায়, কেমন ক'রে কাপ্তেন নেমোর অশরীরী উপস্থিতি এই বইতেও আছে ? সেটা অবশ্য স্পষ্ট হবে পরে, জুল ভের্ন-এর কুহকের দ্বীপের কাহিনী *মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড* পড়বার পরই।

কিন্তু কাপ্তেন নেমো সশরীরে এখানে দেখা দিন বা না-দিন, এই দুর্বার গতির অভিযান চলেছে ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া — তিন-তিন মহাদেশ জুড়ে, জলে-ডাঙায় কত বিপদ, কত রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত, কতবার শেষমুহূর্তে উদ্ধার—যখন মনে হচ্ছে উদ্ধারের কোনো আশাই নেই কোথাও, তখনই আসছে চমক। আর আছে রহস্যলিপি, মুশকিল আসানের তিন তলব, জল লেগে যে-রহস্যলিপির বেশির ভাগ শব্দই মুছে গিয়েছে, প'ড়ে মানে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। আর এই উপন্যাসে জুল ভের্ন নিজেকে ঠাট্টা ক'রেই এক ভূগোলবিদের চরিত্র ফেঁদেছেন, যিনি আরামকেদারার ভ্রমণবিদ, ভুলোমন, অন্যমনস্ক অধ্যাপক — জাক পাঞ্চয়ল, জুল ভের্ন-এর তৈরি-করা কাপ্তেন নেমো, ফিলিয়াস ফগ, মিখায়েল স্ট্রগফ, হুবু বা ইম্পে বার্বিকেনের মতোই এক চরিত্র, যাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর যাঁকে ভুলে-যাওয়া কিছুতেই আর সম্ভব নয়। শেষ অনুচ্ছেদটিও বিস্ময়কর, কেননা সেখানেও জুল ভের্ন আমাদের জন্যে রেখে গেছেন আরেকটা চমক ।

একবার এ-বই থেকেই তৈরি হয়েছিলো গানেভরা এক চলচ্চিত্র —যাতে জাক পাঞ্চয়লের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মরিস শেভালিয়ে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

জুল ভের্ন-এর অন্যান্য বই

শ্রেষ্ঠ গল্প
অ্যাড্রিফ্‌ট ইন দ্য প্যাসিফিক
জার্নি টু দ্য সেন্টার অভ দি আর্থ
ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন
পারচেজ অভ দ্য নর্থপোল
ফাইভ উইক্‌স ইন এ বেলুন
এরাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ
গল্পসমগ্র
অ্যালবাট্রস
এ ড্রামা ইন লিভোনিয়া
আপরোর ইন ইণ্ডিয়া
টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দ্য সী
ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ
দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড
দ্য স্কুল ফর রবিনসন্‌স
ট্রিবুলেশনস অভ এ চাইনিজ জেণ্টলম্যান
এ সায়ণ্টিস্ট কিড্‌ন্যাপ্‌ড
দ্য বারজাক মিশন
দ্য সিক্রেট অভ ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎস
ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউডস
দ্য মাস্টার অভ দি ওয়ার্ল্ড

ইন সার্চ অভ দ্য কাস্টঅ্যাওয়েজ

প্র থ ম

মুশকিল আসানের তিন তলব

এক

হাঙরের পেটে এ-কোন লেখা

হাওয়া আসছিলো দক্ষিণপশ্চিম থেকে। সেই হাওয়া ঠেলে ভেসে চলেছিলো মস্ত-একটা প্রমোদতরী, উত্তর প্রণালী দিয়ে। মাস্তুলের ডগায় পৎপৎ ক'রে উড়ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝাণ্ডা, তার নিচে নীল বলয়ের ওপর সোনালি জরিতে লেখা E.G., আর তাকে ঘিরে আছে বংশপ্রতীক, ছোটো-একটি মুকুট, কোনো আর্ল-এর পারিবারিক আভিজাত্যের চিহ্ন নিশ্চয়ই। বাষ্পেচলা এই প্রমোদতরীটির নাম '*ডানকান*'। '*ডানকান*'-এর মালিক লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন হাউস অভ লর্ডস-এ যান বটে, দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে সেখানে কথাও বলেন, তবে তাঁর রক্তের মধ্যে আছে নীল সমুদ্রের নেশা: লালরক্ত যতটা-না নীল, তার চাইতেও বেশি-নীল বোধহয় এই সমুদ্রের টানই। রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের তিনি নামজাদা সদস্য--কতবার যে তাঁর বিলাসবহুল ইয়ট নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন, বাজি লড়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এবার কিন্তু নিছক দৌড়ের বাজি বা অ্যাডভেনচারের নেশায় তিনি তাঁর এই মস্ত প্রমোদতরীটি নিয়ে এই প্রণালীর জলে বেরিয়ে পড়েননি, এবার তিনি বেরিয়েছেন তাঁর নবপরিণীতা পত্নী তরুণী লেডি হেলেনাকে নিয়ে, নিছকই শখের বেড়ানো। সঙ্গে আছেন তাঁর তুতোভাই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। গোড়ায় যাবেন গ্লাসগো, তারপর বারদরিয়ায় প্রমোদভ্রমণে।

জুলাই মাস শেষ হ'তে চলেছে, আজ ২৬ তারিখ, বছরটা ১৮৬৪, ভরা গ্রীষ্ম। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনে গ্রীষ্মকাল সবসময়ে তো ঠিক গ্রীষ্মকাল নয়, আবহাওয়ার মর্জি কারু বোঝাই দায়; হয়তো দিনের পর দিন সূর্যের দেখাই পাওয়া গেলো না, আকাশ ভরা রইলো নিচু, ভারি মেঘে, কালো বা ধূসর; বৃষ্টি পড়লো টিপটিপ বা ঝমঝম; হাওয়া গর্জালো তারই সাথে পাল্লা দিয়ে, উত্তুরে হাওয়া, কনকনে-ঠাণ্ডা। অতএব গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা এড়াবার জন্যে প'রে থাকো জবড়জং ভারি পশমি পোশাক; শুধু-যে কনকনে ঠাণ্ডা তা-ই নয়, তারই সঙ্গে অসহ্য হ'য়ে ওঠে দিনরাত্তির এই ভেজা-ভেজা ভাবটা। মনে হয় হাড়গোড়ও এই বর্ষার হাওয়ায় শ্যাওলা গজিয়ে জ'মে যাচ্ছে। এবার কিন্তু গ্রীষ্মের চালটা একটু অন্যরকম। বেশ ঝকঝকে রোদ্দুর ছিলো গত কয়েক সপ্তাহ, আকাশ ছিলো

নীল, আর অবহাওয়া ছিলো মোলায়েম। সেইজন্যেই হঠাৎ মাথায় এসেছিলো নতুন-বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে কোথাও বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। এরপর আবহাওয়া যদি দুম ক'রে ঝোড়ো হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেও অবশ্যি ভাবনা নেই—*ডানকান* চলে বাষ্পের জোরে, মাস্তুলের পাল হাওয়ার কৃপা পাবে ব'লে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকে না; বিলাসের সমস্ত আধুনিক উপকরণ আছে জাহাজে, বাড়ির আরামের চাইতে কোনোদিক থেকেই কম নয়। আর বাড়িতে থেকেই বা করতেন কী ? ক্লাব, পার্টি, নাচের মজলিশ, সাম্রাজ্যের কোথায় কী অঘটন ঘটছে সে নিয়ে আলোচনা আর তর্কাতর্কি, আর নয়তো কখনও-কখনও কোথাও পিকনিকে বেরিয়ে-পড়া: একঘেয়ে কাটছিলো জীবন, উত্তেজনাহীন, অলস, নিস্তরঙ্গ। বরং সমুদ্র সবসময়েই চঞ্চল—সবসময়েই বিষম তাড়া ক'রে কোথাও চলেছে, আর ঢেউয়েরা রহস্যময় কোন-এক ভাষায় অস্ফুট স্বরে সারাক্ষণই কী কথা শুনিয়ে চলেছে। জাহাজ মানে হ'লো 'চলন্তের মধ্যে আরেক চলন্ত'—কোথায় যেন এ-রকম একটা কথা একবার শুনেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'চলো কোথাও'—সমুদ্রেরও তো এটাই সুর। কাজেই চলো, বেরিয়ে-পড়া যাক।

তাছাড়াও আরো-একটা উদ্দেশ্য ছিলো বৈকি লর্ড এডওয়ার্ডের। তাঁরই নির্দেশ-মাফিক, তাঁরই নকশা অনুযায়ী, সদ্য কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে *ডানকান*, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রীকে এটাই তাঁর বিশেষ উপহার। কিন্তু এই ঝকঝকে জাহাজটি নিয়ে যদি বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে পরখ ক'রেই দেখা না-গেলো তবে বুঝবেন কী ক'রে *ডানকান* কেমন জাহাজ—কেমন মজবুত আর কাজের। অন্তত মহড়া দেবার জন্যও একবার বেরুতে হয় বৈ কি। আর এইজন্যেই তরতর ক'রে *ডানকান* এখন চলেছে প্রণালীর জলে—আগে হ'লে বলা যেতো মস্ত-এক রাজহাঁস যেন অনায়াসে সাবলীলভাবে চলেছে; এখন অবশ্য এই কলের জাহাজ, যার চোঙ থেকে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাকে ঠিক পুরোনো কবিতার মতো রাজহাঁসের সঙ্গে তুলনা দেয়া ঠিক হবে না, সেজন্যে আরো-একটা নতুন-কোনো প্রাণীর কথা ভেবে নিতে হয়, কিন্তু মোদ্দা কথাটা মানতেই হয়: *ডানকানের* চলবার ভঙ্গি ছন্দোময়, সাবলীল, অনায়াস—এমন সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুরোনো পালের জাহাজ সচরাচর যেতে পারতো না! লর্ড এডওয়ার্ড ভারি খুশি *ডানকান* জাহাজের চলবার ভঙ্গি দেখে। কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সও এই জাহাজের ভার পেয়ে খুব খুশি। সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত তিনি চ'ষে বেরিয়েছেন জাহাজে-জাহাজে, অনেক ভালো জাহাজেও কাজ করেছেন আগে, তবে এই *ডানকান* জাহাজের সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনাই হয় না।

লর্ড এডওয়ার্ড রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্য বোধ করছিলেন ব'লে নিজেই স্ত্রীকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠেছেন। তখনও তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি তাঁর এই ছটফটে অস্থিরতায় আসলে আরো-কোনো বড়ো অভিযানেরই পূর্ববোধ ছিলো—সত্যি-বলতে

কোনো অভিযানের কথাই তিনি ভাবেননি, শুধু একটু বেড়ানো সমুদ্রে, আর নতুন জাহাজটার কেরামতি হাতে-কলমে বা জলে ভাসিয়ে পরখ ক'রে দেখা—এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

বেশ-খানিকটা পথ অনায়াসেই চ'লে এসেছে *ডানকান*—কোনো অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোঝা যায়নি, একটুক্ষণের মধ্যেই গতি দ্রুত ক'রে ফেলতে পারে এই কলের জাহাজ, আবার ইচ্ছে করলে তাকে মন্থরও ক'রে আনতে পারে;—তাকে বাতাসের গতি বা জলের উচ্ছ্বাস—কোনোকিছুর ওপরই নির্ভর করতে হয় না। মাঝি-মাল্লারাও এই নতুন জাহাজটা হাতে পেয়ে উৎসাহভরে কাজে লেগেছে। সত্যি-বলতে, কেউ যদি একবার নাবিক হয়, রক্তে যদি একবার সমুদ্রের নেশা ঢুকে যায়, তাহ'লে ডাঙায় আর কিছুতেই তার মন ওঠে না—এই মাঝিমাল্লারাও ডাঙায় ব'সে কবে *ডানকান* জলে ভাসবে তারই প্রতীক্ষায় ছটফট করছিলো। এখন তারা এই আনকোরা মজবুত জাহাজটা হাতে পেয়ে ভারি খুশি।

আজকের দিনটা ভারি চমৎকার। ঝকঝকে মুচমুচে রোদ্দুর, আকাশ ঘন-নীল, শুধু অনেক ওপরে ধূসর ও শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, সমুদ্রের সবুজ জলেও বাড়তি কোনো ঢেউ বা ছটফটানি নেই : *ডানকান* জাহাজ তার এই *ট্রায়াল রানে* চমৎকার চলেছে।

সেইজন্যই একটু বাদে যখন দূরে জলের ওপর একটা ক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখা গেলো তখন লর্ড এডওয়ার্ড বেশ অবাকই হ'য়ে গেলেন—মনে হ'লো সমুদ্রের জল তোলপাড় ক'রে কী-একটা যেন ওদিকটায় এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস নিশ্চয়ই বলতে পারবেন ব্যাপারটা কী—ঐ আজব, অতিকায় জলস্তম্ভেরই বা কী কারণ। দুরবিনে চোখ লাগিয়ে মনে হচ্ছে কোনো মাছ—কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রে এ কোথাকার অতিকায় মাছ ?

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রশ্নের উত্তরে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স দুরবিনে চোখ এঁটেই ব'লে উঠলেন : 'এ তো হাঙরেরই এক জাতভাই !'

'হাঙর !' লর্ড এডওয়ার্ড বিস্মিত। 'এখানকার সমুদ্রে হাঙর আছে নাকি ?'

'প্রায়ই আসে। এ অবশ্য কোনো সাধারণ জাতের খুদে হাঙর নয়—বরং সাধারণ হাঙরের চাইতে একে আলাদাই দেখায়। যদি অনুমতি করেন তো লেডি হেলেনাকে আমরা হাঙর কী ক'রে ধরে তারই একটা নমুনা দেখিয়ে দিই। মাছটা সত্যি বড়ো, তাছাড়া স্বভাবটাও বেয়াড়া। জেলেদের ছোটো নৌকোগুলোর ওপর উৎপাত করতে পারে—ফলে একে নির্মূল করাই ভালো।'

'তাহ'লে তা-ই করো। এ-বিষয়ে তুমি যা বলবে তা-ই হবে।'

লর্ড এডওয়ার্ড গিয়ে লেডি হেলেনাকে ডেকের ওপর ডেকে নিয়ে এলেন।

ঝকঝকে রোদ্দুর আর সমুদ্রও প্রধানত শান্তই—তাই এই অতিকায় হাঙরটার

দাপাদাপি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের হুকুমে মাল্লারা সাজো-সাজো ভঙ্গিতে লড়াইয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সেরে ফেললে। মস্ত-একটা আঁংটায়—তাকে বঁড়শি বলাই ভালো, যেমন অতিকায় মাছ তেমনি অতিকায় বঁড়শি—মাংসের টুকরো গেঁথে মাল্লারা জলে ফেলে দিলে। আংটাটা শক্ত কাছিতে বাঁধা, অনেকটাই বড়ো, দরকার হ'লে দড়ি ছেড়ে দিয়ে জলের মধ্যে হাঙরটাকে খেলানো যাবে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স অবিশ্যি নিছক মাছধরা দেখাবেন ব'লেই এটাকে ধরবার উদ্যোগ নেননি। এত-বড়ো মাছটা ধরতে পারলে অনেকটা তেল পাওয়া যাবে। হাঙরের তেল তো সবসময়েই কাজে লাগে। ওষুধ হিশেবে তো বটেই, তবে দরকার হ'লে এই চর্বিতে অন্য কাজও করা যাবে।

অনেকটা দূর থেকেই মাংসের গন্ধটা পেয়েছিলো মাছটা, কিংবা তার দৃষ্টিও ঘ্রাণশক্তির মতোই প্রখর ছিলো। তীরের মতো ছুটে এলো সে, যেন ছোঁ মেরে পড়বে। জলের ওপর দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে তার কালো পাখনাটা ছুটে আসছে, ডগাটা ছাইয়ের মতো ধূসর। কাছে এলে চোখে পড়লো তার মস্ত দুটি ভাঁটার মতো চোখ, রাক্ষুসে খিদেয় মুখটা হা-করা, সারি-সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড মাথাটাকে দেখাচ্ছে অতিকায় কোনো হাতুড়ির মতো। এর পাখনার ঝাপট, জোয়ালের জাঁতিকল কিংবা মুগুরের মতো মাথাটার ঘা—কোনোটাই সাধারণ ছোটো জেলেডিঙির পক্ষে মনোরম হ'তো না। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্সই ঠিক বলেছেন । এ-জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

কাছে এসেই মাছটা একটা গোঁত্তা খেয়ে ছোঁ মেরে পড়লো মাংসের টোপটার ওপর, আর সে মাংসের টুকরোটা গিলতেই মাল্লারা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিলে আর অমনি আংটাটা তার গলায় আটকে গেলো। তারপর শুরু হ'লো দড়ি টানাটানির খেলা। অতজন মাল্লা মিলে কাছিটাকে ধ'রে টান দিচ্ছে, হাঙরটা গলায় বঁড়শি বিঁধে যাওয়াতে ছটফটও করছে, কিন্তু তাই ব'লে মোটেই জল ছেড়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। ও-রকম অস্থিরভাবে দাপাচ্ছে দেখে তার ঝটপটি কমাবার জন্যে পাখনার ওপর দিয়ে একটা দড়ির ফাঁসও পরিয়ে দেয়া হ'লো তাকে। তারপর আধঘণ্টা ধুন্ধুমার কাণ্ডর পর তাকে তোলা হ'লো ডেকে, মাল্লাদের একজন তক্ষুনি একটা কুঠারের কোপে তার পুচ্ছটাকে আলগা ক'রে দিলে। কিন্তু তার আগেই দেখা হ'য়ে গেছে দুই পাখনা, লম্বা পুচ্ছ, ফোলা পেট, লম্বা শরীর, মুগুরের মতো মাথা—সব মিলিয়ে প্রকৃতিঠাকরুন কী-একটা অদ্ভুত কারখানা সৃষ্টি করেছেন। সে যখন ছোটে জলের মধ্যে তখন তার ঐ পাখনা আর পুচ্ছই তাকে গতি- বা লক্ষ্য- ভ্রষ্ট হ'তে দেয় না। হাঙরটার ল্যাজে যে-কোপ দেয়া হয়েছিলো তার কারণ অতর্কিতে সে যাতে ল্যাজটা দিয়ে একটা মরণঝাপট দিতে না-পারে। লেডি হেলেনা কিন্তু এই ভয়ানক রক্তক্ষয়ী দৃশ্যটা দেখে কেমন আঁৎকে উঠেছিলেন, তিনি চটপট তাঁর ক্যাবিনে ফিরে গেলেন। এই রক্তারক্তি কাণ্ডটার জন্যে তিনি তাঁর মনোরম প্রমোদভ্রমণের

অভিজ্ঞতাটাকে মাটি ক'রে দিতে চান না।

অনেক প্রাণী আছে, মাংসাশী বটে, তবে খিদে না-থাকলে অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। হাঙররা মোটেই তা নয়, তারা ঝাঁক বেঁধে থাকে, সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, মুহূর্তে সব সাবাড় ক'রে দেয়। কুকুরমাছের জাতের এই মাছটা দলছাড়া হ'য়ে পড়েছিলো—সে কি একাই তার রাক্ষুসে খিদেটাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে? সে অবশ্য একাই একশো।

মাল্লারা সাধারণত হাঙর ধরলেই পেট চিরে দেখে নেয় কী-কী সে গলাধঃকরণ করেছে ম'রে যাবার আগে। পুচ্ছহীন হ'লেও তার দাপাদাপি তখনও আদৌ তুচ্ছ নয়। সে তখনও ফোঁস-ফোঁস ক'রে নিশ্বেস নিচ্ছে আর ছটফট করছে। লম্বায় সে দশফুটের ওপর, ওজনটাও কোন-না ছশো-সাড়ে ছশো পাউণ্ড। মাল্লারা কয়েকজন মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু প্রথমেই পেট চিরে দেখা গেলো পেট খালি, পেটের মধ্যে কিচ্ছু নেই। মাংসের টুকরোটার গন্ধ পেয়েই সে-যে অমনভাবে ধেয়ে এসেছিলো তা সম্ভবত খিদেয় এমন হন্যে হ'য়ে ছিলো ব'লেই। কেটে সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেললে মাল্লারা, চর্বিটা সরিয়ে রেখে এই জলরাক্ষসের দেহাবশেষ জলে ফেলতে গিয়েও মাল্লারা থমকে গেলো, কেননা তাদের মধ্যে একজন তখন চেঁচিয়ে উঠেছে, 'আরে! ওটা কি আটকে আছে পাকস্থলিতে?'

'হবে কোনো নুড়িপাথর! যা রাক্ষুসে খাই-খাই, খিদের জ্বালায় হয়তো তা-ই খেয়ে ফেলেছে।' বললে আরেকজন।

টম অস্টিন—সে এই *ডানকান* জাহাজের ফার্স্টমেট—বললে, 'ধুর আহাম্মক! দেখছিস না এ ছিলো পাঁড়মাতাল। ওটা নুড়িপাথর নয় মোটেই। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা বোতল।'

এই শোরগোল শুনে লর্ড এডওয়ার্ড এগিয়ে এসেছিলেন কাছে। অবাক হ'য়ে বললেন : 'বোতল! হাঙরের পেটে বোতল! এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি যে হাঙর বোতলশুদ্ধু মদ খেয়ে ফ্যালে! বোতলটা বার করো পেট থেকে! অনেক সময় লোকে দরকারি কাগজপত্র পুরে ছিপি এঁটে সমুদ্রে বোতল ভাসিয়ে দেয়। এটা হয়তো সে-রকমই কিছু। কই, নিয়ে এসো ওটা।'

হাঙরের পেট থেকে বোতলটা বার ক'রে নিয়ে আসা হ'লো। তাকে ধুয়েটুয়ে সাফসুতরো ক'রে বোতলটা রাখা হ'লো টেবিলে। লর্ড এডওয়ার্ড, মেজর ম্যাকন্যাব্স, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স—এঁদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে লেডি হেলেনাও কৌতূহলী হ'য়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

লর্ড এডওয়ার্ড বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আগাপাশতলা সেটা নিরীক্ষণ করলেন।

পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বললেন, 'হুম! শ্যাম্পেনের বোতল!' তিনি সেটা জানতেই পারেন, সামরিক ব্যারাকে অস্ত্রশস্ত্র, কুচকাওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে নানাবিধ পানীয়রও চর্চা হ'য়ে থাকে।

'কীসের বোতল জেনে আর কী হবে,' লেডি হেলেনা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বললেন, 'হঠাৎ হাঙরের পেটে কোত্থেকে এলো, সেটাই জানতে চাই।'

'অনেকদিন নিশ্চয়ই জলে ভেসেছিলো। কী-রকম শ্যাওলা পড়েছে ওপরটায় দেখেছো?' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'হাঙরটার পেটে হয়তো খুব বেশিদিন যায়নি।'

ছিপিটা খুলতে গিয়ে দেখা গেলো এতদিন জলে থাকার ফল ফলেছে—ভেতরটায় জল ঢুকে গিয়েছে।

'বিচ্ছিরি কাণ্ড হ'লো তো! ভেতরে জল ঢুকেছে দেখছি। তাহ'লে কি আর ভেতরে যা ছিলো তা আর অটুট থাকবে?'

বোতলের ছিপিটা খোলবার পর একটা বিশ্রী আঁশটে গন্ধে আশপাশ ঝিমঝিম ক'রে উঠলো।

ভেতরে কিন্তু সত্যি-কিছু আছে। কাগজ? সে-রকমই তো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে সেটা আটকে গিয়েছে—সম্ভবত জলে ভিজে গিয়েই।

'বোতলটা ভেঙে ফেললেই তো হয়?' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স অমনি সমাধানটা বাৎলে দিলেন।

'তার চাইতে বরং বোতলের মাথাটাই ভাঙা যাক,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের সুপরামর্শ। 'তাহ'লে হয়তো ভেতরের জিনিশটা নষ্ট হবে না।'

হাতুড়ি ঠুকে বোতলের মাথাটা ভাঙা হ'লো। ঝনঝন ক'রে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা কাচ। সন্তর্পণে কাচের টুকরো ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতর থেকে তিন-তিনটে পার্চমেন্ট বার ক'রে এনে বিছিয়ে রাখা হ'লো টান-টান ক'রে।

দেখা গেলো, তিনটে পার্চমেন্টেই জল লেগে লেখা প্রায় ঝাপসা হ'য়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে আলোর সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন লর্ড এডওয়ার্ড। কী লেখা আছে এগুলোয়?

দুই

একে তিন তিনে এক

ভালো ক'রে দেখে নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'এ-যে দেখছি তিন-তিনটে আলাদা দলিল। এককেটা একেক ভাষায় লেখা। এটা আলেমান, এটা ইংরেজি—আর এইটে ফরাশিতে লেখা।'

'কী লেখা আছে ? পাঠোদ্ধার করা যায়?' লেডি হেলেনা কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করলেন।

'উঁহু। সব কথা পড়া যাচ্ছে না যে। কিছু-কিছু লেখা জলে মুছে গিয়েছে যে।'

'তিনটে দলিলে যদি একই কথা তিন ভাষায় লেখা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে হয়তো তিনটে একসঙ্গে মিলিয়ে প'ড়ে দেখলে একটা মর্মোদ্ধার করা যাবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আচ্ছা, প্রথমে ইংরেজিটা দেখা যাক।'

ইংরেজিতে লেখা দলিলটা টান ক'রে টেবিলে বিছিয়ে রাখার পর দেখা গেলো, তা থেকে শুধু এটুকুই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে :

বেশ-খানিকক্ষণ লেখাটা প'ড়ে মর্মোদ্ধার করার ব্যর্থচেষ্টা ক'রে হতাশ হ'য়ে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স মন্তব্য করলেন, 'উঁহু, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। একটা বাক্যও আস্ত নেই —কিছু বোঝা যাবে কী ক'রে?'

'কোনো গোটা বাক্য না-থাকলেও কতগুলো শব্দ তো আস্ত আছে। এই-যে, দ্যাখো না, Sink, aland, This, and lost এই শব্দগুলো কিন্তু ঠিকই আছে। আর ঐ Skipp নিশ্চয়ই Skipper কথাটারই গোড়ার দিক। Gr-এটার G বড়োহাতের হরফ ব'লে মনে হয়, কোনোকিছুর নাম। Skipper যদি আমরা ঠিকঠাক ভেবে থাকি, তবে এই Gr হয়তো জাহাজটারই নাম--আর ssistance কথাটা থেকে মনে হয় সাহায্য চাচ্ছে। সম্ভবত Gr জাহাজটা ডুবে গেছে, বা এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে আর নাব্যতার উপযোগী নেই সেই জন্যেই এই assistance চাইবার প্রার্থনা।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'ssistanceটা যে assistanceএরই শেষাংশ সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। docum কথাটা সেভাবেই নিশ্চয়ই document কথাটার গোড়ার দিক—শেষটা মুছে গিয়েছে।'

'হয়তো এই অনুমানগুলো ঠিক, তবে যেহেতু অনেকগুলো লাইন নেই, কোনো বাক্যই নেই পুরোপুরি, তাতে আসল ব্যাপারটাই জানা যাচ্ছে না। যদি জাহাজডুবির পর কেউ সাহায্য চেয়ে এই দলিলটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে, ধ'রে নিলুম তা-ই হয়েছে, কিন্তু এই তথ্যগুলো নেই জাহাজটার নাম কী, কোথায় যাচ্ছিলো ; কোন দেশের জাহাজ (কারণ বাকিগুলো তো ইংরেজিতে লেখা নয়—আলেমান আর ফরাশিতে) তাও বোঝা যাচ্ছে না। কবে কোথায় গিয়ে জাহাজটা বিপাকে পড়েছে তারও কোনো হদিশ নেই। আমরা যা জানতে পাচ্ছি, তার অনেকটাই অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে—' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জানালেন।

দু-নম্বর পার্চমেন্টটার গায়ের লেখা প্রথমটার চাইতে আরো অবোধ্য—প্রায় পুরোটাই নষ্ট হ'য়ে গেছে। পার্চমেন্টে যা পড়া গেলো, তা এই :
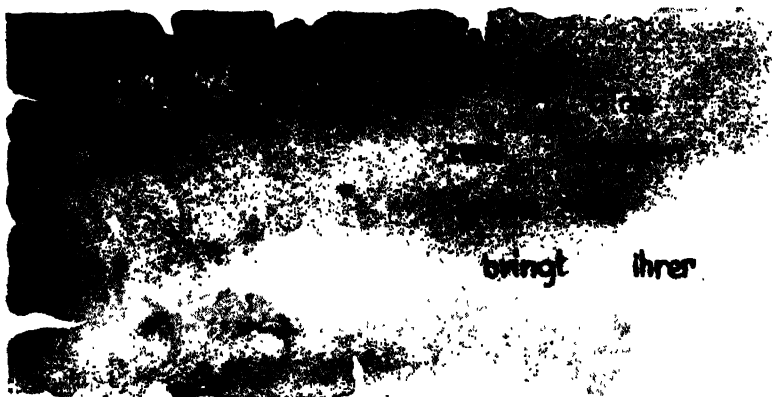
'ৎস্‌ভাই, আট্রোসেন, ব্রিংগ্‌ট ইরেন—' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কথাগুলো জোরে-জোরে উচ্চারণ করলেন। 'আলেমান ভাষা,' বললেন তিনি, 'তাছাড়া হরফগুলো গথিক। সিবেন

ইউনি অর্থাৎ সাত জুন। ইংরেজি কাগজটার 62 যদি তারিখেরই অংশ হয় তাহ'লে এই দুটো জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে সাত জুন, ১৮৬২। আলেমান দলিলে আছে Glass, ইংরেজিতে আছে Gow—জুড়ে দিলে হবে Glassgow, অর্থাৎ জাহাজটা ছিলো গ্লাস্‌গোর। পরের একটা লাইন কিছুই পড়া যাচ্ছে না—শুধু ঝাপসা কালির দাগ। কিন্তু তারপরেই রয়েছে ৎস্‌ভাই—zwei—মানে দুই, মাঝে ফাঁক দেখে মনে হয় attrosenএর আগে অন্তত একটা হরফ ছিলো—যদি mattrosen হয় তবে বোঝাবে নাবিক, মাঝিমাল্লা। ঐ graus কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য দুটো কথা তো আস্তই আছে bringt ihren—মানে bring them—ওদের নিয়ে এসো; এখন ssistance বা assistanceএর সঙ্গে যদি জোড়া যায় তাহ'লে দাঁড়াবে bring them assistance—মানে ওদের কাছে সাহায্য নিয়ে এসো। ওদের সাহায্য করো।'

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : 'সাহায্য চাইছে ? কারা ?'

মেজর ম্যাকন্যব্‌স বললেন : 'তাছাড়া এরা কোন্‌ ধরনের সাহায্য চাইছে তাও তো আমরা জানি না।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তৃতীয় পার্চমেন্টটা নেড়ে-চেড়ে বললেন : 'কী ধরনের সহায়তা পাঠাতে হবে, তা সম্ভবত পরের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। যেহেতু ফরাশিতে লেখা, কারুপক্ষেই বুঝতে অসুবিধে হবে না।'

'ত্রোয়া—*trois*—মানে তো তিন, আর mats —সেটা সম্ভবত মাস্তুলই বোঝাচ্ছে —তিন মাস্তুলের জাহাজ।' লর্ড এডওয়ার্ড হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'ইংরেজি আর ফরাশি লেখা মিলিয়ে তো জাহাজটার নামও পাওয়া যাচ্ছে—ব্রিটানিয়া—*Britannia*! অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেনের জাহাজ! আর *Austral* ইংরেজিতেও যা বোঝাচ্ছে ফরাশিতেও তা-ই—অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের কথা—'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : 'তার মানে, দক্ষিণ গোলার্ধে জাহাজডুবি হয়েছে !'

কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে লর্ড এডওয়ার্ড আরো-কতগুলো ব্যাপার আন্দাজ ক'রে নিলেন। শব্দের ভাঙাচোরা টুকরো থেকেই অনুমান ক'রে নিতে হবে গোটা শব্দটা—এবং কোনো নৌযাত্রার সঙ্গেই যেন সে-সব শব্দের একটা সংগতি থাকে। আর এই সূত্রটা ধ'রেই সশব্দে অনুমান দাঁড় করালেন লর্ড এডওয়ার্ড : '*abor* ধ'রে নিলুম *aborder* এর প্রথম অংশ মানে জমিতে নামা। যাত্রীরা ডাঙায় নেমেছে। কিন্তু কোথায়? *Contin*—তা নিশ্চয়ই Continentই বোঝাচ্ছে—কোনো-একটা মহাদেশ—'

'দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ ?' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাঁর অনুমানের ঢিল ছুঁড়লেন।

'এটা খেয়াল করেছেন?' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ব'লে উঠলেন, '*cruel* শব্দটা থেকে আলেমান শব্দ *graus*-এরও একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে—*grausam*—অর্থাৎ *gruesome* —ভয়ংকর-নিষ্ঠুর।'

'*Indi* তাহ'লে কি *India*—ভারতবর্ষ ? আর *ongit* ই বা কী—আরে ! সেটা নিশ্চয়ই *longitude*এরই ধ্বংসাবশেষ—দ্রাঘিমা। তাহ'লে *lat* হ'লো অক্ষরেখা, *latitude*—৩৭ ডিগ্রি ১১। তাতে তো ঠিকানাটাই পেয়ে-যাওয়া গেলো, অন্তত তার একটা মোটামুটি আন্দাজ।'

'দ্রাঘিমা কত না-জানলে আর মোটামুটি ঠিকানা তুমি পেলে কোথায়?' মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ফ্যাকড়া তুললেন।

'আগে তো তিনটের বয়ান মিলিয়ে সবটা লিখে ফেলা যাক—একসঙ্গে চোখের সামনে যদি থাকে, তাহ'লে হয়তো হেঁয়ালিটার একটা নিষ্পত্তি হবে—' বললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

'যারা এই পার্চমেন্টগুলো বোতলে পুরেছিলো, তারা কিন্তু কোনো ধাঁধা বা হেঁয়ালি তৈরি করতে চায়নি—তারা ঠিকঠাক জানাতে চেয়েছিলো কোথায় কী হয়েছে। শুধু প্রকৃতির কৃপাতেই খানিকটা লেখা মুছে গিয়ে জট পাকিয়ে গেছে।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন।

'সেইজন্যেই একসঙ্গে সাজিয়ে নিলে সুবিধে হবে। তাছাড়া লেখাগুলো সব পশ্চিম ইওরোপের নানা ভাষায়—আর আমরা যদি জাহাজের নামটা সঠিক অনুমান ক'রে থাকতে পারি, *ব্রিটানিয়া*, তাহ'লে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক হয়েছে ব'লেও মনে হয় না। এবার সবগুলো লেখা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক তা থেকে জটটা খোলবার কোনো হদিশ মেলে কি না।'

তিনটে পার্চমেন্টের লেখাকেই সাজিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে লিখে ফেললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

June 7th 1862 frigate Britannia Glasgow
went down —gonie austral—
by land two sailors
Captain Gr— land
Contin— pr— cruel indi—
thrown this paper in longitude
and latitude 37°11' Take them help
lost

লেখাটা যখন তাঁরা খতিয়ে দেখছেন, তখন মাল্লাদের একজন এসে জানতে চাইলে এবার *ডানকান* জাহাজ কোন্দিকে যাবে। পুরোটাই তো এই আনকোরা জাহাজটার মহড়া চলেছে, এমনিতে তার বিশেষ-কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যই নেই। এবার অবশ্য ঠিক ক'রে নেয়া দরকার *ডানকান* ফিরে যাবে কি না।

প্রশ্ন শুনে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : 'ডামবার্টন চলো। লেডি হেলেনা ম্যালকম কাস্‌ল-এ ফিরে যাবেন। আমি তারপর যাবো লণ্ডনে—নৌবাহিনীর দফতরে গিয়ে এটা দেখাতে হবে। তাছাড়া *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিতে হবে আমাদের।'

মাল্লাটি নির্দেশ নিয়ে চ'লে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড লেখাটা তুলে নিয়ে বললেন : 'আমরা তাহ'লে ধরে নিতে পারি যে ১৮৬২ সালের ৭ই জুন একটা ত্রিমাস্তুল যুদ্ধজাহাজ —*ব্রিটানিয়া*—গ্লাসগো থেকে বেরিয়েছিলো—সেটা কোনো অজ্ঞাত কারণে ডুবে গিয়েছে। কাপ্তেন আর তার সঙ্গে দুজন মাল্লা ৩৭°১১´ অক্ষাংশ থেকে তিনটি ভাষায় খবরটা জানিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা ক'রে একটা বোতলে লেখাগুলো পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে যদি তারা উদ্ধার না-পেয়ে থাকে, তাহ'লে দু-বছরেরও বেশি হ'লো কোথাও প'ড়ে আছে—'

'যদি-না এর মধ্যে ম'রে গিয়ে থাকে,' বললেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স।

'আর যদি বেঁচেও থাকে, তাদের দশা এখন কী হয়েছে, সেটা খানিকটা কল্পনা ক'রে নেয়া যায়,' এতক্ষণে লেডি হেলেনা মুখ খুললেন।

'খুব-একটা ভালো অবস্থায় নেই সম্ভবত,' লর্ড এডওয়ার্ডকে একটু উদ্বিগ্নই দেখালো। 'কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে, তার সমাধান কী, আমার মাথায় আসছে না। জাহাজটা ডুবেছে সম্ভবত দক্ষিণ গোলার্ধের কোথাও। কিন্তু ঐ gonie শব্দটার মানে কী হ'তে পারে?'

'ওটা তো ফরাশি লেখাটার টুকরো—ফরাশি ভাষায় যাকে Patagonie বলে, ইংরেজিতে তাকেই বলে Patagonia। এটা সেই পাতাগোনিয়া কথাটারই ভগ্নাংশ নয় তো?'

'পাতাগোনিয়া কি ৩৭° অক্ষরেখায় পড়ে?' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জিগেস করলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তক্ষুনি আমেরিকার দক্ষিণভাগের মানচিত্র খুলে দেখিয়ে দিলেন সত্যি তা-ই।

'দক্ষিণ আমেরিকা যদি হয় তাহ'লে ধাঁধার জট আরো-খানিকটা খোলা যায়। Contin—তাহ'লে Continent, pr—হ'তে পারে prisoners, আর cruel indi—সেক্ষেত্রে হ'তে পারে cruel Indians। আর এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহ'লে তারা হয়তো নিষ্ঠুর ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, সে-সম্বন্ধে সংশয়ও জাগতে পারে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : 'পাতাগোনিয়া দক্ষিণ আরহেনতিনা আর দক্ষিণ চিলের মধ্যে অবস্থিত—তার একদিকে আন্দেয়াস গিরিমালা অন্যদিকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর। তিয়েরুরা দেল ফুয়েগো এই পাতাগোনিয়ারই অংশ।'

'যদি আরহেনতিনা বা চিলের দক্ষিণভাগেই তা হ'য়ে থাকে, তবে এটা আশ্চর্য যে অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষার সঙ্গে এস্পানিওলে কিছু লেখা নেই। তাছাড়া আরহেনতিনার পাম্পায় বা চিলেয় যে-ইণ্ডিয়ানরা থাকে, তারাই বা কতটা নিষ্ঠুর? অকারণে কাউকে বন্দী ক'রে রেখে তারা কি অত্যাচার করবে?' লেডি হেলেনা প্রশ্ন তুললেন।

'এ-সব তো আমাদের অনুমান মাত্র,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'গ্লাসগো গিয়ে না-হয় খোঁজ ক'রে দেখা যাবে *ব্রিটানিয়া* সত্যি-সত্যি কোথায় যাচ্ছিলো। সেখানে নিশ্চয়ই কোনো নথিপত্রে কিছু লেখা থাকবে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন তাঁর কাছে নৌদফতরের গেজেট আছে—সেখানে হয়তো এক্ষুনি কোনো হদিশ পাওয়া যেতে পারে। দু-বছর আগেকার গেজেট বার ক'রেই একটা জরুরি তথ্য বার ক'রে নেয়া গেলো।

'এখানে গেজেটে একটা জ্ঞাপনী আছে। ১৮৬২ সালের ৩০শে মে কাপ্তেন গ্রাণ্ট কাইয়াও থেকে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ নিয়ে গ্লাসগোর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।'

'কাইয়াও ? সে আবার কোথায়?' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জিগেস করলেন।

'কাইয়াও,' গেজেট থেকে মুখ তুলে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন, 'পশ্চিম পেরুর একটা নগর-বন্দর—লিমার পশ্চিমে, কাইয়াও উপসাগরের তীরে অবস্থিত। তেমন-ছোটো শহরও নয়—দেড় লাখের ওপর লোক আছে—'

লর্ড এডওয়ার্ড কিন্তু কাইয়াওয়ের খবর শুনছিলেন না। তিনি বরং *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কাপ্তেনের নাম শুনে চমকে উঠেছেন। 'কাপ্তেন গ্রাণ্ট? সেই যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে নোভাস্কোশিয়ার পত্তন করতে চেয়েছিলেন—নয়াস্কটল্যাণ্ড?'

'হ্যাঁ। তিনিই। কিন্তু ১৮৬২ সালে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ নিয়ে তিনি কোথায় যে নিরুদ্দেশ

হ'য়ে গেছেন তা আজও কেউ জানতে পারেনি।'

'তাহ'লে তো আমরা অনেকটাই জেনে যেতে পেরেছি। ৩০শে মে তিনি কাইয়াও থেকে বেরিয়েছিলেন—৭ই জুন অর্থাৎ ঠিক আটদিন পরে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও—হয়তো উপকূলেই—জাহাজডুবি হয়। এবার তাহ'লে দ্রাঘিমাটা জেনে যেতে পারলেই আমরা বুঝে যাবো সত্যি-কোথায় তাঁর জাহাজডুবি হয়েছিলো।'

'দ্রাঘিমা যদি নাও জানা যায়,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স জানালেন, 'পাতাগোনিয়া বা তিয়েররা দেল ফুয়েগো আমার জানা। আমরা সেখানটায় অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারবো।'

'এবার তাহ'লে গোটা সন্দেশটা লিখে ফেলা যাক,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'অন্তত যে-কথাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আর-কোনো সন্দেহই নেই, সেগুলো পর-পর সাজিয়ে দেখা যাক কী দাঁড়ায়।'

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের সাত তারিখে গ্লাসগোর ত্রিমাস্তুল যুদ্ধজাহাজ *ব্রিটানিয়া* দক্ষিণ গোলার্ধে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও ডুবে গিয়েছে। দুজন মাল্লা আর কাপ্তেন গ্রান্ট দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের কোথাও গিয়ে নেমেছিলেন, বা নামবার চেষ্টা করে[illegible]
—তাদের বলা হয়েছে ভয়ংকর অথবা নিষ্ঠুর—নামবার সময় ৩৭°১১´ অক্ষরেখায় তাঁরা সাহায্য চেয়ে একটা বোতলে নানা ভাষায় খুঁটিনাটি জানিয়ে তিনটে চিরকুট ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—অন্তত আর-কোনো বোতলে এই বার্তা জানিয়েছিলেন কি না জানা নেই—তবে এটায় তাঁরা তিনটি ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন—যাতে যারই হাতে পড়ুক সে-ই মূল আবেদনটা পড়তে পেরে সাহায্য পাঠাতে পারে।

এই মর্মার্থটা জানবার পর সকলেরই মত হ'লো যে, ব্যাপারটা বাস্তবিকই নিশ্চয়ই তা-ই হয়েছিলো।

লেডি হেলেনা কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্সকে জিগেস করলেন : 'তারপর থেকে আজ অব্দি কি আদৌ কোনো খোঁজ মেলেনি তাঁদের?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স মাথা নেড়ে জানালেন, 'না।'

'কিন্তু এই চিরকুটগুলো দেখালে কি সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না? *ব্রিটানিয়া* তো একটা যুদ্ধজাহাজ, ফ্রিগেট—তাতে কামানও তো আছে!'

লেডি হেলেনা বললেন, 'আর কাপ্তেন গ্রান্টের পরিবার? তাঁর স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে—'

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'এ নিয়ে তুমি মিথ্যে আর ভেবো না। আমিই তাঁদের খবর দেবো। দরকার হ'লে তাঁদের দায়িত্ব নেবো।'

একটু পরে *ডানকান* যখন ডামবারটনের বন্দরে ভিড়লো, লেডি হেলেনাকে নিয়ে

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স গেলেন ম্যালকম কাসল-এর উদ্দেশে, আর লর্ড এডওয়ার্ড লণ্ডনের ট্রেন ধরবার আগে *টাইম্‌স* আর *মর্নিং ক্রনিক্‌ল* কাগজ দুটোয় একটা বিজ্ঞাপনের খশড়া পাঠিয়ে দিলেন ছাপবার জন্যে :

কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ার কোনো খোঁজ নিতে চান তাহ'লে নিচের ঠিকানায় লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।—ম্যালকম কাস্‌ল, ডামবারটন, স্কটল্যাণ্ড।

তিন

কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে

পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের লখ ফাইন-এর কাছে, যেখানে সমুদ্র থেকে একটা লম্বা ল্যাজ যেন দু-দিকে ডাঙা রেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারই কাছে একটা টিলার ওপর তৈরি হয়েছে ম্যালকম কাস্‌ল, মস্ত-একটা দুর্গ, পুরোনো সমস্ত কিংবদন্তি কুয়াশা আর আলোছায়ায় ছাওয়া পরিখাঘেরা কেল্লা, তাকে জড়িয়ে কত-যে গল্প আছে তার ঠিক নেই। সেই কবে থেকেই গ্লেনারভনরা এই কেল্লার মালিক, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র কল্পকথা কিংবা প্রেমকাহিনীর সে সাক্ষী—ফার্গাস ম্যাকগ্রেগর বা তাঁরই মতো কেউ-কেউ সে-সব কাহিনীর নায়ক। স্কটল্যাণ্ডে যখন তুলকালাম কাণ্ড চলছিলো, বিদ্রোহ বিক্ষোভ স্বাধীনতার লড়াই, তখন অ্যাংলো-স্যাকসনদের অত্যাচারে কত-যে স্কট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তার ইয়ত্তা নেই, যদিও গ্লেনারভনরা নানাভাবে টিকে থাকতে চেয়েছেন এখানে এবং টিকেও গিয়েছেন, আর তাঁদেরই সঙ্গে থেকে গিয়েছে—টিকেই গিয়েছে বলা যায়—তাঁদের কিছু অনুচর সহচর—বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পরিবাররাও সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে গ্লেনারভনদের সঙ্গে ছিলো। ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে হয়েছে ব'লে তাদের দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু তারই মধ্যে তারা জিইয়ে রাখতে চেয়েছে তাদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের সংস্কৃতি—কিল্ট পরে তারা, খাটো হাঁটু অব্দি নামা ছোটো স্কার্ট, কিংবা বলে গেলিকভাষা, কিংবা বাজায় ব্যাগপাইপ, ফ্লুট, হাইল্যাণ্ডের সংগীত। তারা না-থাকলে একা-একা গ্লেনারভনদের এই কেল্লায় থাকা মুশকিলের হ'তো, যতই কেননা ম্যালকম কাস্‌ল মজবুত হোক, কিংবা কাস্‌ল হোক সশস্ত্র, থাকুক জালিকাটা উপরদেয়াল, যেখান থেকে গোলন্দাজদের বন্দুকের নল বেরিয়ে থাকতে পারে হানাদারদের উদ্দেশে। এরা সবাই নির্ভীক, দুঃসাহসী, বেপরোয়া—আর বিশ্বস্ত ও অনুগত। সত্যি-বলতে, তারাই আছে

ডানকান জাহাজে, ওস্তাদ মাল্লা একেকজন, দুর্ধর্ষ, সমুদ্র যখন রাগে ফোঁসে, গর্জায়, একটুও না-টস্‌কে, একটুও বিচলিত না-হ'য়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তারা জাহাজ সামলাতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে সমুদ্র প্রায়ই অশান্ত হ'য়ে ওঠে, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী বর্ষায়, আর ছেলেবেলা থেকেই সেই জলে বেরোয় ব'লে তারা জানে কেমন ক'রে শামাল দিতে হয় সে-সময়।। তারা শুধু নির্ভরযোগ্য বা নিছক বেপরোয়াই নয়, তাদের দুর্দান্ত দুঃসাহস এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে, দক্ষতা থেকে, একেকজন তারা ওস্তাদ মাঝি-মাল্লা, চৌকশ, দুর্ধর্ষ।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন অজস্র বিত্তসম্পদের মালিক—কিন্তু এই বিপুল অর্থ তিনি কোনো মক্ষিচুষ কঞ্জুসের মতো শুধু সিন্দুকেই তুলে রাখেন না, অকাতরে সে-অর্থ তিনি সে-অঞ্চলের মানুষদের অবস্থা ফেরাবার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করেন, দরকার হ'লে হাউস অভ লর্ডস-এ তাদের জন্যে বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, লড়াই করেন, তাদের উন্নতির জন্যে নিপুণভাবে যুক্তি সাজিয়ে ও শানিয়ে ভাষণ দেন—সেইসব ভাষণে কেবল যে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ থাকে, কূটজাল থাকে যুক্তির, তা-ই নয়—কখনও-কখনও সেইসব কথার সঙ্গে মিশে যায় তীব্র আবেগ—অর্থাৎ নীরক্ত, শীতল, হৃদয়হীন বুদ্ধির প্যাঁচই খেলেন না লর্ড এডওয়ার্ড—এ-দেশের মানুষের জন্য সত্যি ভাবেন তিনি, তাদের কথা ভাবেন সবসময়, আর এই দেশপ্রেম বা দেশবাসীর জন্যে প্রেম আছে ব'লেই অকুতোভয়ে এমন-সব পরিকল্পনা ফাঁদতে পারেন, যে-সব কাজে নামতে গিয়ে অনেক ডাকাবুকো লোকও দু-একবার ইতস্তত করবে। বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা থেকে পেছিয়ে আসেন না। তিনি রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন, তা নিছক খেয়ালি বিত্তবান ব'লেই নন। এটা ঠিক যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে তাঁর ভালোই লাগে, উত্তেজনা জাগে মনে, রক্তে জাগে চাঞ্চল্য, শিহরন। কিন্তু আরো-একটা উদ্দেশ্য থাকে আড়ালে—প্রতিযোগিতায় তিনি কেবল ব্যক্তি হিশেবেই জেতেন না, জেতেন স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধি হিশেবে, স্বদেশের নাম উজ্জ্বল করবার জন্যে। কিন্তু তাঁর এই দেশপ্রেম তাই ব'লে তাঁকে সংকীর্ণ মানুষ ক'রে তোলেনি—তাঁর চিত্তের ঔদার্যও তাঁকে অন্যদের চাইতে ভিন্ন ক'রে দিয়েছিলো—বিশেষত হাউস অভ লর্ডসে অন্য যে-সব ধনীর দুলাল আভিজাত্যের বড়াই করেন, নাকউঁচু হাম্বড়া দেমাক দেখান, সবসময়েই ভোগেন অহংম্মন্যতায় বা আত্মকেন্দ্রিকতায় তিনি ঠিক তাঁদের মতো নন। এজন্যে তাঁর বিস্তর সুনাম হয়েছিলো। আর তা যে কারু-কারু মধ্যে ঈর্ষার জ্বলুনি জাগিয়ে দিতো না, তাও নয়। কিন্তু বত্রিশবছর বয়সী এই সুপুরুষ ককখনো নিজে থেকে কাউকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার সুযোগ দেননি—প্রতিযোগিতা হয় জলে, ইয়টের বাজিতে, আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ জলের মধ্যে চলে এই রেষারেষি। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দরদ এতই সহজে তাঁর স্বভাবটার সঙ্গেই মানিয়ে যেতো যে তাতে কখনও কোনো

আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতো না। আর তাঁর দরাজ দিলের সঙ্গে সংগতি রেখেই ছিলো তাঁর প্রচণ্ড দুঃসাহস। এটা এমন ধরনের কোনো দুঃসাহস নয় যার মধ্যে দেখানেপনা আছে, শুধু দুঃসাহসী কীর্তি ক'রেই যা তুষ্ট হ'তো, অর্থাৎ নিছক বেপরোয়াভাব প্রকাশ করার জন্যেই তিনি বেপরোয়া কাজেকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না, তার পেছনে তাগিদ থাকতো পরের উপকার করবার। আর এই পরোপকার-প্রবৃত্তি কারু কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী ছিলো না, বরং কারু জন্যে কোনো কাজ ক'রে দেবার পর সে যদি গদ্‌গদ হ'য়ে তাঁকে সম্ভাষণ করতো তবে তিনি যেন লজ্জাই পেয়ে যেতেন, একটু সংকুচিত বোধ করতেন, আড়ষ্ট। তিনি যদি অকাতরে দেশের মানুষের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেন, অন্তত বিলিয়ে দেবার প্রয়োজন এলে তিনি যে তাতে পেছ-পা হতেন না এটা সুনিশ্চিতই ছিলো, তবু তিনি ঠিক চাইতেন না লোকে সেটা জানুক, জেনে তাঁকে বাহ্‌বা দিক, শাবাশি জানাক —পারলে নিজেই তিনি প্রসঙ্গটা হয়তো ভুলেই যেতেন।

এহেন লর্ড এডওয়ার্ড বিয়ে করেছেন হেলেনাকে, সাধারণ ঘরের মেয়ে। সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সংবেদনশীল, কিন্তু তাঁর ধমনীতে নীল রক্ত ব'য়ে যেতো না। অন্যান্য অনেক রূপসী তরুণী—অভিজাতঘরের মেয়ে সবাই—তাঁর প্রেমে পড়বার জন্যে যেন তৈরি হ'য়েই ছিলো। তাদের সঙ্গে লর্ড এডওয়ার্ডের নানা উপলক্ষে মেলামেশাও হ'তো, নাচের মজলিশে, গানের আসরে, পালায়-পরবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি বিয়ে করলেন উইলিয়াম টাফনেলের এই মেয়েকে—সেই অকুতোভয় টাফনেল, যিনি ছিলেন বিখ্যাত ভ্রমণবিদ, কত-যে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হেলেনার সঙ্গে যখন লর্ড এডওয়ার্ডের পরিচয় হ'লো টাফনেল পরিবার তখন বিষম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো। হেলেনার বয়েস তখন সদ্য বাইশ ছুঁয়েছে। বিত্ত, কিংবা নীল রক্ত, কিংবা তথাকথিত জাগতিক খ্যাতি কিছু না-ই থাক, হেলেনার রূপগুণ ছাড়া আরো-একটা জিনিশ ছিলো, যা লর্ড এডওয়ার্ডের প্রণয়প্রার্থী অন্য মেয়েদের ছিলো না—আর তাতেই যেন সবাইকে টেক্কা দিয়ে গিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, আর সেটা এই : তিনি স্কটল্যাণ্ডের দুহিতা। হেলেনা যে স্কটিশ, এটাই ছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ। অবশ্য স্কটিশ না-হ'লেও হেলেনাকে তিনি বিয়ে করতেন ব'লেই মনে হয়—কেননা প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই দুজনে দুজনের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু হেলেনা যে স্কটল্যাণ্ডের দুহিতা—এই তথ্যটা কাটান দিয়েছিলো এই সামাজিক রীতিকে—যে, অভিজাতরাই অভিজাতকে বিয়ে করবেন। লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে স্কটল্যাণ্ডের মানুষ মাত্রেই অভিজাত। আর হেলেনা টাফনেল তো বিশেষ ক'রে তা-ই, যেহেতু দুজনের মনের মিল এতটাই হয়েছিলো যে সত্যি-বলতে কোনো সামাজিক রীতিনীতির অযৌক্তিক বিধানকেই নির্বিচারে বিনাতর্কে মানতে দেয়নি।

বিয়ের পর হেলেনাকে তাক লাগিয়ে দেবেন ব'লে লর্ড এডওয়ার্ড একটা বাষ্পেচলা

জাহাজ তৈরি করাচ্ছিলেন। লোকে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে যায় নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব কোনো ভূস্বর্গে; লর্ড এডওয়ার্ডের ধারণা ছিলো অন্যরকম। তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন সমুদ্রে, মধুচন্দ্রিকার সঙ্গে মিশবে প্রমোদভ্রমণ, অর্থাৎ কোথাও গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসা নয় —সারাক্ষণই চলতে থাকবেন দুজনে, রোজ নতুন জলে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখবেন —অথচ জাহাজটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে, আরামবিরামের অবকাশ থাকে। সত্যি-বলতে, কোনো ইয়ট ক্লাবের সদস্য মিথ্যে কেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করবে ডাঙায়?

আর এই কারণেই তৈরি করা হয়েছিলো *ডানকান।* জাহাজের *নীল-খশড়া*—অর্থাৎ নকশাটা—অনেক ভাবনাচিন্তার পর লর্ড এডওয়ার্ডের মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো। একই সঙ্গে মজবুত হবে, সর্বাধুনিক এনজিন থাকবে তার, তরতর ক'রে জল কেটে এগিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে থাকবে আরামেরও সব উপকরণ, যাতে কিছুতেই এ-কথা কখনও মনে না-হয় যে এর চাইতে কোনো ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলেই হ'তো।

আর তারপরে নতুন-তৈরি জাহাজ *ডানকানকে* নিয়ে মহড়ায় বেরুবামাত্র আকস্মিকভাবে পাওয়া গেলো মুশকিল আসানের তিন তলব—তিন-তিনটে ভাষায় লেখা সাহায্যের প্রার্থনা।

লর্ড এডওয়ার্ড *টাইমস* আর *মর্নিং ক্রনিকলে* বিজ্ঞাপন দুটো পাঠিয়ে দিয়েই রওনা হ'য়ে গেলেন লণ্ডনের উদ্দেশে, নৌদফতরে গিয়ে তিনি বিশদ জানাবেন কী হয়েছে, সেইসঙ্গে খোঁজ-খবরও নেবেন কাপ্তেন গ্রান্টের *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে। আর লেডি হেলেনা চ'লে এলেন ম্যালকম কাস্‌ল-এ।

পরদিনই লণ্ডন থেকে এক তার এসে হাজির। যত-শিগগির-সম্ভব লর্ড এডওয়ার্ড ডামবারটন ফিরে আসবেন; কিন্তু তারের পেছন-পেছন সেদিনই রাত্তিরে এলো এক চিঠি। তার সংক্ষিপ্ত বয়ানের ততোধিক সংক্ষিপ্ত সারমর্ম—লণ্ডন থেকে ফিরতে দেরি হবে। নববিবাহিত বর তার কনেকে খুবই সোজাসুজি জানিয়েছে তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। চিঠিটার বয়ানের ধরন দেখে লেডি হেলেনার একটু ভাবনাই হ'লো। যেন তাড়াহুড়ো ক'রে হঠাৎ লর্ড এডওয়ার্ড *কোনো কারণে* মতি পরিবর্তন ক'রে জানাচ্ছেন লণ্ডনে তাঁর সময় লাগবে। কেন? হঠাৎ আবার কী হ'লো?

এ-চিঠি পাবার পর লেডি হেলেনা যখন সাত-সতেরো অনেককিছুই ভাবছেন অথচ কোনো হদিশই পাচ্ছেন না লর্ড এডওয়ার্ডের আকস্মিক সূচিবদল করার কারণের, এমন সময়ে তাঁর খাশ পরিচারক এসে জানালে অনেক দূর থেকে ট্রেনে ক'রে দুই কিশোর-কিশোরী এসেছে, লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চায়, জরুরি দরকার। তাদের নাকি বিষম বিচলিত দেখাচ্ছে।

কারা এরা—লেডি হেলেনা ঠিক বুঝতে পারলেন না। লর্ড এডওয়ার্ডের তাড়াতাড়ি

না-ফেরার সঙ্গে এদের কোনো যোগ আছে? থাকুক বা না-থাকুক, তাদের খুব বিচলিত দেখাচ্ছে এ-কথা শুনেই লেডি হেলেনা তাদের ডেকে পাঠালেন।

ঘরে যারা ঢুকলো, সত্যি তাদের বয়েস বেশি নয়। মেয়েটির বয়েস ষোলো-সতেরো হবে, সে-ই দুজনের মধ্যে বড়ো, পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায় এককালে যদি-বা অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ হ'য়েও থাকে এখন নিশ্চয়ই অবস্থাবিপাকে পড়েছে, কেননা পোশাক তার দামি, তাতে রুচির ছাপ আছে, পরিচ্ছন্নও, কিন্তু দেখে বোঝা যায় এই পোশাক পুরোনো, বহু ব্যবহারে তার রঙ একটু মিইয়ে এসেছে। ছিপছিপে সুশ্রী কিশোরী, ডাগর দুটি চোখ—লাল, ফোলা-ফোলা, দেখে মনে হয় এতক্ষণ কাঁদছিলো। ছেলেটির বয়েস বারো-তেরো, তারও পরনে দামি কিন্তু পুরোনো পোশাক—দুজনেরই মুখের আদলে মিল আছে, সম্ভবত এরা ভাই-বোন। একটু উদ্‌ভ্রান্তই দেখাচ্ছে দুজনকে, উত্তেজিতও। তারা লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়, খবরকাগজে বিজ্ঞাপন প'ড়ে ছুটে এসেছে, কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ নিতে চায় তারা।

'কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ?' তাদের উত্তেজিত অধীর চোখমুখ দেখে জিগেস করলেন লেডি হেলেনা : 'কেন, বলো তো? কে তোমরা?'

'কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে।'

'কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে!'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি প্রায় যেন ফিশফিশ ক'রে কথাটা বললে, 'আমার নাম মেরি, আর এ আমার ভাই, রবার্ট।'

রবার্ট বললে, 'আমরা *টাইমস*-এ একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি—কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়ার* কোনো খোঁজ নিতে চায় তাহ'লে যেন এখানে এসে হিজ লর্ডশিপের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এসে শুনি তিনি এখানে নেই, লণ্ডন গেছেন। অথচ বিজ্ঞাপনে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের নাম দেখে আমাদের আর তর সয়নি—'

'আমরা আগে থেকে চিঠি লিখে দেখা করবার জন্যে কোনো সময় ঠিক ক'রে আসিনি, হিজ লর্ডশিপ তো আর জানতেন না আমরা আসবো—' মেরি বললে, 'কিন্তু বাবার জাহাজের নাম দেখেই আমাদের এমন অস্থির লাগলো যে আমরা কোনো নিয়মকানুনের ধার না-ধ'রেই ছুটে এসেছি—'

লেডি হেলেনা তাদের আশ্বস্ত করলেন। 'না-না, সেজন্যে ভেবো না। আসলে লর্ড গ্লেনারভন *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে কথা বলতেই লণ্ডনে নৌবাহিনীর সদর দফতরে গেছেন।' তারপর লেডি হেলেনা তাদের এক-এক ক'রে খুলে বললেন কেমন ক'রে হাঙরের পেটে বোতলটা পাওয়া গেছে, আর বোতলের ভেতরে তিনটে ছোট্ট পার্চমেন্ট —তাতেই *ব্রিটানিয়ার* খবর ছিলো। 'লর্ড গ্লেনারভন কালকেই ফিরে আসবেন। তোমরা বরং এখানেই থেকে যাও—কোনো ফর্মালিটি নেই—কাল লর্ড এডওয়ার্ড ফিরে এলেই

তোমাদের সঙ্গে কথা হবে—লণ্ডনে তিনি কী জানতে পারবেন, তা আমিও জানি না, তাই আমিও তাঁর ফেরার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।'

লর্ড এডওয়ার্ডকে ম্যালকম কাস্‌ল-এ না-পেয়ে ভাইবোনে যেন একটু চুপসেই গিয়েছিলো। লেডি হেলেনার সদয় ব্যবহারে তারা রীতিমতো মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। তারা রাতটা কেল্লাতেই কাটাতে রাজি হ'লো। বিশেষ ক'রে লেডি হেলেনা যখন বললেন যে তিনি কাপ্তেন গ্রান্ট সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই জানেন না, ভালোই হ'লো, এই ফাঁকে তাদের কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে সব জরুরি কথা জেনে নিতে পারবেন। তিনি অবশ্য সব কথা খুলে বলেননি তাদের কাছে, *ব্রিটানিয়া* যে জলে ডুবে গিয়েছে, কাপ্তেন গ্রান্ট যে বিদেশ-বিভুঁয়ে ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছেন—এ-সব কথা ব'লে তিনি ভাইবোনকে ঘাবড়ে দিতে চাননি।

সত্যি-বলতে রবার্ট আর মেরি বাবার কথা বলবার জন্যে যেন উদগ্রীব হ'য়েই ছিলো। যেন তাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে তারা মনের বোঝা হালকা ক'রে নেবার সুযোগ পেয়েই ব'র্তে গিয়েছে। একটু বিশ্রামের পর, খাবার-টেবিলে ব'সে ভাইবোনে তাঁকে কাপ্তেন গ্রান্টের কথা শোনালে।

বেচারারা! বাবার কথা বলতে-বলতে তাদের যেন চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছিলো। ছেলেবেলাতেই তারা মাকে হারিয়েছিলো। তারপর তাদের হারাতে হ'লো বাবাকেও।

কাপ্তেন গ্রান্ট ডাকাবুকো বেপরোয়া মানুষ। কিন্তু নিছক দুর্দান্ত অ্যাডভেনচারে বেরুনোই নয়, তাঁর চোখে ছিলো স্বাধীন স্কটল্যাণ্ডের স্বপ্ন। স্কটল্যাণ্ড যদি স্বাধীন না-ই হয়, অন্তত সে যদি কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে, তাহ'লেও হয়। সেই স্বপ্ন ছিলো ব'লেই একদিন তিনি নিজের সব সম্বল দিয়ে মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়া* নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে বেরিয়ে পড়েছিলেন—কোনো নতুন দ্বীপ খুঁজে বার ক'রে সেখানে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্যে। ছেলেমেয়েকে রেখে গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ার কাছে —ইচ্ছে ছিলো, নতুন দ্বীপে বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসে একদিন তাদের সঙ্গে নিয়ে আবার পাড়ি জমাবেন। কিন্তু একদিন খবর এলো, *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।—হয় সে-জাহাজ ডুবে গিয়েছে, নয়তো এমন-কোনো দুর্বিপাকে পড়েছে যা মৃত্যুরই শামিল—কিংবা হয়তো পড়েছেন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতিতে। মেরির বয়েস তখন মাত্র চোদ্দ, রবার্ট আরো ছোটো। এমন সময় সেই বৃদ্ধা আত্মীয়াও মারা গেলেন। তারপর থেকে ছোটোভাইটিকে সে সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আগলে রেখেছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তাকে মানুষ ক'রে তুলতে চেয়েছে। দু-বছর ধ'রে কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ না-পেয়ে সে ধ'রেই নিয়েছিলো যে বাবা মারা গেছেন। এখন, কাগজে বিজ্ঞাপনটা প'ড়েই তার মধ্যে এক নতুন আশা জেগে উঠেছে। একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভনের কাছে। বাবা তাহ'লে মারা

যাননি—নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

লেডি হেলেনা অবিশ্যি তাদের কাছে নিজের আশঙ্কার কথা খুলে বললেন না। প্রথমত, দু-বছর আগে সাহায্য চেয়ে এই বোতল জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কাপ্তেন গ্রান্ট যদি তখন দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে এখনও বেঁচে আছেন কি না কে জানে! তাছাড়া তাঁরা তো এটা ঠিক ক'রে জানেন না কাপ্তেন গ্রান্ট সত্যি-বলতে কোথায় বন্দী হ'য়ে আছেন। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে একটা তাঁরা জানেন, দ্রাঘিমারেখা যে কী, সেটার জন্যে তাঁদেরও তো অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াতে হবে। তাছাড়া লর্ড এডওয়ার্ডের ফিরে আসতে দেরি দেখে এটাই ভয় হয় যে নৌদফতর ব্যাপারটাকে কোনো পাত্তাই দেয়নি। তারা হয়তো কোনো সাহায্যই করতে চাইবে না।

ভাইবোনকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে লেডি হেলেনা মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মনে হচ্ছিলো লেডি হেলেনার আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়—নৌদফতর হয়তো ঐ হারানো জাহাজের সন্ধানে কাউকেই পাঠাতে রাজি হবে না। কিন্তু মেরির দৃঢ়তায় তিনি প্রায় মুগ্ধই হ'য়ে গেলেন। এইটুকু মেয়ে একটুও ভেঙে পড়েনি—সব দুর্বিপাকের মধ্যেও ছোটোভাইটির দেখাশুনো ক'রে এসেছে। এটা মানতেই হয় যে মনের জোর আছে মেয়েটির। তবে সবসময়ে তো আর শুধু মনের জোরে হয় না, পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় তাহ'লে মনের জোর তখন হয়তো ভেঙে পড়তে দেয় না—শুধু প্রতীক্ষা করতে বলে কখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে। এতদিন মেরি ধ'রে নিয়েছিলো যে তার বাবা বেঁচে নেই, সে নিজেই এক মনের জোরে সব দুর্বিপাকের মধ্যে ছোটোভাইটির দেখাশুনো করার দায়িত্ব পালন করছিলো। এখন সে বিজ্ঞাপন দেখে আশা ক'রে ছুটে এসেছিলো, এমনকী আজ লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা না-হ'লেও এই আশা আছে যে কাল দেখা হবেই, কাল বাবার সব খবর জানতে পাবে—অথচ লর্ড এডওয়ার্ড সম্ভবত লণ্ডন থেকে কোনো আশার খবর নিয়েই ফিরবেন না। মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের সঙ্গে এই নিয়েই কথা বলছিলেন লেডি হেলেনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এই অবস্থায় কী তাঁর করণীয়। তবে এটা অনুমান করতে দেরি হয় না যে যতদিন রবার্ট আর মেরি মেনে নিয়েছিলো যে কাপ্তেন গ্রান্টের ফিরে-আসার কোনো আশাই নেই ততদিন অন্তত দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই একরকম চলছিলো, অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো তাতে, কিন্তু এখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একবার আশা জেগে উঠেই যদি মিলিয়ে য়ায় তখন হয়তো তাদের কচি মনে আশাভঙ্গের আঘাত আরো-তীব্র হ'য়ে পড়বে।

যতটা আশা ক'রে এসেছিলো, ততটা সম্ভবত আর ছিলো না ব'লেই মেরি নিশ্চয়ই সকালবেলায় একটু আড়ষ্ট ও সংকুচিত বোধ করছিলো; আর সেই অস্বস্তির জন্যেই,

লেডি হেলেনা আর মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাদের যতই আপ্যায়ন করার চেষ্টা করুন না কেন, তারা একটু দূরে-দূরেই স'রে থাকছিলো। সেইজন্যেই লর্ড এডওয়ার্ড যখন জুড়ি-গাড়ি চ'ড়ে স্টেশন থেকে চৌদুনে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে এলেন, মেরি আর রবার্ট তখন ছিলো বাগানে।

লর্ড এডওয়ার্ড কোনোদিকে না-তাকিয়ে হনহন ক'রে সটান চ'লে গেলেন লেডি হেলেনার কাছে। ইংরেজ সরকারের বানিয়া মনোভঙ্গিতে তিনি বিচলিত; আরো বিচলিত এই কথা ভেবে যে মুখে 'গ্রেটব্রিটেন' 'গ্রেটব্রিটেন' ক'রে চ্যাঁচালেও ইংরেজরা সত্যি-সত্যি স্কটিশ, আইরিশ বা ওয়েল্‌সবাসীদের মানুষ ব'লেই যে মনে করে না, আরো-একবার হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন তিনি লণ্ডনে। বিস্তর যুক্তি সাজিয়েও নৌদফতরের কর্তাদের তিনি এ-বিষয়ে আদৌ বোঝাতেই পারেননি, যে হারানো মানোয়ারি জাহাজ *ব্রিটানিয়ার* সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া তাঁদের আশু কর্তব্য।

তাঁর মুখচোখের ভাব দেখেই লেডি হেলেনার বুঝতে মোটেই দেরি হয়নি যে লর্ড এডওয়ার্ডের লণ্ডনসফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে—শুধু তা-ই নয়, কি-রকম যেন অপমানিতও বোধ করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড। গ্লেনারভন যখন উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'খামকাই গিয়েছিলুম নৌ-দফতরে—কোনো কাজই হয়নি,' লেডি হেলেনা তখন আদৌ বিস্মিত হননি। বরং এই আশঙ্কা নিয়েই যে কাল রাতে মেজর ম্যাকন্যাবস আর তিনি বলাবলি করছিলেন, এ-কথা তাঁর মনে প'ড়ে গেলো।

'তাদের মতে *ব্রিটানিয়ার* সন্ধানে বেরুনোটা হবে বুনোহাঁসের পেছনে ছোটা,' আগের কথার জের ধ'রেই বললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

এদিকে জুড়িগাড়ি এসে থেমেছে, গটগট ক'রে একজন সে-গাড়ি থেকে নেমে লিভিংরুমের দিকে চ'লে গেছেন, তাঁকে দেখেই অনুচর-পরিচরেরা সেলাম ঠুকেছে—এইসব লক্ষ ক'রে মেরি আর রবার্ট বুঝতে পেরেছিলো যে ইনিই লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন। তারাও, তাই, তাঁর পেছন-পেছন লিভিংরুমে চ'লে এসেছিলো। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তারা শুনতে পেলে লর্ড এডওয়ার্ড বলছেন :

'হাজারটা ফ্যাকড়া, হাজারটা ওজর, হাজারটা আপত্তি সরকারের। দু-বছর আগে যে-জাহাজ ডুবেছে—'

'ডুবেছে ব'লে আমরা এখনও সঠিক জানি না,' লেডি হেলেনা বললেন, 'বরং বলতে পারি দু-বছর আগে সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—'

'হ্যাঁ, আমিও তা-ই বলতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তাদের বক্তব্য: ডুবুক বা হারিয়ে যাক—দু-বছর আগে যা ঘটেছে, এতদিন পরে কেউ খামকা এত টাকা খরচ ক'রে তার সন্ধানে যায়! তাছাড়া তাদের মতে ঐ তিনটে পার্চমেণ্টই অসম্পূর্ণ—পুরো হদিশ কোনো পার্চমেণ্টেই দেয়া নেই। কিন্তু, আসল কথা কি জানো, মাত্র তিনজনের জন্যে—সে

তিনজনও তো পুরোমানুষ নয়, নেহাৎই স্কট—একটা আস্ত গোটা জাহাজ তারা কিছুতেই পাঠাবে না! এরা যে শুধু বানিয়া, শুধু মুনাফাই দ্যাখে—তা নয়—এরা নিজেদের ছাড়া আর-কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।'

লর্ড এডওয়ার্ড রাগের স্বরে তেড়ে কথা ব'লে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সরকারের ফয়সালা শুনে তক্ষুনি মেরি আর রবার্ট নিজেদের আর সামলে রাখতে না-পেরে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে : 'বাবা! বাবা!' যেন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়েছে কাপ্তেন গ্রান্টের!

লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে খেয়ালই করেননি কখন এই দুটি অচেনা কিশোর-কিশোরী এসে তাঁর কথা শুনতে লেগেছে। হঠাৎ এই অস্ফুট আর্তনাদ শুনে অবাক হ'য়ে তিনি জিগেস করলেন, 'এরা কে?' তারপর সরাসরি তাদেরই তিনি জিগেস করলেন : 'বাবা! কে তোমাদের বাবা?'

এবার লেডি হেলেনা সব কথা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বামীকে। কেমন ক'রে কাপ্তেন গ্রান্টের এই ছেলেমেয়ে দুটি খবরকাগজে বিজ্ঞাপন প'ড়ে তক্ষুনি, তড়িঘড়ি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চ'লে এসেছে, বিজ্ঞাপনের বয়ান থেকে কতটা আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিলো নতুন ক'রে, ভেবেছিলো অবশেষে বুঝি সত্যি হদিশ মিলেছে কাপ্তেন গ্রান্টের—আর এখন তারা তাঁর প্রতিবেদন শুনে কতটাই মর্মাহত হ'য়ে পড়েছে! 'এড, এরা তোমার বিজ্ঞাপন প'ড়েই কাল এখানে চ'লে এসেছে। বলো, এখন এদের কী বলবে?'

'কিছুই বলার নেই, হেলেনা। এতক্ষণ তো সে-কথাই বলছিলুম। নৌদফতর কিছুতেই একজন হারিয়ে-যাওয়া স্কটের উদ্দেশে কোনো জাহাজ পাঠাবে না—'

মেরির আত্মাভিমান প্রখর। এই কচি বয়সেই নানা দুর্বিপাকের মধ্যে প'ড়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছে তাকে, দেখাশুনো করতে হয়েছে ছোটোভাইটির, অভিভাবকহীন অবস্থাতেও সে কোনোদিন দোরে-দোরে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়নি। এখন পুরো ব্যাপারটা শুনে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে সে যতটাই রেগে যাক, মুখে সে-কথা প্রকাশ না-ক'রে শুধু বললে : 'তাহ'লে আমরা চলি। বাবার খবর যতটুকু পাওয়া গেছে, সেটাই অনেক। অ্যাদ্দিন বাদে অন্তত নতুন ক'রে একটা সম্ভাবনা জেগেছে যে তিনি বেঁচে আছেন। হয়তো একদিন নিজেই কোনো উপায় ক'রে ফিরে আসবেন।' এই ব'লে রবার্টের হাত ধ'রে সে চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালে, বললে, 'চল, রবার্ট, মিথ্যে মনখারাপ করিসনে। উপায় একটা বার করবোই।'

লেডি হেলেনা কাল রাত থেকেই এই অনাথ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন। এবার একটু শঙ্কিতই হলেন তিনি, বিচলিত হ'য়ে এরা যদি ভয়ংকর-কিছু ক'রে বসে! তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমরা আবার এক্ষুনি কোথায় যাবে?'

দাঁতে দাঁত চেপে মেরি বললে : 'শেষ ভরসা একজনই। যে-ক'রেই হোক মহারানীর

কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবো। যদি কোনোভাবে তাঁর মনে দয়া জাগাতে পারি তাহ'লে হয়তো তিনি কোনো-একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।'

অন্যরা যা জানতো, তা মেরিও জানতো। এত সহজে রানীর দেখা পাওয়া যায় না। এতগুলো বাধা আসবে আমলা বা অনুচরদের কাছ থেকে যে কোনোদিনই হয়তো রানীর কাছে গিয়ে পৌঁছুনোই যাবে না। কোনো উটকো যে-সে লোককে রানীর সঙ্গে দেখা করতে দেয়াই হয় না।

'মেরি, শোনো, যেয়ো না,' লেডি হেলেনার গলার স্বর পালটে গিয়েছে। 'এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার কিছু হয়নি। রানীর বদলে আমরা নিজেরাই হয়তো কোনো-একটা ব্যবস্থা করতে পারবো।' তারপর লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললেন : 'এডওয়ার্ড, ইংরেজরা যদি আমাদের মানুষ ব'লেই মনে না-করে, আমরা তবে খামকা তাদের কৃপার জন্যে অপেক্ষা করবো কেন। তুমি তো *ডানকান* জাহাজ বানিয়েছো আমাদের প্রমোদভ্রমণের জন্যে। মজবুত, আধুনিক জাহাজ, বাষ্পে চলে। কিন্তু প্রমোদভ্রমণ তো আর অকারণে যেখানে-সেখানে ভেসে-যাওয়া নয়, জাহাজ যদি জলে ভাসানো হয় তাহ'লে তার একটা গন্তব্য থাকে। পৃথিবীর সেরা দৌড়বীরের চাইতেও সেই লোকটাই দৌড়ের বাজিতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলো যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো—কেননা তার দৌড়টা নিছক দৌড় ছিলো না, ছিলো তার দেশকে বাঁচাবার উপায়। আমাদের প্রমোদভ্রমণও সার্থক হবে যদি তার সামনে একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছো, হেলেনা ? আমি যা মনে-মনে ভেবেছি তা-ই কি তোমারও মনের কথা ?' লর্ড এডওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, এডওয়ার্ড। আমি সত্যিকার সুখী হবো, সত্যিকার আনন্দ পাবো যদি আমাদের প্রমোদভ্রমণ শেষপর্যন্ত আর নিছক-প্রমোদভ্রমণ না-থাকে। আমরা তো এই উপলক্ষে *ডানকান* নিয়ে কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজেই বেরিয়ে পড়তে পারি—সাগরপাড়ি যদি দিতেই হয়, তবে সামনে এই লক্ষ্যটা রাখলেই হয়। দরকার হ'লে সাতসমুদ্র তেরোনদী পাড়ি দিয়েই না-হয় আমরা কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে বার ক'রে নিয়ে আসবো!'

লর্ড এডওয়ার্ড আনন্দে যেন ফেটেই পড়বেন। 'জানো, হেলেনা, লণ্ডনে ব'সে-ব'সে আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি তোমাকে একা ফেলে রেখে এত দূর পথ পাড়ি দেয়া ঠিক হবে কি না। তুমিও যে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, সেটা মোটেই ভাবিনি। জাহাজ যত আধুনিকই হোক বা মজবুতই হোক, দিনের পর দিন অজানা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মধ্যে ধকলও আছে, আবার একঘেয়েমিও আছে। দিনের পর দিন চারপাশে জল দেখতে সকলের সমান ভালো লাগে না কি না!'

মেরি আর রবার্ট গিয়ে ততক্ষণে লেডি হেলেনাকে জড়িয়ে ধরেছে। 'আমরাও সঙ্গে যাবো,' একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠেছে তারা, 'আপনারা যদি বাবার খোঁজে জাহাজ নিয়ে

দূর সাগরে পাড়ি জমান, তাহ'লে আমরাও সঙ্গে যাবো—'

'নিশ্চয়ই যাবে,' লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, '*ডানকানে* বিস্তর জায়গা আছে। তাছাড়া হেলেনারও ভালো লাগবে তোমাদের সঙ্গী পেলে—অন্তত একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে।'

লেডি হেলেনাও সায় দিলেন : 'তাছাড়া তাড়াটা তো তোমাদেরই বেশি। তোমরা সারাক্ষণ ব'সে-ব'সে অদ্ভুত সব কথা ভাববে, ভাববে *ডানকান* জাহাজের কী হ'লো, বাবার দেখা পেলো কিনা—তার চাইতে সঙ্গেই চলো, একই সঙ্গে আমরা খুঁজে দেখবো কাপ্তেন গ্রান্ট এখন কোথায় আছেন।'

'তোমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। *ডানকান* নেহাৎ ছোটো জাহাজ নয়—দুশো দশ টনের জাহাজ। এর চাইতেও ছোটো-ছোটো শাবেক আমলের জাহাজ নিয়ে ক্রিস্তোবাল কোলোন সম্পূর্ণ অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন—কোথায় যাবেন, জানতেনই না। আমাদের তো তবু খানিকটা আন্দাজ আছে—অন্তত এটা তো জানি কত অক্ষরেখায় যেতে হবে।'

চার

পাড়ি

একবার যখন ঠিক হ'য়ে গেছে যে *ডানকান* জাহাজই *ব্রিটানিয়া* আর কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে পাড়ি দেবে, তখন আর একমুহূর্তও তর সইছিলো না কারু। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে ডেকে অভিযানের কথা বলতেই তিনি তো একপায়ে খাড়া : সমুদ্র যারা ভালোবাসে, ডাঙায় থাকতে তাদের যে আদপেই ভালো লাগে না, সারাক্ষণ যে তারা উশখুশ করে কবে আবার জলে ভাসতে পারবে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সই তার সশরীর প্রমাণ। এখানে অবশ্য আরো-একটা কথা আছে। ইংরেজদের নৌদফতরকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে হবে তাদের সাহায্য ছাড়াই কেউ দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে—শুধু তা-ই নয়, কোনো দায়িত্ব নিয়ে বেরুলে স্কটরা ছিনেজোঁকের মতো লেগে থেকে সে-দায়িত্ব পালনও করতে পারে। অন্তত লর্ড গ্লেনারভনের জেদও যে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাছাড়া আছে মেরি আর রবার্ট—আর-কিছুর জন্যেও যদি না-হয় অন্তত তাদের কথা ভেবেও চট ক'রে অভিযানে বেরিয়ে-পড়া উচিত।

কিন্তু এত-বড়ো একটা অভিযানে বেরুতে গেলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই তো আর হুট ক'রে রওনা হওয়া যায় না। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের ওপরই ভার পড়লো *ডানকানকে* গ্লাসগোর বন্দরে নিয়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানের জন্যে যা-যা করা দরকার সবকিছুই নিজে তদারক ক'রে করবার।

এটা ঠিক যে *ডানকান* বাষ্পে চলে। কিন্তু ফোরকাস্‌লের সামনে বড়ো মাস্তুলটার ডগায় পাল খাটাবারও ব্যবস্থা আছে—সে কিন্তু নিছকই বিকল্প ব্যবস্থা হিশেবে নয়; হাওয়া যদি তোড়ে বয়, অনুকূল থাকে, তাহ'লে *ডানকান* পালতোলা জাহাজ হিশেবেই চলবে, আর অন্য সময় তো আছেই তার ১৬০ অশ্বশক্তির এনজিন। পুরোনোদিনের পালের জাহাজের সঙ্গে তার এখানেই তফাৎ—তাকে সবসময় অনুকূল হাওয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না। অন্য সময় সে বাষ্পের জোরেই ঘণ্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল হিশেবে চলতে পারবে। কিন্তু সেই বাষ্প তৈরি করবার জন্য চাই কয়লা, বিস্তর কয়লা—আর এই দূরপাল্লার পাড়িতে সঙ্গে যতটা-সম্ভব কয়লা নিয়ে-যাওয়াই ভালো, না-হ'লে মাঝপথে হঠাৎ কয়লার দরকার হ'লে সব জায়গায় তো তা নাও মিলতে পারে। অপর্যাপ্ত রসদও চাই সঙ্গে, যাতে পথে খাবারের অভাবে ভুগতে না-হয়। তারপর জাহাজের সামনে আত্মরক্ষার খাতিরে একটা কামানও বসাতে হবে—পথে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লে যাতে সামলানো যায়।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস প্রায় যেন জলে-জলেই মানুষ, কিন্তু সে তো সাধারণ খালাশিও। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানেন, উদ্ভাবনীশক্তি আছে, আছে অফুরন্ত আর অদম্য প্রাণশক্তি আর সাহস, উপস্থিতবুদ্ধির জোরে কোনো মুশকিলে পড়লে সেটা কাটান দেবার ক্ষমতা রাখেন। ম্যালকম কাসলেই তিনি মানুষ হয়েছেন, গ্লেনারভনদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নৌবিদ্যায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিলো, এখন তিনি অভিজ্ঞতার জোরে বলীয়ান হ'য়ে উঠেছেন। আর তাঁরই সুযোগ্য সহযোগী টম অস্টিন—দক্ষ ও কুশলী নাবিক, কালে তিনিও কোনো জাহাজের পরিচালনভার নিজের হাতে পাবেন। আর তাঁরা দুজনে মিলেই গ্লাসগোর ডকইয়ার্ড থেকে বাছাই ক'রে-ক'রে আরো পঁচিশজন মাল্লাকে *ডানকান* জাহাজে কাজ দিয়েছেন। দক্ষতা আর পরিশ্রমের ক্ষমতা ছাড়া তাদের সকলেরই আরো একটা পরিচয় আছে—তারা সবাই ডামবারটনের মানুষ, গ্লেনারভনদের প্রতি তাদের আনুগত্য অসীম।

প্রমোদভ্রমণের উপযোগী ক'রে আগেই ভালো ক'রে সবচেয়ে-বড়ো ক্যাবিনটা সাজানো হয়েছিলো, কিন্তু তখন তো আর জানা ছিলো না তাঁদের এত দীর্ঘ কোনো অভিযানে বেরুতে হবে। তাই এখন তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে দীর্ঘদিনের উপযোগী ক'রেই সাজানো হ'লো মাস্টার-ক্যাবিন—সত্যি-বলতে বিয়ের পর এই-প্রথম লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর নবপরিণীতা পত্নী লেডি হেলেনাকে নিয়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাবেন

—এ তো আর *ডানকান* জাহাজের নিছক কোনো মহড়া নয় কাছেপিঠের সমুদ্রে। তাছাড়া রবার্ট যে কতটা চৌকশ ছেলে সে তো আর গোড়ায় বোঝা যায়নি, কিন্তু পাড়ি জমাবার আগেই দেখা গেলো কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের সঙ্গে তার ভারি খাতির হ'য়ে গিয়েছে, ছায়ার মতো সে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের পেছন-পেছন থাকে; সে-যে কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলে, গোড়ায় এটাই ছিলো তার প্রতি কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের অতিরিক্ত একটা আকর্ষণের কারণ, কিন্তু পরে দেখা গেলো এই অভিযানে শেষপর্যন্ত রবার্টেরও সমুদ্রে হাতেখড়ি হবে, তারও রক্তে তার বাবার মতোই অ্যাডভেনচারের নেশা আছে যেন।

এরা ছাড়া সঙ্গে যাবেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌সও। বছর পঞ্চাশ বয়স, এমনিতে স্বল্পবাক্ কিন্তু কৌতুকবোধ প্রখর, অনেক অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া মানুষ মেজর, জানেন, যে বিপদের সময় অহেতুক উত্তেজনা বরং ক্ষতিই করে—তখনই বরং মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু শুধু সেইজন্যেই নয়, অ্যাডভেনচারের সম্ভাবনা দেখেই তিনি *ডানকান* জাহাজে এসে উঠেছেন—তাছাড়া মেরি আর রবার্টের প্রতি তাঁর কেমন-একটা মায়াও জ'ন্মে গিয়েছিলো। এই দুর্ধর্ষ অকুতোভয় মানুষটার মধ্যে ভেতরে কোথাও যে স্নেহের একটা অফুরন্ত প্রস্রবণ ছিলো, এটা তারও একটা প্রমাণ—যদিও তিনি নিজে সে-কথা ঠিক জানেন না—তিনি ভেবেছেন *ডানকানের* লম্বা পাড়িতে তিনি যোগ দেবেন নিছক একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে।

এমনিতে হয়তো কোন জাহাজ এলো, কোন জাহাজ গেলো—তাতে লোকের কিছুই এসে-যেতো না। কিন্তু *ডানকান* যে-উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে চাচ্ছে লোকের মুখে-মুখেই সে-কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। আর তাই যখন ২৫শে আগস্ট ০ঘণ্টায়, অর্থাৎ ২৪আর ২৫এর মাঝরাত্রে, ঠিক বারোটার সময়, জাহাজ ছাড়লো, গ্লাসগোর লোক ঝেঁটিয়ে এসেছিলো জাহাজ দেখতে। চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠলো, ঝগঝগ আওয়াজ উঠলো এনজিনে, চাকাগুলো পাক খেলো, আর *ডানকান* বন্দর থেকে নোঙর তুললো। সকাল ছটার মধ্যেই জাহাজ গিয়ে পড়লো বারদরিয়ায়। *ডানকানের* লম্বা পাড়ি শুরু হ'য়ে গেলো, কতদিনের জন্যে কে জানে।

পাঁচ

ভ্রান্তিবিলাস ও অন্যমনস্ক অধ্যাপক

ডানকান যখন ছেড়েছিলো, সবাই ভেবেছিলো এখানে স্কটল্যাণ্ডের কাছে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ থাকবে, আচমকা এখন ঝড়বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। ঝড়তুফান হয়তো সত্যিই ওঠেনি, কিন্তু হাওয়া ছিলো প্রখর, সমুদ্র ছিলো ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল, আর সমুদ্রযাত্রায় ততটা অভ্যস্ত নন ব'লেই প্রথম দিনে মেরি বা লেডি হেলেনা কেউই নিজেদের ক্যাবিন থেকে বেরোননি। দ্বিতীয় দিনে যখন হাওয়ার তোড় কমলো, সমুদ্র শান্ত হ'য়ে এলো, ঢেউয়ের দোলাও ক'মে এলো। সমুদ্র শান্ত হ'য়ে যেতেই যাত্রীরা ডেকে এসে জড়ো হ'লেন : ঠিক যেন পুব দিগন্তে সমুদ্রের মধ্য থেকেই উঠে এলো সূর্য, আকাশের গায়ে একটা লালের ছোপ, আর সেখান থেকে রৌদ্রের ছটা বেরিয়ে আসছে, *ডানকানের* শাদা পালে এসে পড়েছে রোদ্দুর। স্নিগ্ধ একটা হাওয়া দিচ্ছে।

কারুই যেন আর তর সইছিলো না। চট ক'রে যদি গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যেতো, তাহ'লেই যেন খুশি হ'তো সবাই। কিন্তু ইওরোপ থেকে তাঁদের যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায়, নতুন মহাদেশের তটে—১৪৯২ সালে ক্রিস্তোবাল কোলোন (বা ক্রিস্তোফোরো কোলোম্বো বা ক্রিস্টফার কলম্বাস) খুব-তো আর চট ক'রে যেতে পারেননি নতুন মহাদেশে। তাঁদের হয়তো অত সময় লাগবে না, কিন্তু এ তো আর ইওরোপের এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাওয়া নয়।

লেডি হেলেনা যেন স্পষ্ট ক'রে মেরির জিজ্ঞাসাটাকেই উচ্চারণ করলেন : 'আমাদের গিয়ে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে, এড?'

'ম্যাঙ্গল্‌স, আমরা কত জোরে যাচ্ছি বলো তো?'

'ঘণ্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল। যদি এই চলার এই গতি বজায় থাকে, তাহ'লে আমরা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই কেপ হর্ন পৌঁছে যাবে।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন।

'কেপ হর্ন? ভারি অদ্ভুত নাম তো?'

'কেপ হর্ন আসলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু। ৫৫°৫৯´ দক্ষিণ। তিয়েররা দেল ফুয়েগো হর্ন আইল্যাণ্ডেরই অংশ, মূল ডাঙা হচ্ছে দক্ষিণ চিলে,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন, 'শিঙের মতো দেখতে ব'লেই অন্তরীপটার নাম কেপ হর্ন। সেখানে পৌঁছুবার পরই খোঁজখবর নিয়ে আমাদের পরবর্তী সূচি তৈরি করতে হবে।

পাতাগোনিয়া যেতে হ'লে ঐ দক্ষিণতম বিন্দু পেরুতেই হবে *ডানকানকে*।

'পাঁচ সপ্তাহ অবশ্য খুব বেশি সময় নয়—দেখতে-না-দেখতেই এই দিনগুলো কেটে

যাবে।' লর্ড এডওয়ার্ড ঘুরে মেরির দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন, 'মিস গ্রান্ট, *ডানকান* জাহাজকে কেমন লাগছে?'

ডানকান যদি তাকে আর রবার্টকে না-নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়তো, তাহ'লে মেরির তা মোটেই ভালো লাগতো না। এখন তার মনে হচ্ছে কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে যে-অভিযান রওনা হয়েছে, তাতে তারও মস্ত একটা ভূমিকা আছে। সে উদ্ভাসিত মুখে বললে : 'দারুণ! চমৎকার!'

'রবার্টের কী খবর?' জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'কই? তাকে তো দেখছি না?'

মেরি কিছু বলবার আগেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স হেসে বললেন, 'রবার্ট তো আমার প্রধান সহকারী হ'য়ে উঠেছে। এই হয়তো সে আছে এনজিনের সামনে, পরক্ষণেই ফোরকাস্‌ল-এ, বা মাস্তুলের ডগায়। ঐ তো, তাকিয়ে দেখুন না বড়ো মাস্তুলটার দিকে।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের কথা শুনে সবাই মাস্তুলটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, মাস্তুলের ওপরে উঠে রবার্ট দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই, মেরির বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। কী ডাকাবুকো ছেলেই না হয়েছে সে, প্রাণে একটুও ভয়ডর নেই। জাহাজে উঠতে পেরে সে যেন ফুর্তিতে ডগমগ করছে। কিন্তু মেরি আঁৎকে উঠে বল্‌লে, 'কী সর্বনাশ! প'ড়ে যাবে যে!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কিন্তু তখনও হাসছেন। বললেন, 'মিথ্যে ভয় পাবেন না, মিস গ্রান্ট। দু-দিনেই আপনার ভাইকে ওস্তাদ নাবিক বানিয়ে দেবো—দেখে এমনকী কাপ্তেন গ্রান্টেরও তাক লেগে যাবে।'

'কিন্তু ওভাবে অকারণে—'

'সে-ই তো ভালো। জাহাজ যখন দুলছে না তখনই তো তরতর ক'রে ওপরে ওঠা-নামা অভ্যাস করতে হবে, যাতে পরে দরকারের সময় আচমকা এ-কাজ করতে গিয়ে ভয় না-পায় বা গুবলেট ক'রে না-ফ্যালে। দেখবেন মিস গ্রান্ট, আপনার বাবা বরং তার এইসব ওস্তাদি দেখে তারিফই করবেন।'

'আপনি যদি বলেন,' মেরির গলা থেকে শঙ্কার ভাব তখনও দূর হয়নি। 'আপনার ওপরই কিন্তু ওর ভার রইলো।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আবার আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন মেরিকে। 'কিচ্ছু ভাববেন না, মিস গ্রান্ট। আমি সবসময় ওর ওপর কড়া নজর রাখবো।'

লর্ড এডওয়ার্ড প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে বললেন, 'ম্যাঙ্গল্‌স, আমি বরং এই ফাঁকে এঁদের জাহাজটা ভালো ক'রে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে স্টুয়ার্ডকে বলো আমাদের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে।'

মেজর ম্যাকন্যাব্স ডেকের একপাশে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সিগার টানছিলেন। একদিন নতুন মহাদেশ থেকেই তামাক এসেছিলো, আর এখন ইওরোপের অজস্র লোকই এই চুরুট খাবার নেশায় আটকে গিয়েছে। তাঁর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই নেই। সম্ভবত মেজর ম্যাকন্যাব্স সকালবেলায় ছোটোহাজরির আগে কোনো বিষয় নিয়েই অস্থির হন না। কোনো লড়াইয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কী করেন, এ নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড অনেক সময়েই ভাবতেন। মেজর ম্যাকন্যাব্স এর আগেই সারা জাহাজ ঘুরে দেখেছেন, ফলে *ডানকান* জাহাজ ঘুরে দেখবার জন্যে তাঁর কোনো কৌতূহল ছিলো না। লর্ড গ্লেনারভন অন্যদের নিয়ে জাহাজের অন্যদিকে চ'লে গেলেন। মেজর ম্যাকন্যাব্স একা-একা দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে-ভাবতে আনমনে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ কাছেই কার পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দ্যাখেন অচেনা এক ভদ্রলোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স, তাঁর সহকারীরা, জাহাজে কাজ করতে এসেছে যে-সব মাঝিমাল্লা, তাদের প্রায় সবাইকেই মেজর ম্যাকন্যাব্স চেনেন। এটা ঠিক যে নতুন অনেককেই অভিযানের আগে *ডানকান* জাহাজে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই অচেনা ভদ্রলোক যে তাদের কেউ নয়, সে তাঁর চেহারা বা পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যায়। খালাশির পোশাক পরা নেই তাঁর, তাছাড়া খুব হট্টাকট্টা গাট্টাগোট্টা পোড়খাওয়া লোকও নন তিনি। বরং ঢ্যাঙা রোগামতো এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় একটা সরু লম্বা পেরেকের ডগায় কেউ মস্ত-একটা মাথা গেঁথে দিয়েছে। মাথার সামনের দিকে চুল পাৎলা হ'য়ে এসেছে, ছুঁচলো চিবুক, চোখে পুরু পরকলার চশমা। ভদ্রলোক এখনও যেন ঘুমের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, ঝকঝকে দিনের আলোয় চোখ কুঁচকে আলোটা যেন চোখে সইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। চোখমুখে বুদ্ধির দীপ্তি। আর কেমন-একটা কৌতুকের ছোপ। মাথায় কানঢাকা টুপি, হলদে রঙের বুটজুতো পায়ে, কোমরে সেই রঙের চামড়ারই বেল্ট, গায়ে খয়েরি রঙের মখমলের জ্যাকেট, ট্রাউজার জোড়ার রঙও তা-ই—পকেটগুলোয় রাশি-রাশি কাগজপত্তর, যেন একটা আস্ত টেবিলের সব জিনিশপত্র কোট-প্যান্টের পকেটে এসে আশ্রয় নিয়েছে। গলা থেকে ঝুলছে একটা টেলিস্কোপ। ভদ্রলোক মেজরকে ঘিরে ধুপধাপ আওয়াজ ক'রে একবার পাক খেয়ে নিলেন; এঁরই এই ধুপধাপ শব্দে মেজরের তন্ময়তা ভেঙেছিলো।

মেজর ম্যাক্ন্যাব্স একটু অবাক হ'লেও কোনো কথাই বললেন না—বা তাঁর চোখমুখে বিস্ময়ের কোনো ছাপ দেখা দিলো না। অথচ এমনিতে তাঁর বিস্মিত হবারই কথা ছিলো। তিনি যতদূর জানতেন তাতে তাঁরা কয়েকজন ও মাঝিমাল্লারা ছাড়া *ডানকান* জাহাজে আর-কোনো যাত্রীরই যাবার কথা নয়। তবু মেজর ম্যাকন্যাব্স মুখ ফুটে এই অচেনা যাত্রীটির কোনো পরিচয়ই জানতে চাইলেন না। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখে হাজারো কৌতূহল নিয়েই মেজর ম্যাক্ন্যাব্সের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তাঁকে নিজে থেকে কোনো সম্ভাষণ করলেন না দেখে এই অচেনা আগন্তুকটি টেলিস্কোপটা টেনে লম্বা ক'রে দিগন্তের দিকে তাকালেন। তারপর টেলিস্কোপটা একটা ছড়ির মতো রেখে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না-পেরে প'ড়ে গেলেন, কারণ টেলিস্কোপ তাঁর ভারে ততক্ষণে খোপের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তাঁর কাণ্ড দেখে কেউ হয়তো এতক্ষণে হেসে ফেলতো, কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তবু গায়ে প'ড়ে ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করলেন না।

ঢ্যাঙা ভদ্রলোক উঠে প'ড়ে জ্যাকেটটা থেকে ধুলো ঝেড়ে টেলিস্কোপটা ফের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নবাবিচালে হাঁক পাড়লেন। 'স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!'

ঠিক সেই সময়েই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের নির্দেশ অনুযায়ী স্টুয়ার্ড অলবিনেট সকলের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে ডাইনিংরুমে যাচ্ছিলো। হঠাৎ এমন হাঁক শুনে একটু থতমত খেয়ে ভদ্রলোকের সামনে এসে বললে : 'আপনি কি আমায় কিছু বলছেন?'

'আপনিই কি স্টুয়ার্ড?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?'

'আমি ছ-নম্বর ক্যাবিনের যাত্রী।'

'ছ-নম্বর ক্যাবিন!' স্টুয়ার্ড অলবিনেট এবার সত্যি হতভম্ব হ'য়ে পড়লো। *ডানকান* তো কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, তাতে আবার ছ-নম্বর ক্যাবিন ব'লে কী আছে?

'হ্যাঁ। তা মঁসিয় স্টুয়ার্ড, আপনার নামটা আমি জানতে পারি? আমার আবার সারাক্ষণ "স্টুয়ার্ড-স্টুয়ার্ড" ক'রে চ্যাচাতে ভালো লাগে না।'

'অলবিনেট।' অলবিনেট তখন সত্যি বুঝে উঠতে পারছিলো না কী বলবে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কখনও এই যাত্রীটির কথা বলেননি।

'তা মঁসিয় অলবিনেট. প্রায় দু-দিন আমার পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। পারী থেকে গ্লাসগো অব্দি প্রায় ছুটেই এসেছি একটানা। চ্যানেল পেরুতে হ'লো—ক্যালে থেকে ডোভার, তারপর এখানে গ্লাস্‌গোতে। তা ছোটোহাজরি হবে কখন?'

অলবিনেট ততক্ষণে তার হতচকিত দশা থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে। বললে, 'নটার সময়, ডাইনিংরুমে।'

ভদ্রলোক তাঁর অগুনতি পকেট হাৎড়াতে-হাৎড়াতে শেষে কোন-এক পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার ক'রে এনে অতীব মনোযোগ সহকারে সময়টা দেখলেন। 'সবে তো দেখছি আটটা বাজে। আরো-একটি ঘণ্টা! তাহ'লে আমার ক্যাবিনে কিছু পানীয় আর খুচরো-কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দেবেন। খিদেয় আমার জঠর এখন চি-চি করছে। হ্যাঁ, আর, ভালো কথা—কাপ্তেন কোথায় এখন? কিংবা ফার্স্টমেট? জাহাজ তো দেখছি চমৎকার চলেছে, পালে খোলা হাওয়া লাগিয়ে তোফা পাড়ি জমিয়েছে।'

স্টুয়ার্ড ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না এই অচেনা অভ্যাগতটিকে নিয়ে সে কী করবে। আর তখনই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে এদিকটায় আসতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। তার জানা নেই এই যাত্রীমহোদয় সত্যি কে, কাপ্তেন নিশ্চয়ই জানেন। তাই সে পরিচয় করিয়ে দিলে 'ইনিই কাপ্তেন—'

'কাপ্তেন? কাপ্তেন বার্টন, শেষ অব্দি তাহ'লে সাক্ষাৎ হ'লো আপনার সঙ্গে? চমৎকার। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি খুশি হয়েছি—' ব'লে হাতঝাঁকুনির জন্যে অচেনা যাত্রীটি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বার্টন? নিজের পিতৃদত্ত দীক্ষান্ত নামটিকে এভাবে আদ্যন্ত বদলে যেতে দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বেশ হকচকিয়েই গেলেন। অচেনা যাত্রীটি ততক্ষণে তাঁর হাত ধ'রে ঝাঁকাচ্ছেন, 'নানান গোলেমালে পরশু তো দেখাই হ'লো না। অবশেষে আজ সকালেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেলো। খুব ভালো লাগছে আমার। তা, কেমন লাগছে এই *এস. এস. স্কটিয়া* জাহাজটাকে?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আরো ভড়কে গিয়ে, যেন বিষম খেয়েই, স্টুয়ার্ডের দিকে একবার তাকালেন। তারপর এই প্রথম তিনি সম্ভাষণ করলেন যাত্রীটিকে: '*এস. এস. স্কটিয়া* মানে?'

'যে-জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন, তারই নাম। কী-রকম ছিমছাম ঝকঝকে জাহাজ, দেখেছেন? খাশা! ঠিক রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে। আচ্ছা, বলুন তো, আপনি কি সেই বিখ্যাত বার্টনের কেউ হন, যিনি আফ্রিকার নানা দুর্গম অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে অমন চমৎকার একখানা বই লিখেছেন আফ্রিকা সম্বন্ধে?'

'কিন্তু, সার, আমি বার্টনের কেউ নই—বার্টন আমার নামই নয়।'

'তবে কি আপনি ফার্স্টমেট মঁসিয় বার্ডনেস?'

কাপ্তেনের পেছন-পেছনই গল্প করতে-করতে আসছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডরা। তাঁদের দেখেই সাময়িকভাবে কাপ্তেনকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের দিকে প্রায় ছুটেই চ'লে গেলেন এই অদ্ভুত নবাগত যাত্রী। 'এঁরাও তবে এই জাহাজেরই যাত্রী? বেশ ভালো হ'লো। জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে—একঘেয়ে নিরেস লাগবে না যাত্রাটা। আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে নিই!' লেডি হেলেনাকে সম্ভাষণ করলেন মাদমোয়াজেল, মেরিকে বললেন মাদাম, লর্ড এডওয়ার্ডকে বললেন মঁসিয়—আর খুব ক'রে সবাইকার হাত নেড়ে দিলেন।

প্রহসনটা হুড়মুড় ক'রে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে এগুচ্ছে দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর এই হতভম্ব ভড়কে-যাওয়া দশা এখনও কাটেনি বটে, তবে তাঁর মনে হয়েছে এবারে সমস্ত ব্যাপারটা মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভালো ক'রে অনুধাবন করা যাক। কিন্তু সেটা তাঁর সাধ্যে কুলোলে তো? যেই তিনি বলতে গেছেন, 'ইনি হলেন

লেডি হেলেনা, আর উনি লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন,' আগন্তুক অমনি ব'লে উঠেছেন, 'তাই নাকি? তা জাহাজে প্রথম আলাপেই অত নিখুঁতভাবে সহবৎ মেনে চলা যায় না। তবে *স্কটিয়ার* ওপর দু-দিনেই প্রথম আলাপের এই আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠবে। তখন কি আর এ-সব তুচ্ছ আদবকায়দার কথা কেউ মনে রাখবে?'

রকমসকম দেখে সকলেই তাজ্জব। শুধু যে-কথাটা প্রথমেই জিগেস করা উচিত ছিলো, সেই কথাটাই এবার জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড—'কার সঙ্গে আলাপ হ'লো জানতে পারি কি।'

'ও-হো, দুঃখিত। নিজের পরিচয়টাই তো এখনও দেয়া হয়নি। এই অধম পারী ভৌগোলিক সমিতির প্রধান সচিব, এবং বার্লিন, বম্বাই, লাইপজিক, লণ্ডন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ভিয়েন, নিউ-ইয়র্ক ভৌগোলিক সমিতির সদস্য জাক-য়েলিয়াস ফ্রাসোয়া মারি পাগ্রয়ল। আমি কিন্তু ইস্ট-ইনডিয়া ইনস্টিটিউটের রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাণ্ড এথনোগ্রাফিক্যাল সোসাইটিরও সদস্য। দুই দশক ধ'রে শুধু আরামকেদারায় ব'সেই ভূগোলের চর্চা করেছি—এবারে সশরীরে যাচ্ছি ভারতবর্ষে, পদব্রজে ঘুরে-ঘুরে ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে।'

জাক পাগ্রয়লের নামটা শোনবামাত্র লর্ড এডওয়ার্ডের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে উঠলো। তিনিও অবসর সময়ে এক-আধটু ভূগোলচর্চা ক'রে থাকেন—আর তাইতেই বিভিন্ন জার্নালে নানা সময়ে জাক পাগ্রয়লের নানাবিধ তত্ত্ব ও আবিষ্কারের খবর বেরিয়েছে, আর যে-রকম সম্মান দিয়ে সে-সব প্রতিবেদন বেরিয়েছে তাতে বোঝা যায় পণ্ডিতেরা জাক পাগ্রয়লের বিদ্যাবত্তাকে যথেষ্টই সম্মান ক'রে থাকেন। *ডানকান* জাহাজে যে এভাবে আচমকা তাঁরই সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পুরোটাই রীতিমতো চমকপ্রদ এক ভ্রান্তিবিলাস ব'লেই মনে হচ্ছে, আরামকেদারা থেকে পা বাড়াবামাত্র ভূগোলবিদ কোথাও একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে ব'সে আছেন—কিন্তু বিভ্রম যা-ই কিংবা যেভাবে ঘ'টে থাকুক না কেন, লর্ড এডওয়ার্ড ভাবলেন এই ছিটগ্রস্ত অধ্যাপকটিকে সমাদর করা কর্তব্য, এবার তিনি নিজেই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিগেস করলেন, 'আচ্ছা, একটা কথা যদি জানতে চাই—'

'একটা কেন? অনেক কথাই জানতে চাইতে পারেন। কী জানতে চান, বলুন—'

'আপনার কথা থেকে মনে হ'লো আপনি বোধকরি পরশু রাতের বেলা জাহাজে এসে উঠেছেন—'

'হ্যাঁ, রাত আটটায়। তিরিশ ঘণ্টা রেলের ঝাঁকুনি খেয়েছি সমানে, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে স্টেশন থেকে জাহাজঘাটা—যা ধকল গেছে, কী আর বলবো। আমার তো আর ভ্রমণ ক'রে অভ্যাস নেই। তাই *এস. এস. স্কটিয়ায়* উঠেই সোজা ছ-নম্বর

ক্যাবিনে গিয়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়েছি—একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, নইলে আবার অসুখবিশুখ বাধিয়ে মুশকিলে প'ড়ে যেতে হ'তো।'

এতক্ষণে এই বিভ্রমের রহস্য বোঝা গেলো। *ডানকান* ছাড়বার আগে সবাই যখন গির্জেয় গেছে, জাহাজে যে কোনো পাহারার দরকার আছে সেটাও কারু তখন খেয়াল হয়নি, আর রাতের অন্ধকারে বিধ্বস্ত পাঞ্চয়ল *ডানকানকেই এস. এস. স্কটিয়া* মনে ক'রে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়েছেন তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট-করা ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

'কথা ছিলো সোজা কলকাতার বন্দরে পৌঁছে, সেখান থেকেই স্থলপথে আমাদের ভৌগোলিক অভিযান শুরু হবে। ভৌগোলিক সমিতির পক্ষ থেকে বড়োলাটবাহাদুরকে সেই মর্মেই বিশদ বিবরণ জানানো হয়েছিলো। আমাদের ভৌগোলিক সমিতি জানতে চাচ্ছিলো, তিব্বতের ইয়ারো-জাঙবো-চউ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদেশ থেকে বেরিয়ে শেষটায় আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে পড়েছে কি না। সেটাই সরেজমিন দেখে-আসা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। ঐ রাস্তায় বেরিয়ে, নদীর গতিপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে, এই '৪৬ সালে ক্রিক ব্যর্থ হয়েছিলেন—আমার ধারণা, আমি নিশ্চয়ই সফল হবো।'

জাক পাঞ্চয়ল যেন বৈতালাপে বিশ্বাসই করেন না, ক্লাসে পড়িয়ে তাঁর অভ্যাসটা এমনই বিগড়ে গেছে যে সারাক্ষণ, *অনর্গল*, মুখ থেকে তুবড়ির মতো বাক্যের ফুলঝুরি ছিটিয়ে চলেন! রেলভ্রমণের ধকলে তিনি কতটা কাহিল হয়েছিলেন এখন আর সেটা বোঝবার কোনো জো নেই—সম্ভবত ঐ ছত্রিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নেবার পর শরীরটা তাঁর এতই ঝরঝরে লাগছে, এতই চাঙ্গা লাগছে যে তোড়ে বাক্যবর্ষণ ক'রে যাচ্ছেন। একটু খারাপই লাগলো তাঁর ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে, কিন্তু গোড়াতেই ভুলটা ভাঙিয়ে না-দেয়াটাও অন্যায় হবে। 'মঁসিয় পাঞ্চয়ল,' লর্ড গ্লেনারভন খুব স্পষ্ট ক'রে বললেন, 'আপনি কিন্তু মোটেই কলকাতা যাচ্ছেন না।'

তড়াক ক'রে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জাক পাঞ্চয়ল, 'অথচ কাপ্তেন বার্টন—'

'আপনি ভুল করেছেন, মঁসিয় পাঞ্চয়ল', ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'আমি কিন্তু কাপ্তেন বার্টন নই—'

'তাহ'লে *স্কটিয়া—*'

'এবং এটা *এস. এস. স্কটিয়াও* নয়।'

জাক পাঞ্চয়ল শুধু হতচকিত নন, স্তম্ভিত। জীবনে এই-প্রথম সম্ভবত তাঁর কোনো বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে চাচ্ছিলো না। এক-এক ক'রে সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন তিনি; না, মোটেই কোনো রসিকতা নয় এটা, সকলেরই মুখ গম্ভীর। শুধু কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের ওষ্ঠাধর মুচকি-এক হাসিতে ফুসকায়িত হ'য়ে আছে। আর তারপরেই তাঁর চোখ পড়লো হালের চাকায়, সেখানে বড়ো-বড়ো হরফে স্পষ্ট ক'রে লেখা :

গ্লাসগো

'অ্যাঁ! *ডানকান*!'

প্রায় অর্ধস্ফুট একটা আর্তনাদের মতোই কথাটা পাঞ্চয়লের মুখ থেকে নিঃসৃত হ'লো। কী-রকম হতাশভাবে ছুটে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন তাঁর ঐ ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

এই ভ্রান্তিবিলাসে সকলেরই হাসি পাচ্ছিলো, শুধু মেজর ম্যাকন্যাব্‌সই সারাক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হ'য়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'বেচারা! এটা অবিশ্যি সব্বাই জানে যে জাক পাঞ্চয়ল প্রায় গল্পের বইয়েরই চরিত্রের মতো, অন্যমনস্ক অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, উনি তারই সশরীর জলজ্যান্ত প্রমাণ—'

'বেচারি বললে কী হবে,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের গলা শোনা গেলো এতক্ষণে, 'ওঁকে এখন কলকাতার বদলে আমাদের সঙ্গে পাতাগোনিয়াতেই যেতে হবে—কিছুতেই আর ফেরা হবে না।'

'তবে প্রথম যে-বন্দরে *ডানকান* নোঙর ফেলবে,' লর্ড গ্লেনারভন সহানুভূতির সুরে বললেন, 'সেখানেই বেচারিকে নামিয়ে দেয়া যাবে না-হয়।'

জাক পাঞ্চয়লের এই গোড়ায় গলদের শেষরক্ষা কী ক'রে করা যায়, এ নিয়ে যখন পরামর্শ করতে সবাই ব্যস্ত, ঠিক তখনই তাঁর বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বেরিয়ে এলেন জাক পাঞ্চয়ল, তাঁকে কেমন-একটু সংকুচিত দেখালো। কোনো কথা না-ব'লে তিনি নিরীক্ষণ করলেন বড়ো মাস্তুলটা, তাকিয়ে দেখলেন সমুদ্রের ফেনোচ্ছল জল, আর দূরের ঝাপসা দিগন্তরেখা। তারপর আস্তে হেঁটে লর্ড গ্লেনারভনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'আপনাদের জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?'

'চিলেয়—দক্ষিণ আমেরিকায়।'

'সর্বনাশ! সে-যে একেবারে উলটো দিকে—'

'আপনি না-হয় আমাদের সঙ্গে চলুন—'

'উঁহু, তা হয় না। আমাদের একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশন রয়েছে যে সামনেই—'

'তাহ'লে মাদেইরাতে নেমে পড়বেন—তারপর সেখান থেকে ফিরতি কোনো জাহাজ ধ'রে ইওরোপেই ফিরে যাবেন না-হয়।'

'*ডানকান* তো আর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে না, নৌসেনারও জাহাজ নয়—এ তো নিছকই একটা প্রমোদতরণী। আপনারা নিশ্চয় নৌবিহারেই বেরিয়েছেন। তাহ'লে আর কলকাতা বেড়াতে গেলেই বা ক্ষতি কী? তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী

কলকাতা, লণ্ডনের পরেই; সেখানে বা তার আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে কতকিছু দেখতেও তো পাবেন। সম্পূর্ণ অন্যরকম এক জীবনযাত্রা, একেবারেই আলাদা এক সংস্কৃতি!'

'আপনি কলকাতা নিয়ে ওকালুতি না-করলেও আমার নিজে থেকেই তো কতকাল ধ'রে কলকাতা—শুধু কলকাতা কেন, আস্ত ভারতভূমিই ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু এখন, এই-মুহূর্তে, *ডানকানকে* নিয়ে বঙ্গোপসাগরে বেড়াতে যাবার লোভ আমাকে সংবরণ করতেই হবে। এখন দক্ষিণ আমেরিকা না-গিয়ে আমার কোনোই উপায় নেই।'

লর্ড গ্লেনারভন তখন বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাতাগোনিয়া যাচ্ছেন। একটুও সবুর করার উপায় নেই, এমনিতেই বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে, একটা দিনও অন্যকোথাও গিয়ে নষ্ট করা চলবে না। তাছাড়া মেরি আর রবার্টও খুব ব্যাকুল হ'য়ে আছে। এই বেচারিদের কথা ভাবলে মনে হয় জলযানের বদলে কোনো উড়োযানে ক'রে উড়াল দিতে পারলেই ভালো হ'তো—চট ক'রে পেরিয়ে যাওয়া যেতো এই বিপুল জলধি। এককালে হয়তো লোকে কোনো উড়োজাহাজ আবিষ্কার করবে—তখন হয়তো দূর-দূরান্তেও আরো-অল্প সময়ে চ'লে-যাওয়া যাবে।

সব কথা খুলে ব'লে লর্ড গ্লেনারভন পাগ্রেয়লকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। 'তার চেয়ে আপনিই বরং চলুন না আমাদের সঙ্গে। কলকাতা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না—সেখানে পরেও যাওয়া যাবে। তাছাড়া আপনি তো আর দক্ষিণ আমেরিকা চক্ষেও দ্যাখেননি—চর্মচক্ষুতে সব দেখে আপনি নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে অজস্র নতুন তথ্য জানতে পারবেন।'

জাক পাগ্রেয়ল প্রস্তাবটায় মোটেই রাজি হলেন না—তবে লেডি হেলেনার দয়ামায়াসহানুভূতির প্রশংসা করলেন সাতকাহন ক'রে, বোতল থেকে উদ্ধার করা সাহায্যের জন্যে তিন তলবও দেখলেন, সে-সম্বন্ধে অবশ্য নতুন-কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। কিন্তু যখন জানলেন যে লেডি হেলেনা বিখ্যাত ভূপর্যটক উইলিয়াম টাফনেলের দুহিতা, তখন হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন : 'তাই নাকি ! বিল টাফনেল তো আমার বন্ধুমানুষ ! ইনি তাঁরই মেয়ে ! কী আশ্চর্য, দৈব যে কখন কী করে, তা কেউ বুঝতেও পারে না। কে জানতো যে একদিন বিল টাফনেলের মেয়ের সঙ্গে একই জাহাজে ক'রে আমি সাগরপাড়ি দেবো !'

ছয়

জাক পাগ্রঁয়লের মতিবদল

আগস্টের তিরিশ তারিখে দেখা গেলো মাদেইরা, উত্তর অ্যাটলান্টিকের ক্যানারি আইল্যাণ্ডসের উত্তরে, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ছোটো-ছোটো কতগুলো দ্বীপ, পোর্তুগালের অধীন এই দ্বীপগুলোর রাজধানী ফুনশাল, 'তিনশো-দুই বর্গমাইল তার বেড়,' আর কী দারুণ আঙুর হয়, 'ওহ্, মাদেইরা ওয়াইন দারুণ খেতে,' তবে, 'মূল মাদেইরা দ্বীপ, যার বেড় দুশো পঁচাশি বর্গমাইল, সেখানে খামকা নোঙর ফেলতে চাচ্ছেন কেন? এখানে তো দেখার কিছুই নেই, আগেকার যত ভূগোলবিশারদেরাই তো যা দেখার সবকিছু দেখে গিয়েছেন। হ'তো যদি ব্রাজিল, যেখানে পশ্চিমে আমাজোন থেকে বেরিয়েছে মাদেইরা নদী—পোর্তুগিসরা আশ্চর্য, নতুন-কিছু দেখলেও পুরোনো নামেরই স্মরণ নেয় —এই মাদেইরা নদী মামোরে আর বেনির মোহানায় প'ড়ে বোলিভিয়ার সীমান্তটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে, তাহ'লে না-হয় একবার নামা যেতো,'—এত-সমস্ত কথা ভূগোলবিশারদ জাক পাগ্রঁয়লের, জাহাজ থেকে না-নামবার অনেকগুলো ছুতোর মধ্যে একটি। 'এখান থেকে নিশ্চয়ই আপনারা ক্যানারি আইল্যাণ্ডে যাবেন, ঐ যে-দ্বীপগুলো আছে অ্যাটলান্টিকে, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে, রৌদ্রোজ্জ্বল, চমৎকার, সবশুদ্ধ ২৮০৭ বর্গমাইল, এখনও এস্পানিয়ারই অধীন, তার রাজধানী লাস্ পাল্‌মাস সান্তা ক্রুস দে তেনেরিফে, সেখানে পাহাড়ের চুড়োয় উঠলে হয়তো অনেককিছু দেখা যাবে। পূর্ব ক্যানারির এই লাস্ পাল্‌মাস্ খুব-একটা ছোটো দ্বীপ নয়, সবশুদ্ধ ১২৭৯ বর্গমাইল বেড়, সেখানে অবশ্য ঘুরে-ঘুরে কিছু দেখা যেতে পারে।'

এই মর্মে ছোটোখাটো বক্তৃতা শুনে, এবং মাদেইরায় নামতে এই ভৌগোলিকের অনিচ্ছা দেখে, লর্ড গ্লেনারভন মৃদু একটু হাসলেনই শুধু, কিছু বললেন না। না-হ'লে বলতে পারতেন, মাদেইরার যত খবর আপনি জানেন ততটাই তো আপনি জানেন লাস্ পাল্‌মাস্-এর, আর জানেন ব'লেই যদি *খামকা* নামতে না-চান মাদেইরায়, তবে সেই একই যুক্তিতে লাস্ পাল্‌মাস্-এই বা নামবেন কেন? একটা দ্বীপ পোর্তুগালের, আর অন্যটা এস্পানিয়ার—তফাৎ তো শুধু এটাই। এ-ধরনের কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে যে কোনো লাভ নেই, এটা বুঝতে পেরেই লর্ড গ্লেনারভন মাথা নেড়ে সস্মিত মুখে জাক পাগ্রঁয়লের প্রস্তাবটাই মেনে নিলেন।

মাদেইরা থেকে ক্যানারি আইল্যাণ্ডসের দূরত্ব আড়াইশো মাইলের মতো। পরের দিন অপরাহ্ণ দুটো নাগাদ ডেক থেকে দূরে, দিগন্তের কাছে, লাস্ পাল্‌মাস্ সান্তা ক্রুস

দে তেনেরিফের পাহাড়চুড়ো দেখা গেলো, ঘন-সবুজ ছায়ার মতো। জাক পাঞ্চয়েলও তখন দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। তাঁকে ডেকে নিয়ে চোখে দুরবিন গুঁজে দিয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জিগেস করলেন, 'চিনতে পারছেন—ঐ যে আপনার লাস পাল্‌মাস্-এর পাহাড় —তেনেরিফে।' পাঞ্চয়েল যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। তিনি আরামকেদারার ভূগোলবিশারদ, জানা পৃথিবীটা তাঁর নখের ডগায়, কিন্তু সেটা স্বচক্ষে দেখে বাড়তি কী আর উৎসাহ দেখাবেন তিনি। তাঁর চোখমুখে কেমন-একটা ঔদাসীন্যের ভাবই লেপ্টে রইলো। তবে গোল হ'লো তখন যখন কয়েকঘন্টা পরে খালি চোখেই দেখা গেলো পাহাড়. *ডানকান* এখন তার অনেকটাই কাছে গিয়ে পৌঁছেছে—এমন জলজ্যান্ত দ্বীপটা চাক্ষুষ দেখে ফেলবার পরে আর না-দেখবার ভান করা যায় কী ক'রে ? কিন্তু এবার তাঁর মুখচোখ তাচ্ছিল্যের ভাবে ভ'রে গেলো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসকে তিনি জানালেন, 'ধুর ! ঐ পাহাড়ে উঠে আর কী হবে ? ও-পাহাড়ে তো হুমবোল্টও উঠেছে, বঁপ্লাও উঠেছে। এ-পাহাড় আর তবে নতুন বা অজানা হ'লো কী ক'রে ? হুমবোল্ট তো ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের পাঁচ-পাঁচটা আলাদা-আলাদা জায়গায় গিয়েছিলো, পাহাড়ের উঁচু চুড়োটায় উঠে দেখেছে এস্পনিয়ার সিকিভাগ, তারপর এমনকী আগ্নেয়গিরির ভেতরে গিয়ে পর্যন্ত জমাট লাভার স্তর দেখে এসেছে। ওখানে আর নতুন-কী দেখবো আমি। তার চেয়ে বরং কেপ ভের্দ গিয়ে ঘুরে দেখা যেতে পারে : পশ্চিম আফ্রিকার এই এই দ্বীপগুলো পোর্তুগালের অধীন, রাজধানী প্রাইয়া সাঁউ তিয়াগুর ওপর ঠিক যেন ছবির মতো বসিয়ে রেখেছে কেউ— তাছাড়া সেনেগলের অংশ এটা, আফ্রিকার একেবারে পশ্চিমতম বিন্দু—অন্তরীপটা যেভাবে অ্যাটলান্টিকে ঢুকে এসেছে ১৭°৩০´ তে তাতে মনে হয় গোটা আফ্রিকাই যেন পশ্চিমদিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা কেপ ভের্দ-এ থামবেন তো ?'

'তা তো থামতেই হবে,' কথার তোড়ে ভেসে যেতে-যেতে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জানালেন, 'কয়লা নিতে হবে যে।'

'আমি তাহ'লে সেখানেই নেমে যাবো,' পাঞ্চয়েল অমনি ঘোষণা ক'রে বসলেন, 'ফ্রানসের কিছু লোকজন তো থাকবেই ওখানে, ব্যাবসা করতে যারা ওখানে গেছে। অবশ্য লোকে বলে ওখানেও কিছু দেখার নেই, সেনেগল তো ফরাশিদেরই অধীন—আরেকটা ফ্রানস বানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আর-কি ওখানে। তবে চোখ থাকলে, খুঁটিয়ে দেখতে জানলে, অনেককিছুই চোখে প'ড়ে যেতে পারে। অন্তরীপটা সেনেগলের ব'লে ফরাশিদের, দ্বীপগুলো সব পোর্তুগিসদের—পাশাপাশি দেখতে গেলে দুটো দেশের তফাৎ ভালো ক'রে মালুম হ'য়ে যাবে।'

কেপ ভের্দ বা কাপ ভার্দ যখন এলো, সেদিন আকাশ ফেটে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস পরিকল্পনা মতোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছেছেন, দিনটা সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ। কিন্তু কেউ যেন আকাশ উপুড় ক'রে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে

যাচ্ছে। *ডানকান* ঠিক সেনেগলের অন্তরীপে এসে ভেড়েনি, ভিড়েছে দ্বীপের রাজধানী পোর্তু প্রাইয়াতে। কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে আসার পর থেকেই আকাশ ছিলো মেঘলা, কালো-কালো মেঘে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলো সূর্য, তারই মধ্যে মরা মিয়োনো আলোতে দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিলো আগ্নেয়গিরির চুড়াটা—সম্ভবত শ-তিনেক ফুট উঁচু হবে।

পোর্তু প্রাইয়াতে *ডানকান* নোঙর ফেলবামাত্র দেখা গেলো ভূগোলবিশারদ জাক পাঞ্চয়ল তাঁর তল্পিতল্লা জিনিশপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্যে প্রায় একপায়ে খাড়া, কিন্তু তারই মধ্যে বেশ গজর-গজর ক'রে চলেছেন। তাঁর অন্তহীন বিড়বিড় থেকে অচিরেই অবশ্য মর্মার্থ উদ্ধার করা গেলো। তাঁর সঙ্গে রয়েছে আনকোরা সব দামি-দামি যন্ত্রপাতি, যে-রকম বৃষ্টির ঢল নেমেছে তাতে সব ভিজে-টিজে একেবারে বিকল হ'য়ে যাবে যে।

কেবল এইই নয়—তাঁর ভ্যাজর-ভ্যাজর এমনকী পোর্তু প্রাইয়ার আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়লো—অবশ্যই কোনো ভৌগোলিকের দিক থেকে। এ-দেশটায় নাকি উল্লেখ করার মতো নদী নেই—'ভেবে দেখুন, পাহাড় আছে, খাতও আছে, জমি ঢাল থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে, অথচ কোনো নদী নেই! তাজ্জব!'—তাছাড়া গাছপালা যা আছে তা নেহাৎই নাকি নামকাওয়াস্তে, বনজঙ্গল নেই—'অথচ এর নাম কি না কেপ ভের্দ—সবুজ অন্তরীপ। এ-রকম বেমানান নাম কখনও শুনেছেন?'—পাহাড় যা আছে তাও তো নিছক বালির ঢিবি—সাঁউ তিয়াগুর আগ্নেয়গিরিটাকে সরেজমিন দেখে গিয়েছেন মঁসিয় দ্য ভিল—তাঁর বর্ণনা থেকেও মনোরম কোনো তথ্য জানা যায়নি। এ-রকম একটা জনবিবর্জিত দ্বীপে দু-দুটো মাস মানুষ থাকে কী ক'রে—দু-মাসের মধ্যে তো আর দেশে ফেরার জাহাজ মিলবে না!

বিড়বিড় ক'রে এমনি সাতকাহন পেড়ে বসলেন পাঞ্চয়ল আর ক্রমশ কেমন যেন মনমরা হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

গোড়ায় বেচারি পাঞ্চয়লকে তাতাচ্ছিলেন সবাই, এমনকী মেজর ম্যাকন্যাব্‌স শুদ্ধু: নেমে গেলে ক্ষতিই বা কী। ভৌগোলিকদের তো আর পৃথিবীর আশ্চর্য-সব ভূদৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামালেই চলে না—তাঁদের তো অতিসাধারণ দেশ-গাঁ দ্বীপ-মহাদ্বীপের বর্ণনা তৈরি করতে হয়। কিন্তু এ-সব কথায় চাঙ্গা হ'য়ে ওঠার বদলে পাঞ্চয়ল ক্রমেই যেন মিইয়ে পড়তে লাগলেন। শেষটায় তাঁর বেচারা-বেচারা মুখটা দেখে লর্ড গ্লেনারভনের একটু মায়া হ'লো, বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এখানে আপনার হাত-পা গুটিয়ে মিথ্যেমিথ্যি দু-মাস ব'সে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু মঁসিয় পাঞ্চয়ল, এরপর তো *ডানকান* গিয়ে সটান চিলেতে থামবে—একেবারে নতুন-এক মহাদেশে—অন্য-একটা গোলার্ধে। তা চলুন, আমাদের সঙ্গে না-হয় পাতাগোনিয়াতেই চলুন, সেখানকার ইণ্ডিয়ানদের চাক্ষুষ দেখে আসবেন, চলুন। তাদের নিয়ে তো কতরকম গালগল্প ফেঁদেছে লোকে—কিন্তু সত্যি তারা কী-রকম সেটা একটু নিজের চোখে দেখে

নেয়া কি ঠিক হবে না?'

'কিন্তু আমার যে তিব্বতে যাবার কথা ? আমায় তো ইয়ারো-জাংবো-চৌতে গিয়ে যেখানে কেউ যায়নি সেখানকার সব হালহদিশ জেনে আসতে হবে!'

'আপনার মনে হচ্ছে নদী নিয়েই কারবার। তিব্বতি নদী না-পান আমেরিকার নদী পেয়ে যাবেন। ইয়ারো-জাংবো-চৌ-এর বদলে না-হয় রিও কলোরাদোর উৎস আর মোহানাই দেখবেন না-হয়।'

'তাহ'লে তো গোড়া থেকেই ভারতবর্ষের বদলে পাতাগোনিয়া যাবার পরিকল্পনা করলেই হ'তো। ভৌগোলিক সমিতিকে আগে থেকে ব'লে-ক'য়ে-জানিয়ে এলে অভিযানটা একটা সরকারি রূপ পেতো।' তা-না-না-না ক'রে নিমরাজি হবার ভঙ্গিতে বললেন ফরাশি ভৌগোলিক।

লর্ড গ্লেনারভন একটা নামকাওয়াস্তে কৈফিয়ৎ জুগিয়ে দিলেন। 'নিশ্চয়ই অনেকরকম পরিকল্পনাই ছিলো আপনাদের সমিতির। সে-সব নিয়ে উদ্ব্যস্ত ছিলেন ব'লেই হয়তো তখন ঠিক খেয়াল হয়নি। তাছাড়া খুব কি আর ঝামেলা হবে ? ভারতবর্ষে গেলেও দেখতে পেতেন ইণ্ডিয়ান—এই পাতাগোনিয়াতেও দেখতে পাবেন ইণ্ডিয়ান—শুধু এরা যে আমেরিণ্ডিয়ান সেটা মনে রাখলেই হ'লো।'

'মঁসিয় পাঞ্চয়ল,' এবার লেডি হেলেনা তাঁকে উসকে দিলেন, 'আর মিথ্যে ভাবছেন কেন ? এই বর্ষায় এখানে কোথাও যাবেনই বা কী ক'রে ? তার চেয়ে আমাদের সঙ্গেই চ'লে আসুন। আমরাও না-হয় আপনার ভৌগোলিক অভিযানের সঙ্গী হ'তে পেরে কৃতার্থ হবো। আর এ নিয়ে দ্বিরুক্তি করবেন না।'

'না-না, দ্বিরুক্তি নয়,' পাঞ্চয়লের মুখ উদ্ভাসিত, চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং, 'ঠিক ওপর-পড়া হ'য়ে বলতে পারছিলুম না ব'লেই আপনাদের দিক থেকে আমন্ত্রণ আসার অপেক্ষা করছিলুম।' আর-কোনো ওজর-আপত্তির কথা না-তুলে সরাসরি মনের কথাটাই খুলে বললেন ভৌগোলিক : 'আপনাদের জাহাজ, আপনারা যদি না-ডাকেন তো সেই জাহাজে ক'রে যাই কী ক'রে ?'

মেরি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো : 'বাঃ, এই-তো বেশ হ'লো। আমাদের অভিযানে আরো-একজন সঙ্গী বাড়লো।'

আর রবার্ট তো সোজা গিয়ে তাঁকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো।

অমনি খুশি হ'য়ে পাঞ্চয়ল ব'লে উঠলেন, রবার্টকে তিনি একেবারে দিগ্‌গজ ভৌগোলিক বানিয়ে তুলবেন। রবার্ট বেচারা নিজে কী হ'তে চায় সেটা জানবার চেষ্টা না-ক'রেই একেকজন তাকে একেকরকম মহদাশয় বানিয়ে দেবার ঘোষণা ক'রে ব'সে আছেন। পাঞ্চয়ল তাকে ভূগোলবিশারদ বানিয়ে দেবার কথা বলার আগে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বলেছেন, 'রবার্ট গ্রান্ট হবে কাপ্তেন গ্রান্টেরই সুযোগ্য সন্তান—তাকে তিনি

বানিয়ে দেবেন ওস্তাদ নাবিক।' মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস কোন-এক দুর্লভ মুহূর্তে মুখ ফুটে বলেছেন তাকে তিনি বানিয়ে দেবেন দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী, অকুতোভয় যোদ্ধা। লর্ড গ্লেনারভন বলেছেন তাকে আদবকায়দা শিখিয়ে একেবারে পাক্কা 'জেন্টলম্যান' বানিয়ে দেবেন। লেডি হেলেনা বলেছেন প্রাণে দয়া-মায়া না-থাকলে অমন মস্ত সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়েও কোনো লাভ নেই, তিনি দেখবেন সে যাতে দয়াধর্ম শেখে। কেবল মেরি—যে অ্যাদ্দিন রবার্টের দেখাশুনো ক'রে এসেছে—সে-ই কিছু বলেনি, উলটে সবাই তাকে ছাত্রী হিশেবে পাকড়াবার চেষ্টা করেছিলো—ঠিক রবার্টের মতোই আরেকজন, যাকে যেমন-খুশি সবাই গ'ড়ে নিতে পারবে।

কিন্তু রবার্টকে ভূগোলপণ্ডিত তৈরি করার জন্যে পাঞ্জয়ল যে *ডানকান* ছেড়ে না-গিয়ে তাদের সঙ্গেই অভিযানে বেরুবেন ব'লে মনস্থির করেছেন, এতে জাহাজশুদ্ধু সব্বাই ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো। পাঞ্জয়ল ভারি মজার মানুষ—একে তাঁর অমন ভুলো-মন, তায় ভীষণ আরামকাতুরে, তায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত ফোড়ন কাটেন। তিনি সঙ্গে থাকলে আর যা-ই হোক এ-অভিযান কখনোই একঘেয়ে বা বিরক্তিকর হ'য়ে উঠবে না—সবসময়েই একটা-না-একটা রসালো প্রহসন সৃষ্টি হবে, কতরকম মজা হবে।

চারদিন ধ'রে জাহাজে কয়লা বোঝাই হ'লো, রসদ তোলা হ'লো, শূন্য ভাঁড়ার ভরাট করা হ'লো। বৃষ্টি মাঝে-মাঝে ধ'রে আসে বটে, টিপটিপ, টিপটিপ, কিন্তু কখনোই পুরো থেমে থাকে না। এরই মধ্যে মেজর ম্যাকন্যাবস একাই একদিন বর্ষাতি চাপিয়ে পোর্তু প্রাইয়ায় নেমে সরেজমিন তদন্ত ক'রে এসেছিলেন সব। জাক পাঞ্জয়ল কিন্তু একবারও জাহাজ থেকে নামবারই চেষ্টা করেননি। তিনি বরং ডেকের ওপর পায়চারি করতে-করতে কিংবা ডেকচেয়ারে ব'সে আড্ডা দিতে-দিতেই তাঁর ভূগোলবিদ্যার জ্ঞানের বহর জাহির করতেন। আর বৃষ্টির সময় তো কথাই নেই—তাঁর ঐ বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে তিনি একপাও বেরুতেন না।

ডানকান যখন তার কয়লা আর রসদ নিয়ে ফের তার অভিযানে রওনা হ'য়ে পড়লো, আর সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে পেরিয়ে এলো বিষুবরেখা, সেদিন থেকে জাক পাঞ্জয়ল তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করবার জন্যে আরো-একটি নতুন বিষয় পেলেন। যখন-তখন খাবারটেবিলেই তিনি মস্ত-একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিয়ে কাকে বলে নিরক্ষরেখা, কাকে বলে অমুক ডিগ্রি দেশান্তর আর তমুক ডিগ্রি অক্ষরেখা, কখন কার কত ডিগ্রি পেরুলে সময়ের তফাৎ হ'য়ে যায় চার মিনিট—এ-সব বিষয় সোৎসাহে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে লাগলেন। স্টুয়ার্ড অলবিনেট বেচারির হ'লো বিসম ঝামেলা—সে বাটি-রেকাবি-কাঁটা-চামচে-ন্যাপকিন-গেলাশ যে কোথায় সাজাবে তা বুঝতে না-পেরে, তার খাবারটেবিলটা এভাবে জবরদখল হ'য়ে যেতে দেখে, পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে বেজায় খিটিমিটি লাগিয়ে দিতো। অন্যদের কাছে কিন্তু জাক পাঞ্জয়লের ভূগোলের ক্লাস মজাই

লাগতো। আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সও খুশি ছিলেন যে এইসব প্রহসনের মধ্যে যদি মেরি মজা খুঁজে পায়, তাহ'লে অন্তত সেই সময়টুকু সে কাপ্তেন গ্রান্টের কথা ভুলে থাকবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কাপ্তেন গ্রান্টকে শিগগিরই খুঁজে-পাওয়া যাবে, তাঁদের এই অভিযান সফল হবে। শুধু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স এই আরামকেদারার বাহাদুরি আর অবিশ্রাম বকর-বকর শুনতে চাইতেন না।—তিনি নিজে বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পোর্তু প্রাইয়া ঘুরে এসেছেন, কোনো পণ্ডিতি বক্তৃতা দেননি, আর ভূগোলবিশারদ কিনা সর্বক্ষণ মুখে খৈ ফুটিয়ে চলেছেন, অথচ কোনোকিছু গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবার বেলায় তাঁর যত-সব ওজর-আপত্তি শুরু হ'য়ে যায়।

একটু বোধকরি বিরক্তই হ'য়ে উঠছিলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস, বিশেষত খাবার সময়ে ভূগোলের ক্লাসে তাঁর প্রবল অনীহাই ছিলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন অবস্থাটা বেশ-খানিকটা বদ্‌লেই গেলো। জাহাজের লাইব্রেরিঘরে জাক পাগ্রয়ল আবিষ্কার ক'রে বসলেন একবাক্স বই, এস্পানিওলে লেখা—নতুন মহাদেশে যাচ্ছেন, দক্ষিণ গোলার্ধে, সেখানে ব্রাজিল বা ওলন্দাজ ইণ্ডিস বা ব্রিটিশ গিয়ানার মতো দু-চারটে জায়গা ছাড়া সর্বত্রই তো এস্পানিওলের চল—বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর অবশ্য যার-যার নিজের ভাষা আছে। ভাষাটা জানলে চিলেতে নেমে ভারি কাজে লেগে যাবে। আদানুন খেয়ে পাগ্রয়ল ভাষাটাকে কব্জা করার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগলেন। বই ঘেঁটে-ঘেঁটে নানারকম শব্দ বার করেন, ধাতুরূপ মুখস্থ করেন, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার উদ্দেশে ছড়িয়ে দেন এস্পনিওল বাণী। এমনকী, অন্যদের সঙ্গে কথা বলবার সময় যখন-তখন ব্যবহার করেন এস্পানিওল, আর পরক্ষণেই বলেন, থুড়ি, ভুল হ'য়ে গেছে, তোমরা তো কথাটার মানে জানো না, কথাটা ফরাশিতে হ'লো এই, আর ইংরেজিতে হ'লো ঐ। আর এটা সবচেয়ে বেশি হ'তো যখন তিনি রবার্টকে পাকড়ে তাকে আমেরিকার কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

'ক্রিস্তোফোরো কোলোম্বো, ক্রিস্তোবাল কোলোন বা ক্রিস্টফার কলম্বাস—যে-নামেই ডাকো না কেন, ক্রিস্তোবাল কোলোন মরবার আগে জেনেই যেতে পারলেন না ইওরোপ থেকে নতুন-একটা মহাদেশে যাবার রাস্তা তিনি আবিষ্কার করেছেন, ভারতবর্ষের ধারে-কাছেও ঘেঁসেননি। সেই প্রথম অভিযানে ১৪৯২তে গিয়েছিলেন কুবায়, আর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অভিযানে ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে গিয়েছিলেন বারবেডোসে—প্রত্যেকবারই বেচারি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে এসে পা দিয়েছেন, ফলে এখানকার লোকেরা হ'য়ে গেলো ইণ্ডিয়ান, বারবেডোস হ'য়ে গেলো পশ্চিম-ইনডিস—ইণ্ডিয়া কথাটার চল ষোড়শ শতাব্দীর আগে হয়নি—আর তাও ভাশ্‌কু ডা গামা ১৪৯৮তে কোড়িকোডে পা দেবার পর সেই রাস্তায় যখন পোর্তুগিস আর ওলন্দাজ বোম্বেটেদের লুঠতরাজ দারুণ বেড়ে গেলো, তারই পর—পোর্তুগিস বোম্বেটেরা আবার আর্মাদা থেকে বদ্‌লে গেলো হার্মাদ-এ, নৌসেনা থেকে জলদস্যুতে। ক্রিস্তোবাল কোলোন যে-গণ্ডগোলটা পাকিয়ে গিয়েছিলেন সে শুধু ভূগোলটা ঠিকঠাক জানতেন না ব'লেই—'

'আমেরিকা মহাদেশের কথা ইওরোপের কেউই জানতো না—তারা জানতো ভূমধ্যসাগর, তারপর আফ্রিকা—তাও মরোক্কো-টরোক্কো-ভারতবর্ষের রাস্তাও জানা ছিলো না তাদের, যদিও আরবদের মারফৎ পেতো মশলিন, মশলা, চিনি আর আরোনানারকম শৌখিন জিনিশ। তো ক্রিস্টফার কলম্বাসই বা কী ক'রে বুঝবেন জলের মধ্যে আস্ত একটা অজ্ঞাত মহাদেশই প'ড়ে আছে, উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধ জুড়ে?' রবার্ট একবার কলম্বাসের ভূগোলবিদ্যায় অজ্ঞতার কারণটা বাৎলাবার চেষ্টা করেছিলো।

'সে-কথাই তো বলছি,' এই কথোপকথনের মধ্যে অন্য শ্রোতারাও যথারীতি জুটে গিয়েছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন পাওয়লের সারগর্ভ বয়ান : 'ক্রিস্তোবাল কোলোন তো না-জেনেই মরলেন যে তিনি একটা নতুন মহাদেশে যাবার রাস্তা বার ক'রে ফেলেছেন। বেরিয়ে ছিলেন এশিয়া—বিশেষ ক'রে ভারতে যাবার সোজা রাস্তাটা খুঁজে বার করতে। ফলে মধ্যআমেরিকায় এসে ভেবেছিলেন এসে পৌঁছেছেন ক্যাথে অর্থাৎ চিনদেশে, কিংবা নিপ্পন দেশে, জাপোনে। শুধু ভূগোল না-জানবার ফল—কারণ ভূগোল তো আর কতগুলো নদীপাহাড় নয়, দেশ-বিদেশের মানুষজনেরও কাহিনী। চিন-জাপান সম্বন্ধে একফোঁটা জ্ঞান থাকলে এ-গণ্ডগোল তাঁর হ'তো না। তাঁর চেয়ে ঢের সড়গড় ছিলেন আমেরিগো ভেসপুচ্চি—ফলে তাঁর নাম থেকেই নতুন মহাদেশের নাম হ'য়ে গেলো আমেরিকা। যেমন মাগেলানের নাম থেকে হ'লো মাগেলান প্রণালী, মাগেলান অন্তরীপ—ইত্যাদি।'

ডানকান তখন মাগেলান প্রণালীতে ঢুকেছিলো ব'লেই এ-নামটা করেছিলেন পাওয়ল। এবং সদলবলে ডেকে দাঁড়িয়ে অন্তরীপের কাছে এসে তিনি চর্মচক্ষে পাতাগোনিয়ার ইণ্ডিয়ানদের দেখবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু, উঁহু, কাউকেই দেখা গেলো না। তাঁর কৌতূহলের কারণ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন তিনি। 'একেকজন অভিযাত্রী একেকরকম বর্ণনা দিয়েছেন ইণ্ডিয়ানদের। কেউ বলেছেন এরা সব এগারো ফুট লম্বা দৈত্য, কেউ-বা বলেছেন, উঁহু-উঁহু—এরা সব তিন ফুট লম্বা হয়, সবাই বামন, কেউ-কেউ আবার বলেছেন, তা পাঁচ-ছ ফুট হবে ব'লেই মনে হ'লো। জনাথান সুইফ্‌ট যে লিলিপুট বা ব্রবডিঙনাগুদের কথা বলেছেন, এরা তার কেউই নয়। তবে ডীন সুইফ্‌ট বোধহয় এ-সব অভিযাত্রীদের গুলগল্প কিংবদন্তি শুনেই একটা দ্বীপে ফেলেছেন খুদে মানুষ লিলিপুশনদের আর অন্য দ্বীপে ফেঁদেছেন ব্রবডিঙনাগি দৈত্যদের আস্তানা।'

'হ্যাঁ, তা তো বুঝলুম,' সরাসরি মোক্ষম জায়গাতেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন লর্ড গ্লেনারভন, 'কিন্তু আসল উচ্চতাটা তবে কী?'

'ব'সে থাকলে উচ্চতা একরকম, দাঁড়ালে আরেকরকম,' অমনি চ্যাটাং ক'রে এলো জবাব—ফোড়ন কাটার মতো—রবার্টের কাছ থেকে।

'তা ঠিকই বলেছে, রবার্ট,' পাওয়ল বললেন, 'ওদের ধড়টা লম্বা, পা জোড়া খাটো। তবে যাঁরা এদের নিয়ে পণ্ডিতি কেতাব লিখেছেন তাঁরা কিন্তু বলেননি মাপজোক নেবার সময় এরা ব'সে ছিলো, না দাঁড়িয়েছিলো।'

সাত

ডানকান-এর যাত্রীরা পদব্রজে

ক্লাইড ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ঠিক বিয়াল্লিশ দিন যখন কেটে গিয়েছে *ডানকান* গিয়ে ঢুকলো তালকাউয়ানো উপসাগরে; ঐ নামেই নগর-বন্দর, চিলের দক্ষিণমধ্যে তার অবস্থান, কনসেপসিওনের উত্তর-পশ্চিমে। তালকা নামে যেহেতু চিলের ঠিক মাঝখানে সান্‌তিয়াগোর দক্ষিণে আরো-একটা নগর আছে, তাই এই তালকাকে আলাদা ক'রে বোঝাবার জন্যে নাম দেয়া হয়েছে তালকাউয়ানো। বলাই বাহুল্য, জাক পাঞ্জয়লের একটা ছোটোখাটো উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার পরই এই সম্যক জ্ঞান লাভ হ'লো অন্যদের। আর তাঁর বাগ্মিতা এমনই চুলবুল-করানো ছিলো যে তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভনও জাক পাঞ্জয়লের সঙ্গে সরাসরি ডাঙায় এসে নামলেন। বন্দরের রমরমার জন্যেই শহরটায় গিশগিশে ভিড়। পাঞ্জয়ল ভেবেছিলেন, সদ্য-রপ্ত-করা এস্পানিওল ভাষার প্রয়োগনৈপুণ্যে তিনি চট ক'রেই লর্ড গ্লেনারভনকে তাজ্জব ক'রে দেবেন, তাঁর প্রতিভা দেখে সবাই নিশ্চয়ই দারুণ চমৎকৃত হ'য়ে যাবেন। কিন্তু ফরাশি টানে এস্পানিওল বলার ফল অবশ্য তাঁর ঠিক মনঃপূত হ'লো না—কোনো হতভাগা চিলেনো তাঁর কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলে না। একের পর এক লোককে ডেকে তড়বড় ক'রে কথা বলছেন পাঞ্জয়ল, তোড়ে ছুটিয়ে দিয়েছেন এস্পানিওল ভাষার তুবড়ি, আর তারা গোড়ায় ধন্দে প'ড়ে গিয়েছে, পরে হতভম্ব, এবং কারু-কারু কাছ থেকে জুটেছে কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটিও। শেষটায় নিজেই পাঞ্জয়ল ব্যাখ্যা করলেন তাঁর কথা অন্যদের কাছে এমন দুর্বোধ্য—না, না, অবোধ্য—ঠেকার কারণ। 'আসলে আমার জিভেরই আড় ভাঙেনি—নিশ্চয়ই উচ্চারণে গোল পাকিয়ে গিয়েছে।'

তাঁর ভাষাশিক্ষার এহেন পরিণতি দেখে গ্লেনারভন একটু মুচকি হাসলেন শুধু। বললেন : 'চলুন। শুল্ক দফতরের আপিশটায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।'

শুল্ক দফতরের আপিশে গিয়ে অবশ্য তেমন লাভ হ'লো না, শুধু এ-তথ্যটা জানা গেলো যে ইংরেজ কনসাল থাকেন কনসেপসিওনে—অর্থাৎ চিলের দক্ষিণমধ্যের সেই তুলনায়-বড়ো শহরটায়।

'এখান থেকে কদ্দুর?'

'তা, তেজি ঘোড়া পেলে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছে যাবেন।'

ঘোড়া জোগাড় করা হ'লো প্রায় তক্ষুনি—কড়ি ফেললে কীই-বা না-মেলে, আর দুজনে ঘোড়ায় চেপে তক্ষুনি জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কিন্তু যতই প্রত্যাশা বা উত্তেজনা থাক, ইংরেজ কনসাল সব শুনে-টুনে তাদের

সব প্রত্যাশায় ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিলেন। কাপ্তেন গ্রান্টের *ব্রিটানিয়া* জাহাজ, তার হালহদিশ, তার সলিলসমাধি—কিছুই তাঁর জানা নেই। লর্ড গ্লেনারভনদের কাজে লাগতে পারলে তিনি *ধন্য* হতেন, *কৃতার্থ* হতেন, কিন্তু...

অতএব, পুনরায়, তালকাউয়ানায় প্রত্যাবর্তন দুজনের। অথচ এখানে হাত গুটিয়ে ব'সে-থাকাও তো চলে না। সুতরাং চর পাঠানো হ'লো উপকূল ধ'রে দূরে-দূরে, রাহাখরচ বাদেও প্রলোভন রইলো কেউ কোনো খবর আনতে পারলেই ইনাম মিলবে, কিন্তু কোনো খবরই মিললো না।

এ-সব করতে-করতেই প্রায় হপ্তা কাবার। ছ-দিন বাদেও কোনো খবর নেই। এতদিন মেরি আর রবার্ট আশায়-আশায় বুক বেঁধে ছিলো, এবার তারা হাল ছেড়ে দিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো।

অতএব ঐ রহস্যময় চিরকুটগুলো নিয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখতে ব'সে গেলেন মঁসিয় পাঞ্রয়াল। শব্দগুলোর মর্মোদ্ধার করতে কোনো ভুল হয়নি তো? এবং তন্নতন্ন ক'রে সবগুলো চিরকুট খতিয়ে দেখে তড়াক ক'রে প্রায় লাফ দিয়েই উঠলেন জাক পাঞ্রয়াল।

'হুম। যা ভেবেছি তা-ই। গোড়াতেই গলদ, তো শেষরক্ষা হবে কী ক'রে?'

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে সবাই কাছে ঘেঁসে এলেন।

'কী ব্যাপার? গোড়ায় আবার গলদ কোথায়?'

'কয়েকটা শব্দের ভুল মানে করা হয়েছে দেখছি!' জাক পাঞ্রয়ালের চোখ জ্বলজ্বল করছে, উদ্ভাসিত বদন বিগলিত। '*বন্দী হবো*—এমন-কোনো কথা তো লেখেননি কাপ্তেন গ্রান্ট—সম্ভবত লিখতে চেয়েছিলেন *বন্দী হয়েছি*। সাহায্য চেয়ে এই চিরকুট যখন লিখেছিলেন, তার আগেই নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা প'ড়ে গিয়েছেন।'

'তা কী ক'রে হয়?' লর্ড গ্লেনারভন তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করলেন। 'বোতলটা তো জলে ফেলা হয়েছিলো—আর সে নিশ্চয়ই ঐ জাহাজডুবির সময়তেই। না-হ'লে বন্দীশিবির থেকে দিব্বি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে সমুদ্রের জলে ফেলবেন কী ক'রে বোতলটা?'

'হয়তো পথে কোনো নদী পড়েছিলো, তার জলেই ফেলেছেন। পরে ভেসে এসেছে সমুদ্রে।'

'তা অবশ্য হ'তে পারে। এ-সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তা, না-হয় ধ'রেই নিলুম, ক্রিয়াপদের ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত আমরা গুলিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কী দাঁড়ালো? আমাদের আপনি কী করতে বলেন?'

'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা যেখানে আমেরিকার উপকূল ছুঁয়েছে, সেখান থেকে রওনা হ'য়ে ঐ রেখা বরাবর সোজা অ্যাটলান্টিক অব্দি যাই, চলুন। আমরা যদি আস্ত

সমান্তরাল রেখাটার বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাই, তাহ'লে কোথাও-না-কোথাও জাহাজডুবির লোকজনদের কারু-না-কারু হদিশ মিলে যাবে।'

মেজর ম্যাকন্যাব্সের এ-সব বুনো-হাঁসের-পেছন-ছোটায় কোনো আস্থা নেই। তিনি শুধু ফোড়ন কাটলেন : 'অতীব-ক্ষীণ সম্ভাবনা—এবং অমূলক।'

'এটা ভুলে যাবেন না, মেজর, যে এটাই একমাত্র সম্ভাবনা। আপনি নিশ্চয়ই চান না এক্ষুনি সবাই মিলে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই গুড়গুড় ক'রে। রিও কলোরাদো কিংবা রিও নেগ্রো নদীর অগুনতি শাখা বেরিয়ে গেছে মহাদেশের ভেতরে—তার কোনোটার ধারে কোনো আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের দল তাঁদের বন্দী করেছে। হদিশ পেলে, সুযোগ-সুবিধে ক'রে নিয়ে, আমরাই উদ্ধার করতে পারবো তাঁদের। তা যদি সম্ভব না-হয়, তবে পূর্ব-উপকূলে *ডানকান* জাহাজের কাছে পৌঁছে ফৌজের লোকজন ডাকবো—আর তখন আপনি স্বয়ং মেজর ম্যাকন্যাব্স, আপনিই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।'

প্রস্তাবটা মোটেই হাস্যকর নয়। আর অভিযানের নেতৃত্ব পাবার সম্ভাবনাটা দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্সও তাঁর সামরিক গোঁফে একবার তা দিয়ে নিলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স তক্ষুনি টেবিলে মানচিত্র বিছিয়ে নিলেন। *ডানকানকে* কোথায় অপেক্ষা করতে বলা হবে, সেটাও ঠিক ক'রে নেয়া জরুরি। সব খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তিনি প্রস্তাব করলেন : 'আমাদের জাহাজ তাহ'লে কোরিয়েন্তেস অন্তরীপ আর সান আন্তোনিওর মাঝে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করুক।'

'তা-ই ভালো।'

এই *নূতন মহাদেশের* মাঝখান দিয়ে কে-কে যাবে কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজে, অজ্ঞাতের সন্ধানে, অজানার উজানে, তা আলোচনা ক'রে ঠিক করা হ'লো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স-এর তো ডাঙার অভিযানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না—তিনি যদি জাহাজে না-থাকেন, তবে *ডানকান* জাহাজকে সাগরপাড়ি দেবার সময় সামলাবে কে? আর লেডি হেলেনা বা মেরিরও গিয়ে কাজ নেই, পথে মেয়েদের নিয়ে বেরুলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে অনেক ঝামেলাঝক্কি দেখা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিলো, রবার্টকেও বাচ্চা ব'লে অজুহাত দিয়ে ডাঙার অভিযান থেকে নিবৃত্ত করা হয়, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, কারু কোনো ওজর-আপত্তি শুনলে তো? শেষটায় ঠিক হ'লো জাহাজের তিনজন খালাশিকে নিয়ে স্থলপথে যাবেন লর্ড গ্লেনারভন, সঙ্গে থাকবেন মেজর ম্যাকন্যাব্স, জাক পাগুয়ল আর রবার্ট তো আগেভাগেই ডাঙায় গিয়ে নেমে একপায়ে খাড়া।

অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে এই সাতজনে বেরিয়ে পড়লো অভিযানে—সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে তিনজন ডাকাবুকো হট্টাকট্টা শক্তপোক্ত লোক, আর তাদের সঙ্গেও আছে আরেকটি ছোটোছেলে। গাইডদের সর্দার কিন্তু সত্যি-

বলতে স্থানীয় লোক নয়, সে একজন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ, কবে কোনকালে—সে প্রায় বিশ বছর হ'লো—কোর্তেসদের মতো লাতিন আমেরিকায় পা দিয়েছিলো সোনারুপো হিরেজহরতের লোভে, কিন্তু লুঠতরাজ যা-যা করার আগেই তা সাঙ্গ ক'রে নিয়েছিলো *কোন্‌কিস্তাদোরেরা*, ফলে আখেরে তার তেমন সুবিধে হয়নি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এতগুলো বছর একটানা কাটিয়ে দেবার পর সে ইংরেজি ভাষা প্রায় ভুলতেই বসেছে, এমনকী তার নামটা শুদ্ধু এখন এস্পানিওল হ'য়ে গিয়েছে, লোকে তাকে ডাকে কাতাপাস ব'লে। যে-শৈলশিরাকে এখানকার লোকে বলে কোর্দিইয়েরা, সেই গিরিসংকট পেরিয়ে আর্‌হেনতিনার সীমান্তে গিয়ে পাম্পার কোনো গাইডের হাতে পৌঁছে দেয়াই এখন তার জীবিকা। কতগুলো খচ্চরের পিঠে মালপত্রের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রওনা হ'লো সবাই। এই পাহাড়ি খচ্চরগুলো—গাধা আর ঘোড়ার মিশোল—দারুণ শক্ত, পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই ভাঙতে তাদের মতো জীব আর দ্বিতীয় যেন নেই। বাহন হিশেবে তারা চমৎকার, দিনে জল মোটে একবার খেলেই চলে, আটঘণ্টায় পেরিয়ে আসে মাইল তিরিশ এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়িপথ।

এক সমুদ্রতীর থেকে আরেক সমুদ্রতীর যেতে হবে—এই বিস্তীর্ণ দুস্তর পথে কাতাপাস্‌-এর অভিজ্ঞতা জানিয়েছে সরাই-টরাই পথে খুব-একটা পড়বে না। খেতে হচ্ছে জারানো শুখামাংস, মকাই, অথবা ভাত। ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা ক'রে নেবার জন্যে জলের সঙ্গে সবাই মিশিয়ে নিচ্ছে একটু ক'রে রাম—এখানকার আখের রস নিংড়ে তৈরি-করা।

পাঞ্জয়ল পণ ক'রে বসেছেন তিনি এস্পানিওল ছাড়া আর-কোনো ভাষাতেই কথা বলবেন না—ফরাশিও না, ইংরেজিও না। কিন্তু তাঁর চমকপ্রদ উচ্চারণে এস্পানিওল ভাষার যে-সংস্করণ ফুটে বেরোয়, অন্য-কেউ তা খুব-একটা বোঝে না ব'লেই, প্রায় বাধ্য হ'য়েই, নিজের সঙ্গেই সারাক্ষণ একটা দ্বৈতালাপ চালিয়ে যেতে হচ্ছে; অর্থাৎ, নিজেই প্রশ্ন করছেন, এবং নিজেই মুখ থেকে খসিয়ে ফেলছেন উত্তর। তার ওপর কাতাপাস মানুষটা কথা কম বলে, কাজ করে বেশি। পাঞ্জয়লের তুবড়ির মতো প্রশ্নগুলোর উত্তরে সে হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছুই বলে না। খচ্চরগুলোর তদারকি করছে তার দুই অনুচর : বাহনদের তাড়া লাগাবার জন্যে কখনও তারা দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ করে, গলা ছেড়ে চ্যাঁচায়, কখনও হাতের পাচন দিয়ে খোঁচায়, কখনও-বা ঢিল ছোঁড়ে।

তিনদিন একটানা চলার পর দূরে নীলপাহাড় দেখা গেলো। রাস্তা ক্রমেই দুর্গম ও বন্ধুর হ'য়ে উঠছে, মাঝে-মাঝেই পথে পড়ছে পাহাড়ি জলধারা, নদী না-ব'লে অনেকগুলোকে পাহাড়ি সোঁতা বলাই ভালো। এদের বেশির ভাগেরই নাম এ-যাবৎ কোনো মানচিত্রে ওঠেনি, ফলে জাক পাঞ্জয়ল নতুন-নতুন নদী আবিষ্কার করার নেশায় মেতে উঠেছেন, টুকে নিচ্ছেন তাঁর খাতায়, মানচিত্রের খশড়া তৈরি করছেন, লিখে রাখছেন পাশে মানচিত্রের এক ইঞ্চি সমান অত মাইল। যে-নদীগুলোর কথা তিনি আগেই

বইতে পড়েছেন, সেগুলো দেখে আর-কেউ বলার আগে, সোৎসাহে নিজেই চেঁচিয়ে ব'লে দিচ্ছেন নামগুলো। তাঁদের যাবার পথ কাটাকুটি ক'রে আড়াআড়ি গেছে মস্ত-একটা পথ, রীতিমতো রাস্তাই বানানো হয়েছে যেন, দেখেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন : 'আরে, এ-যে দেখছি লস আনহেলেসে যাবার রাস্তাটা।'

'সত্যি নাকি?' কাতাপাস্‌কে জিগেস ক'রে যাচাই ক'রে নিতে চেয়েছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।

'হ্যাঁ,' তার অভ্যাসমাফিক ছোট্ট উত্তরটা দিয়েই কাতাপাস্ কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকেনি, বরং উলটে জাক পাঞ্চয়লের দিকে ঘুরে জানতে চেয়েছে : 'এদিকটায় এর আগে কখনও এসেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ,' ভারিক্কিচালে জবাব দিয়েছেন পাঞ্চয়ল।

'দলবল নিয়ে, খচ্চরের পিঠে চ'ড়ে?'

'না। একাই। চেয়ারে ব'সে থেকেই।'

কাতাপাস্ এমন উত্তর শুনে একটু তাজ্জব হ'য়েই পাঞ্চয়লের মুখের পানে তাকিয়েছে, ফ্যালফ্যাল ক'রেই তাকিয়েছে। কথাটার মানে তার মাথায় ঢোকেনি। সে-বেচারি কী ক'রে বুঝবে যে কোনো পড়ার ঘরে ব'সে-ব'সে বইয়ের পাতা উলটে যাওয়াও যে কারু-কারু পক্ষে সত্যির চেয়েও বেশি, আরো-সত্যি, ভৌগোলিক অভিযান।

অবশ্য কথাটা তলিয়ে বোঝবার জন্যে কাতাপাস্ খুব-একটা চেষ্টাও করেনি তখন। কেননা সত্যিকার দুর্গম পথের যাত্রা তো শুরু হ'লো এই এখন। চলাটা আর আগের মতো সহজ নেই, বেশ কষ্টকর। এ-সব পথে যাদের চলাফেরা ক'রে অভ্যাস নেই তাদের কাছে রীতিমতো কঠিনই ঠেকবে। আর তার নীট ফল হবে এই যে চলার গতি ক'মে যাবে অনেকটাই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চড়াই ভেঙে-ওঠা আদপেই সহজ কাজ নয়। প্রথম-প্রথম আবার পা ফসকে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে—আর কত-যে হোঁচট খেতে হয় তার তো কোনো লেখাজোখা নেই। আন্দেয়াস-এর গিরিপথ পেরুবার জন্যে শেষ অব্দি অনেক ভেবে কাতাপাস্ ঠিক করেছে আন্‌তুকো গিরিসংকট দিয়েই যাবে —তার কারণ সেটা পড়েছে নাকবরাবর, আর কে না জানে যে কোনো সিধে সরলরেখাই হ'লো হ্রস্বতম পথ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটাই—এবং সেটা বেশ বড়োগোছেরই মুশকিল। এই বিষম পথ ধ'রে খচ্চররা যায় না, আর এতটাই দুর্গম যে সিধে পথে গিয়ে সময় বাঁচাবার ফন্দিটাও হয়তো ভেস্তে যাবে। সেইজন্যেই গোড়ায় কাতাপাস্ এ-পথ দিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু পাঞ্চয়লের ভৌগোলিক জ্ঞানে সবাই নেচে উঠেছে। এটাই যদি শর্টকার্ট হয়, যদি কম পথ পেরুতে হয়, তবে এই পথেই যেতে হবে। সকলের একগুঁয়েমি দেখে কাতাপাস্‌কে শেষটায় এ-পথ দিয়ে যাবার প্রস্তাবেই রাজি হ'তে হয়েছে। ভেবেছে, নিজেরা খচ্চরের পিঠের বোঝা ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে একটু হালকা

ক'রে নিলে বুঝি এই সরু পথটা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চ'লে যেতে পারবে; অনেকটা সেভাবে চলেছেও তারা, কিন্তু শেষটায় এমন-একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে খচ্চররা সে-রাস্তা পেরিয়ে যেতেই পারবে না, আর জীবজন্তুরা সহজেই টের পেয়ে যায়, কী ক'রে যেন তারা বুঝে ফেলেছে এ-পথ দিয়ে যেতে গেলেই তারা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নিচে প'ড়ে যাবে। তারাও জেদ ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়েছে, একপাও যাবে না আর। একটা কারণও অবশ্য আছে : দক্ষিণ গোলার্ধের সবই তো উত্তর গোলার্ধের চাইতে একেবারেই উলটো। এখনই এখানে বসন্ত—পাহাড়ের গায়ের জমানো তুষার এখনই মাঝে-মাঝে গ'লে যেতে থাকে —আর পাহাড় থেকে ধস্ নামে। মাটি নরম হ'য়ে যায়, আলগা হ'য়ে যায়, খ'সে পড়ে। সেইজন্যেই কাতাপাস্ এতটা অনিচ্ছুক। এবার আর কাতাপাস্ কোনো অনুরোধ উপরোধ শোনেনি। তার খচ্চরগুলো আর স্যাঙাৎদের নিয়ে সেখান থেকেই সেলাম ঠুকে বিদায় নিয়েছে। যাবার আগে সে বলেছে, সবাই যদি তিনদিনের পথ পেছিয়ে যায়, তবে একটা ঘোরাপথ দিয়ে সে তাদের নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনরা রাজি হননি : এতটা এসে আর পেছিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। অগত্যা কাতাপাস তার সাগরেদদের নিয়ে বিদায় নিয়েছে, আর এঁরা নিজেরাই মালপত্র ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠেছেন—ভাগ্যিশ, সঙ্গে *ডানকান* জাহাজের বিশ্বস্ত খালাশি তিনজন ছিলো।

পথে অনেক জন্তুজানোয়ার তাঁদের চোখে পড়েছে। এ-সব জন্তুজানোয়ারের অনেকগুলোই তাঁদের অচেনা। তবে এমন-কোনো শুওর তাঁরা চোখে দ্যাখেননি যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে, কিংবা এমন পাখিও দ্যাখেননি যাদের পা নেই, অথবা মেয়ে-পাখিগুলো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে পুরুষপাখিগুলোর পিঠে, কিংবা এমন প্রাণীও দ্যাখেননি যাদের বৃদ্ধি আচমকা থেমে গিয়েছে আর তারা সব এর-ওর-তার কাছ থেকে শরীরের সব জিনিশ নিয়েছে—যেমন তাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরগুলো উটের, পাগুলো হরিণীর, আর চিঁহি-চিঁহি ডাকটা ঘোড়ার। সারা রাস্তা বকবক করতে-করতে এসেছেন পাঞ্চয়ল। বলেছেন ক্রিস্তোবাল কোলোনরা—পিগাফেত্তারা—কেবল গুল ঝেড়েছেন, আর নয়তো মেস্কাল খেয়ে নেশার ঝোঁকে আজব-সব জীবজন্তু দেখেছেন। এই দুর্গম পথে জীবজন্তুর দেখা পাওয়াই তো বিস্ময়কর—তার ওপর আবার এ-সব কিম্ভূত জীব, যা মানুষ শুধু চোখে দ্যাখে কল্পনায়—কল্পনার লাগামছেঁড়া উড়ালে। 'জানেন,' পাঞ্চয়লের মুখে ছিলো একটাই বুলি, 'এইসব আজগুবি জিনিশ লিখে এঁরা সবাই আমাদের—আধুনিক ভৌগোলিকদের—জীবনটাই দুর্বিষহ ক'রে তুলেছেন। এঁদের বিশ্বাস করলে তো নিজের ওপর থেকেই বিশ্বাস হাপিশ হ'য়ে যাবে।'

যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে হাওয়া লঘু হ'য়ে আসছে, হালকা, আর নিশ্বাস নিতে গিয়ে অস্থির-অস্থির লাগছে, বুকের খাঁচাটাই যেন ফেটে যাবে, মাড়ি ফেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, ঠোঁট ফেটে গিয়েছে। রবার্ট এমনি কাহিল হ'য়ে পড়েছে যে শেষটায় *ডানকান*-

এর একজন খালাশিকে তাকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে—ঠিক কখন, খেয়াল করার মতো অবস্থা তখন কারু নেই—তখন কেউ খাড়া হ'য়ে হাঁটতেও পারছে না আর, প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগুতে হচ্ছে, এমনি অবস্থায়, অবশেষে—দূরে ছোট্ট-একটা ফুটকির মতো দেখা গেলো কার একটা পোড়ামাটির বাড়ি, *আদোবা* বাড়ি বলে তাকে এখানকার স্থানীয় লোকেরা।

আন্দেয়াসের চিরতুষারের মধ্যে প্রায় যেন চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো এই *আদোবা*। কিন্তু ফৌজের লোকেদের নজরদারি খুব তীক্ষ্ণ হয় ব'লেই বোধহয় মেজর ম্যাক্ন্যাব্সের চোখেই পড়েছিলো কুঁড়েবাড়িটা।

কোনোরকমে তুষার সাফ ক'রে চাঁই-চাঁই জমাট তুষার সারিয়ে সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। ইণ্ডিয়ানরা ভালোই জানে পোড়ামাটি দিয়ে কেমন ক'রে দেয়াল বানালে শীত ঠেকানো যায়, তাই তুষারের মধ্যেও *আদোবা* বাড়িগুলো মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটা আস্তানা দেয়।

তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিলো চূড়ার আড়ালে। এদিকে এখনও সুপ্ত-জাগ্রত কত আগ্নেয়গিরি আছে। দক্ষিণের আগ্নেয়গিরির মুখটার ওপর আগুনের হলকা, লেলিহান লোল রক্তজিহ্বা, আর তারই প্রতিফলন ঝিকিয়ে উঠছে বরফের স্তূপের ওপর, আর সেই সঙ্গে ঝলসাচ্ছে ডুবে-যেতে-থাকা সূর্যের শেষরশ্মিগুলো। ভয়ংকরের সম্ভাষণ যে এমন নয়নাভিরাম রূপ নিতে পারে, তা চোখে না-দেখলে হয়তো কেউই বিশ্বাস করতো না। কোনো আশঙ্কারও যে এমন সৌন্দর্য হয়, তা কে জানতো?

ভীষণ শ্রান্ত লাগছিলো সকলের। ঠিক হয়েছিলো, তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেবে সবাই। কিন্তু খেতে ব'সেই সবাই কি-রকম আঁৎকে উঠলেন। বাইরে ঐ ধুপধাপ আওয়াজ কিসের? এমন প্রচণ্ড আওয়াজ? তুষার ধ'সে পড়ছে নাকি চূড়া থেকে? খাওয়া মাথায় উঠলো, সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

না, তুষারধস নয়—জন্তুর দল। তীব্রগতিতে ছুটে আসছে, পালে-পালে। দৃক্পাতহীন তাদের ধাবমান পায়ের তলায় পড়লে আর দেখতে হবে না—সেখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে। দেখেই সবাই মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। মেজর ম্যাক্ন্যাব্স ঘর থেকে ছুটে বেরুবার সময় তাঁর শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বন্দুকটা সঙ্গে আনতে ভোলেননি। তিনি তাঁর বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন, জন্তুদের পালের মধ্য থেকে একটি জন্তু মাটিতে আছড়ে পড়লো, বাকি সবাই দৃক্পাতহীন ধুপধাপ ক'রে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেলো।

তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছিলেন পাঞ্চয়ল। জন্তুগুলোকে ছুটে আসতে দেখে তিনিই সর্বাগ্রে ছিটকে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, চশমা খুলে প'ড়ে গিয়েছিলো পাশে। হাৎড়ে চশমাটা খুঁজে নিয়ে নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে

মৃত জন্তুটাকে নিরীক্ষণ ক'রেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'আরে ! গুয়ানাকো ! বাঃ, তোফা!'

'গুয়ানাকো ?' সে আবার কী ?' ততক্ষণে রবার্টও উঠে বসেছে।

'গুয়ানাকো দক্ষিণ আমেরিকার লামাগোছের জীব। ওপরে ঐ নরম হালকা পাটকিলে লোমগুলো দেখেছো ? খুব ভালোজাতের পশম হয় ওতে। গুয়ানাকোরা উটের বংশেরই কেউ হবে—তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টির কেউ, তবে কুঁজ নেই। কিন্তু এর মাংস খেতে ভারি ভালো—খুবই সুস্বাদু।'

'আপনি জানলেন কী ক'রে? আগে চেখে দেখেছেন বুঝি?'

'না, চেখে দেখিনি, তবে বইয়ে পড়েছি। চমৎকার হ'লো, জারানো শুখামাংসের বদলে গুয়ানাকোর মাংসই খাওয়া যাবে। আমিই রসুই পাকাবো কিন্তু।'

সঙ্গে-সঙ্গে মাংস কাটাকুটি ক'রে রান্নার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেলো। একটু আগেই ক্লান্ত লাগছিলো সকলের, এখন এই উত্তেজনার পর টাটকা মাংস খাবার লোভে সবাই যেন হঠাৎ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

রান্না তো হ'লো, কিন্তু মুখে দিয়েই—থুঃ থুঃ ! শক্ত আঁশের তৈরি ছিবড়ে যেন, রসকষহীন, একেবারেই বিস্বাদ।

পাঞ্জয়ল তাঁর কেতাবি বিদ্যার এমন সমূহ উৎখাত দেখে একটু যেন ভাবনাতেই পড়লেন। কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে দিতে তাঁর আবার বেশিক্ষণ লাগে না কি ? লাফিয়ে উঠে বললেন : 'ওহো, বুঝেছি ! অ্যাদ্দুর থেকে ছুটে এসেছিলো ব'লে মাংসটা এমন খারাপ লাগছে—শুধু শুকনো পেশী ব'লেই মনে হচ্ছে—গুয়ানাকোর মাংস খেতে তখনই ভালো লাগে যখন সে স্থির থাকে—'

'কিন্তু এতগুলো গুয়ানাকো দল বেঁধে এমনভাবে ছুটে আসছিলো কেন?' রবার্ট জিগেস করলে : 'তারা কি এমনি প্রাণের ভয়ে পড়িমরি ক'রে সবসময় ছোটে নাকি ?'

নিশ্চয়ই ছোটে না সবসময়। তবে এখন কেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছিলো, সেটা কেমন-একটা ধাঁধার মতোই ঠেকলো, কী-একটা অজানা রহস্য আছে যেন এর ভেতর।

তখনই অবশ্য ধাঁধাটার কোনো সমাধান হ'লো না। রহস্যটা ভেদ করা গেলো অনেক রাত্রে। গুম গুম গুম... প্রচণ্ড গড়িয়ে-যেতে-থাকা গুম গুম শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো।

ভূমিকম্প না কি ? *আদোবা* বাড়িটা অমন দুলছে কেন?

ঘুম ভেঙে আঁৎকে জেগে উঠে আতঙ্ক আর হতভম্ব দশার এক মিশ্র অনুভূতি তখন সকলের। দেখা গেলো দরজার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অন্ধকার। তার মানে?

তার মানে ধস নেমেছে।

আদোবা বাড়িটা সমেত পাহাড়ের একটা মস্ত অংশ প্রচণ্ড বেগে নেমে চলেছে নিচে।

কতক্ষণ যে সবাই ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রে ছিলো কেউ জানে না—মাঝে-মাঝে একটা থমথমে মুহূর্তকেও মনে হয় অনেকটা সময়। কিন্তু যতক্ষণই কেটে থাকুক না কেন, সংবিৎ ফিরলো আকাশবাতাসফাটানো একটা ভয়াবহ আওয়াজে। ঘরের মধ্যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়লো ঠিক নেই। কারু মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে, কারু-বা হাত-পা পড়লো বেকায়দায়। আর... কী-যে হচ্ছে সেটা বোঝবার মতো সজাগ মনও কারু যেন ছিলো না।

সকলের আগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেজর ম্যাকন্যাব্স—সামরিক বাহিনীতে নবীশী করার পর কেউ হয়তো অন্যদের চাইতে সহজেই সমস্ত ধকল, সমস্ত ঝড়ঝাপটা সইতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন মাটিতে-প'ড়ে-থাকা অন্যদের চিৎ-উপুড় শরীরগুলো।

কে যেন 'নেই—?

ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন ম্যাক্ন্যাব্স। না, সকলেই আছে, কিন্তু শুধু রবার্টকেই কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেলো তবে রবার্ট ? ঘরশুদ্ধু সবাই ছিটকে, ঢাল বেয়ে, ধসের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে। রবার্ট কি তখন ঘরে ছিলো না ? কোথায় গিয়েছিলো ঘর ছেড়ে—রাত-বিরেতে ? রবার্টকে সঙ্গে না-নিয়ে কাপ্তেন গ্রান্টের কাছে গিয়ে তাঁরা মুখ দেখাবেন কী ক'রে? কে-একজন বললে, 'ধস নামার একটু আগেই রবার্টকে দেখা গিয়েছিলো ঘাসের চাপড়া সজোরে জাপটে থাকতে ! অর্থাৎ : বাঁ দিকে অন্তত দু-তিন মাইল জমি খুঁজে দেখা দরকার। কিন্তু তারও আগে প্রশ্ন : এখন তাঁরা এ-কোথায় ছিটকে এসে পড়েছেন ?

আন্দেয়াসের পুবদিকের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে লর্ড গ্লেনারভনের দল চিলে থেকে সরাসরি চ'লে এসেছেন আরহেন্তিনায়—আন্দেয়াসের শিখরের চিরতুষার থেকে একেবারে বিস্তীর্ণ সবুজে। তাজ্জব কাণ্ড! এমনই আশ্চর্য যে কয়েকদিনের পথ কেউ যেন আরব্য উপন্যাসের জাদুগালচেয় ক'রে উড়িয়ে নিয়ে এসে পার ক'রে দিয়েছে। অবশ্য জাদুগালচেয় ক'রে শূন্যে পাড়ি দেবার মতো মসৃণ-নিরাপদ ছিলো না ব্যাপারটা, তবে ভূমিকম্পে যখন ধস নেমেছিলো তখন একটা মস্ত ধসই তাঁদের *আদোবা* বাড়িশুদ্ধু অমনভাবে অতটা পথ পার ক'রে নিচে নামিয়ে এনেছে—প্রায় আলগোছেই বলা যায়। ফটফটে শাদা বরফের বিস্তারের পর এখানে চারদিকে যেন সবুজের উৎসবের একটা ঢল নেমেছে—চোখ না-ধাঁধিয়ে দিয়ে চোখ যেন জুড়িয়েই দিচ্ছে সেই সবুজ।

কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে-করতে প্রকৃতির এই আশ্চর্য কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁদের নেই এখন। প্রথম কাজ—এবং এইমুহূর্তে একমাত্র কাজ —যে-ক'রেই হোক রবার্টকে খুঁজে বার-করা। অথচ চারপাশে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও রবার্টের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না। আস্ত, গোটা দিনটা কেটে গেলো—কিন্তু কোথাও তার কোনো হদিশ নেই, এমনকী এমন-কোনো সূত্র অব্দি কোথাও নেই যার সাহায্যে অন্তত একটা আন্দাজ করা যায় যে রবার্ট কোথায় আছে। বিষম বিমর্ষ হ'য়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন : দায়িত্বটা তাঁরই, কী বলবেন গিয়ে তিনি মেরিকে? নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে খুঁজতে এসে ছেলেও না-পাত্তা! তাছাড়া অপঘাত মৃত্যুরও একটা সম্ভাবনা আছে —কিন্তু ধস নেমে রবার্ট যদি ম'রেও গিয়ে থাকে, তবে তার মৃতদেহটা কোথাও নিশ্চয়ই থাকবে। লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু সারারাত ধ'রে খুঁজে চললেন, পাহাড়ের ঢালে, সমতলে, কখনও নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকেন, কখনও হতাশায় গুম হ'য়ে যান—কিন্তু তাঁর ডাকাডাকিতে কারুই কোনো সাড়া আসে না।

পরদিন সকাল কেটে গিয়ে এলো দুপুর—কিন্তু লর্ড গ্লেনারভন কিছুতেই এ-জায়গাটা ছেড়ে নড়তে চান না। যদি রবার্ট নিজে খোঁজ নিতে এদিকে আসে? বেঁচে আছে তো বেচারা?

কিন্তু এই জনশূন্য নিঃঝুম জায়গায় কতক্ষণই বা কাটাবেন তাঁরা? খাবারও ফুরিয়ে এসেছে—শুকনো জারানো মাংস যা ছিলো তা কোথায় ছিটকে পড়েছে। বিস্বাদ ব'লে গুয়ানাকোর মাংসও তাঁরা তখন রাখেননি। এই অবস্থায় অন্তত খাবারের খোঁজেও এখানকার পাট উঠিয়ে যেতে হয়—না-হ'লে সবাই যে অনাহারে মরবে!

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সও বিষম মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রবার্ট ছাড়া এখানে তো অন্য-আরো অনেকে আছে। অভিযানের নেতা হিশেবে গ্লেনারভনের তো তাদের কথাও ভাবা উচিত। ম্যাকন্যাবস নিজের মনের ভাব চেপে একটু কড়া সুরেই বললেন : 'আর না —এবার এখান থেকে চলো।'

'হ্যাঁ, যাবো তো বটেই, তবে আর একটু—'

এমন সময়ে আকাশে ঐ কার বিশাল ছায়া? দ্রুত ধাবমান—এই দিকেই?

ভালো ক'রে তাকিয়ে বোঝা গেলো : কণ্ডর : লাতিন আমেরিকার আকাশের রাজা, বিশাল পাখি কণ্ডর!

পাগ্‌ঐয়ল তাকিয়েই ব'লে উঠলেন : 'এ তো দক্ষিণ আমেরিকার গৃধিনী—কণ্ডর —বিশাল এই পাখির একটা পোশাকি কেতাবি নাম আছে অবশ্য *ভুলতুর গ্রাইফাস*-এ তো থাকে আন্দেয়াসের ওপর, মাথা আর ঘাড়ে কোনো লোম বা পালক নেই। আর সারা গায়ের পালক কেমন নিরেস কালো, শুধু গলাটা শাদামতো, ডানায় মাঝে-মাঝে শাদা ছোপ থাকে। ইনকারা তো কণ্ডরের পুজো করে প্রায়—তাদের পুরাণে-উপকথায়

এর কথা কত আছে! এমন শিকারি পাখি আইরির ঈগলও নয়—হাজার-হাজার ফুট ওপর থেকেও দেখতে পায় নিচে কোথায় ছোট্ট শিকার ঘুরছে। ছোঁ মেরে নিচে নেমেই আস্ত-সব ভেড়া, ছাগল, গুয়ানাকো উড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়চূড়ায় নিজের আস্তানায়!'—

পাওয়েল হয়তো তাঁর পুঁথিপড়া বিদ্যে জাহির ক'রেই চলতেন, কিন্তু অন্যরা তখন চোখ ছানাবড়া ক'রে দেখছেন কেমন ক'রে সেই বিশাল কণ্ডর বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নামছে নিচে, বাঁ দিকে! তবে কি শিকারের জন্যেই তার এই বিদ্যুৎক্ষিপ্র ছোঁ? কে এই শিকার? রবার্ট?

ম্যাকন্যাবস তাঁর বন্দুক বাগিয়ে টিপ করছিলেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই পাহাড়ের আড়ালে সেই কণ্ডর উধাও হ'য়ে গিয়েছে। সবাই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো সে যেদিকে গেছে, সেদিকে। একটু পরেই তাকে দেখা গেলো আবার, সোঁ ক'রে ওপরে উঠছে, তার থাবায় ঝুলছে কে-একজন, ছটফট করছে। প্রায় চোখের পলকেই সে দুশো-আড়াইশো ফুট উঠে গেছে ওপরে।

লর্ড গ্লেনারভনও বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিলেন, গুলি ছুঁড়তে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে তখন, যদি ঐ দেহটা রবার্ট হয়, যদি তার গায়ে গিয়ে গুলি লাগে! ম্যাকন্যাবস ততক্ষণে ঘোড়ায় চাপ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এলো। সোজা গিয়ে গুলি লোগছে কণ্ডরের গায়ে। জখম, গুলি-বেঁধা কণ্ডর থাবার বোঝা নিয়েই ঘুরে-ঘুরে আস্তে এসে নেমে পড়েছে নদীর ধারে।

পড়িমরি ক'রে ছুটে গেলেন সবাই। কণ্ডরের ঠিক মাথায় গিয়ে গুলি লেগেছে। বন্দুক যেই ছুঁড়ে থাকুক, তার লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ! আর কণ্ডরের ডানার পালকের মধ্যে নিঃঝুম অচেতন প'ড়ে আছে রবার্টের মাথা। কাঁপা হাতে রবার্টকে টেনে বার ক'রে নিয়ে এলেন লর্ড গ্লেনারভন। বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন অস্ফুট ক্ষীণ ধুকধুক আওয়াজ। অমনি আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেঁচে আছে—প্রাণের সাড়া আছে এখনও—বেঁচে আছে!'

ম্যাকন্যাবস গিয়ে চট ক'রে পাহাড়ি নদী থেকে জল এনে রবার্টের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন।

আস্তে-আস্তে চোখ মেলে তাকালে রবার্ট, কেমন ঘোর-লাগা দৃষ্টি, যেন কিছুই সে এখনও বুঝতে পারছে না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে প্রায় কেঁদেই ফ্যালেন বুঝি গ্লেনারভন। তিনি জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু তাঁরও মাথার মধ্যেটা কেমন করছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না যেন তিনি।

গুলিটা তো তাঁরা করেননি—তবে গুলিটা করলে কে? কার এমন অচঞ্চল হাত, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা?

তার উত্তর অবশ্য পাওয়া গেলো তক্ষুনি। হাত-পঁচিশ দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। যেন পাথরে-খোদাই-করা, পাহাড়ের গায়ে-বসানো কোনো কিংবদন্তির রাজা।

ছ-ফিটের ওপর লম্বা ঋজু সটান দেহ, কেশরের মতো চুলের ঢাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, কপালে শাদা রং লেপা, মুখে লাল রং, দু-চোখের পাশে কালো-রঙের ছোপ। গায়ে পশুলোমের কুর্তা, পায়ে মোটা চামড়ার বুটজুতো, হাঁটু অব্দি ফিতে দিয়ে বাঁধা।

তার পায়ের কাছে প'ড়ে আছে বন্দুক।

তাকাবামাত্র বোঝা যায় কী-প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তার। চোখমুখ থেকে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

চমকটা ভাঙতেই লর্ড গ্লেনারভন এগিয়ে গিয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন—তাঁর বিহ্বল দৃষ্টি, আর মুখের ভাবই কৃতজ্ঞতা এমনভাবে ফুটিয়ে রেখেছে কারুই সেটা বুঝতে দেরি হয় না। গিরি আন্দেয়াসের এই রাজারও তা বুঝতে দেরি হয়নি।

পাঞ্চয়লও তখন এগিয়ে এসে তড়বড় ক'রে এস্পানিওলে কত-কী ব'লে ফেলেছেন। কিন্তু সে-সব কথার কিছু যে এই রাজা বুঝতে পেরেছে এমন-কোনো ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া গেলো না। মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস তাঁর ভাঙা-ভাঙা এস্পানিওলে একটা কথা ব'লেই বুঝতে পেরেছিলেন এই বিশাল মানুষটা এস্পানিওল জানে। আর তাই পাঞ্চয়ল যখন কথার তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন সংলাপ হবে—কথার জবাবে কথা, কিন্তু পাঞ্চয়ল অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে তাঁর কোনো কথা বোঝাতে পারলেন না।

'কিছুই বুঝছে না কেন আপনার কথা?' মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের গলার সুরে এবার একটু ব্যঙ্গের সুর। 'এখনও এস্পানিওল উচ্চারণ আপনার রপ্ত হয়নি ? আপনি কি এখনও ফরাশিতে এস্পানিওল ব'লে যাচ্ছেন?'

পাঞ্চয়ল এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছিলেন, মেজরের কথা শুনে একটা বাক্যের মাঝখানেই থেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো বই বার ক'রে বললেন, 'কেন-যে এত গণ্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো? বই প'ড়ে কি আর উচ্চারণ শেখা যায় না? এত ভালো একখানা বই, ধ্রুপদী—মহাকাব্যই—এই-যে এই দেখুন, *উশ লিসিয়াদাস্*—'

এবার একটু আঁৎকেই উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। 'এ আপনি করেছেন কী, মঁসিয় পাঞ্চয়ল ? এ-যে পোর্তুগিজ মহাকাব্য—ভাশ্‌কু ডা গামার ভারতবর্ষের পথে বেরিয়ে-পড়ার কাহিনী আছে যে এতে—লুইস ভাজ্ দে কামোয়েন্স-এর লেখা—উনি তো ষোড়শ শতাব্দীর পোর্তুগিজ কবি—'

'অ্যাঁ?' আঁৎকে উঠলেন স্বয়ং পাঞ্চয়লও, সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার। 'সে কী ? আমি কি তাহ'লে এস্পানিওল মনে ক'রে এতদিন শুধু পুর্তুগিশই ব'লে

:গছি? তাই তো বলি, আমি এত কথা ব'লে যাচ্ছি অথচ কেউ কিছু বুঝছে না কেন? ঘাক, তাতে আর কী হ'লো—এবার ব্রাজিলে গেলেই আমার এই ভাষা শেখা কাজে :দবে—' ব'লেই পাএওয়ল হেসেই কুটিপাটি। বইয়ের ভেতরটা টীকার সাহায্যে তন্নতন্ন ক'রে পড়েছেন—অথচ ককখনো খেয়াল ক'রেও দ্যাখেননি ভাশ্কু ডা গামা কোন দেশের :লাক—অথবা বহু-ব্যবহারে-মলিন ও হলুদ-হ'য়ে-যাওয়া বইটা কোন ভাষায় লেখা।

শেষটায় অবশ্য নির্ভর হ'লো মূকাভিনয়—আকারে-ইঙ্গিতে, কিঞ্চিৎ কণ্ঠনিঃসৃত আওয়াজ ইত্যাদি মারফৎ এই পাহাড়ি মানুষটার নাম জানা গেলো—ইনি না-থাকলে আজই রবার্টের ভবলীলা সাঙ্গ হ'তো। তার নাম নাকি ত্রোনিদো, অর্থাৎ *বজ্রশব্দ*, সম্ভবত ইণ্ডিয়ানদের ভাষা থেকে তর্জমা ক'রেই এই ত্রোনিদো নাম দেয়া হয়েছে তাকে। পেশায় :স গাইড। আরহেন্‌তিনার বিশাল প্রেয়ারি, যার নাম তাদের ভাষায় *পাম্পা*, ত্রোনিদো সানন্দেই তাদের সঙ্গে গিয়ে পার ক'রে দিয়ে আসতে রাজি হ'লো। মার্কিন মুলুকে যাদের নাম *কাউবয়*, আরহেনতিনার ভাষায় তারাই *গাউচো*; ত্রোনিদো গাউচোই ছিলো, বিশাল একটা র‍্যানচের ভার ছিলো তার ওপর। কিন্তু তার পায়ে বোধহয় কুট ক'রে কামড়েছিলো কোনো ঘুরঘুরে পোকা, একজায়গায়—তা সে যত বিশালই হোক—আটকে না-থেকে সারা পাম্পাস-এ ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জন্যেই সে গাইডের কাজ নিয়েছে। এখানকার বুনো ঝাপঝাড়ের পাতা ছেঁচে রবার্টের জখমে তার রস লেপে দিয়ে সে রবার্টকে কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঙ্গা ক'রে তুললো। তারপর সবাই এত উত্তেজনার পর একটু বিশ্রাম ক'রে যখন সুস্থ হ'য়ে উঠেছে, তখন সে তাদের সবাইকে নিয়ে গেলো মাইল-চারেক দূরের এক *পুয়েব্‌লোতে*—ছোট্ট জনপদ. গ্রামই বলা যায়, ছোটো-ছোটো *আদোবা* বাড়ি, তাতে বাস চাষীদের, প্রধানত ভুট্টাই ফলায় তারা—আর ঘোড়ায় চ'ড়ে পাম্পায় টহল দিয়ে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে দরাদরি ক'রে অভিযাত্রীদের সে কিনিয়ে দিলে সাতটা টগবগে ঘোড়া। নিজে সে অবশ্য কোনো ঘোড়া কিনলো না—তার দরকার নেই, নিজের ডেরায় তার আস্তাবল আছে, তবে বনে যখন শিকারে বেরোয় তখন সে কোনো ঘোড়া সঙ্গে নয় না।

সেদিন সন্ধেবেলায় দেখা গেলো পুর্তুগিশ ভাষার চর্চা আপাতত মুলতুবি রেখে জাক পাএওয়ল ত্রোনিদোর কাছে এস্পানিওল ভাষা শিখতে লেগে গিয়েছেন—কাস্তিইয়ের রাজা-রাজড়ার আভিজাত্যে ভরা আধো-আধো থ-থ ভরা এস্পানিওল নয়—লাতিন আমেরিকার কানকিস্তাদোরেরা এস্পানিওলকে সংস্কার ক'রে অনেকটাই নিজেদের মতো ক'রে নিয়েছে—পাএওয়ল এখন শিখতে শুরু করেছেন তাদেরই ভাষা।

সাত

পাম্পার বিশালে

পরদিনই ত্রোনিদোর নির্দেশমতো অভিযাত্রীরা আরো-পুবের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লেন পথে বেরিয়েই বোঝা গেলো এ্রোনিদো তার জন্যে কোনো ঘোড়া এখন চায়নি কেন জঙ্গলের কাছে এসে মুখ থেকে বার করলে লম্বা একটানা এক অদ্ভুত আওয়াজ, লম্বা একটানা শিস যেন—আর অমনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আর্‌হেনতিনার এক আশ্চর্যসুন্দর ঘোড়া, পেশল-মসৃণ দেহ, যেন গতিকেই কেউ একটা চামড়ার খাপে পুরে দিয়েছে, সে যখন কদম-কদম হাঁটে, তখনই তাঁর বলিষ্ঠ পেশীগুলো রোদ্দুরে হালকা ঢেউয়ের মতো নেচে-নেচে ওঠে।

ঘোড়া ছিলো ব'লেই যতক্ষণ সূর্য মাথার ওপর রইলো, ততক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে —জোরে নয়, মোটামুটি দুলকিচালে চ'লেই—পেরিয়ে-আসা গেলো আটত্রিশ মাইল পথ। রাতের বেলায় এক নদীর ধারে ছাউনি ফেলে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করা হ'লো, ঠিক হ'লো পরদিন ভোরেই ফের রওনা হওয়া হবে।

পরদিন দুপুর অব্দি আগের দিনের মতোই তারা এগিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো দূর থেকে ধোঁয়ার মতো কী-একটা তীব্র ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে আসছে। শুকনো হাওয়ার ঝড়। তোড়ে ব'য়ে যায় এই হাওয়া পাম্পার ওপর দিয়ে। প্রায় লু-র মতোই তপ্ত। অন্তত ব্যারোমিটারে পারদের চড়চড় ক'রে ওপরে-ওঠা দেখে পাঞ্জয়লের তা-ই মনে হ'লো।

পাঞ্জয়লের মুখে তাই ব'লে কোনো শঙ্কার ছাপ নেই, বরং অন্যদেরও তিনি আশ্বাস দিলেন, বললেন, 'ভয় নেই। পারা যদি নিচের দিকে নামতো তবে বোঝা যেতো যে হারিকেন শুরু হ'য়ে গেছে—সেই ঘূর্ণিঝড় তিনদিনের আগে থামতো কি না সন্দেহ। পথে যা-ই পেতো তাকেই উড়িয়ে নিয়ে দূরে আছড়ে ফেলতো। কিন্তু এ নেহাৎই শুকনো হাওয়ার খেলা, একটুক্ষণ সব তোলপাড় করবে, তারপর যেমন আচমকা এসেছিলো তেমনি আচমকা চ'লে যাবে। ব্যারোমিটারে যখন পারা উঠছে, তখন বোঝা যাবে এই ঝড় থেমে যাবে শিগগিরই—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।'

'আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'হুঁ-হুঁ, তার জন্যে কেতাব পড়তে হয়। অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী।'

'যা পড়েন সব মনে থাকে নাকি আপনার? আপনি কি নিজেই জ্যান্ত-একটা বই হ'য়ে উঠেছেন?'

পাঞ্জয়লের মনে হ'লো এ-কথাটা আসলে তাঁর মস্ত প্রশংসা বই আর-কিছু নয়।

খুশি হ'য়ে মুচকি হেসে বললেন, 'বেশ, যা বললুম তা মিলিয়ে নেবেন।'

পুর্তুগিশ ভাষাকে খেয়াল না-ক'রে এস্পানিওল ভেবে চর্চা ক'রে আসছিলেন অ্যাদ্দিন; গল্পের বইতে ঠিক যেমন কোনো অন্যমনস্ক অধ্যাপকের কথা পড়া যায়—ঐ সেই যিনি নাকের ডগায় চশমা থাকা সত্ত্বেও নিজের চশমা খুঁজে বেড়ান—তেমনি একটি ভূমিকায় আবারও অনিচ্ছুক ভূমিকা গ্রহণ ক'রে একটু হয়তো-বা মুষড়েই পড়েছিলেন জাক পাঞ্জয়ল। পরে অবশ্য ত্রোনিদোর কাছে এস্পানিওল শিখতে-শিখতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই ব'লে যে, 'যাক, এই সুযোগে প্রায় মুফতেই পুর্তুগিশ ভাষাটাও শেখা হ'য়ে গেলো।' কিন্তু তবু যৎকিঞ্চিৎ মনমরাই ছিলেন বইকি পাঞ্জয়ল। এখন এই শুকনো ধুলোর তুফান সম্বন্ধে তাঁর পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে মনে-মনে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন খানিকটা—তবে একটা ভয় কি মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো না? যদি তাঁর কেতাবি বিদ্যেটা না-ফলে? কিন্তু ঐ-যে বলেছিলেন জাক দেখিয়ে, 'বেশ, যা বললুম, মিলিয়ে দেখে নেবেন,' সেটা কিন্তু শেষ অব্দি সত্যিই হ'য়ে গেলো। ঝড়টা অভিযাত্রীদের কাছে এলো সন্ধেবেলায়, আর মিলিয়ে গেলো কয়েক ঘণ্টা পরে, রাত একটায়, সবকিছুর ওপর পুরু সরের মতো ধুলোর একটা আস্তর বিছিয়ে রেখে। আর তারপর থেকে তাঁকে আর পায় কে? তাঁর উৎসাহ তারপর থেকে টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে। এই অজানা বিদেশ-বিভুঁয়ে পাড়ি দিতে-দিতে প্রায়-একটা জ্যান্ত বইয়ের মতোই তিনি গাছপালা পাহাড়-পর্বতের নাম শুনিয়ে গেছেন। আর তা শুনে সবচেয়ে অবাক হয়েছে ত্রোনিদো, প্রায় বোমকেই গেছে সে, মুখে অবশ্য কিছু বলেনি—এদিক থেকে সে পাঞ্জয়লের ঠিক উলটো, প্রায় সবসময়েই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে, নেহাৎ দরকার না-হ'লে টুঁ শব্দটিও করে না আর তাও যখন পাঞ্জয়লকে ভাষা শেখাতে হয়, শুধু তখনই। কিন্তু পরে একটা সময় এসেছে, যখন তাকেও বেশ স্পষ্ট ভাষায় মত দিয়ে একটা-কিছু বলতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে এইভাবে : সড়ক কারমেনের কাছে এসে যখন শুনেছে যে এ-রাস্তা পেরিয়ে আরো-পুবদিকে যেতে হবে তাদের, সে গম্ভীরভাবে ব'লে উঠেছে, 'কিন্তু সেদিকে তো কিছু নেই।'

কিছু না-থাকলেও যে তাঁদের যেতে হবে, এ-কথা বুঝিয়ে বলবার ভার পড়েছে তখন পাঞ্জয়লের ওপর। গোড়ায় কিঞ্চিৎ বাণীবিনিময় হয়েছে বটে, তবে তাতে তেমন সুবিধে হয়নি, পাঞ্জয়লের ভৌগোলিক জ্ঞান যতই থাকুক এস্পানিওল ভাষার জ্ঞান ভাসা-ভাসা, তাই শেষ অব্দি তাঁকে বালির ওপর ছবি এঁকে বোঝাতে হয়েছে তাঁদের ইচ্ছেটা কী। এঁকে দেখাতে হয়েছে রাস্তার এদিকটায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে, আর ওদিকটায় সূর্য উঠছে, সেই সঙ্গে সচিত্র বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে তাঁকে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতে হয়েছে, মুখ দিয়ে দু-চারটে আওয়াজও করতে হয়েছে। গোড়ায় কিছু না-বুঝে ফ্যালফ্যাল ক'রে

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকেছে ত্রোনিদো, তারপর গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে না-পেরে মাথা চুলকেছে কেবল। তখন পাএ্যয়ল যেদিকটায় সূর্য উঠছে এঁকেছিলেন সেদিকটাতেই পাশে এঁকে দেখিয়েছেন একটা গাছের গায়ে একজন লোক দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এবার আর ত্রোনিদোর নিশ্চয়ই ছবির কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। মুখ তুলে বলেছে : 'বুঝেছি। পুবদিকে কেউ-একজন বন্দী হ'য়ে আছে। সে কি আপনাদের লোক? আপনারা তাকে খুঁজে বার করতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ,' রবার্টকে দেখিয়ে বলেছেন পাএ্যয়ল, 'যাকে খুঁজতে যাচ্ছি তিনি এর বাবা।'

ত্রোনিদোর বজ্রকঠোর মুখটা তখন সহানুভূতিতে কোমল হ'য়ে এসেছে। তবে মুখে সে কিছুই বলেনি।

পাএ্যয়ল তখন জিগেস করেছেন : 'এখানে কি ইণ্ডিয়ানরা কাউকে কয়েদ ক'রে রেখেছে ব'লে শুনেছো?'

'হ্যাঁ,' আর অমনি সবাই চমকে উঠেছে ক্রোনিকোর কথা শুনে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সিংহের মতো অকুতোভয় আর বিশালহৃদয় এক শ্বেতাঙ্গকে বন্দী ক'রে রেখেছে এখানকার ইণ্ডিয়ানদের একটা দল—না, না, তারা কেচুয়াও নয়, আইমারাও নয়—অন্য-একটা ছোটো উপজাতি। কিন্তু সে তো বছর দুই আগেকার ব্যাপার।' সে যদিও বলেছে এর বেশি আর-কিছু তার জানা নেই, তবু তার মুখের ভাব দেখে সবাই আন্দাজ করেছে যে যে-কথাটা সে বলতে চায়নি, তা এই : অ্যাদ্দিন পরেও সে-বন্দী কি আর বেঁচে আছে?

তাঁদের সব আশা এই অনুক্ত আশঙ্কায় বেশ-খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে বটে, তবু অভিযাত্রীরা কেউ হাল ছেড়ে দেননি। বরং, সে যে জানে একজন-কেউ এখানে বন্দী হয়েছিলো, এই তথ্যটাই তাঁদের উৎসাহ আরো চাগিয়ে দিয়েছে। এতদিনে তাঁরা একটি-বারও তো এমন-কোনো কথাও শোনেননি—এখন তো জানা গেছে যে অন্তত আশপাশে কোথাও ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতি একজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী ক'রে রেখেছে, আর তিনিই নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রান্ট! ফলে প্রচণ্ড তোড়জোড় ক'রে নবোদ্যমে এগিয়ে গেছেন তাঁরা, পরের দিন পেরিয়েছেন কলোরাডো নদী, ইণ্ডিয়ানদের তৈরি চামড়ার তৈরি ঝুলন্ত সেতুটা পেরিয়ে।

যে-কোনো যাত্রাতেই কখনও-কখনও এমন সময় এসে পড়ে, যখন তেমন-কিছুই ঘটে না। শুধু নিয়মমাফিক এগিয়ে যেতে হয়, কখনও পথের একঘেয়েমিতে নিরুৎসাহিত হ'তে হয় না। কয়েকদিন একটানা চ'লে তাঁরা গিয়ে পৌঁছেছেন মস্ত একটা হ্রদের ধারে, বহুরকম খনিজ পদার্থ মেশানো তার জলে, ফলে সে-জল মোটেই মিষ্টি নয়, বরং কেমন-একটা কটু অম্লকষায় স্বাদ তার জলের, সেইজন্যেই না কি এ-দেশের ভাষায় এই হ্রদের নাম : *যে-জলাশয়ের জল তেতো*।

যদি ভাবা গিয়ে থাকে যে রবার্টের ফাঁড়া কেটে যাবার পর আর ত্রোনিদোর সঙ্গে ভাব হ'য়ে যাবার পর, অভিযানকারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বিষম ভুল করা হবে। জাক পাঞ্জয়লের কোড়ন সত্ত্বেও পরের কয়েকদিন কিন্তু অভিযানকারীদের আর দুর্ভোগের সীমা ছিলো না। *পাম্পা,* অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার—বিশেষত আরহেনতিনার—*প্রেয়ারি,* সব জায়গায় কিন্তু একরকম নয়। কোথাও সে সবুজে সবুজ, তৃণভূমির বিশাল বিস্তার, কোথাও-বা গেরিধূসর, সবুজের একফোঁটাও কোনো চিহ্ন নেই, যেন কোনো মরুভূমিই আচমকা পথ ভুল ক'রে এই তৃণভূমিতে ঢুকে প'ড়ে আর বেরুতে চাইছে না। শুধু তা-ই নয়, সমভূমি যেমন আছে, মাইলের পর মাইল একইরকম, তেমনি আছে বন্ধুর রুক্ষ জমি, উবড়ো-খাবড়ো, অসমতল রূঢ়-কর্কশ মাটি। যদি-বা ইওরোপ থেকে আসার পর এমন সবুজ দেখে গোড়ায় সকলের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিলো, মুখে আর লাতিন আমেরিকার ভূদৃশ্যের প্রশংসা ধরছিলো না, দু-দিন পরেই যখন রুক্ষধূসর গিরিভূমি নিস্তারহীন ছড়িয়ে গেলো সামনে, আর পানীয় জলের অভাবে শুধু কণ্ঠনালীই নয়, ধুলোমাখা শরীরগুলোও একুট ঠাণ্ডাজলের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, তখন পাম্পা সম্বন্ধে গোড়ার ধারণাটা বদলাতে বাধ্য হ'লো সবাই। *গাউচো* অর্থাৎ এখানকার *কাউবয়রা* যখন *পনচোয়* শরীর ঢেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে মাইলের পর মাইল টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন তারা তাদের চলার পথে গভীর-সব কূপ খুঁড়ে জল বার ক'রে নেয় : তারা জমির ধরন দেখেই টের পেয়ে যায় কোনখানে মাটি খুঁড়লে জল মিলবে। আর *গাউচোরা* এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ব'লেই প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হ'য়ে আসে—কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া লর্ড গ্লেনারভনের দল কিন্তু পাম্পা সম্বন্ধে কিছুই না-জেনে, কোনোভাবেই তৈরি না-হ'য়ে, এখানে ঢুকে পড়েছেন। পরের জলাশয় অনেক দূরে, এখানে আশপাশে এমনকী তেতো জলেরও কোনো কূপ নেই।

শেষটায় প্রায় যেন ধুঁকতে-ধুঁকতেই চলছিলো ক্লান্ত, অবসন্ন, অভিযাত্রীর দল। ঘোড়াগুলো অব্দি তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আছে। যাত্রার শুরুতে তাদের যে দুর্জয় গতি ছিলো, সেটা এখন প্রায় স্মৃতি মাত্র—অর্থাৎ এই দুর্গম অঞ্চলটা যে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবেন, তারও কোনো জো নেই। শুধু ত্রোনিদো আর তার তেজিয়ান ঘোড়াটাই সুখেদুঃখেনির্বিকার ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে একদিন হাওয়ায় ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেলো। আচমকা হা-হা ক'রে হেসে-ওঠা লেলিহান দাবানল নয়, মানুষের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড। অন্তত সেটাই ছিলো তাদের পথপ্রদর্শকের অভিমত : 'বেঁটে ঝোপগুলোয়, আগাছার বনে, প্রচুর পোকামাকড় থাকে—এ আগুন জ্বালিয়েছে গাউচোরা, পোকা মারবে ব'লে—তবে তা প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখানে সমতল প্রান্তর ব'লে অনেক দূর থেকেই গন্ধ আসছে।' শুধু পোকামাকড় নেই ঝোপে-ঝোপে, জায়গায়-জায়গায় আছে মশার ঝাঁক।

পোকামাকড়ের কথা শুনে পাওয়েল তাঁর বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছিলেন, পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে ফিরিস্তি দিতে বসেছিলেন কত অসংখ্য ধরনের পোকামাকড় পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু মশার কামড়ে তাঁর বিদ্যেবাগিশ শরীরখানা যখন চাক-চাক হ'য়ে ফুলে গেলো, মেজর ম্যাকন্যাবস ফোড়ন কেটেছিলেন : 'সে কী ! হাজার ধরনের পোকামাকড় তো নয়, নিছক একজাতের তুচ্ছ মশা, তার কামড়েই আপনি অমন নাজেহাল হ'য়ে পড়লেন !' পাওয়েল শুধু চিঁচি ক'রে বলেছিলেন : 'মশার কামড়ে ঘাবড়ে যাচ্ছি কি সাধে ! এখানকার মশারা পড়েছি ম্যালেরিয়া রোগ ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়।' আরেকদিন গাউচোদের একটা ছোটোদলের মুখোমুখি পড়েছিলেন তাঁরা, বেশিরভাগই মেস্তিসো, দো-আঁশলা, শ্বেতাঙ্গ আর ইণ্ডিয়ানদের মিশোল। তারা দূর থেকে এই দলটাকে দেখে অন্যধার দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে পিঠটান দিলে ; পাওয়েলের অনুমান, তারা নির্ঘাৎ এঁদের দস্যুদল ব'লে ভেবেছে। মেজর ম্যাকন্যাবসের মন অবিশ্যি এ-কথায় আদপেই সায় দিতে চায়নি। তিনি বরং খুনশুটি ক'রে নানারকম ফোড়ন কেটে পাওয়েলকে চটিয়ে দিতে চাইলেন। তাতে অন্তত পথের কষ্ট একটু লাঘব হবে। এ-সব কথাকাটাকাটিতেই সকলে অন্তত সারাক্ষণই ক্লান্তির কথা ভাববে না। পাওয়েল প্রায় ফেটেই পড়েছিলেন তাঁর ফক্কুড়িতে, মেজাজ হ'য়ে উঠেছিলো তিরিক্ষি—যেটা একটু আশ্চর্যই, কেননা মানুষটি এমনিতে ভারি দিলখোলা, সদাশয়, একটু মজারও আছেন (যদিও নিজে টের পান না তিনি কতটা মজার মানুষ)।

আর হা-হা ক'রে ব'য়ে যায় রোদ্দুরে-তাতা উদ্দাম হাওয়া, ধুলোর ঝড় তোলে। তবু আশায় বুক বেঁধে সবাই চলেছে কখন পৌঁছুবে পরবর্তী জলাশয়ে—লেক সালিনার তীরে।

কিন্তু পথশ্রমে আর তৃষ্ণায় জেরবার হ'য়ে লেক সালিনায় এসে দেখা গেলো, শুকনো মরা খাত, এককোঁটাও জল নেই, গরমে সব জল শুষে নিয়েছে কেউ যেন এক গণ্ডূষে, খাতটার মাটি প'ড়ে আছে ফুটিফাটা। এবার তাহ'লে খরা কী-রকম ভয়াল হয়েছিলো ? এককালে তো বড়োলোক কোনকিস্তাদোরেরা বুয়েনোস আইরেস থেকে এই জলাশয়ের জল নিয়ে যেতো, যেহেতু এই জলে খনিজ পদার্থ আছে, চিকিৎসকদের মতে তা নাকি প্রায় মৃতসঞ্জীবনী—এত স্বাস্থ্যদায়ক, বলকারক। রোদ্দুরের আঁচে এখন কি না সেই জলাশয়ের জল শুষে গিয়েছে। শুধু কোথাও-কোথাও কাদামাখানো এক-আধফোঁটা জল চিকচিক করছে, শুধু যেন আয়নার মতো কতগুলো হতাশ মুখকে ফিরিয়ে দেখাবে ব'লেই, শুধু ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন এই ক-ফোঁটা জল ব'য়ে গেছে—তলানি।

জল পাবে প্রত্যাশা ক'রে এসেছিলেন ব'লেই জলাশয়ের তলদেশটাকে তাঁদের কাছে ঠেকলো খরামাটির অট্টহাসির মতো। আর সেই সময়ে তাঁদের কাছে একটা নতুন উপায় বাৎলালে তাদের পথপ্রদর্শক। সে বললে দলটাকে দু-ভাগে ভাগ হ'য়ে দু-দিকে

যেতে হবে। একদল যাবে ৩৭° ডিগ্রি সমান্তর ধ'রে নাকবরাবর, সোজা সামনে—তিরিশ-বত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট্ট নদী আছে, গুয়ামিনি, তাকে লক্ষ্য ক'রে। সে-দলটায় লর্ড গ্লেনারভন আর রবার্টের সঙ্গে রইলো পাম্পারই বজ্রনিনাদ—ত্রোনিদো। অন্যদলটা যাবে ঘোরাপথে, মাইল-পঁচাত্তর যেতে হবে তাদের, ঘোরাপথ হ'লেও দক্ষিণগামী এই পথটা সহজতর। অতটা পথ ঘুরে যাবে ব'লেই পথ বেঁকে গিয়ে দল দুটিকে মিলিয়ে দেবে একসময়।

পরের দিন ভোরবেলায়, রোদ তেতে ওঠবার আগেই, বেরিয়ে পড়লো সবাই। ঘোড়ারা টের পায় কোথায় কোন দিকে জল আছে। হাওয়ায় যেন জলের সোঁদা গন্ধ পায় তারা। ত্রোনিদোর ঘোড়াই শুঁকে-শুঁকে শেষটায় বেলা তিনটে নাগাদ তাদের নিয়ে এলো গুয়ামিনি নদীর ধারে—প্রায় মরীয়ার মতো চেষ্টা ক'রেই ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন তাঁরা, তাই বেলা প'ড়ে যাবার আগেই এসে পৌঁছেছেন নদীর ধারে। অবশেষে, তৃষ্ণার শান্তি : জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল খেয়ে বাঁচলো সবাই—ঘোড়া আর মানুষের মধ্যে জলপানের ধরনে কোনো তফাৎই রইলো না। পাম্পা বোধহয় একসময় এইভাবেই আধুনিক মানুষকে আদিম মানুষে বদলে দেয়—উবু হ'য়ে ব'সে, বা শুয়েই বলা যায়, সেই দূর-অতীতের মানুষের মতোই জলপান করলেন লর্ড গ্লেনারভনরা।

জল যেই অবসন্ন মানুষগুলোর সাড় ফিরিয়ে আনলে, অমনি মনে হ'লো এ-কদিন ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও হয়নি—তৃষ্ণার জল ছিলো না ব'লে তখন কারু নজরই ছিলো না ভোজ কী জুটলো। এবার মনে হ'লো অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে যদি কোনো শিকার জোটে—তবে নিছক অপেক্ষা ক'রেই সময় কাটাতে হবে না তাদের, বরং অন্যদের জন্যে যদি কোনো ভুরিভোজের ব্যবস্থা করা যায় তবে সকলকেই তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে—বিশেষত ত্রোনিদো যখন জানালে এখানে জল আছে ব'লেই আশপাশে জীবজন্তুর দেখা মিলবে—এর আগে তো কেবল গেছে ধূ-ধূ শুকনো খরায়-ফাটা জমি।

শিকারের নামে রবার্ট নেচে উঠেছিলো। তারই উৎসাহে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন। কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেলো পিপীলিকাভুকদের—আর্মাদিলো—বর্মের মতো কঠিন আঁশেভরা ছোটো-ছোটো জীব—ছোটো-ছোটো কীটপতঙ্গ খেয়েই তারা বাঁচে, প্রধান খাদ্য অবশ্য পিঁপড়েই, যেজন্যে নাম পিপীলিকাভুক; তবে এদের শিকার করা ভারি কঠিন, একটু ভয় পেলেই তারা গুটিয়ে যায় একটা উলের বলের মতো, আর বর্মের মতো কঠিন আঁশ চারপাশে একটা ঢাকা তৈরি ক'রে তোলে। ত্রোনিদো বলেছিলো, এই কঠিন আঁশের তলায় আছে সুস্বাদু নরম মাংস—লাতিন আমেরিকার এই জীব ভয় পেলেই তার বর্মের বলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে গড়িয়ে গিয়ে গর্তে ঢোকে, বিদ্যুৎবেগে, অতএব দেখবামাত্র গুলি করতে হবে। অনেকবার চেষ্টার পর

রবার্ট শেষকালে একটি আর্মাদিলো শিকার করতে পেরেছিলো। সেই মাংসে তাদের দিব্যি ভোজ হ'য়ে গেলো, কিন্তু তবু অন্যদের কোনো দেখা নেই। এদিকে রাত হ'য়ে আসছে।

ব্রোনিদো বলেছিলো জল যেহেতু আছে, অতএব থাকার কোনো আস্তানাও যা-হোক মিলে যাবে। আর মিলেও গেলো অবিশ্যি: একটা ভাঙাচোরা র‍্যানচের কোর‍্যালে—সেই যেখানে র‍্যানচের জীবজন্তু রাখা হয়, খোঁয়াড়ই আর-কি একধরনের ' গাছের গুঁড়ি, ডাল, কাঠের ফালি—সব দিয়ে তৈরি করা, ওপরে একটা ছাউনি আছে, তিনদিক বন্ধ, আরেকদিকে আড়কাঠ দিয়ে আটকানো দরজা, আড়কাঠগুলো গেছে সমান্তরভাবে, সেগুলো তুলে নেয়া যায়, অমনি সামনেটা পুরো হাট ক'রে খোলা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় তারা একে বলে *রামাদা*। অর্থাৎ, একদিক দিয়ে, এখানে শোয়া মানে খোলা জায়গাতেই শোয়া, তবে একদিক থেকে নিশ্চিন্ত। পরিত্যক্ত, ভাঙা র‍্যান্‌চ, কেউ কোথাও নেই; তাছাড়া রামাদার মাথার ওপর তো ছাউনি আছে একখানা। শুতে যাবার আগে কিছু কাঠ জোগাড় ক'রে জড়ো ক'রে রাখলে তারা—কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে, পরে রান্নাবান্নার কাজে সুবিধে হবে। কিছু খড় অব্দি জুটে গেলো তাদের, খড়ের বিছানায় আয়েস ক'রে শোবামাত্র গাঢ় ঘুম, এই ক-দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর শরীর ভেঙে অবসাদ নেমেছিলো, তাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে মোটেই কোনো সময় লাগেনি।

কিন্তু নিশুত রাতে, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বোধহয়, কেমন-একটা অস্বস্তিতে ব্রোনিদোর ঘুমটা ভেঙে গেলো। অন্যরা ঘুমিয়ে প্রায় কাদা, চারপাশে অন্ধকার; ব্রোনিদো ঠিক বুঝতে পারলে না অমনভাবে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেছে কেন। তার জীবনটা শিকারির, রাত-বিরেতে অজানা-অচেনা বনে-বাদাড়ে তাকে শুতে হয় দরকার হ'লে, ঘুমটা তার স্বভাবতই পাৎলা—যেন ঘুমের মধ্যেও তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সারাক্ষণ সজাগ থাকে। অনেকক্ষণ ধ'রে চুপটি ক'রে সে কোর‍্যালের খুঁটিগুলোর ফাঁক দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। উঁহু, না, কিছুরই কোনো সাড়া নেই। কিন্তু তবু তার ঘুম এলো না। তার ইন্দ্রিয়বোধ প্রখর, সজাগ—তারাই তাকে আগে থেকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়। তার অবচেতন মন ঘুমের মধ্যেও যেন কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে তারই ঘোড়াটি শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে—যেন ইশারা পেলেই ছুটবে ক্ষিপ্রগতিতে—তার চটকা ভেঙে যাবে। অন্য ঘোড়া দুটো মাটিতে নেতিয়ে শুয়ে আছে—তাদের সম্ভবত এতটা ধকল সহ্য ক'রে অভ্যেস নেই।

ব্রোনিদো উৎকর্ণ হ'য়ে শুয়ে রইলো, অনেকক্ষণ—বোধহয় একঘণ্টা হবে—শুয়ে রইলো মানে, রইলো ঠিক আধশোয়া অবস্থায়, যে-কোনো মুহূর্তে সে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠবে, প্রয়োজন বোধ করলে। এই ঘুম আর জাগরণের মধ্যে অস্পষ্টতার মাঝখানে হাজার ক্লান্ত থাকলেও সে কিন্তু সুপ্রস্তুত।

হঠাৎ, দূরে, আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ছোটো-ছোটো কতগুলো আলোর ফোঁটা।

এমন সময় ত্রোনিদোর ঘোড়াটাও কেমন অদ্ভুত ছটফট ক'রে উঠলো। বিপদের গন্ধ সেও পেয়েছে।

অন্ধকারে, ঘাসের মধ্যে অস্ফুট সর-সর আওয়াজ—কারা যেন স'রে-স'রে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে একসঙ্গে গরর্‌গর্‌ ক'রে উঠলো বুনো খ্যাপা কুকুর আর নেকড়ে। এই অদ্ভুত গর্জন শুনেই ত্রোনিদো তার বন্দুক তুলে অন্ধকার লক্ষ্য ক'রে একটা গুলি ছুঁড়লো—আর বন্দুকের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেই আবার সব আগের মতো নিঃঝুম হ'য়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে, বন্দুকের আওয়াজ শুনে, ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, আর রবার্টও তথৈবচ।

ত্রোনিদো শুধু অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো, 'জাগুয়ার!'

অর্থাৎ ট্রপিক্যাল আমেরিকার সেই বৃহৎ বন্যবিড়াল, যে লেপার্ডের চাইতেই যে আকারে বড়ো ও পৃথুল তা-ই নয়, তার চাইতেও ধূর্ত ও শক্তিশালী, খয়রির সঙ্গে হলদে মেশানো পেশল গায়ে কালো-কালো ফুটফুট ছোপ।

ত্রোনিদোর কথাটাকে যেন প্রমাণ ক'রে দিতেই আবার শুরু হ'য়ে গেছে রাগি গরগর আওয়াজ। যেন দল বেঁধে এসেছে কত জাগুয়ার, আর খিদেয় হন্যে হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে যুঝেই যে পারে সামনে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে।

একটু আশ্চর্যই। এরা এমনিতে আসে নিঃশব্দে, চুপি-চুপি ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, অব্যর্থ কৌশলী লাফে, ছিঁড়ে খায় শিকারকে, তারপর, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

এই রেষারেষি ক'রে গরগর ক'রে নিজেদের জানান দিয়ে কখন এসে চড়াও হয়েছে তখন বোঝাই যায় কতটা ক্ষুধিত এরা, কতটা বুভুক্ষু, আর তাই, কতটা হিংস্র হ'য়ে উঠেছে এখন।

কিন্তু এখন এ নিয়ে ভাবার কোনো ফুরসৎ নেই। এই নিশুত রাতের আতঙ্ককে যে-ক'রেই হোক ঠেকাতে হবে। প্রথমে যত কাঠকুটো ছিলো, সব জড়ো ক'রে র‍্যান্‌চের মুখে জ্বালিয়ে দেয়া হ'লো—এই আগুনের গণ্ডি পেরিয়ে আসতে এরা ভয় পাবে, তাছাড়া অন্ধকার দূর হ'য়ে যাবে ব'লে এই মরণদূতগুলোকে চর্মচক্ষে দেখাও যাবে। আর একটু বেশামাল দেখলেই, বেগতিক দেখলেই, অগত্যা চালাতে হ'লো বন্দুক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কেননা গুলি বেশি নেই, ভয় পেয়ে সব একসঙ্গে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে খরচ করা চলবে না, গুনে-গুনে হিশেব ক'রে খরচ করতে হবে গুলি, সাবধানে—যাতে একটা গুলিও না-ফসকায়, যাকে তাগ ক'রে গুলি-করা হবে সরাসরি তার গায়ে যেন তা বেঁধে।

কিন্তু গুলি এত কম ছিলো যে তাও একসময় শেষ হ'য়ে গেলো। আহত, ক্রুদ্ধ, হন্যে, ক্ষুধিত নেকড়েরা তখনও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, গুলিগোলার কোনো পরোয়া না-ক'রেই। ফলে গুলি ফুরিয়ে যেতে শুরু হ'য়ে গেলো বন্দুকের বাঁট আর ছুরি দিয়ে

আত্মরক্ষার চেষ্টা। আর আগুনের কুণ্ডও ক্রমে, জ্বালানির অভাবে, নিভু-নিভু হ'য়ে আসছে। জাগুয়ারের দল কিন্তু এবার র‍্যান্‌চের পেছন দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। পারলে বুঝি খুঁটিগুলো উপড়েই ফ্যালে।

এবার সটান উঠে দাঁড়ালে ত্রোনিদো, তার ঘোড়াটাও এতক্ষণ বেদম অস্থির হ'য়ে ছটফট করছিলো, নাক দিয়ে নিশ্বাসে ছড়াচ্ছিলো গরম হলকা, চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলছিলো। লাগাম হাতে নিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে যেই সে চাপতে যাবে, অমনি লর্ড গ্লেনারভন তার হাত চেপে ধরলেন।

অস্থির-একটা মূকাভিনয় মারফৎ ত্রোনিদো বোঝাবার চেষ্টা করলে তাঁদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে না, বরং সে বেরিয়ে গেলে জাগুয়ারেরা ভাববে যে এতক্ষণে বাগে পাওয়া গেছে শিকারকে, তার পেছন-পেছন ছুট লাগাবে—কিন্তু ত্রোনিদোর ঘোড়া হাওয়ার চাইতেও বুঝি জোরে ছোটে, তাই জাগুয়ারগুলো তার পেছনে প্রাণপণে ছুটে এলেও তার নাগাল ধরতে পারবে না, সে জাগুয়ারগুলোকে প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাবে দূরে, আর তাতে লর্ড গ্লেনারভন আর রবার্ট আপাতত বেঁচে যাবেন।

র‍্যান্‌চের মুখটার কাছে তখন জাগুয়ারেরা নেই। কিন্তু ত্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন সন্তর্পণে গিয়ে যখন আস্তানার মুখটা দেখছেন, জাগুয়ারেরা কোথায়, সেই সময়ে দুরন্ত ঝড়ের গতিতে ত্রোনিদোর ঘোড়ায় চেপে তাদের পাশ দিয়ে অন্ধকারে ছুটে চ'লে গেলো রবার্ট, আর পেছন-পেছন অমনি ধেয়ে গেলো হন্যে ও ক্ষুধিত জাগুয়ারেরা।

ত্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন শুধু হতভম্ব নন, আঁৎকেও উঠেছেন। এ কী করলে রবার্ট?

এদিকে ভোর হ'তে তখনও ঘণ্টা দু-এক বাকি। কী-যে করবেন, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না লর্ড গ্লেনারভন। শুধু ছটফট করা ছাড়া, অধীর হ'য়ে আলো ফোটবার অপেক্ষা করা ছাড়া, আর কোনোকিছু করণীয় নেই। আলো ফুটতেই আর কালক্ষেপ নয়—দুজনে ঘোড়ায় চেপে পশ্চিমদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

খানিকটা দূর গেছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন পর-পর কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ। তাকিয়ে দ্যাখেন, পাএয়লরা ছুটে আসছেন, আর তাদের সকলের পুরোভাগে স্বয়ং রবার্ট, তাকে দেখে অক্ষতই মনে হয়, গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি।

লর্ড গ্লেনারভন স্বস্তির শ্বাস ফেলে রবার্টকে জড়িয়ে ধরলেন। জিগেস করলেন, 'তুমি অমনভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিলেন কেন, রবার্ট?'

অমনি, চটপট, সোজা জবাব এলো : 'বা-রে, ত্রোনিদো এর আগে একবার আমায় বাঁচায়নি? আমায় তো তার একটা প্রতিদান দিতে হয়। তাছাড়া আপনাকেও নিরাপদ রাখা কর্তব্য আমার : কারণ আপনিই তো চলেছেন আমার বাবাকে উদ্ধার করতে।'

এহেন যুক্তির কাছে আর কোনো কথাই চলে না, তবে লর্ড গ্লেনারভনের দায়িত্ববোধের মধ্যে রবার্টের এই দুর্দান্ত কাণ্ডটা কাঁটার মতো খচখচ ক'রে বিঁধছিলো। এই কিশোরের যদি কিছু হয়, তবে তার দায় তো তাঁকেই সামলাতে হবে। পরে কখনও রবার্টকে আলাদা ক'রে ডেকে নিয়ে আচ্ছা ক'রে ধমকে দেবেন ভেবে তখন আর এ নিয়ে তিনি কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না, কেননা এই সমূহ বিপদ থেকে এভাবে উদ্ধার পেয়ে সবাই তখন উচ্ছ্বাসে প্রায় যেন ভেসে যাচ্ছে—বলাই বাহুল্য, পাঞ্চয়লের উচ্ছ্বাসটাই অন্যসকলের চাইতে যৎকিঞ্চিৎ বেশি।

উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু রাশ টেনে ধরবার পরেই সবাই দল বেঁধে ফিরে এলেন র‍্যানচে। গত রাতের হুলুস্থুলু যুদ্ধে বেশ-কিছু জাগুয়ার অক্কা পেয়েছে—কিন্তু র‍্যানচের খুঁটিগুলোকে তারা খুব-একটা অক্ষত রাখেনি। হামলাটা যেমন প্রচণ্ড আর ভয়ংকর হয়েছিলো, তেমনি তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাটাও হয়েছিলো প্রচণ্ড আর জীবনপণ। কত-যে জাগুয়ার এসেছিলো কে জানে, আর তাদের সঙ্গে লড়েছিলো কি না মাত্র তিনজনে—যতই মরীয়া হ'য়ে লড়াই করুক, সংখ্যায় যে তারা নগণ্যই ছিলো, সে-কথাটা অস্বীকার করবে কে।

অন্যদের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ মাংস তুলে রেখেছিলো থ্রোনিদো। তাই দিয়েই হ'লো প্রাতরাশ, বেশ আয়েশ ক'রেই খাওয়া গেলো, তারিয়ে-তারিয়ে, কিন্তু তাতে কি আর সকলের খিদে মেটে! অর্থাৎ উত্তেজনার ধকলটা একটু কমলে ফের তাদের খাদ্যসংগ্রহের কাজটায় মনোযোগ দিতে হবে।

সেই-কবে অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে, তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন তালকাউয়ানো থেকে। তারপর দিনের পর দিন কেটেছে, কিন্তু আর্‌হেনতিনার এই বিশাল তৃণভূমি যেন আর ফুরোয়ই না। প্রায় একটানাই পথ চলেছেন তাঁরা। বন্য জন্তুর অতর্কিত উপদ্রবে আর হামলায় দু-একবার তাঁদের থমকে পড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু সে নেহাৎই সাময়িকভাবে। তাছাড়া আর-কারু সঙ্গেই তাঁদের দেখা হয়নি। অথচ সেটাই বরং একটা প্রহেলিকা। পথের মাঝে-মাঝে ইণ্ডিয়ানদের বসতি চোখে না-পড়ুক, দলছুট কোনো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গেও তাঁদের দেখা হয়নি। অথচ এ-সব অঞ্চলে নাকি আর্‌হেন্‌তিনার ইণ্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। শুধু একবার তিন জন সশস্ত্র ঘোড়সোয়ারকে দেখা গিয়েছিলো দূর থেকে, আর তারা ছিলো ইণ্ডিয়ান—কিন্তু ঐ দূর থেকেই যা দেখা — কেননা তাঁদের দেখেই অন্যদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারা ঝড়ের বেগে চোখের আড়ালে চ'লে গিয়েছিলো। এরা কি তবে ইণ্ডিয়ান ছিলো না? ছিলো দো-আঁশলা, ক্রেয়োল বা মস্তিসো, আর গাউচো বা কাউবয় হিশেবেই যারা খেতখামার সামলায়? পাঞ্চয়লের মতে অবশ্য এরা মোটেই গাউচো নয়, বরং বান্দিতো, দস্যু—তাঁর চোখে সবাইকেই বোধহয় ডাকাতের মতো দেখায়।

তেসরা নভেম্বর পাম্পার অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছুবার পর ত্রোনিদো পরামর্শ দিলে, আরো ষাট মাইল পথ পেরিয়ে ফোর্ট ইনডিপেনডেন্সে গিয়ে খোঁজ করা যাক, কাপ্তেন গ্রান্টকে যারা পাকড়ে কয়েদ ক'রে রেখেছে সেই ইণ্ডিয়ানদের কোনো খোঁজ মেলে কি না। প্রস্তাবটা সকলেরই মনে ধরলো। এখানে র‍্যানচের মধ্যে খবরদারির চিহ্ন বেশ চোখে পড়লো। এই বিশাল তৃণভূমিতে পালে-পালে গোরুমোষভেড়া চ'রে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকটা জন্তুর গায়ে গরম লোহার ছ্যাকা দিয়ে মালিকের নাম মোহর ক'রে দাগানো, আর তাদের আগলে আর সামলে নিয়ে বেড়াচ্ছে কুকুর। শিক্ষিত কুকুর এ-সব, ভারি ওস্তাদ, নিজের কাজ ভালোই জানে। কখনও-কখনও এমনও হয় যে দু-চারজন মাত্র গাউচো থাকে কোনো র‍্যানচে, তবে তাদের সঙ্গী থাকে দুর্দান্ত সব ঘোড়া আর অনেকগুলি ক'রে পোষমানানো শেখানোপড়ানো কুকুর।

ফোর্ট ইনডিপেনডেনস বা *আজাদগড়* সমুদ্র থেকে হাজারফিট উঁচুতে।। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যাতে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো যায়। এককালে যখন এটা তৈরি হয়েছিলো তখন লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ভূগোল অনবরত ভোল পালটাচ্ছে—তখন মুহুর্মুহু চলেছে যুদ্ধবিগ্রহ, আর যতবারই হাত পালটাক সবসময়েই ছিলো একটা সাজো-সাজো রব।

অভিযাত্রীরা অবশ্য এখন *আজাদগড়ে* পৌঁছে একবারেই হতভম্ব হ'য়ে গেলেন।

কেল্লার ভেতরে বেশ উৎসাহভরে এখন যারা কুচকাওয়াজ করছে তারা প্রায় সবাই ছেলেমানুষ। উনিশ-কুড়ি বছরের চাইতে বড়ো-কেউ নেই—কিন্তু দলে-দলে আছে ছোটো ছেলে, তাদের বয়স সাত-আট থেকে শুরু। ছোটোদের পরনে পন্‌চো, কোমরে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মস্ত লম্বা তলোয়ারগুলো কোনো-কোনো ছেলের নিজের দৈর্ঘ্যের চাইতেও দীর্ঘ হবে, তাছাড়া আছে বন্দুক, আর সে-সব সমেতই তারা ফরাশি কেতায় কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে। বয়েস যার যে-রকমই হোক না কেন, সকলেই গড়ন আর মুখচোখ একই রকম, সম্ভবত একই বাড়ির ছেলে। আর এরা যদি সবাই ভাই-ভাই হয়, তবে তাদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছে সবচেয়ে বড়োভাই—সেই-ই স্বভাবতই এই *ইউনিটের* সর্দার। এ-রকম *ইউনিট* নাকি অনেক আছে এখানে—পাগ্রয়লের পণ্ডিতি বয়ান—কেননা এখানে একেকটা পরিবারে অনেক সন্তান জন্মায়, তবে পাগ্রয়লের পড়া বিদ্যের বুলি কি না, তাতে একচিলতে নুন ছিটিয়ে নিতে হয় সবসময়।

ফোর্ট ইনডিপেন্‌ডেন্‌স বা আজাদগড়ের তত্ত্বাবধানের দায় সার্জেন্ট মানুয়েলের ওপর। জন্মেছিলেন ফ্রান্‌সে, কিন্তু এখন এখানকার মেয়ে বিয়ে ক'রে তিনি এখানকারই একজন হ'য়ে গেছেন—কস্মিন্‌কালেও আর ইওরোপে ফেরবার মৎলব নেই তাঁর।

সার্জেন্ট মানুয়েল মানুষটা খোলামেলা, দিলদরিয়া, হাসিখুশি।

উঁহু, না, কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তিনি রাখেন না। তাঁর নামই তিনি নাকি

াপের জন্মে শোনেননি। তবে বেশ-কয়েক বছর আগে একজন ইতালীয় আর একজন রাশিকে ধ'রে আনে ইণ্ডিয়ানরা। ইতালীয়টির হম্বিতম্বি আর বদমায়েশি দেখে তাকে াজা দেয়া হয় : প্রাণদণ্ড। তবে ফরাশি *ভাগ্যান্বেষী* বা *ফরচুনহানটার* বা সম্পদশিকারি ালিয়ে যান। না-না, এঁদের কেউই ইংরেজ ছিলেন না—গ্রেটব্রিটেনের এঁরা কেউ নন!

এদিকটায় যে ইণ্ডিয়ানদের কেন দেখা যাচ্ছে না, সেই ধাঁধাটারও একটা সমাধান াংলে দিলেন সার্জেণ্ট মানুয়েল। পারাগুয়াইয়ের সঙ্গে বুয়েনোস আইরেসের একটা ।ড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে—ইণ্ডিয়ানরা সবাই গেছে সেখানেই—কেউ লড়াই করতে, কউ-বা লুঠপাট করার সুযোগ খুঁজতে।

সার্জেণ্ট মানুয়েলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা ব'লে একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত ওয়া গেলো। কাপ্তেন গ্রাণ্ট এখানকার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হননি—অর্থাৎ এখান থকে অ্যাটলাণ্টিকের তীর অব্দি পুরো তল্লাটটাতেই তাঁর দেখা আর পাওয়া যাবে না। ই মুলুকেই নেই তিনি।

পাঞ্চয়ল বললেন : 'ঐ চিরকুটটা আরেকবার ভালো ক'রে দেখা দরকার। কাপ্তেন াণ্ট আদপেই কোনোদিন এই নতুন মহাদেশের মাটিতে তাঁর পা রেখেছেন কি না ন্দেহ! এই বিশাল পাম্পায় যখন নেই, তখন গোটা লাতিন আমেরিকাতেই নেই। অথচ কাথায় আছেন, তার হদিশ দেয়া আছে এই চিরকুটটাতেই। ধাঁধার মতো ঠেকছে বটে, বে সব ধাঁধারই তো সমাধান হয়। এর সমাধান যদি করতে না-পারি, তাহ'লে আমার াম আর জাক পাঞ্চয়লই নয়!'

তাঁর এমন লম্বাইচওড়াই আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য রবার্ট কী-রকম যেন মিইয়ে গেলো। ত-দূরে নূতন জগতে এসেও বাবার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না!

নয়

খ্যাপাজল আর পাখির বাসা

াজাদগড় থেকে টানা দেড়শো মাইল গেলেই—অ্যাটলাণ্টিক।

এতটা পথ যখন পেরিয়ে আসা গেছে, তখন ঐ বাকি দেড়শো মাইল পেরুতেও তমন কী আর ঝামেলা হ'তে পারে? বিশেষত এখন যখন ধ'রেই নেয়া গেছে যে াপ্তেন গ্রাণ্ট আর যেখানেই থাকুন এই নূতন জগতে যখন নেই, তখন নানা স্থানে-নস্থানে থেমে গিয়ে তাঁর খোঁজ না-করলেও হয়তো চলবে! ফলে এই দেড়শো মাইল

নিশ্চয়ই অনায়াসেই পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

তবে লোকে ভাবে এক, আর তাতে বাদ সাধেন প্রকৃতিঠাকরুন। এই দেড়শো মাইলের মধ্যেই যে এমন বিপদ তাদের জন্যে ওৎ পেতে বসেছিলো, তা কে জানতো। পথের মাঝখানে ছোটো-ছোটো সব খরগোশকে হুড়মুড় ক'রে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে কারু-কারু অবশ্য সন্দেহ হয়েছিলো যে কিছু-একটা ঘটতে চলেছে। এরা টের পায়, এই ছোটো জীবগুলো—কেমন ক'রে, কে জানে। তাছাড়া বিশাল পাম্পা যেন কেমন ভেজা-ভেজা স্যাঁৎসেঁতে ঠেকছিলো গোড়া থেকেই। মাঝে-মাঝে জল জ'মে আছে—জলাশয় নয়, অথচ মাটি একটু ঢালু হ'লেই কেমন যেন জল আটকে গেছে। আস্ত জায়গাটাই যেন একটা প্রকাণ্ড জলাভূমিতে পরিণত হ'য়ে গেছে। আর এ-সব হঠাৎ-গজানো জলাভূমি যে বেশ-বিপজ্জনক তার প্রমাণও পাওয়া গেলো এক জায়গায় : মাটির মধ্য থেকে গাছের গুঁড়ির মতো উঠে আছে রাশি-রাশি শিং : অর্থাৎ এই জলাভূমি আবার কোথাও-কোথাও চোরাবালিতেও ভর্তি : নিশ্চয়ই একদঙ্গল ষাঁড় এখান দিয়ে যাবার সময় চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছে : শুধু তাদের শিংগুলোই জানান দিচ্ছে কীভাবে এই অনিচ্ছুক বুনো ষাঁড়গুলোকে জীবন্ত সমাধি মেনে নিতে হয়েছে। না কি এর পেছনে অন্যকোনো কারণ আছে?

এই শিংগুলো দেখবার পর থেকেই সবাই কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছে। এমনকী ত্রোনিদো অব্দি গুম হ'য়ে আছে, যেন ভারি উদ্বিগ্ন। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক ডানদিকে বামদিকে ছুটে-ছুটে যাচ্ছে, ঘাড় উঁচিয়ে কী-সব লক্ষ করবার চেষ্টা করছে, কপালে ভাঁজ আর ভ্রূকুটি। শেষটায় সে একসময় পাঞ্চয়লকেই খুলে বললে তার দুশ্চিন্তার কারণ। এ-তল্লাটে এ-সময়টায় সাধারণত অত ডোবা, পুকুর বা জলা থাকে না। এখন পর-পর শুধু এ-সব ছোটোখাটো জলাই বা চোখে পড়ছে কেন?

রাত কাটাবার জন্যে সবাই মিলে আশ্রয় নিয়েছিলো একটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত র‍্যানচে! সারাদিন পথচলার ধকল গেছে। তার ওপর মাথার মধ্যে যদি সারাক্ষণ কোনো অজানা বিপদের আশঙ্কা হানা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাহ'লেও খুব কাহিল লাগে। খেয়ে-দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙলো তুমুল বৃষ্টির জন্যে! মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, যেন মহাপ্লাবনের আগের রাত। ঘোড়াগুলো কেমন যেন দাপাচ্ছিলো, অনবরত পা ঠুকছিলো। অর্থাৎ কোনো কারণে তারা ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছে, এই ভোররাত্তিরে বৃষ্টি মাথায় ক'রেই বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এরাও নিশ্চয়ই আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়—নইলে হঠাৎ এমনভাবে পা ঠুকবে কেন অস্থির আর দামাল!

ত্রোনিদো সব্বাইকে জানালে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে—লক্ষণ খুব-এক সুবিধের ঠেকছে না।

ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই দলটা বেরিয়ে পড়লো। পথে এর মধ্যেই জল জ'মে যে

শুরু করেছে, ঘোড়ার খুর ডুবে যাচ্ছে জলে, কিন্তু তবু তারা নিজে থেকেই, কেউ চেতিয়ে না-দিলেও, তীব্রবেগে ছুটে চলেছে উত্তরে।

আর তাদের এই তাড়ার কারণটা—চোখে না-পড়লেও—কানে শোনা গেলো পরক্ষণেই। পেছন থেকে কানে ভেসে এলো গভীর গম্ভীর গুমগুম শব্দ, যেন কোথাও বাজ গড়িয়ে যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ছুটে এলো কতরকম জীবজন্তু, জলে ছপছপ ক'রে ছুটে চলেছে তারা, খাদ্য-খাদকেও এখন কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই যেন কোনো-এক বিষম ভয়ে একসঙ্গে এখন ছুটে পালাচ্ছে নিরাপত্তার সন্ধানে। শুধু যে ডাঙার জীবজন্তু তা-ই নয়, মাথার ওপর দিয়ে আর্ত সুরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলেছে কত-রকম পাখি।

ঘোড়াগুলো তীব্রগতিতে ছুটেছে উত্তরদিকে—ঐ জন্তুদের মতোই। এখন একটু ভাববারও ফুরসৎ নেই। যে-হারে পথে জল বাড়ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এ-নিছকই বাদলার জল নয়, আরো-বেশিকিছু আছে সেইসঙ্গে। নিশ্চয়ই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসছে নদী—বান ডেকেছে, ঝলকবান, চমকবান, হয়তো বাঁধও ভেঙেছে। হু-হু ক'রে জল বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো এবার যেন সাঁৎরে পেরুচ্ছে, কদম-কদম ছুটতে পারছে না আর।

প্রায় শো-খানেক গজ দূরে ছিলো মস্ত-একটা আখরোটগাছ, আর তার ওপর এসে যখন আছড়ে পড়লো বানের জল, প্রায় তার আদ্ধেকটা ডুবিয়ে দিয়েই, তখনই বোঝা গেলো এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ কতটা ভয়াবহ। ঘোড়াগুলো ভেসেই গেলো, ছিটকে পড়লো আরোহীরা জলে: শুধু ত্রোনিদোব ওস্তাদ ঘোড়াটাই জলের সঙ্গে অনবরত যুঝে চলেছে, আর তার কেশর ধ'রে ভেসে চলেছে রবার্ট, আর পাওয়েলের জামার কলার ধ'রে সাঁৎরে চলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। পাওয়েল কিছু-একটা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন, সম্ভবত বলতে চাচ্ছিলেন, 'ভয় কী—ঘাবড়াবেন না—আমি তো আছি সঙ্গে,' কিন্তু মুখে একরাশ খ্যাপাজল ঢুকে যাওয়ায় আশ্বাস দেবার বদলে শুধু খাবিই খেলেন, আরেকটু হ'লেই হয়তো বেকায়দায় জল ঢুকে যেতো গলায়।

আখরোটগাছটার কাছে এসে ত্রোনিদো এক-এক ক'রে সবাইকে গাছের ডালে তুলে দিলে। নিচে, ফেনিয়ে, চর্কি দিয়ে জল ছুটছে, আর ত্রোনিদোর ঘোড়া এইবার সেই জলের তোড়ে কাবু হ'য়ে ভেসে গেলো উত্তরে। তা-ই দেখে আর একমুহূর্তও সবুর করেনি ত্রোনিদো, সোজা ফের গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ খ্যাপাজলে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে গিয়ে নাগাল ধরেছে তার ঘোড়ার, আঁকড়ে ধরেছে তার গলা, আর পরক্ষণেই ঘূর্ণিতোলা খ্যাপাজল ঘোড়া আর মানুষ দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দূরে, উত্তরে।

সেই মেঘলা ভোরবেলায় সবাই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখলেন ত্রোনিদোর ভেসে-যাওয়া। এখন তাঁদের কোনো বাহন নেই, পথপ্রদর্শক নেই, তল্পিতল্পা

নেই, ঠাণ্ডাও লাগছে একটু, এই অচেনা বিদেশ-বিজনে এসেই কি তবে শেষকালে এমনভাবে তাঁদের অভিযান শেষ হ'য়ে গেলো? কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো সন্ধান তো পাওয়াই গেলো না, এখন উলটে তাঁরা নিজেরা এসে পড়েছেন বিষম বিপদের মাঝখানে, এই তালঢ্যাঙা গাছটার মগডালের কাছে, আর নিচে খ্যাপাজল থৈ-থৈ করছে, ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটছে।

ভাগ্যিশ গাছটা প্রায় একশোফিট উঁচু, আর তার গুঁড়িটাও প্রকাণ্ড—আর ডালপালাগুলো প্রায় ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে, শূন্যে। তার জটিল ঝুরি আর শেকড় মাটির তলায় অনেকটা ছড়িয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে ব'লেই বাঁচোয়া, নইলে এ-গাছটাও কখন বানের ধাক্কায় ভেঙে পড়তো! এখনও যে উপড়ে পড়েনি, তা হয়তো এইজন্যেই যে গাছটা অনেককালের পুরোনো আর প্রকাণ্ড—হয়তো এককালে কোনাকিস্তাদোররা এখানে যে-তাণ্ডব চালিয়েছিলো তারও সে সাক্ষী।

নিচে খ্যাপাজল যেভাবে থৈ-থৈ করছে, তাতে মনেই হ'তে পারতো, এ বুঝি বানের জল নয়, সমুদ্রেরই কোনো খাঁড়ি। এত-বড়ো গাছটা পর্যন্ত জলের ধাক্কায় থরথর ক'রে কাঁপছে। নিচে, জলে ভেসে যাচ্ছে র‍্যানচের ছাদ, ওপড়ানো গাছপালা, মরা জীবজন্তু। ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছিলো একটা গাছ—তার ওপর আশ্রয় নিয়েছে কত-যে জাগুয়ার, এখন আর তাদের গরগর আওয়াজে হিংস্র আক্রোশ নেই, বরং সে-আওয়াজ এখন কেমন যেন কাহিল, ক্ষীণ, আর্ত।

লর্ড গ্লেনারভন বেশ-কিছুক্ষণ লক্ষ ক'রে এই সিদ্ধান্তে এলেন, জল এখানে বেশ গভীর বটে, আর তোড়ও ভয়ংকর, তবে জল আর বাড়ছে না—অর্থাৎ বন্যার প্রথম ধাক্কায় যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, এরপর আর যদি বৃষ্টি না-পড়ে তবে এ-জল বাড়বার আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ-জায়গাটা একটা ডেকচির মতো ঢালু—দু-পাশে উঁচু জমি, মাঝখানে এই ঢাল, সেইজন্যেই জল এখানে অত গভীর, তাছাড়া জল যদি আর নাও বাড়ে, এই জল সরতে অনেক সময় লেগে যাবে। অর্থাৎ এই গাছকে আশ্রয় ক'রে তাঁদের যে কতটা সময় কাটাতে হবে কে জানে!

হিশেব ক'রে লর্ড গ্লেনারভন যতটা বুঝতে পেরেছেন, তাতে মনে হচ্ছে অ্যাটলান্টিক এখান থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে *ডানকান* তাঁদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। কিন্তু শুধু-যে এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করা এখন একেবারেই অসম্ভব তা-ই নয়, *ডানকানেও* কোনো খবর পাঠাবার কোনো উপায় নেই।

তার ওপর এখন, *এক্ষুনি,* আরো-একটা সমস্যার সমাধান করা জরুরি। সেটা হচ্ছে খাবার।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জলে জবজবে-ভেজা ব্যাগ তুলে দেখালেন। তাতে যা খাবার

আছে, তাতে হয়তো দিন-দুই চ'লে যাবে। কিন্তু তারপর? এ-জল যে কবে নামবে, কে জানে। দু-দিন পরে তাঁদের খাদ্যের সমস্যা মিটবে কী ক'রে?

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'গাছে তো বেশ ক-টা পাখির বাসা আছে দেখছি। বড়ো পাখিগুলো পালিয়েছে বটে, তবে তাদের ছানাপোনাগুলো আছে, ডিমও আছে। তাতেও নিশ্চয়ই কয়েকটা দিন চ'লে যাবে।'

'তাহ'লেও গোড়া থেকেই আমাদের সাবধান হ'য়ে খাবার খরচ করতে হবে—র‍্যাশন ক'রে দেয়া ছাড়া উপায় নেই,' মেজর ম্যাকন্যাবস বললেন। 'তবে ত্রোনিদো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটা মস্ত উপকার ক'রে গেছে। তাতে হয়তো একটু সুরাহা হবে—'

'কী?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্লেনারভন।

'এই-যে, গুলিভর্তি এই ম্যাগাজিনটা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে—আর এটা জলে ভেজেনি।'

'চমৎকার। তাছাড়া আমাদের দুজনের কাছেই তো রিভলভার আছে?'

'হ্যাঁ। এবার জলটা নামলেই হয়।'

পাএগ্ধয়ল একবার নাক সিঁটকোলেন। 'খাবার যা আছে, তা তো কাঁচা। রান্না না-ক'রে খেলেই তো দফাবফা হবে—অসুখবিশুখ বাঁধিয়ে বসবো সবাই।'

'কাঁচা খাবার খাবেন কেন? ঝলসে নিলেই হবে?'

'ঝলসে যে নেবেন, আগুন জ্বালবেন কী ক'রে?'

'ধৈর্য ধ'রে একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি নিজের চোখেই রন্ধনপ্রক্রিয়া দেখতে পাবেন।'

মগডাল থেকে বেছে-বেছে অপেক্ষাকৃত শুকনো পাতা জড়ো করা হ'লো নিচের ডালে। বৃষ্টিধোয়া ফটফটে আকাশে ততক্ষণে সূর্য উঠেছে—বৃষ্টি ধরতেই মেঘও স'রে গেছে। এখন দেখে কে বলবে যে কাল রাতে এই আকাশই অমন-একটা দুর্যোগ তৈরি করেছিলো। দুরবিনের পরকলার মধ্যে ধরা হ'লো রোদ্দুর, সূর্যের রশ্মি, পরক্ষণেই নিচের ডালের শুকনো পাতায় আগুন ধ'রে গেলো।

প্রথম কাজ তো কোনোরকমে এই আগুনের আঁচে ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে নেয়া। তারপর খাবারগুলো ঝলসে নিয়ে বেশ হিশেব ক'রেই খেয়ে নিলে সবাই। আর জঠরানল প্রশমিত হ'তেই পাএগ্ধয়ল দুরবিনটা হাতে ক'রে উঠে পড়লেন মগডালে, সেটা নাকি তাঁর *অবজারভেটরি*, মানমন্দির, সেখান থেকে তিনি এখন দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন।

কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশই তো এই নূতন জগতে পাওয়া গেলো না—এখন তাহ'লে তাঁরা তাঁর খোঁজে আর-কোথায় যাবেন?

নিচের ডালে ব'সে এই নিয়েই বলাবলি করছিলেন তাঁরা।

মেজর ম্যাকন্যাবসের সুচিন্তিত অভিমত : 'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধ'রেই না-হয় বরাবর যাওয়া যাক—তবে পথে কী পড়বে সেটাও জানা দরকার—'

'তাহ'লে মঁসিয় পাঞ্চয়লকে জিগেস করা যাক—'

মঁসিয় পাঞ্চয়ল তখন মগডালে ব'সে দুরবিনে চোখ এঁটে আছেন। সেখান থেকেই তিনি হেঁকে বললেন—'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে কী আছে? সেটা বলবার জন্যে নিচে নামবার কোনোই দরকার নেই। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর আমেরিকা থেকে বেরিয়ে অ্যাটলান্টিকের ওপর দিয়ে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা পেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের দু ডিগ্রি দক্ষিণ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম দ্বীপ আর সেন্ট পলস দ্বীপের পাশ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টরিয়া রাজ্যের মাথার ওপর দিয়ে—'

আস্ত ভূগোলবই আওড়াতে গিয়ে মাঝপথেই থেমে গেলেন পাঞ্চয়ল।

অ্যাঁ? কী ব্যাপার? ভৌগোলিক কি তবে জ্ঞান হারিয়ে বাক্যহারা?

না তো। কেননা পরক্ষণেই শোনা গেছে বিষম-একটা বিদঘুটে চীৎকার। তারপরেই দুমদাম আওয়াজ ক'রে কী যেন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো ঐ মগডাল থেকে।

সাড়ে-সর্বনাশ! এ আবার কী? হাত ফসকে প'ড়ে যাচ্ছেন নাকি জাক পাঞ্চয়ল? মেজর ম্যাকন্যাবস যদি হাত বাড়িয়ে ধ'রে না-ফেলতেন তবে সত্যিই জলে প'ড়ে যেতেন পাঞ্চয়ল : তিনি তখন ডিগবাজি খেতে-খেতে মগডাল থেকে নিচে আছড়ে পড়ছিলেন।

'কী ব্যাপার, বলুন তো? ফের বুঝি ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় আছেন?

'ঠিক তাই। ভুলবো না? নিজের আহাম্মুকিতে আমি যে নিজেই জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিলুম!'

পাঞ্চয়ল সত্যি আহাম্মক কি না, সে নিয়ে একটা তর্ক তোলাই যায়। তবে অকস্মাৎ তাঁর এই আত্মজ্ঞান লাভের কারণ কী?

'ভাবুন একবার! কাপ্তেন গ্রান্টকে আমরা কি না এমন জায়গায় ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি যেখানে তিনি নেই—আদপেই তিনি এ-তল্লাটে আসেননি। কস্মিনকালেও না!'

পাঞ্চয়ল কি তবে এত বিপদ-আপদে সত্যি সব জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছেন? মাথাটাই বিলকুল গেছে নাকি? এ আবার কেমনতর কথা?

কিন্তু পাঞ্চয়লের মাথার পোকা নতুন ক'রে আর তাঁকে কামড়ায়নি—তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। সোজাসুজি স্পষ্ট গলায় তিনি ঘোষণা করলেন : 'মুশকিল আসানের ঐ তিন তলবটা আমরা সবাই তিন-তিনবার ভুল পড়েছি। *Austral* একটা গোটা শব্দ নয়—*Australia* শব্দটার ভগ্নাংশ—জলে ঐ *i* আর *a* মুছে গিয়েছে—'

গ্লেনারভন আপত্তি তুললেন। 'ভুল পড়বো কেন? অস্ট্রেলিয়া তো আসলে একটা দ্বীপই—'

'আপনারা কী বলেন, তাতে কিছু এসে-যায় না। ভৌগোলিক মাত্রেই বলবে

অস্ট্রেলিয়া আস্ত-একটা মহাদেশ।'

'তাই বুঝি ?' পাঞ্চয়লের বক্তৃতাটা সবে শুরু হ'তে যাচ্ছিলো, গ্লেনারভন সেটা চট ক'রে থামিয়ে দিলেন। 'বেশ, তাহ'লে এবার অস্ট্রেলিয়াতেই যাওয়া যাক।' ব্বাস, একটি মোক্ষম কথাতেই সব আলোচনা খতম।

আলোচনা খতম বটে, কিন্তু বলবামাত্রই কি আর যাওয়া যায় ? *ডানকান* এখন কোথায় ? আরো চল্লিশ মাইল পথ যেতে হবে যে—আর তাও যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ এখানে জল থৈ-থৈ করবে।

তখন বেলা প'ড়ে এসেছে। চারটে বাজে।

রবার্ট এতক্ষণ মনমরা হ'য়ে বসেছিলো, কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশ না-পেয়ে বেচারার মুখ দিয়ে একটাও কথা সরছিলো না। এবার যেই পাঞ্চয়লের মুখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার কথা বেরুলো, অমনি আবার নতুন উৎসাহের সঞ্চারে সে একেবারে ডগমগ হ'য়ে উঠলো। সব আশা তাহ'লে এখনও শেষ হ'য়ে যায়নি। চাঙ্গা হ'য়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়লো—এই একটা-গাছ-দিয়েই-তৈরি *জঙ্গলটায়* এবার সে শিকারে গেলো—মেরে নিয়ে এলো গোটা-কয় ছোটো পাখি। সেইসঙ্গে পাখির বাসা থেকে হাতসাফাই ক'রে আনলে বেশ-কিছু ডিম। ছুঁচ আর সুতো দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে কিছু মাছও ধরা হ'লো জল থেকে।

রসুইখানার ভার এবার জাক পাঞ্চয়ল নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। কে না জানে ফরাশিরা রান্নায় ওস্তাদ। আর তিনি তো আপাদমস্তক ফরাশি একজন—না, কি ? রান্নার বাসনকোশন নানাবিধ ফোড়নের মশলা এ-সব বিনাই সেদিন সন্ধেয় তিনি যা-একখানা উপাদেয় ভোজ রাঁধলেন —অথবা, বলা যায়, পাতায় মুড়ে ঝলসালেন—আর তার এমনই তার যে তা যেন সকলেরই মুখে লেগে রইলো।

জল না-কমা অব্দি এই গাছের মধ্যেই কাটাতে হবে তাঁদের। ভ্যাপসা গরম পড়েছে, দারুণ গুমোট, আকাশে ঝুলে আছে থমথমে ভারি মেঘ, এত নিচু যেন এই গাছের ডগাটাই ছোঁয়। হাঁসফাঁস করতে-করতে তারই মধ্যে চলেছে আড্ডা, গল্পগুজব, পাঞ্চয়লের দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা। যে-কোনো বিষয় পেলেই হ'লো : প্রায় সবজান্তার ভঙ্গিতেই পাঞ্চয়ল সেই বিষয় নিয়ে সাতকাহন শুনিয়ে দিতে পারেন।

সন্ধের সময় কিন্তু ঐ নিচু ভারি মেঘ স'রে গেলো, আর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ফুটফুটে আকাশ, যেখানে অগুনতি তারা ঝকমক করছে। সেইসঙ্গে গুমোটের ভাবটা কেটে গিয়ে ফুরফুরে একটু হাওয়াও দিচ্ছে। গাছের ডালের বাসায় জাঁকিয়ে ব'সে রবার্টকে এবার পাঞ্চয়ল তারাদের নিয়েই মস্ত-একটা বক্তৃতা ফেঁদে শোনালেন। পাতাগোনিয়ার কবিদের কল্পনায় অরিয়ন নক্ষত্র রূপ নিয়েছে তিনটে বোলাস আর একটা ল্যাসোর। কেউ যেন তাদের মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে গোটা-কয় তারাকে পাকড়াবার

জন্যে। অর্থাৎ মাটির শিকার সরাসরি কবিকল্পনায় উঠে গিয়েছে আকাশে।

পাঞ্চেয়লের বক্তৃতা যখন জ'মে উঠেছে—রসিকতা, টীকা-টিপ্পনীসমেত—এমন সময় হঠাৎ পুবদিকে দিগন্তের কাছে কালো একটা ফুটকির মতো কী দেখা গেলো, সেটা একটু বাদেই বড়ো হ'য়ে যেন মাটির একটা ঢেলা হ'যে উঠেছে। একটু-একটু ক'রে এগিয়ে এসে সে ঝিকমিক-ঝিকমিক তারাদের ঢেকে দিতে গেলো। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই যেন ঐ ফুরফুরে হাওয়াটাও ম'রে গেলো। আবার কী-রকম থমথমে গুমোটে সবকিছু হাঁসফাঁস করতে লাগলো। নিচে বানের জল থম মেরে আছে। যেন একটা গেরিমাটির আয়নার উপরিতল।

কেউ কোনো মন্তব্য করার আগেই, নক্ষত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গে পালটে ফেলে, পাঞ্চেয়ল ব'লে উঠলেন : 'লক্ষণ মোটেই ভালো না। সাংঘাতিক একটা বজ্রবিদ্যুতে ভরা ঝড় আসছে। প্রচণ্ড-সব বাজ পড়বে পর-পর। আর আমাদের দশাও তাতে সঙিন হ'য়ে উঠবে—কেননা এদিকটায় তো গাছ বলতে আমাদের এটাই—আর সব গাছকেই তো বন্যার জল উপড়ে ফেলেছে। এ-গাছটার ওপর বাজ না-পড়লেই হয়!'

পাঞ্চেয়ল যেন কোনো গানের আসরের কনডাকটার। তাঁর কথাই যেন ছিলো ইঙ্গিত। তাঁর কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই শুরু হ'য়ে গেলো গুমগুম আওয়াজ, আর সেইসঙ্গে জলের ওপর হঠাৎ দেখা দিলে অগুনতি আলোর ফোঁটা। ফসফর নাকি?

পাঞ্চেয়ল ঝুঁকে ফস ক'রে হাত বাড়িয়ে জল থেকে টপ ক'রে একটা আলোর ফোঁটা ধ'রে ফেললেন। 'এ-যে দেখছি *তুকো-তুকো!*'

'তুকো-তুকো মানে? জোনাকি?'

'হ্যাঁ, জোনাকিও বলতে পারো—তবে এদের ভাষায় এই ফসফর-পোকা হ'লো জ্যান্তহিরে। এই দ্যাখো, লম্বায় প্রায় ইঞ্চিটাক। এখানকার মেয়েরা এদের ধ'রে-ধ'রে মালা গাঁথে, গলায় পরে, খোঁপায় গোঁজে।'

ফসফরের আলোয় পাঞ্চেয়লের হাতের ঘড়িতে দেখা গেলো রাত বাজে দশটা।

যেন দিনক্ষণ দেখেই তক্ষুনি ঝড়টা ফেটে পড়লো। আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, ঘন-ঘন, যেন আগুনের ল্যাসো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কেউ আস্ত আকাশটাকেই পাকড়াবার চেষ্টা করছে। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই গুমগুমগুম ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে বাজ। আর সেইসঙ্গে নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি—কী বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন গায়ে এসে বেঁধে। কুঁকড়িমুকড়ি হ'য়ে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন সবাই, কিন্তু তাতেও কি আর এই মুষলধারে বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

সবে সবাই পাতার ঘন বুনোনের আড়ালে গুটিশুটি হ'য়ে বসেছে, এমন সময় আকাশের আগুন নেমে এলো গাছটাতেই। প্রথমে যেন বিদ্যুতের একটা গোলা ছোটাছুটি করলে ডাল থেকে ডালে, আর ভেজা পাতায় আগুন লেগে উঠলো কালোধোঁয়ার কুণ্ডলি।

তারপর বার-কয়েক চর্কিপাক খেয়ে সেই বিদ্যুতের গোলাটা প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে ফেটে গেলো—আওয়াজটা এত-জোরে আর এত-কাছে হ'লো যে মনে হ'লো গোলাটা ঠিক যেন মাথার মধ্যে ফেটেছে। বোঁ ক'রে ঘুরে-ওঠা মাথার হকচকানো দশা ক'মে যাবার আগেই দেখা গেলো, পাঞ্জয়ল যে-ভয় করেছিলেন, তা-ই হয়েছে : গাছে আগুন ধ'রে গিয়েছে। আগুন যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে নামছে ডাল থেকে ডালে, পুড়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা, ডালপালা, পাখির বাসা—সবকিছু।

ভয় পেয়ে সবাই স'রে এলেন আগুনের কাছ থেকে, পুবদিকে।

এবার আর কারু রেহাই নেই।

নিচে বানের জলে ঘূর্ণি লেগেছে, ওপরে আগুন জ্বলছে লেলিহান।

উইলিয়ামের গায়ে আগুনের হলকা ছ্যাঁকা দিতেই সে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলো জলে। কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে এলো তার কানফাটানো চীৎকার : 'অ্যালিগেটর! অ্যালিগেটর!'

কুমিরের ভয়াল দোসর এই অ্যালিগেটরদের এ-দেশে কে না ভয় পায়? গাছের তলায় বেশ কয়েকটা—দশ-বারোটা হবে বোধহয়—অ্যালিগেটর জলের মধ্যে গা ভাসিয়ে আছে—ওৎ পেতেই আছে—কখন তাদের খাদ্য টুপ ক'রে খ'সে পড়ে গাছ থেকে, সেই অপেক্ষাতেই আছে।

হঠাৎ দক্ষিণদিক থেকে এলো পাহাড়প্রমাণ একটা মস্ত ঢেউ, আর এত ধকল সামলাবার পর, এতক্ষণে এই-এতবড়ো গাছটা মড়মড় ক'রে উপড়ে গেলো। জলে পড়তেই আগুন নিভে গেলো, অ্যালিগেটরগুলোও ছিটকে গেলো একপাশে, শুধু একটা একটু তেড়িবেড়ি ক'রে ধেয়ে এসেছিলো, শেষে জ্বলন্ত ডালটা তুলে একজন নাবিক তার গায়ে গায়ের জোরে হাঁকাতেই অ্যালিগেটরটা ছিটকে পড়লো জলে, আর তার ল্যাজের আছড়ানিতে যেন জলে হুলুস্থুল বেধে গেলো—যদি অবশ্য হুলুস্থুলের তখনও কিছু বাকি থেকে থাকে।

এই এতবড়ো গাছটাই এখন তাঁদের ভেলা। হাওয়ার দাপটে এই মস্ত বিশাল বেনোজলের ওপর দিয়ে ভেসে চললো গাছটা—কতক্ষণ কে জানে—অন্তত ঝলসে মরার ভয় নেই—এখন কোনোক্রমে শুকনো ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়।

তারপর একসময় বৃষ্টিও ধ'রে এলো, সেই মুষলধারের বদলে এখন মিহি ফিনফিনে বৃষ্টির একটা পর্দা ঝাপসা ক'রে রেখেছে সব। আখরোটগাছের ভেলা ভেসেই চলেছে।

শেষরাতের দিকে, তখন সম্ভবত তিনটে বাজে, ভেলাটা যেন মাটির গায়ে ধাক্কা খেলে। তারপরেই ঘষটে-ঘষটে চললো কিছুক্ষণ, প্রায় কুড়িপঁচিশ মিনিট বাদে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো এই অদ্ভুত ভেলাটা।

ফুর্তিটা সবচেয়ে বেশি পাঞ্জয়লেরই। 'মাটি! মাটি!'

দুড়দাড় ক'রে সবাই লাফিয়ে নামলে মাটিতে। আর নেমেই—এ কী তাজ্জব দৃশ্য! সামনেই দাঁড়িয়ে ত্রোনিদো, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ঘোড়া ক্ষুর ঠুকছে।

ত্রোনিদো পাঞ্চয়লের ঠিক উলটো—সাত চড়েও রা কাড়তে চায় না। তবু দু-চার কথায় সে যা বললে তার সারাংশ হ'লো, বেনোজলের তোড়ে সবাই একসময়-না-একসময় যে এদিকটাতেই ভেসে আসবে, তা সে আন্দাজ করেছিলো। তাই একটা পরিত্যক্ত র‍্যানচে সে সকলের জন্যে খাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখে এসেছে।

সেখানেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলে সবাই। সকাল হ'লেই ফের রওনা হ'তে হবে অ্যাটলান্টিকের পানে।

অ্যাটলান্টিকের তীরে এসে পরদিন যখন পৌঁছুনো গেলো, তখন রাত ক'রে এসেছে, জোর হাওয়া দিচ্ছে, হয়তো আরো-একখানা ঝড়েরই পূর্বাভাস। তীরে *ডানকান* নেই। সে ভাসছে ডাঙা থেকে দূরে, জলের ওপর। তীরে যে নেই, তার কারণ ঝড়ের প্রকোপে ডাঙায় ঘা ঘেয়ে *ডানকান* বেদম জখম হ'য়ে যেতে পারে, তাই *সাবধানের মার নেই* ভেবে তাকে বারদরিয়ার কাছে নিয়ে-যাওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ আজ রাতটা তীরেই তাঁদের কাটিয়ে দিতে হবে, ঐ চড়ায়।

অ্যাটলান্টিকে পৌঁছে গেছে, ঐ-যে দূরে ছায়ার মতো *ডানকানকে* দেখা যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে অন্যদের মনে যতই স্বস্তির ভাব দেখা দিক, লর্ড গ্লেনারভনের মনে কিন্তু একফোঁটাও স্বস্তি নেই—তিনি সারারাত ছটফট ক'রেই কাটালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পা দেবার পর থেকেই পর-পর যত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্তে তাঁরা পাক খেয়েছেন, তাতে *ডানকানে* পা না-দেয়া অব্দি তিনি মোটেই স্বস্তি পাবেন না। আবার অতর্কিতে কোনদিক থেকে কী বিপদ আসে কে জানে!

ভোরের আলো ফুটতেই কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেলো *ডানকানকে।* আর দেখেই আকাশ লক্ষ্য ক'রে পর-পর তিনবার বন্দুক ছুঁড়লো ত্রোনিদো—সংকেত। আর তারপরেই *ডানকানের* ডেক থেকে তোপের আওয়াজ এলো—কামান দেগে সংকেতের উত্তর দিচ্ছে। পরক্ষণেই *ডানকান* থেকে ভাসিয়ে দেয়া হ'লো একটা নৌকো।

ত্রোনিদো কিছুতেই তার স্বদেশ ছেড়ে যাবে না—সে এই আর্‌হেনতিনাতেই থাকবে। ত্রোনিদো ছাড়া আর-সবাই উঠে পড়লেন *ডানকানের* নৌকোয়। শুধু রবার্ট নৌকোয় গিয়ে ওঠবার আগে ত্রোনিদো একবার তার হাত চেপে ধরলো। অস্ফুট স্বরে বললে, 'আর তুমি কিশোর নও এখন, বড়ো হ'য়ে গেছো!'

নৌকো যতক্ষণ-না অভিযাত্রীদের নিয়ে গিয়ে *ডানকানে* ভিড়লো, ত্রোনিদো পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো তীরে। সবাই একে-একে *ডানকানে* উঠে যেতেই, সে তার তেজি ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠলো, তারপর *ডানকানের* দিক থেকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সবেগে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে হয়তো পাম্পারই উদ্দেশে।

দ্বি তী য়

নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে

এক

stra মানে কি *Australia* ?

ুরো রাস্তাটা যে সবাই মিলে হন্যে হ'য়ে, সব বিপদ-আপদ মাথায় ক'রে, ছুটে বড়িয়েছেন, সবটাই কি না মিথ্যেমিথ্যি, শুধু-একটা বুনোহাঁসের পেছনে ছোটাই যেন ার হ'লো!

কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা, আর কোনখানেই বা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া ! কোথায় যেতে াযে কোনখানে ! আর সব কি না *গুপ্তলিপিটা* ভুল প'ড়ে ! শুধু বর্ণপরিচয় থাকলেই তা হয় না, সব সংকেতের গোপন অর্থটা বার করবার মতো বুদ্ধি বা এলেমও থাকা াই ! এমনিতেই তো যে-কোনো হেঁয়ালির জট খুলতে চাওয়ার ব্যাপারটাই কঠিন—তার াপর *মুশকিল আসানের এই-যে তিন-তিনটে তলব* নানা ভাষায় পাওয়া গেছে তার নেক হরফই তো জলে ধুয়ে-মুছে উধাও হ'য়ে গেছে ! প্রথমত অসম্পূর্ণ শব্দগুলো -(অসম্পূর্ণ তো ছিলো না, জলই তাদের খেয়ে গেছে)—ঠিকঠাক পূরণ করতে হবে, া-হ'লে আর ধরা যাবে কী ক'রে, কাপ্তেন গ্রান্ট সত্যি-সত্যি কোন্ হদিশ দিয়ে সাহায্য চয়েছিলেন।

মঁসিয় পাএঃয়ল অপ্রতিরোধ্য : *এত-সহজে* যদি দ'মে যাবার পাত্র হ'তেন তাহ'লে ই ক্রমবর্ধমান জগৎটির হাল-হকিকৎ সম্বন্ধে এত-বড়ো একজন বিশারদ তিনি হ'য়ে ঠতেন কী ক'রে ? *অতএব*, আবারও তিনি নতুন ক'রে আদ্যোপান্ত লিখে ফেলেছেন ই *ক্রিপ্টোগ্রামের* অর্থ, তবে ক্রিপ্টোগ্রামটি হয়তো কোনোকালেই ক্রিপ্টোগ্রাম হ'তে য়নি, এই বোতলে-ভাসানো চিঠি তো আসলে ছিলো সাহায্য পাবার, উদ্ধার হবার ব্যাকুল নুরোধ, শুধু জল এসে কিছু কথা মুছে দিয়েছে ব'লেই এখন হয়তো তাকে মনে চ্ছে *ক্রিপ্টোগ্রাম বা গুপ্তলিপি*, প্রতিবার নতুন ক'রে অভিনিবেশ দেবার পর মঁসিয় াএঃয়ল প্রতিবারই যার নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন, এ যেন সেই ব্যাসকূট যা বারে-বারেই ব-নব তাৎপর্যে ভ'রে যায়। *অতএব*, এখন নতুন ক'রে এই ব্যাসকূটের মর্মোদ্ধার রার পর তাঁর হতাশ কিন্তু উৎসুক শ্রোতাদের তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে পুরো জবানটাই *অন্তত তিনি যা ধরতে পেরেছেন*—প'ড়ে শোনালেন :

১৮৬২ সালের ৭ জুন গ্লাসগোর ত্রিমাস্তুল রণতরী *ব্রিটানিয়া* অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সলিল সমাধি লাভ করেছে। দুজন নাবিক আর কাপ্তেন গ্রান্ট কোনোক্রমে মহাদেশে ডাঙায় গিয়ে উঠেছেন, এবং উঠে প'ড়েই বর্বর ও নিষ্ঠুর আদিবাসীদের পাল্লা পড়েছেন—এখন তাঁরা তাদের হাতেই বন্দী। এই কাগজটা তাঁরা...দ্রাঘিমা এব ৩৭°১১´ অক্ষাংশে বোতলে ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেখানে জাহাজডুবি হয়েছে সেখানে সাহায্য পাঠান।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কাজের লোক, অল্পকথার মানুষ। তাঁর জীবনের সারকথা : কথা *কম কাজ বেশি*। কিন্তু এবার তাঁরও মনে হ'লো যৎকিঞ্চিৎ উচ্চবাচ্য না-করলে আবার হয়তো আলেয়ার পেছনে ছুটতে হবে। তিনি ব'লে উঠলেন, 'সবুর ! সবুর ! একমিনিট দুম ক'রে একেবারে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে আমাদের বোধহয় আরো-একটু সবকি তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত। আমরা তো আগের বারে চিরকুটটার ভুল অর্থ করেছিলু —এবার যে আবার একটা ডাহা-ভুল করছি না তা-ই বা কে জানে ! এবার বরং আরো হুঁশিয়ার হ'য়ে আঁটঘাট বেঁধে আমাদের ঠিক ক'রে নিতে হবে—'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাঁর কথাটা শেষ করতে পারলে তো ? তাঁর পাণ্ডিত্যের ওপর কারু কটাক্ষ সহ্য করার পাত্র অন্তত মঁসিয় পাঞ্চয়ল নন। তিনি প্রায় তিড়িংবিড়িং ক'রে জ্ব'লে উঠে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন : 'কবুল করি, আগের বার আমার ভুল হয়েছিলো। কিন্তু ভুল তো মানুষমাত্রেই করে—আর সে-ভুল আবার শুধরেও নে মানুষই। শুধু যারা হাঁদার হদ্দ, তারাই পুরোনো ভুলটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে।'

'উঁহু-উঁহু, আমি মোটেই অত চ'টে যাবার কথা বলিনি।' কথা বলবেন ব'লে যখন স্থির করেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তখন তিনি কথাই বলবেন। 'অতটা মাথাগরম করার মতো কিছুই আমি বলিনি। ৩৭°১১´ অক্ষরেখা ঠিক-ঠিক কোন-কোন দেশের ওপর দিয়ে গেছে, আগে বরং সেটাই খতিয়ে দেখা যাক। আমার কথার বিনীত মর্মার্থ ছিলো এটাই।'

'এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখা যেখান দিয়ে গেছে, সেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই আছে জল। জানেনই তো, পৃথিবীতে ডাঙার চাইতে জলের ভাগই অনেক-বেশি। এই-যে, এই দেখুন, দক্ষিণ আমেরিকার পরেই পড়ছে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা—কিন্তু ধন্ধে-ফেলা চিরকুটটায় এই দ্বীপের কোনো নামগন্ধও নেই। ফলে তাকে আপাতত বাদ দেয়া যেতেই পারে। তারপর আসছে ভারত মহাসাগরে ওলন্দাজদের ঘাঁটি—আমস্টারডাম আইল্যাণ্ডস—তারও কোনো নামগন্ধ নেই এই চিরকুটে। তারপর আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সরাসরি অস্ট্রেলিয়াতে—ইংরেজিতে লেখা চিরকুটায় আছে stra আর

ফরাশিতে লেখা চিরকুটটায় আছে *austral*—এ-দুটোই *Australia* র কথা বলছে সেটা বুঝতে মগজে ধূসর পদার্থ বেশি লাগে না।'

'*ততঃকিম্?*'

'অস্ট্রেলিয়ার পর, এই-যে, এই দেখুন নিউ-জিলাণ্ড—সে মোটেই কোনো মহাদেশ নয়—সাউথ আইল্যাণ্ড আর নর্থ আইল্যাণ্ড এই দুইকে মিলিয়েই এই *নবসিন্ধুসৈকত* গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু তারও তো কোনো উল্লেখই নেই কোনো চিরকুটে।'

'ঠিক আছে। না-হয় নিউ-জিলাণ্ডকেও বাদ দেয়া গেলো।'

'তবেই দেখুন—দক্ষিণ আমেরিকা আর নিউ-জিলাণ্ডের মাঝখানে এই অথৈ সমুদ্রের মাঝখানে ঐ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখায় পড়ছে কেবল আরেকটা প্রায় খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতো দ্বীপ—মারিয়া তেরেসা। কিন্তু এই মারিয়া তেরেসার নামের উল্লেখও তো চিরকুটে কোথাও পাচ্ছি না। তাহ'লে নিজেরাই ঠিক ক'রে বলুন, কোথায় যাবেন, কোথায় যাওয়া সমীচীন হবে।'

'হুম, তাহ'লে তো দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া যাবার তোড়জোড় করাই ভালো।'

অমনি এককথায় সবাই রাজি। 'বেশ, চলো তবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া যাওয়াই উচিত, তবে পথে আমস্টারডাম আইল্যাণ্ডস আর ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে এই খোঁজটা অন্তত নেয়া দরকার *ব্রিটানিয়া* সে-সব দ্বীপে কখনও থেমেছিলো কি না,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মাথা কিন্তু সকলের এত উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যেও দিব্বি ঠাণ্ডা আছে—সত্যি-সত্যি কী করা উচিত, সে-কথাটা এই ভবি সহজে ভোলেন না।

'সে আর বেশি কথা কী,' লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'ঐ দ্বীপগুলো তো পথেই পড়বে—সেখানে জাহাজ ভিড়িয়ে খোঁজখবর নেবার জন্যে আমাদের তো একেবারে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়তে হবে না।'

এবং এই সিদ্ধান্তটাই মনঃপূত হ'লো সকলের। এবং *ডানকান* ছুটলো পুরোদমে, গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া হ'লেও অন্য দ্বীপগুলোর বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেতে হবে তাকে। আর কারুই যেহেতু আর এককোঁটাও তর সইছিলো না, প্রায় একটা নজিরই গ'ড়ে দিলে *ডানকান*, দশদিনেই পেরিয়ে এলো ২১০০ মাইল—দূর থেকে, দিগন্তে মেঘের মধ্যে ঝাপসা ভেসে উঠলো সমুদ্রতল থেকে সাতহাজার ফিট উঁচু ত্রিস্তান ডা কুনিয়ার গিরিচূড়া।

ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দক্ষিণ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দ্বীপ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, ব্রিটিশ উপনিবেশ সেন্ট হেলেনার সে অংশ, আর সেই সেন্ট হেলেনার রাজধানী হ'লো জেমসটাউন। ত্রিস্তান ডা কুনিয়া নাম থেকেই মালুম হয় এটা এককালে ছিলো পুর্তুগালের উপনিবেশ—কিন্তু সাম্রাজ্য নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যখন খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছিলো, তখন অস্ট্রেলিয়া দখল করার কাছাকাছি সময়েই ইংরেজরা

এই দ্বীপগুলো পর্তুগিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। হোক-না ছোটো-ছোটো দ্বীপ—দ্বীপ না-ব'লে বলা ভালো হয়তো সমুদ্রের জল থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেই-কবে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাহাড়ের চুড়ো, কিন্তু সাম্রাজ্য বানাবার রাক্ষুসে খিদে এই আগ্নেয়গিরির চুড়োগুলোকেই বা খামকা আর-কারু কাছে ছেড়ে দেবে কেন?

এই ছোট্ট গিরিপাহাড়দ্বীপে সচরাচর যেহেতু নেহাৎ বেকায়দায় না-পড়লে কোনো জাহাজই ভেড়ে না, তাই *ডানকান* স্বেচ্ছায়, তার পরিকল্পনামাফিক এখানে এসে তত্ত্বতালাশি নেবে ব'লেই থেমেছে শুনে, এখানকার গবর্নর প্রায় যেন গদ্‌গদ হ'য়েই খাতির করলেন লর্ড গ্লেনারভনকে। এই ছোট্ট নামকাওয়াস্তে দ্বীপটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অব্দি সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন তাদের—নৌকোয় ক'রে দ্বীপের চারপাশও ঘুরে-আসা হ'লো, কিন্তু না, মঁসিয় পাগুয়লের আন্দাজই সম্ভবত ঠিক, কাপ্তেন গ্রান্ট বা *ব্রিটানিয়ার* কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না এখানে।

যখন বোঝা গেলো এখানে *ব্রিটানিয়ার* খোঁজ পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন সে-রাত্তিরেই দ্বীপ থেকে নোঙর তুললো *ডানকান*, এবং আবার ভাসলো অথৈ জলে, অকূলপাথারে, পরবর্তী থামবার জায়গা আমস্টারডাম দ্বীপ।

মাঝখানে একবার কয়লা নেবার জন্যে থামতে হয়েছিলো *ডানকানকে*, কিন্তু সে শুধু কয়লা নেবার জন্যেই—অন্যকোনো কাজ ছিলো না তার, কোনো শুলুকসন্ধান নেবার কথাও ওঠেনি। আমস্টারডাম দ্বীপগুলোয় পৌঁছুবার আগে অব্দি কোথাও কোনো খবর নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য এই তথাকথিত আমস্টারডামেও কাউকে কিছু জিগেস করার কোনো মানে নেই। এই ২৯০০ মাইল পাড়ি দেবার পর এই বাহারে নামের দ্বীপটায় পৌঁছে দেখা গেলো. এই একরত্তি ডাঙাকে দ্বীপ না-ব'লে দ্বীপের কোনো *লিলিপুশন* সংস্করণ বলাই চলে। কিংবা হয়তো দূর থেকে দেখে কারু ভ্রম হ'তে পারে যে এ বুঝি কোনো তিমিঙ্গিলের পিঠ—জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বুঝি রোদ পোহাচ্ছে। শুধু একটুক্ষণের জন্যেই সেখানে নোঙর ফেলেছিলো *ডানকান*। কেননা খোঁজাখবর নিতে কোনো সময়ই বোধকরি লাগলো না—যেন ঘড়ির কাঁটার মধ্য থেকে কয়েকটা মুহূর্তকে বগলদাবা ক'রে বার ক'রে নিয়ে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ সারা হ'লো—যেন ঘড়ির কাঁটা তাতে ঘোরেইনি। কেননা দ্বীপের বাসিন্দা বলতে কুল্লে তিনজন লোক, একজন ফরাশি, আর দুজন দোআঁশলা, মুলাটো, কালাআদমি। তিনজনেই এককথায় জানিয়ে দিলে, উঁহু, কই, *ব্রিটানিয়া* তো কস্মিনকালেও এখানে থামেনি—কিংবা ঐ জাহাজের কেউই দ্বীপে কখনও পা দেয়নি।

উচিত ছিলো, এ-কথা শোনবামাত্র তক্ষুনি ফের নোঙর গোটানো, কিন্তু এবার যেহেতু শেষ-ভরসা অস্ট্রেলিয়াতেই পাড়ি জমাতে হবে, সেইন্যেই বোধহয় সব্বাই এখানে একটু থেমে নিয়ে বুকের মধ্যে সাহস আর আশা সঞ্চয় ক'রে নিতে

তাছাড়া ছিলো-তো, অফুরন্ত আমোদের খনি, জাক পাঞ্চয়লের শ্রীমুখনিঃসৃত অনর্গল বুকনি। মাঝে-মাঝে তথ্য আর কল্পনায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে না-ফেললে জাক পাঞ্চয়লকে হয়তো বলাই যেতো জীবন্ত একখানা বিশ্বকোষ, যে-রকম বিশ্বকোষ প্রণয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন ভোলতেয়াররা। সেই যবে থেকে ইয়ন হণ্ট আর জেরার্ড মের্কাটোর নামে দুই ওলন্দাজ চমৎকার বাঁধাই ক'রে মানচিত্রের একটি সংগ্রহ বার করেছিলেন (মঁসিয় পাঞ্চয়লের এমনকী সালতারিখও দিব্বি মনে থাকে—সেটা নাকি ছিলো ১৬৩৬ সাল), তারপর থেকে কতই যে *কার্টোগ্রাফার* অর্থাৎ মানচিত্রআঁকিয়েরা আসর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিলেন। সেই প্রথম সংগ্রহটার মুখপত্রে ছিলো বিশালদেহী অ্যাটলাসের ছবি, গ্রিকপুরাণের সেই দেবতা, যে কাঁধে ক'রে ব'য়ে রেখেছিলো আস্ত পৃথিবীটাই। সেই থেকেই নাকি মানচিত্রের বইয়ের নাম হ'য়ে গেলো *অ্যাটলাস*। তো, এই অ্যাটলাস সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরের পর বেরিয়েই চললো; যত-যত লোক ভৌগোলিক অভিযানে বেরিয়েছিলো তাদের আঁকা নকশা দেখে-দেখে কার্টোগ্রাফাররা নিজেদের কেরামতি দেখিয়েই চললেন—কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায় সাগর, কোথায় ডাঙা, কোথায় আগ্নেয়গিরি আর কোনখানেই-বা মরুভূমি, কোথায় দুর্গম নিবিড় বনানী আর কোথায়ই-বা জনপদ—সব আস্তে-আস্তে যেন লোকের চোখের সামনে খুলে যেতে লাগলো। আস্ত পৃথিবীটাই যেন ক্রমে বড়ো হ'য়ে যেতে লাগলো, বেড়ে যেতে লাগলো—আবিষ্কৃত হ'লো এমনকী আস্ত নতুন মহাদেশও।

মঁসিয় পাঞ্চয়ল যখন কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে এ-সব কথা বলতে শুরু করেন, সবাই তখন তাঁকে ঘিরে ব'সে হাঁ ক'রে তার কথা শোনে, আর তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে তাজ্জব হ'য়ে যায়। গত ক-দিন ধ'রে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে নিয়েই পড়েছিলেন। কারা-কারা অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন, কোথায়-কোথায় পড়েছিলো তাঁদের পদধূলি, কী তারা দেখেছেন *আউটব্যাকে*—কেননা অস্ট্রেলিয়ায় জনবসতি নাকি শুধুই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে, তারপর ভেতরে মাইলের পর মাইল গেছে বিশাল জমি, পাহাড় পর্বত গাছপালা জীবজন্তু সবই নাকি অন্যরকম—আর সেই বিশাল ভিতরদেশকেই—মজার না?—তারা বলে *আউটব্যাক*—'বাইরে, পেছনে'। এমন কোনো নাম যার মগজ থেকে বেরিয়েছিলো, তার কল্পনার বাহাদুরি ছিলো মানতেই হয়। মঁসিয় পাঞ্চয়ল যখন একে-একে অভিযানকারীদের নাম বলতে লাগলেন, নির্ভুল সালতারিখ শুদ্ধু, তখন ঐ ছিটগ্রস্ত পণ্ডিতের ওপর বেশ সম্ভ্রমই বোধ হ'তে থাকে সকলের। অস্ট্রেলিয়ার *কিছুই নয়* ইওরোপের মতো—'কিছুই নয়' মানে তার গাছপালা জীবজন্তু সবই অন্যরকম, এমনকী দক্ষিণ গোলার্ধে ব'লে তার আকাশটা অন্যরকম, উলটোরকম, তারাগুলো আকাশের পটে যেন ঠিক উলটে দিয়েছে কেউ, এমনকী উলটে দিয়েছে ঋতুগুলোকেও। ইওরোপে যখন হি-হি হিম শীত, সেখানে তখন বিকট দমবন্ধকরা গরম। ফলে বড়োদিনে যখন ইওরোপ গান গায় *হোয়াইট*

ক্রিসমাসের, বরফেঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে *স্লেজে* ক'রে আসছে সান্তা ক্লস, বা সন্ত নিকলাউস, তখন গরমে এখানকার লোকের প্রাণ আঁইটাই যাই-যাই, বেচারা সান্তা ক্লস তার গরম জামাকাপড় খুলে হাঁসফাঁস করতে-করতে যেন দরদর ক'রে ঘামে।

সান্তা ক্লসের দুর্দশাটা এমন মজার ভাবে বর্ণনা করেন জাক পাঞ্জয়ল যে রবার্ট আর মেরি তো হেসেই কুটিপাটি, অন্যরাও মুচকি-মুচকি হাসেন বটে, আর এতে একদিক থেকে ভালোই হয়—ছেলেমেয়েরা অন্তত সাময়িকভাবে ভুলে যায় কেন তারা এই অভিযানে বেরিয়েছে, কাপ্তেন গ্রান্টের কথাটা তখন যেন মনের কোনো চিলতে খুপরিতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এত-সবের মধ্যেও চিরকুটটাকে নিয়ে প্রায়ই মাথা খাটায় সবাই মিলে। সত্যি কি মর্মোদ্ধার করা গেছে এই আর্তোদ্ধারের আহ্বানের—চিরকুটগুলো নিয়ে যত বসা যায় ততই মনে হয় সেগুলো যেন গভীর, গভীরতর রহস্যে ভ'রে যাচ্ছে, ধাঁধাটা যেন এমন জটপাকানো যে তার ভেতর বুঝি সহজে কোনো আলো ফেলাই যাবে না। যেমন, এই-যে খটকাটা জেগেছে, তার উত্তরটা কী? পেরুর উপকূল ছেড়ে বেরুবার পর এক-সপ্তাহের মধ্যেই জুনমাসের সাত তারিখে কি *ব্রিটানিয়া* ভারত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারে?

খোদ পাঞ্জয়লও *সবজান্তা হ'য়েও* কেমন-একটা ধাঁধার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলেন। একদিন তাই সরাসরি কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সকেই তিনি জিগেস ক'রে বসলেন, 'আমরা যে-সমুদ্রপথ দিয়ে যাচ্ছি সেই সমুদ্র দিয়ে কি কোনো জাহাজ একমাসেই গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে পারে?'

'দেখতে হবে জাহাজের এনজিনের জোর কতটা—কত অশ্বশক্তি আছে,' বুঝি প্রায় না-ভেবেই উত্তর দিয়েছেন কাপ্তেন, 'দিনরাত একটানা যদি চলে, চব্বিশ ঘণ্টায় যদি দশমাইল পথ পেরুতে পারে, তবে একমাসেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যেতে পারে বৈ কি!'

'তাহ'লে চিরকুটগুলোয় নিশ্চয়ই 7 তারিখের আগে 1 অথবা 2 ছিলো—জল লেগে মুছে গিয়েছে। তার মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, কাপ্তেন গ্রান্ট সম্ভবত 17 অথবা 27 তারিখ গিয়ে পৌঁছেছিলেন ভারত মহাসাগরে।'

'হুম, এটা হ'লেও হ'তে পারে। এই সম্ভাবনাটার কথা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না,' কমকথার মানুষ মেজর ম্যাকন্যাব্‌স-এর মুখ থেকে আজকাল যে নানারকম *সদুক্তিকর্ণামৃত* বেরোয়, এই মন্তব্যটা তারই আরেকটা নজির।

জাক পাঞ্জয়ল অমনি সবজান্তার ভূমিকায় পুনর্বার অবতীর্ণ হলেন। মাঝখানে যে একটা প্রশ্ন ক'রে তিনি এমন দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যে এমনকী তাঁরও সবকিছু জানা নেই, সম্ভবত সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেবার জন্যেই বোধকরি। এমন-সব সারগর্ভ উক্তি ক'রে চললেন পর-পর, তাতে তাঁর জ্ঞানের বহর দেখে সব্বাই প্রায় কুপোকাৎ। কেমন-

যেন একটা হীনম্মন্যতারই বোধ জেগে ওঠে, যদি দেখা যায় আরেকজন-কেউ—মানুষই তো বটে—একটা স্বয়ংচল স্বয়ংক্রিয় বিশ্বকোষই হ'য়ে উঠেছে।

শেষটায় মেজর ম্যাকন্যাবস আর তুবড়ির মতো ছোটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সহ্য করতে না-পেরে হেসেই যদিও কথাটা বললেন বটে, তবু তার মধ্যে দিয়ে একটু জাতিবিদ্বেষ ফুটে বেরুলো বৈকি। ফরাশি সেনাদের ধরাচুড়ো পরার পর অনেকটা ব্যাঙের মতো দেখায়, সেইজন্যেই কি তাদের *ফ্রগস* বা ব্যাঙ বলে ? নাকি ব্যাঙের ঠ্যাঙ তাদের একটা মুখরোচক খাদ্য ব'লেই তাদের *ফ্রগস* বলে? তার উত্তর অবিশ্যি মেজর ম্যাকন্যাবস নিজেই জানেন না। কিন্তু একবার যখন পাঞ্চয়লের কথার তোড় একটু ক'মে এসেছে, তিনি ফাঁক বুঝে, তাঁকে খানিকটা তাতিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো, জিগেস ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা, মঁসিয় পাঞ্চয়ল, এটা কি আপনি বলতে পারবেন অস্ট্রেলিয়ায় কেন ফরাশিদেব এত রমরমা ? ইংরেজরা কেন ফরাশিদের হাতেই দখলদারি ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সটকে পড়েছে ?'

পাঞ্চয়ল বুঝি আচমকা এমন প্রশ্ন শুনে একটু অপ্রস্তুতই বোধ করেছেন। থতমত খেয়ে বলেছেন : 'কেন ?'

'অস্ট্রেলিয়ার ব্যাঙের ডাক শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠে ইংরেজ কাপ্তেনরা জাহাজ নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন ব'লে—আর-ককখনও অনেকদিন ওমুখো হয়নি। সেই-ফাঁকে ঐ ব্যাঙের লোভেই ফরাশিরা, তাদের স্বজাতির খোঁজে এসে, এখানে বেশ জম্পেশ ক'রে জমিয়ে বসেছে।'

হেসে ফেলেছেন জাক পাঞ্চয়ল, তবে একটু আপত্তি জানাতেও ছাড়েননি। 'ইংরেজরা না-হয় চারপাশে সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ব'সে অন্যসব লোকদের সম্বন্ধেই নাক শিঁটকোয়, তাদের আর মানুষ ব'লেই মনে করে না। কিন্তু আপনি তো স্কট, হাইল্যাণ্ডের লোক, তাদের দেখাদেখি আপনি কেন আমাদের *ফ্রগ* বলবেন—আমরা ফরাশিরাও কিন্তু খুব-একটা কুয়োর ব্যাঙ নই—আমরাও পৃথিবীর নানান মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছি।'

জ্ঞান বিতরণের ফাঁকে-ফাঁকেই, মওকা পেলেই, মেজর ম্যাকন্যাবস তাঁকে একটু তাতিয়ে না-দিয়ে উসকে না-তুলে ছাড়তেন না। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় এ-সব আড্ডায় বরং একঘেয়ে জল দেখে-দেখে বিকল চিত্ত অন্যকোনো বিষয়ে কথাকাটাকাটি শুরু ক'রে দিতে পারে। তাছাড়া মেরি আর রবার্ট যেভাবে মনমরা হ'য়ে আছে, তাতে তাদেরও এতে কথঞ্চিৎ দুর্ভাবনা বা হতাশা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। যতদিন তারা জানতো যে কাপ্তেন গ্রান্ট-এর কোনো হদিশ নেই, মারাই পড়েছেন বুঝি-বা, তারা একরকম ক'রে এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলো। এখন, যখন আবার কাপ্তেন গ্রান্ট-এর হদিশ পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তিনি যে বেঁচে আছেন এমন-একটা সম্ভাবনা যে আর নিছকই কল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে নেই, অথচ তবু তিনি যে কোথায়

আছেন সত্যি-সত্যি, এবং কীভাবে আছেন, তার কিছুই জানা যাচ্ছে না, তখনই বরং আশা-নিরাশার দোলায় তাদের মন অনবরত পেণ্ডুলামের মতো দোল খেয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই, বিশে ডিসেম্বর, কেপ বার্নউইলিতে গিয়ে পৌঁছুলো *ডানকান*। এতদিন কেটে গিয়েছে, দু-দুটো বছর তো বটেই, এর মধ্যে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই এখন আর এখানে প'ড়ে নেই। সব লুঠপাট হ'য়েই গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু তো খোঁজখবর কিছু নিতেই হয়। এতদিন নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে তারা কত-কত জায়গায় টুড়ে বেরিয়েছেন, কোনো খবরই পাননি—এখানে ভাঙাচোরা *ব্রিটানিয়াকে* পাওয়া যাক বা না-যাক, হয়তো লোকমুখে কিছু-একটা খবর পাওয়া যাবে। আর শেষ অব্দি এখানেও যদি কোনো খোজ না-মেলে, তাহলে না-হয় ফের ইওরোপেই ফিরে যাবে *ডানকান*। কেননা *ব্রিটানিয়া* এখানকার দরিয়ায় না-ডুবে যদি অস্ট্রেলিয়ার পর্ব উপকূলে কোথাও সলিলসমাধি লাভ ক'রে থাকে—মঁসিয় জাক পাগ্রয়লের সুচিন্তিত অভিমত—তাহ'লে কাপ্তেন গ্রান্ট নিশ্চয়ই অনেক আগেই ইওরোপে ফিরে যেতেন। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদের উপনিবেশ বেশ জাঁকিয়েই বসেছে, সেখান থেকে ইওরোপ ফিরে-যাবার জাহাজও যাতায়াত করে হরদম, ফলে কাপ্তেন গ্র্যান্টের পক্ষে কোনো-একটা জাহাজে উঠে-পড়া খুবই সম্ভব। বরং যখন *ডানকান* যেখানে এসে পৌঁছেছে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে এখনও কোনো বড়ো বসতি গ'ড়ে ওঠেনি, *আউটব্যাক* শুরু হয়েছে প্রায় সমুদ্রতীর থেকে একটু-ভিতরে গিয়েই, আর এই *আউটব্যাকে* খা-খা করছে রুক্ষ ঊষর তপ্তবালির মরুভূমি।

অনেক ঝক্কিঝামেলা পুইয়ে ডাঙায় নেমেই দেখা গেলো দূরে একটা উইণ্ডমিলের চাকা হাওয়ায় অনবরত পাক খেয়ে যাচ্ছে। উইণ্ডমিল আছে—অর্থাৎ এখানে লোকজনও আছে আশপাশে কোথাও, নিশ্চয়ই ছোটোখাটো হ'লেও চাষ-আবাদের কোনো-একটা ব্যবস্থা আছে। আর, সত্যি তা-ই, একটু এগুতেই দেখা গেলো খানকয়েক বাড়ি একটা জায়গায় যেন জটলা পাকাচ্ছে, সামনেই সবুজ মাঠ, সেখানে গোরু-ভেড়া চরছে, ঘোড়াও আছে, কাছেই যে খেতখামারের ব্যবস্থা আছে, তারই চিহ্ন হিশেবে আছে একটা গোলাবাড়িও।

এঁদের এগুতে দেখে, সবচেয়ে বড়োবাড়িটা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন একজন প্রৌঢ়, বিশাল দশাসই চেহারা—এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও কোথাও বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। তার পেছনে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ছুটে এসেছে চারটে তাগড়াই কুকুর। প্রৌঢ়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরো বেরিয়ে এসেছে চারজন বলিষ্ঠ তরুণ, লাল চুলের ঢল নেমেছে তাদের মাথায়, যেন আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠেছে ঐ ঝাঁকড়াচুলে। নিশ্চয়ই আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ, ইংরেজদের অত্যাচারে দেশে তিষ্ঠোতে না-পেরে অজানায় ঝাঁপ খেয়ে ভাসতে-ভাসতে শেষকালে এরা সবাই এই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেই এসে পৌঁছেছে।

প্রৌঢ় সরাসরি তাঁদের সামনে এসে এগিয়ে এলেন। বললেন : 'স্বাগতম। ওয়েলকাম—প্যাডি ও'মুরের বাড়িতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

'আপনি—?'

'হ্যাঁ, আমি আয়ারল্যাণ্ডেরই লোক। যা অবস্থা, তাতে দেশে থাকলে কবেই না-খেতে পেয়ে মারা যেতুম, এখানে এসে চাষ-আবাদ ক'রে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আসুন, ভেতরে আসুন সবাই—তারপর ভালো ক'রে আলাপ করা যাবে। কতকাল যে এখানে বাইরের লোকের পা পড়েনি—মাঝে-মাঝে একেবারে হাঁপ ধ'রে যায়।'

প্রৌঢ় তাদের নিয়ে গেলেন মস্ত-একটা ঘরে, যার মাঝখানে রয়েছে বিশাল-একটা টেবিল, বাসনকোশন খাবারদাবার দেখে মালুম হ'লো এটাই এই খামারের *ডাইনিং হল*। বোঝাই গেলো, সবাইকে নিয়ে প্রৌঢ় খেতে বসছিলেন, এবার অভ্যাগতদেরও তাঁদের সঙ্গেই বসিয়ে দিলেন খাবারটেবিলে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

'আমাদের অপেক্ষায়?' বিস্ময়ে লর্ড গ্লেনারভনের বুঝি বাকস্ফূর্তিই হ'তে চাচ্ছিলো না।

'রোজই অতিথিদের অপেক্ষা করি কিনা—যদি কেউ দৈবাৎ পথভুল ক'রে এখানে এসে পড়ে। আমার দরজা সারাবছর ঐ অনাগত অতিথিদের জন্যে খোলা থাকে। অবশেষে এখন, যা-হোক, আপনারা এসে পৌঁছেছেন।'

নির্জনবাসের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই লর্ড গ্লেনারভনের। কিন্তু এ-কথা থেকে এটুকুই শুধু বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন না-হয় খেটেখুটে কাজে-কর্মে কাটিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু অবসর সময়ে দুটো কথা কইতে না-পারলে পেট ফেঁপে যায়, বুঝি দম আটকেই যায়, গলার কাছে এত কথা জ'মে থাকে! ড্যানিয়েল ডি-ফো *রবিনসন ক্রুসো*-র গল্পটা বোধহয় ফেঁদেছিলেন জাহাজডোবা নাবিক আলেকজাণ্ডার সেলকার্ককে নিয়ে—কিন্তু ফ্রাইডে যদি না-আসতো তাহ'লে একদিন একা থাকতে-থাকতে ক্রুসোর দশা যে কী হ'তো, সেটা ভাবতেই বুক শুকিয়ে যায়।

প্যাডি ও'মুর—সেটাই তো এই দিলদরিয়া প্রৌঢ়র নাম, তা-ই না?—অ্যাদ্দিন বাদে অচেনা-কারু সঙ্গে কথা বলতে পেরে অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছেন, কথার যেন ফুলঝুরি ছুটছে। খেতে-খেতেই নিজের কাহন শোনালেন সাত-সতেরো। তারপর একসময় শুনলেন গ্লেনারভনদের সাগরপাড়ির পেছনকার কাহিনীটা। সারা আমেরিকা চুঁড়ে বেরিয়েও এখনও তাঁরা কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো সন্ধান পাননি—যেন মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন—এবারে এই অস্ট্রেলিয়াতেও *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশ না-পেলে, বাধ্য হ'য়ে, শেষটায় এই বেচারা ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরে যেতে হবে।

লর্ড গ্লেনারভন যেমনভাবে কাপ্তেন গ্রান্টের কাহিনীটা ফেঁদেছিলেন, তাতে তা

সকলেরই মর্মস্পর্শ করেছিলো। শুনতে-শুনতে কখন যে সবাই কাঁটাচামচে নাড়ানো বন্ধ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে এই করুণ কাহিনীতে মগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো, তা কেউই খেয়াল করেনি। হঠাৎ চমক ভাঙলো কার কথায়, স্তব্ধতার জন্যেই সম্ভবত অতর্কিত কথাগুলোকে ঠিক দৈববাণীর মতো শোনালো :

'কাপ্তেন গ্রান্ট যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তবে অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!'

দুই

আকাশবাণী এবং আয়ারটন

যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করেছে, এমনিভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন লর্ড এডওয়ার্ড।

'কে? কে এ-কথা বললে?'

'*আমি,*' টেবিলের ওপাশ থেকে শান্ত ধীরগলায় জবাব দিলে প্যাডি ও'মুর-এরই এক সাগরেদ।

আর তার দিকে তাকিয়ে এবার তাজ্জব হওয়ার পালা খোদ প্যাডি ও'মুর-এরই। 'তুমি? আয়ারটন?'

'হ্যাঁ। এঁদের মতো আমিও হাইল্যাণ্ডার—স্কটল্যাণ্ডেরই মানুষ। *ব্রিটানিয়া* জাহাজে আমিও ছিলুম।'

এটা যেন দ্বিতীয়-আরেকটা বজ্রাঘাত।

কী বলছে এই লোকটা, এই-যাকে *আয়ারটন* ব'লে সম্বোধন করেছেন প্যাডি ও'মুর? *ব্রিটানিয়া*-য় ছিলো এ? কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে?

মেরি প্রায় যেন মূর্ছাই যাবে!

জন ম্যাঙ্গল্‌স, জাক পাঞয়ল, রবার্ট গ্র্যান্ট—সবাই ততক্ষণে যে-যার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এসে ঘিরে ধরেছেন আয়ারটনকে।

রুক্ষ, হট্টাকট্টা চোহারা আয়ারটনের, অনেকদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্যেই বোধ-করি লোনা হাওয়ায় রোদে-জলে গায়ের রঙ প্রায়-তামাটে। ঘন জোড়াভুরু, ঝোপের মতো ঢেকে রেখেছে তার তীব্র দুটি চোখকে। দড়ির মতো পাকানো—কিন্তু কঠিন জোয়ান নাবিকশরীরে পেশী ছাড়া যেন আর-কিছুই নেই—মেদবর্জিত বাহুল্যবর্জিত ঋজু শরীর। লম্বা তেমন নয়, কিন্তু প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্র, তেজিয়ান। মুখের মধ্যে একটা বেপরোয়া দুঃসাহসী তেজের ছাপ।

'তুমি ছিলে *ব্রিটানিয়ায়?*' লর্ড এডওয়ার্ডের গলার স্বরে একইসঙ্গে যেন বিস্ময়, অবিশ্বাস, আর হঠাৎ-মাথা-চাড়া-দেয়া একটা আশার ভাব।

'আমি ছিলাম কোয়ার্টারমাস্টার—আমার ওপরই ভার ছিলো হালের, সিগন্যালের, সারেঙের—'

'জাহাজডুবির পর তুমিও কি কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিলে?'

'না, আমি হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ডেক থেকে ছিটকে প'ড়ে যাই জলে—'

'আমরা যে-চিরকুট পেয়েছি তাতে দুজন নাবিকের কথা লেখা আছে। তুমি *তাহ'লে* সে-দুজনের কেউ নও?'

'না। কিন্তু কোন-চিরকুটের কথা বলছেন? আমি তো কোনো চিরকুটের কথা জানি না। আমি ভেবেছিলাম, আর-সকলের সাথে কাপ্তেন গ্রান্টেরও বুঝি সলিলসমাধি হয়েছে, শুধু আমি একাই কোনোমতে প্রাণে বাঁচতে পেরেছি—'

'কিন্তু তুমি তো নিজেই এইমাত্র বললে যে কাপ্তেন গ্রান্ট বেঁচে আছেন—'

'তা তো বলিনি। বলেছি, কাপ্তেন গ্রান্ট *যদি এখনও* বেঁচে থাকেন—'

'বলেছো, তবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!'

'হ্যাঁ। বেঁচে গিয়ে থাকলে এখানেই কোথাও তিনি আছেন।'

এতক্ষণে, ফাঁক পেয়ে, মেজর ম্যাকন্যাবস আসল প্রশ্নটা করলেন। '*ব্রিটানিয়া* ঠিক কোনখানে ডুবেছিলো?'

আসলে প্রথম প্রশ্নটা এইটেই হওয়া উচিত ছিলো। উত্তেজনায় সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের, তাই এতক্ষণ তিনি উলটোপালটা নানান প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছিলেন—তিনি এখনও ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেননি যে কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে *ব্রিটানিয়া* জাহাজের সেই কপালমন্দ-পাড়িতে ছিলো, এমন-কারু সঙ্গে সত্যি তাঁদের দেখা হয়েছে।

'অস্ট্রেলিয়ার কাছেই, প্রায় তীরে এসে। প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ থেকে আমি ছিটকে প'ড়ে যাই। জাহাজ নিশ্চয়ই তারপরেই ডুবেছে।'

এবার জন ম্যাঙ্গল্সের আরো-একখানা মোক্ষম প্রশ্ন, এ যদি সত্যি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার হ'য়ে থাকে তবে এ-প্রশ্নের উত্তর তার জানা উচিত। 'কত অক্ষরেখায়?'

'সাঁইত্রিশ ডিগ্রি—'

'পশ্চিম উপকূলে?'

'না, পূর্ব উপকূলে।'

যেমন দুমদাম ক'রে প্রশ্ন আসছে, তেমনি দুমদাম ক'রে আয়ারটন উত্তর দিচ্ছে। উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি হচ্ছে না তার, একটুও দ্বিধা বা দোনোমনার ভাবও নেই।

'সেটা কত তারিখ ছিলো?'

'১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের সাতুই জুন—রাতের বেলায়, সেইজন্যেই জলে ছিটকে পড়ার পর গোড়ায় আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি—তা ছাড়া সমুদ্রেও খ্যাপা তাণ্ডব চলছিলো, বড়ো-বড়ো সব ঢেউ, ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে একেবারে জেরবার হ'য়ে

কিন্তু তার স্মৃতিচারণ থামিয়ে দিয়ে ততক্ষণে লর্ড এডওয়ার্ড ব'লে উঠেছেন, 'তারিখ তো মিলে যাচ্ছে!' এতক্ষণে তাঁর গলায় হর্ষের একটু আভাস এসেছে।

জেরা চললো, *তারপরেও*, অনেকক্ষণ। কত-যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলো আয়ারটন, গলার সুরে দ্বিধা নেই, চোখের পাতা কাঁপেনি, ককখনও একটু থতমতও খায়নি।

আর যতক্ষণ ধ'রে জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে, সারাক্ষণ প্রায়-পলকহীন চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থেকেছে মেরি। এতদিনে বুঝি একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে—বুঝি অবশেষে বাবার সঙ্গে আবার তার দেখা হবে—প্রায় মৃত্যুর মধ্য থেকে ল্যাজারাসের মতো অন্ধকার ফুঁড়ে এবার উঠে আসবেন কাপ্তেন গ্রান্ট। *ব্রিটানিয়ার* একজনের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তখন অন্যদেরও দেখা মিলতে আর কি বেশি দেরি হ'তে পারে?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আর মেজর ম্যাকন্যাবস কিন্তু এত-সহজে কোনো অভাবিত উটকো দাবি মেনে নিতে রাজি নন। বিশেষত, সমুদ্রে-যারা-ঘুরে-বেড়ায় তারাই জানে অনেক ভাগ্যান্বেষী ফেরেব্বাজ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানাঘুষোয় তারা শুনতে পায় কোথায় কোন জাহাজডুবি হয়েছে, তারপর জাহাজের মালিক বা জাহাজের কাপ্তেনের বাড়ির লোকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাতকাহন ফেঁদে এ-ধরনের লোক তাদের নিংড়ে টাকাকড়ি বার ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রে থাকে। বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের ঠকাবার জন্যে কত লোকই যে ওৎ পেতে থাকে—এ যেন ঝোপে-ঝোপে সব নেকড়ে, উৎপাত বাধাবার জন্যে সবসময়েই প্রস্তুত। ফলে কাপ্তেন আর মেজর আরো-নানা কথা জিগেস ক'রে জেনে নিতে চাচ্ছিলেন, এই আয়ারটন যা-যা বলছে, সে-সব কথা ঠিক কি না। না-যাচাই ক'রে, না-বাজিয়ে নিয়ে চোখবুজে অনায়াসে সবকিছু বিশ্বাস ক'রে নেয়া চলে না। বিশেষত তাঁরা দুজনেই এইদলের মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ, সবচেয়ে পোড়খাওয়া লোক। এটা অন্তত তাঁদের জানতে বাকি নেই যে সমুদ্রের ধারে বাতাসে যে-সব কথা ভেসে বেড়ায় তাতে সালতারিখ মিলিয়ে কাউকে ধাপ্পা দেয়া খুবই সহজ কাজ।

কিন্তু আয়ারটন যখন *ব্রিটানিয়ার* এই এতবড়ো সাগরপাড়ি দেবার আগেকার ঘটনা নির্ভুলভাবে সব ব'লে গেলো, তাঁদের সন্দেহও আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। তার কথা থেকে এও বোঝা গেলো যে মেরি আর রবার্টকেও সে চেনে এইটুকু বয়েস

থেকেই।

একবার—রবার্টের বয়েস তখন মাত্র দশ হবে—শেরিফকে নিয়ে একটা আপ্যায়নসভার আয়োজন হয়েছিলো জাহাজের ডেকে, ধুমধাম ক'রে ভোজসভা বসেছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ রব উঠেছিলো রবার্টকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—তারপর অনেক খুঁজে দেখা গেলো সে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে, পাল আঁকড়ে ধ'রে ল্যাগব্যাগ ক'রে দোল খাচ্ছে শূন্যে।

অমনি রবার্ট সায় দিয়ে উঠলো, 'হ্যা-হ্যা, ঠিক এমনটাই হয়েছিলো। কিন্তু সে-তো কবেকার কথা। তখন আমি ভাবি দুষ্টু আর দুরন্ত ছিলুম!' এমন ভঙ্গি ক'রে কথাটা সে বললে যেন এখন আর সে অমনতর ডানপিটেটি আর নেই।

এ-রকম একটা নয়, পর-পর অনেকগুলো ছোটোখাটো গল্পই ব'লে গেলো আয়ারটন। মেরি চোখ গোল-গোল ক'রে হা ক'রে সব কথা শুনছে, আর যতই বাবার কথা শুনছে ততই যেন চোখের কোল ভিজে উঠছে তার। সে প্রায় ধরাগলাতেই জিগেস করলে তার বাবার কথা।

আয়ারটন বললে কাপ্তেন গ্রান্টের নাকি পরিকল্পনা ছিলো পাপুয়া-নিউগিনির পশ্চিম উপকূলে একটা নয়া উপনিবেশের পত্তন করবেন, তার নাম দেবেন নিউস্কটল্যাণ্ড, ওলন্দাজরা যেমন কতগুলো দ্বীপের নাম দিয়েছিলো নিউ-আমস্টারডাম। সেবার কাইয়াও পেরিয়ে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে তিনি ইওরোপ ফিরছিলেন—এমন সময় হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে জমলো ঘন মেঘ, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুরন্ত ঘূর্ণিহাওয়া। ঝড়টা যেমন প্রচণ্ড ছিলো, তেমনি এসেছিলোও আচম্বিতে, অতর্কিতে। এমন দুর্যোগ তার এত বছরের নাবিক জীবনেও আয়ারটন আগে আর-কখনও দ্যাখেনি। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও নেমেছিলো মুষলধারে—কেউ যেন আকাশ থেকে অবিশ্রাম পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছিলো। দেখতে-না-দেখতে জাহাজের খোলে পর্যন্ত গিয়ে জল ঢুকলো, এতটাই যে জাহাজটা কাৎ হ'য়ে প্রায় বুঝি ডুবেই যায়। এরই মধ্যে প্রায়-ডুবুডুবু জাহাজ নিয়েই যেন ধুঁকতে-ধুকতে এগুচ্ছিলো *ব্রিটানিয়া*, আর বাইশে জুন সেই দুর্যোগের মধ্যেই দূর থেকে আবছা দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল। যখন সবাই ভাবছে এবার বুঝি কোনোরকমে জাহাজটাকে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়ানো যাবে, তখন একটা চোরা ডুবোপাহাড়ে ঘা লেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো *ব্রিটানিয়া*। সেই-তখনই ঐ অতর্কিত ঝাকুনিতে আর ঢেউয়ের ঝাপটায় আয়ারটন ছিটকে পড়েছিলো জাহাজ থেকে। তারপর থেকে কাপ্তেন গ্রান্ট বা *ব্রিটানিয়ার* আর-কোনো খবরই পায়নি সে। ধ'রে নিয়েছিলো, সেখানেই অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলের কাছেই *ব্রিটানিয়া* ডুবে গিয়েছে—সেই দুর্যোগের মধ্যে আর-কেউই আত্মরক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এখন খাবারটেবিলের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে, কাপ্তেন

গ্র্যান্ট দুজন সঙ্গীসমেত বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর —কেননা তাঁদের পাকড়েছে বুনো আদিবাসীরা, জংলিরা—কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে যে কোনোরকমে একটা বোতলে নিজেদের দুরবস্থার কথা চিরকুটে লিখে কাপ্তেন গ্রান্ট বোতলটা জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আয়ারটন নিজেও তীরে ভেসে এসে জংলিদের হাতে ধরা পড়েছিলো। তারা তাকে পাকড়ে গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে আটকে রেখেছিলো—তার ওপরে নাকি তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে, সে-সব নির্যাতনের চিহ্ন এখনও আছে তার শরীরে। সেখানে দু-বছর বিস্তর দুর্ভোগ পোহাবার পর সে কোনোরকমে প্রাণ হাতে ক'রে পালায়—কেমন ক'রে সে প্রাণে বেঁচেছে, হাজারো বিপদ উপেক্ষা ক'রে এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছে সে-ও প্রায়-এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। মাত্র দু-মাস হ'লো, এখানে প্যাডি ও'মুরের খামারে কাজ পেয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—এখন অন্তত প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই খাটবে আর খেয়ে-প'রে বাঁচবে—খাটতে সে ডরায় না, কিন্তু এত-সব দুর্ভোগের পর এখন একটু নিশ্চিন্ত জীবন চাই তার।

এতক্ষণ সবাই প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই তার এই রগরগে আখ্যান শুনছিলো। কিন্তু তাকে দম ফেলবার কোনো ফুরসৎ না-দিয়েই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স হঠাৎ জিগেস ক'রে বসলেন '*ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে তুমি? *পেটি-অফিসার?*'

আয়ারটন ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।' ব'লেই বুঝতে পারলো যে এখনও তাঁদের সন্দেহ ঘোচেনি। তাই সে আরো জুড়ে দিলে : 'এত দুর্বিপাকের মধ্যেও আমি কিছু কিছু কাগজপত্র বাঁচাতে পেরেছি—আর সে-সব আমার সঙ্গেই আছে। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।'

শাবুদ এসে হাজির করলে সে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই : কাপ্তেন গ্রান্টের স্বাক্ষর-সংবলিত চিলতে একটুকরো কাগজ, তাতে এই মর্মে একটা বয়ান যে অমুক মিস্টার আয়ারটন... *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টারের পদে নিযুক্ত হয়েছে। কাগজটা সে তুলে দিলে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স-এরই হাতে, কেননা তাঁর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি খুব-একটা কড়ামেজাজের লোক, আর্মির কোনো কেউকেটা, শাবুদ ছাড়া কোনোকিছু এককথাতেই বিশ্বাস ক'রে ফেলার পাত্তর তিনি নন। কিন্তু যখন এই জিজ্ঞাসাবাদ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করার প্রক্রিয়াটা চলেছে, তখনই প্যাডি ও'মুর একটু মিনমিন ক'রে বলেছিলেন : 'আয়ারটনকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, মেজর। গত দু-মাস ধ'রে তো একে আমি দেখছি—খুব চটপটে কাজের লোক। জাহাজডুবির কথা সে আগেই আমাকে বলেছিলো—তবে অবশ্য এতটা খুঁটিনাটি সমেত বিশদ ক'রে বলেনি।'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সেটা চালান ক'রে

দিয়েছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে। গ্লেনারভনও সেটা আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর সকলের উদ্দেশেই বললেন : 'এখন তাহ'লে কী করা উচিত আমাদের ? আচ্ছা, আয়ারটন, তুমিই বলো—এ-অবস্থায় কী করা যায় ?'

আয়ারটন প্রথমটায় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে : 'আমাকে যে আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার নিজের একটা কথা মনে হচ্ছিলো। আমি যে-রকমভাবে তীরে সাঁৎরে উঠে এসে বুনোদের খপ্পরে প'ড়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হয় কাপ্তেন গ্রান্টরাও যদি ওরই কাছাকাছি কোথাও ডাঙায় উঠে থাকেন, তাহ'লে *নির্ঘাৎ* জংলিদেরই কবলে পড়েছেন। ওঁদের খোঁজ করতে হ'লে আমাদের গোড়ায় অকুস্থলে যেতে হবে—ঠিক যেখানটায় জাহাজডুবি হয়েছিলো, সেখানে। প্রথম খোঁজখবর সেখান থেকেই শুরু করা উচিত।'

এবার কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : 'কিন্তু সেটা তো এক্ষুনি করা যাবে না। জাহাজ মেরামত করতে হবে—তাতে খানিকটা সময় লাগবে। বিশেষত এখানে যেহেতু কোনো জাহাজসারাইয়ের উপযুক্ত বন্দর বা কারখানা নেই, আমাদের তাই একটু অসুবিধের মধ্যেই কাজ করতে হবে।'

এতক্ষণ জাক পাগ্নেয়ল যে কী ক'রে চুপচাপ ব'সে-ব'সে অন্যদের কথাবার্তা বিনাবাক্যব্যয়ে শুনছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। তাঁর নিশ্চয়ই কথা বলার জন্যে সারা মুখটাই চুলবুল করছিলো। এতক্ষণ তিনি কেবল উশখুশই করেছেন, কিন্তু লাগসই কোনো কথা ভেবে বার করতে পারেননি। এবার সুযোগ পেয়েই তিনি সরাসরি একটা সিদ্ধান্তই ঘোষণা ক'রে বসলেন—তাঁর একার নেয়া সিদ্ধান্ত : 'তাহ'লে আমরা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর বরাবর ডাঙার ওপর দিয়েই যাবো—তাতে এ-অঞ্চলটা সরেজমিন জরিপ ক'রে দেখাও হবে।'

'কিন্তু *ডানকান* ?' জাহাজের নামটার ওপর একটু জোর দিয়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

'কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স যদি সঙ্গে থাকেন, তাহ'লে আমরা সোজা ভিক্টরিয়া চ'লে যাবো—না, না, মেলবোর্নেই যাবো—*ডানকান* যেখানে ঠিকভাবে কারখানায় সারাই হবে, সেখানে। আর মেলবোর্নে তাঁদের না-পাওয়া গেলে, *ডানকান* আমাদের তুলে নিয়ে যাবে টুফোল্ডে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আমাদের সঙ্গে মহিলারাও থাকবেন।' পাগ্নেয়ল এ-কথাটা বললেন মেরি আর লেডি হেলেনার দিকে একটি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে।

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন নাকি, মঁসিয় পাগ্নেয়ল ?' লর্ড এডওয়ার্ড একটু বুঝি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই বললেন।

'*ঠাট্টা* ? উঁহু, মোটেই না। কতটাই বা যেতে হবে, ভাবুন তো ? মাত্র তো সাড়ে-তিনশো মাইল পথ। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর বরাবর কোথাও যে বুনোরা আছে, এমন কথা আমি কোনো বৃত্তান্তেই পড়িনি। তেমন-কোনো গভীর জঙ্গলই নেই তো জংলিদের

দেখা পাবেন কোথায় ? কোনো হিংস্র জন্তুজানোয়ারও নেই—যদিও এখানে এমন-অনেক জীবজন্তু আছে যা পৃথিবীর অন্য-কোথাও নেই। অনেকটা রাস্তায় রেললাইন আছে, *সুসভ্য শ্বেতাঙ্গরা* আছে (এখানে *সুসভ্য* কথাটায় বেশ জোরই দিলেন পাগ্নয়ল, সম্ভবত *বুনো বর্বরদের* সঙ্গে তাদের ব্যবধানটা কথাটায় চাপ দিয়েই তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন), গাড়িঘোড়া আছে, বাড়িঘর আছে, বসতি আছে, একটা শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকারি দফতরও আছে। একটা গাড়িতে ক'রেই, রোজ যদি বারো মাইল পথও চলি, তবে খুব-বেশি ধকল পোহাতে হবে না—একমাসের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো অস্ট্রেলিয়ার ও-মাথায়—আপনারা যেমন এডিনবরা থেকে লণ্ডন যান, এ অনেকটা তারই মতো হবে আর-কি !'

এমন-একটা ভঙ্গি ক'রে পাগ্নয়ল কথাটা বললেন যেন অস্ট্রেলিয়ায় এতটা পথ পাড়ি দেয়া মোটেই কোনো সমস্যাই নয়।

তাঁর জ্ঞানের বহরকে আস্থা জ্ঞাপন ক'রেই লর্ড এডওয়ার্ড এবার লেডি হেলেনাকে জিগেস করলেন—'কী ? যাবে নাকি ?'

লেডি হেলেনা মৃদুহেসে বললেন : 'এক্ষুনি। এতে তো একটা দেশও দেখা হ'য়ে যাবে। স্কটল্যাণ্ডে কতজন ফিরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গল্প শোনায় আমাদের ? যত স্কট এখানে আসে, তারা তো সবাই এখানে থেকেই যায়। আমরা বরং ফিরে গিয়ে সবাইকে মেলবোর্নের গল্প শোনাতে পারবো।'

এবার আয়ারটনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : 'আর, আয়ারটন ? *তুমি* ?'

আয়ারটন কিন্তু তক্ষুনি হ্যাঁ বা না কিছুই বললে না। কী খানিক ভাবলে একটু। তারপর জিগেস করলে : 'কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়ে উঠবেন *ডানকানে* ?'

'অস্ট্রেলিয়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা চুড়ে ফেলবার আগেই যদি কাপ্তেন গ্রান্টের পাত্তা পাওয়া যায়, তবে মেলবোর্নেই গিয়ে আমরা জাহাজে চাপবো। আর, তা *না-হ'লে*, একেবারে পূর্ব-উপকূলে।'

'আর কাপ্তেন ?'

'তিনি জাহাজ নিয়ে মেলবোর্নে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ঠিক আছে। প্যাডি ও'মুর যদি আমায় ছেড়ে দিতে রাজি থাকেন, তবে আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে পেলে তাঁকে গিয়ে বলবো—*আই, আই, কাপ্তেন*, বান্দা আবার কাজে যোগ দিতে এসেছে।'

তার এ-কথা শুনে সবাই এতক্ষণ গভীর-গম্ভীর আলোচনার পর একটু যেন স্বস্তির দেখা পেলেন। কথাটা আয়ারটন এমনভাবে বলেছে যে কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে যেন অচিরেই সকলের দেখা হ'য়ে যাবে।

আয়ারটনকে ছেড়ে দেবার কথায় প্যাডি ও'মুর তক্ষুনি রাজি হ'য়ে গেলেন। আয়ারটন চৌকশ, চটপটে, কাজের লোক বটে, তবে এঁদের দরকার আরো-বেশি, আরো-

জাহাজ থেকে ছুতোর নিয়ে এলো তার সব সাজসরঞ্জাম—লর্ড এডওয়ার্ড তক্ষুনি তাকে গাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। এ-সব ব্যাপারে অকারণে ধানাইপানাই ক'রে সময় নষ্ট করা তাঁর ধাতে নেই—সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে তক্ষুনি সে-কাজটায় লেগে না-পড়লে তিনি যেন স্বস্তি পান না। সমস্ত কাজটা তদারক করার দায়িত্ব নিলে আয়ারটন—সেও তক্ষুনি কাজে লেগে পড়তে চায়। ছ-জোড়া বলদে-টানা কুড়ি ফিট লম্বা চারচাকার গাড়ি হবে—তাতে যাবেন মহিলারা। পুরুষরা সবাই ঘোড়ার পিঠে। গাড়ির মধ্যেই রসুই পাকাবার ব্যবস্থা থাকবে, রসদ থাকবে।

কাজকর্মের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সারা হ'তেই আয়ারটনকে *ডানকানে* নিয়ে এলেন লর্ড এডওয়ার্ড। *ডানকান* মূলত প্রমোদতরী—বিলাসব্যবস্থার কোনো ঘাটতি নেই তাতে— কিন্তু বিলাসের এতসব উপকরণের দিকে আয়ারটনের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে সরাসরি এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো এনজিনঘর, জাহাজের গড়ন, খোল, মাস্তুল, বয়লার। ঘণ্টায় সতেরো নট যেতে পারে *ডানকান*—এ-কথা শুনে এতটাই অবাক হ'লো যে তার চোখদুটো যেন চকচক ক'রে উঠলো। তাহ'লে তো সবচেয়ে-তেজি সবচেয়ে-ক্ষিপ্র যুদ্ধজাহাজও পাল্লা দিতে পারবে না এই জাহাজের সঙ্গে।

'তা তো পারবেই না,' একটু গর্বের সুরেই বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, '*ডানকানকে* তৈরিই করা হয়েছে দৌড়ের বাজিতে জেতবার জন্যে।'

'ওজন কত জাহাজের ?'

'দুশো দশ টন।'

ঘুরে-ঘুরে সারা জাহাজটাকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নিলে আয়ারটন। তার কৌতূহলের যেন শেষ নেই কোনো। দেখে নিলে কোথায় কী হাতিয়ার, কোথায় কী অস্ত্রশস্ত্র আছে। একেবারে-ঝকঝকে একটি অত্যাধুনিক কলকব্জায় তৈরি জাহাজ, এনজিনের শক্তি কত শুনে সে গোড়ায় যেন কথা বলবার শক্তিই হারিয়ে ফেললো। আজকাল যে এ-রকম শক্তিশালী সব জাহাজ তৈরি হচ্ছে এটা জেনে সে বললে, 'আমরা যখন *ব্রিটানিয়াকে* ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হচ্ছি, তখন ইওরোপ কিনা এমন-সব জাহাজ বানাচ্ছে যা সবচেয়ে দুরন্ত ঝড়কেও আর ভয় পায় না। ঈশ, যদি এ-রকম একটা জাহাজ থাকতো আমাদের, তাহ'লে অমনভাবে ঝড়ে-খেপে-যাওয়া সমুদ্রে আমাদের জাহাজডুবিও হ'তো না—অমন দুর্ভোগও পোহাতে হ'তো না।'

'তখন না-হোক, এখন তো এ-জাহাজে তুমি কাজ করতে পারো,' তার অমন খুশি

দেখে বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, 'হয়তো একদিন তুমিও এ-রকম কোনো জাহাজের কাপ্তেন হ'য়ে বসতে পারো।'

'*যদি হ'তে পারি,*' এমন ভাবে আয়ারটন কথাটা বললে তাতে মনে হ'লো, এ-রকম কোনো জাহাজ হাতে পেলে সে বুঝি স্বর্গসুখও প্রত্যাখ্যান করতে রাজি আছে।

আয়ারটনকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। আয়ারটন জাহাজ থেকে নেমে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড মন্তব্য করলেন, 'লোকটা সত্যি খুবই সপ্রতিভ আর বুদ্ধিমান—কাপ্তেন গ্রান্ট সম্ভবত লোক চিনতে পারতেন—'

'তা জানতেন কিনা, কে জানে,' বললেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, 'তবে লোকটা বোধহয় অতিরিক্ত-বুদ্ধিমান। এত-বুদ্ধি সইলে হয় !' তাঁর বিচ্ছিরিভাবে মুখবেঁকানো দেখে বোঝা গেলো আয়ারটনকে তাঁর আদপেই পছন্দ হয়নি। খাবারটেবিলেও তিনিই আয়ারটনকে সবচেয়ে-বেশি কূট প্রশ্ন করছিলেন।

গাড়িটা তৈরি হ'য়ে যেতেই, আর যেন তর সইলো না কারু। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৪ সালের সকালবেলায় শুরু হ'লো দক্ষিণ গোলার্ধের এই অন্যমহাদেশটায় তাঁদের অভিযান। বলদে-টানা গাড়িটায় রইলেন মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা, আর গাড়োয়ান হ'লো আয়ারটনই—এদিককার পথঘাট অন্যদের তুলনায় তারই বেশি চেনা। পেছনে চললো সশস্ত্র সাতজন অশ্বারোহী—লর্ড গ্লেনারভন, মেজর ম্যাকন্যাবস, জাক পাঞ্জয়ল, রবার্ট গ্রান্ট, কাপ্তেন *ম্যাঙ্গল্‌স*—আর *ডানকানেরই* দুজন বাছাই-করা নাবিক।

আয়ারটন শুধু একবার বলেছিলো এখানকার পথঘাটে নিরাপত্তার জন্যেই সঙ্গে আরো লোক থাকা দরকার। আরো-কয়েকজন নাবিক সঙ্গে থাকলে তার মতে আরো-নাকি বেশি-নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো। কিন্তু লর্ড এডওয়ার্ড আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, মেলবোর্নে গিয়ে জাহাজ মেরামতের কাজটা তাড়াতাড়ি সারবার জন্যে বেশি নাবিক থাকা দরকার জাহাজটাতেই। তাছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গেই যেহেতু যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাতে এই সাত অশ্বারোহীই পথে কোনো গণ্ডগোল হ'লে সব সামলাতে পারবে।

আগেই আলোচনা ক'রে স্থির হ'য়েছিলো এই দলটা যখন ডাঙায় কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ নিতে-নিতে মেলবোর্নের দিকে যাবে, তখন টম অস্টিনই জাহাজ নিয়ে যাবে মেলবোর্নের জাহাজসারাইয়ের ঘাঁটিতে। টম অস্টিন কাজের লোক, দায়িত্ব সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন, আর ভালো নাবিক হবার যেটা সবচেয়ে বড়োগুণ সেটাও তার আছে —গভীর সংকটের সময়ও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে।

তিন

ছুঁড়ে মারলেও যা হাতে ফিরে আসে, ফের

অস্ট্রেলিয়া একটি বিশাল মহাদেশ, কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই জনমানবহীন, কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও-বা দুরারোহ পর্বত, এই যদি উপত্যকার মস্ত অংশ জুড়ে থাকে ঝোপঝাড় গাছপালা—পরক্ষণেই বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তৃষ্ণায় জিভ চাটে রুক্ষ, ঊষর, ধূ-ধু ধুলোর মরুভূমি। লোকালয় যা আছে, সবই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে গ'ড়ে-ওঠা উপনিবেশে; সমুদ্রতীর থেকে যত-দূরে কেউ যাবে, যত দেশটার ভেতরে ঢুকবে, ততই দেখতে পাবে আস্তে-আস্তে বিরল হ'য়ে আসছে বসতি, ক্রমে চোখে পড়বে যে কোথাও কোনো মানুষজন নেই—এমনকী দেশটার আদি বাসিন্দারা অব্দি খুব-একটা অভ্যন্তরে যায় না। আর এই ভিতরদেশকেই বলে *আউটব্যাক*।

এখানে আকাশটা অব্দি অন্যরকম, ভিন্নরকম। যে-তারা ইওরোপের লোক দ্যাখে আকাশের পুবে, এখানে সেটা ওঠে পশ্চিমে—যেটা দেখা যায় ইওরোপের গ্রীষ্মেবসন্তে, সেটা এখানেও দেখা যায় গ্রীষ্মেবসন্তে—কিন্তু এখানে যে ঋতুগুলোই উলটে গিয়েছে। তাঁরা রওনা হয়েছেন ডিসেম্বরের শেষে, আর দু-দিন পরেই বড়োদিন, অথচ এখানে তাপমানযন্ত্র দেখায় গরম এমনকী ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, যেখানে-যেখানে পথে গাছপালা পড়ে তার পাতাটুকু অব্দি নড়ছে না, হলকায় যেন ঝিম ধ'রে আছে সব, প্রায় যেন থমথমে, নিশ্চল। আর এই ধরনের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত এই অভিযাত্রীরা গরমে যেন ধুঁকতে শুরু ক'রে দিয়েছেন, যেটা হ'লো হাঁসফাঁস করারও পরের অবস্থা।

দেশটা গ'ড়ে উঠেছে—আদিবাসিন্দাদের যথাসম্ভব পরিকল্পনামাফিক খতম ক'রে দেবার পর অথবা *আউটব্যাকে* রে-রে ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর—*ফরচুনহা'টার্সদের* দ্বারা, যে-সব ডাকাবুকো গাটাগোট্টা লোকেরা নিজেদের নাম বলে *ভাগ্যান্বেষী*, কেউ হ'য়ে যায় *বুশম্যান*, ঝোপ-ঝপ্পড়ের দস্যু, অতর্কিত চড়াও হয় জনপদে, আর ছিনিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু—এইসব বাপেতাড়ানো মায়েখেদানো দুর্দান্ত গুণ্ডার দল। এরা নিজেদের দেশে হয়তো খেতে পেতো না, জমিদারের অত্যাচারে জেরবার হ'য়ে যেতো, সংগঠিত প্রতিবাদ করবারও সাহস হ'তো না কখনও, কাজেই দু-একটা হাতিয়ার আর নিজের প্রাণটা সম্বল ক'রে এরা এই দূর-দেশে, অন্য-একটা গোলার্ধেই, আরেকটা *হেমিস্ফিয়ারেই*, পাড়ি জমিয়েছে। অন্য-যারা আছে তারা অধিকাংশই কয়েদি—কেননা ইংরেজ সরকার এই উপনিবেশটা গ'ড়ে তুলেছে *পিনাল কলোনি* হিশেবে—ইংলণ্ডের মতো ছোট্ট দ্বীপ

থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে—নির্বাসনই, কেননা আস্ত-একটা মহাদেশকে তো আর দ্বীপান্তর বলা যায় না—যতরাজ্যের দুষ্কৃতকারীদের ; সেইসঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যারা সরকারের চক্ষুশূল, তারাও বাদ যায়নি—আর অনেকে পালিয়ে এসেছে স্বেচ্ছায়, যখন শুনেছে সরকারের চরদের নেকনজর পড়েছে তাদের ওপর। আর এইসব কয়েদিদের দিয়ে *বিনামজুরিতে* খাটিয়ে নেবার কাণ্ডটা করাবার জন্যে আছে নির্মম নিষ্ঠুর যত ওয়ার্ডেন আর ওয়ার্ডারের দল—ইওরোপ থেকে প্রায়-একটা আস্ত কঠোরনির্মম শাসনব্যবস্থাই পরিকল্পনামাফিক তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা, যাদের রাজত্ব এখন এতই বিশাল, আর এতই ছড়ানো যে সে-রাজত্বে নাকি ককখনো সূর্যও ডোবে না, মনুষ্যত্ব যদি সাগরজলে সমাধি পায় তো সে অন্যকথা। শুধু-যে অচেনা প্রকৃতিই এখানে বিরূপ তা-ই নয়, মানুষজনগুলোও বুঝি তারই সঙ্গে মানিয়ে হ'য়ে উঠেছে রুক্ষ, কর্কশ, আর সারাক্ষণ তারা নিজেরাই খাটে অথবা তাদের দিয়ে উদয়াস্ত খাটিয়ে নেয়া হয় ব'লে, পিঠ বাঁকিয়ে সারাক্ষণ নুয়ে ঝুঁকে কাজ করতে হয় ব'লে তীব্রতীক্ষ্ণ রোদ্দুরে যাদের ঘাড় চিংড়িমাছের মতো টকটকে-লাল হ'য়ে গেছে, আর সেইজন্যেই যাদের নাম হয়েছে *রেডনেক*, আর *রেডনেক* বললেই বুঝতে হবে যে ঘরে ব'সে পুথিপত্তর প'ড়ে দর্শন আলোচনা করার কপাল ক'রে তারা জন্মায়নি। শাসনযন্ত্র, *স্বাভাবিকভাবেই*, এর সঙ্গে মানানসই। রাজপুরুষরা আছে, আর আছে সেপাইশান্ত্রী, উর্দি, সমরবাহিনী, কাড়ানাকাড়া, বিউগল, আর তারই সঙ্গে জড়ানো যাবতীয় আনুষঙ্গিক লেজুড়। পৃথিবীটাকে এখানে উলটে দিয়ে যেন অন্য-গোলার্ধের যাবতীয় বিষয়বস্তুও এখানে এনে পুঁতে দেয়া হয়েছে। তবে প্রকৃতি তো শূন্যতার স্বভাববিরোধী—সে এই মানুষগুলোকে দিয়েই গান গাওয়ায়, ব্যালাড বা গাথা, অভিযাত্রীদের কাহিনী, বীরদের কাহিনী, দস্যুদের কাহিনী, সেই-যে এক দস্যু ছিলো যার নাকি পায়ের আঙুল ছিলো সাতটা—না, তার গোড়ালি অবশ্য ওলটানো ছিলো না।

তাই এই অভিযাত্রীরা বেরুবার আগে আয়ারটন ভয়ে-ভয়েই বলেছিলো, সঙ্গে আরো-কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক নিয়ে গেলে হ'তো না—আত্মরক্ষার সুবিধে হ'তো যদি অতর্কিতে কোনো ঝোপঝপ্পড় থেকে বিপদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো লর্ড গ্লেনারভনের এই বহরটার ওপর। কেননা লোকালয়গুলো এতই দূরে-দূরে যে হঠাৎ আক্রান্ত হ'লে সাহায্য আসার সম্ভাবনা তো সুদূরপরাহত। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনের হিশেবটা ছিলো অন্যরকম। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলটা তেমন জনমানবহীন নয়—সমুদ্র দূরে নেই ব'লেই এখানে একটু পরে-পরেই উপনিবেশের লোকেরা বসতি বসিয়েছে।

অতর্কিতে কোনো হামলা হ'লে তাকে সামলাবার জন্যে সবাইকেই সবসময় সজাগ থাকতে হবে, অলিখিত নির্দেশটা দেয়া ছিলো এ-রকমই। কিন্তু যে-হামলাটা শুধু আচম্বিত নয়—হয়তো অপ্রত্যাশিতও ছিলো—শুধু হামলাব বহর আর বাহারটাই নিশ্চয়ই জানা

ছিলো না—সেই হামলাটা যখন এলো তখন তাকে ঠেকাবার ক্ষমতা দেখা গেলো কারুই প্রায় নেই। হামলাটা এলো খুদে-খুদে সব পোকামাকড়ের কাছ থেকে, মশার কাছ থেকে, কামড়ে ফুলিয়ে ঢোল ক'রে দেয় এমন-জাতের মাছির কাছ থেকে। বীলজেবাবকে যে *পবিত্র ধর্মগ্রন্থে* অর্থাৎ *বাইবেল*-এ পতঙ্গদেব বলেছে, *লর্ড অভ দ্য ফ্লাইস্* বলেছে, তা কি এইজন্যেই? কেননা সেই সকাল থেকে একটানা চ'লে যখন *আউটব্যাকের* মধ্যে অর্থাৎ গাছপালাবিহীন বিশাল একটা প্রান্তরে এসে পৌঁছুলো বহর, তখনই প্রথম দেখা হ'লো পতঙ্গদেবের এইসব অনুচরদের সঙ্গে, এবং প্রথম সাক্ষাতেই তাদের বিকট মাখামাখিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেলো, যেন সর্বাঙ্গে কতগুলো কাঁকড়াবিছে কামড়েছে।

তাদের এই নাছোড় আদরে সবাই যখন কাৎরাচ্ছে তখন আয়ারটনের পরামর্শে গায়ে অ্যামোনিয়া ঘ'সে কোনোরকমে জ্বলুনি একটু কমলো। একে অসহ্য গরম, তারপর এই মশামাছির উৎপাত : সোনার ওপর যেন সোহাগা। ঠা-ঠা রোদ্দুরে একটুও ছায়া নেই কোথাও। গাছপালা থাকলে তো ছায়া থাকবে। সন্ধের দিকে অবশ্য তাপমানযন্ত্র একটু দয়া করলো, আর এবার ছোটোখাটো ঝোপঝাড়ও দেখা দিতে লাগলো—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার সেই বিখ্যাত *বুশ*—যার আড়ালে নাকি লুকিয়ে থাকে ডাকাতরা, এখানকার লোকে যার নাম দিয়েছে *বুশ-রেনজার*, ঝোপঝপ্পড়বাজ।

শুধু কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ পাবার তাড়াতেই যেন এই জনমানবহীন প্রান্তর পেরিয়ে এলো বহর, দু-দিন প্রায়-একটানা চ'লে পেরুলো ষাট মাইল। এই খাঁ-খাঁ প্রান্তরে, ধু-ধু মাঠে কোথায় কার কাছে জিগেস ক'রেই বা জানা যাবে কাপ্তেন গ্রান্টের হদিশ কেউ জানে কি না। যতক্ষণ-না কোনো লোকালয় আসে, ততক্ষণ এভাবেই হুড়মুড় ক'রে চলতে হবে তাঁদের। সবাই ভেবেছিলো মেরি আর রবার্ট বুঝি পথের এই ধকলে একেবারে কাহিল হ'য়ে পড়বে। কিন্তু একবার যখন আয়ারটন তাদের জানিয়েছে এই অস্ট্রেলিয়ার কাছে এসেই ডুবেছে *ব্রিটানিয়া* আর কাপ্তেন গ্রান্ট যদি সলিলসমাধি থেকে বেঁচে থাকেন, তবে এই অস্ট্রেলিয়াতেই নিশ্চয়ই কোথাও আছেন, তারপর থেকেই যেন স্নায়ুর উত্তেজনা তাদের টানটান ক'রে রেখেছে, পথের কোনো কষ্টই তারা গায়ে মাখছে না।

যদি-বা এখনও কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো সন্ধান না-পেয়ে তারা মুষড়ে প'ড়ে থাকে, তবে অন্যদের মতো তাদেরও আমোদ (না কি প্রমোদ) জোগাবার জন্যে তো আছেনই জাক পাগ্নেল, আরামকেদারার ভূগোলতাত্ত্বিক, পুঁথির পাতায় যা-যা পড়েছেন, তাতেই যেন অস্ট্রেলিয়া তাঁর একেবারে নখদর্পণে এসে গিয়েছে। এই মহাদেশ সম্বন্ধে যা-সব তাজ্জব কাহিনী তিনি শোনালেন, তার কতটাই যে সত্যি আর কতটাই যে মনগড়া, তা-ই বা বিচার করবে কে?

সে-রাতে যখন *ক্রাউন ইন* নামে একটা সরাইখানায় বড়োদিনের ভোজের আসর

জমেছিলো, সেদিনই গোটা ভোজসভাটাই মাত ক'রে দিয়েছিলেন পাএ্রয়ল, এই মহাদেশ সম্বন্ধে বিচিত্র-সব *তথ্য* শুনিয়ে। এখানকার নাকি সবকিছুই অদ্ভুত—একবার তো তিনি স্বীকারই ক'রে ফেললেন যে এখানকার জল-মাটি-আকাশ এতই বিস্ময়কর যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা নাকি এখনও এই মহাদেশের ভূসংস্থানের রহস্যটাই ভেদ করতে পারেননি। যেন একটা চ্যাপটা বাটির মতো এই মহাদেশটা, কিনারটা উঁচু, মাঝখানটা নিচু হ'য়ে এসেছে। মাটি খুঁড়লে এখনও নাকি পাওয়া যায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল, জীবাশ্ম—হয়তো বহুকাল আগে কোনো প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই সাগরতল থেকে উঠে এসেছিলো এই দেশ, আর মাটির তলায় এখনও এমন-সব অদ্ভুত চিহ্ন র'য়ে গেছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আস্ত এই মহাদেশটাই একদিন—সে-যে কতকাল আগে কেউ জানে না—ছিলো সমুদ্রের তলায়। এখন এর নদীগুলো অব্দি শুকিয়ে যাচ্ছে, কত জায়গায় যে মরা নদীর সোঁতা দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমশই বিকট হা ক'রে এগুচ্ছে এর মরুভূমিগুলো, আর জলমাটিআকাশবাতাস থেকে শুষে নিচ্ছে সব আর্দ্রতা অথচ এখানে এমন-অনেক গাছ আছে যারা প্রতিবছর তাদের পাতা ঝরায় না, শুধু গাছের বাকলগুলো খ'সে পড়ে—যেন সাপের মতো তারা খোলশ পালটাচ্ছে। অন্যসব দেশে পাতাগুলো সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখানে যেন রোদ্দুর এড়াবার জন্যে তারা একটু পাশ ফিরে থাকে—ফলে যেখানে গাছপালা আছে সেখানেও তারা ছায়া দেয় না এখানকার ঝোপঝাড়গুলো বেঁটে-বেঁটে, শুধু ঘাসগুলো মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, এমনই রাক্ষুসে তাদের বাড়।

আর তারপর যখন জীবজন্তুর কথা পাড়লেন জাক পাএ্রয়ল, তখন বড়োদিনের ভোজসভা হ'য়ে উঠলো যেন জীববিদ্যারই ক্লাস। তাঁর ধারণা, অস্ট্রেলিয়ায় যেন চিরকাল ধ'রে একটা *গো অ্যাজ ইউ লাইক* অর্থাৎ ভোল পালটে সকলের সামনে অন্যবেশে আবির্ভূত হবার একটা প্রতিযোগিতা চলেছে।

রবার্ট মাঝখানে ফোড়ন কেটেছিলো : 'তার মানে এখানকার জীবজন্তুরা কি সবসময়েই অন্য জীবজন্তুর চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? তাহ'লে তো তারা অন্য জীবজন্তুই —যতক্ষণ-না আমরা তাদের *সত্যিকার চেহারা কী*, সেটা জানতে পারছি—'

'না, তা বলছি না। তবে আমরা যে-সব জীবজন্তু দেখে অভ্যস্ত, সে-রকম জীবজন্তুর চাইতে অন্যরকম জীবজন্তুরাই বেশি এখানে।'

'তাহ'লে তাদের অন্য নাম দিন পণ্ডিতরা—কেন তারা বলবেন যে অমুক জীব তমুক জীবের ভোলটা নিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সেজেছে।'

এবার মেজর ম্যাকন্যাবস একটা সুচিন্তিত টিপ্পনী কাটলেন। 'লোকে যেখানেই যায়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি। অর্থাৎ অচেনা জায়গায় তারা সঙ্গে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যায় নিজেদের অ্যাদ্দিনকার চেনা চৌহদ্দিটাই

তুমি যেখানেই যাও, নিজেকে এড়িয়ে তুমি যাবে কোথায়?'

জাক পাঞ্চয়ল এবার তাতে সায় দিয়েছেন। 'হ্যাঁ, এ-কথাটা ঠিক। কোনো চতুষ্পদ জন্তু যদি মুখটা শান দেয়া ছুরির ফলার মতো ছুঁচলো ক'রে পাখির মতো চঞ্চু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—'

'তাহ'লে সারস আর শেয়ালের নেমন্তন্ন খাবার যে-গল্প ঈশপ এককালে ফেঁদেছিলেন, সে-গল্প এখানে মোটেই খাপ খাবে না।'

'বিখ্যাত পর্যটকরা কত সময়েই কত-কিছু যে নিজের চোখে দেখেছেন ব'লে দাবি করেছেন, তার আর-কোনো ইয়ত্তা নেই। কেউ দাবি করেছেন তিনি দেখেছেন এমন বিরাট সরীসৃপ যে নাকি অনবরত মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বার ক'রে দিচ্ছে। একজন হলফ ক'রে বলেছেন তিনি নাকি এমন শুওর দেখেছেন যাদের নাভিকুণ্ডলি ছিলো তাদের পিঠে—পেটে নয়। একজন তো এমনও বলেছেন তিনি এমন-সব বেঁটেখাটো জীব দেখেছেন যাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের, পাগুলো হরিণের, আর তারা নাকি ঘোড়ার মতোই চিঁহি-চিঁহি ডাকে। কেউ যদি দিব্বি গেলে বলেন তিনি দেখেছেন গ্রিফিন, কিংবা ফিনিক্স পাখি, যদি বলেন জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড থেকেই তিনি একটা পাখিকে উঠে আসতে দেখেছেন, যে তার ডানা ছড়িয়ে আকাশে উড়ে চ'লে গেলো, তবে হয় আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করবো, আর নয়তো বলবো গাঁজাখুরি, উদ্ভট, কিম্ভূত—' লর্ড এডওয়ার্ড হয়তো আরো-সব তাজ্জব নমুনা হাজির করতেন নামজাদা-সব পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে, কিন্তু জাক পাঞ্চয়ল তাঁকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো আসরের মধ্যে তিনি হাজির থাকতে আর-কেউ যে মধ্যমণির মুখ্য ভূমিকাটা কুক্ষিগত করবে, এটা যেন আদপেই তাঁর মনঃপূত নয়।

'প্রকৃতি অন্তত কখনও উদ্ভট-কিছু বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে না। সে জীবজন্তু তৈরি করে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়েই। ফলে সে যদি এমন জীব তৈরি করে যে তার ছানাগুলোর বাসা নিজের শরীরের সঙ্গেই ব'য়ে নিয়ে যাবে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে মায়ের দেহের সঙ্গে এঁটে না-থাকলে পরিবেশ ঐ ছানাগুলোকে বাঁচতেই দেবে না। ক্যাঙারু যদি তার ছানা *রু-দের* পেটের মধ্যে থলে বানিয়ে তাতে পুরে রাখে, আর ছানাগুলো যদি ঐ পেটের থলে থেকে মাঝে-মাঝে চোখ ছানাবড়া ক'রে চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, তবে প্রথম দেখে অপ্রস্তুত-কেউ ব্যাপারটা না-জেনেই ভেবে বসতে পারে যে সে এমন-কোনো জীব দেখেছে যার দু-জোড়া চোখ আছে—একজোড়া কপালে, একজোড়া পেটে। কিংবা কেউ যদি দ্যাখে মরালের মতো কোনো পাখি জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অথচ যে-কিনা কুচকুচে কালো তবে সে হয়তো ভাববে কবিরা এতকাল যে কালো মরালের কথা ব'লে এসেছিলো, সে বুঝি তা-ই দেখেছে। স্থানীয় লোকে যে তার অন্য কোনো নাম দিতে পারে এটা তার মাথাতেই আসবে না।'

'সুতরাং?' রবার্ট মোক্ষম প্রশ্নটা ক'রে বসেছে তখন।

'সুতরাং, এটা ধ'রে নিতেই হবে যে, গোড়ায় লোকে চেনা জীবজন্তুর সঙ্গেই তার আদল খুঁজে বার ক'রে চেনা নামেই ডেকেছে তাদের. বলেছে এটা রাজহাঁস বটে, তবে ধবধবে-শাদা নয়, বরং কালো মরালই এটা। অন্তত এটা তো মানতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া অন্যরকম—তার জীবজন্তুও অন্যরকম হবে। এই-তো, আজ বড়োদিন, কিন্তু কোথায় সেই *হোয়াইট ক্রিসমাস*—ঠাণ্ডা কোথায়, বরফ কোথায়, সান্তাক্লসের শ্লেজগাড়ি কোথায়। আমরা তো এখন লু-বওয়া তপ্ত হাওয়ায় ধুঁকছি! এমন সৃষ্টিছাড়া বড়োদিনে কেউ কি *ক্যারল* গাইবে এখন যে *হোয়াইট নাইট সাইলেন্ট নাইট* যখন রাতচরা পাখিগুলো কেউ ঠকঠক, কেউ সাঁই-সাঁই, কেউ কর্কশ ধাতব স্বরে ডেকে উঠছে—রাত মোটেই চুপচাপও নয়, শাদাও নয়।'

এমন অকাট্য প্রমাণের পর অবশ্য সবাই একবাক্যে তখন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ার সবকিছুই সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া, উদ্ভট।

ক্রাউন ইন-এ বড়োদিন কাটাবার পর থেকে সমানে এগিয়ে চলেছে বহর—কখনও বিশাল তরুলতাউদ্ভিদবিহীন প্রান্তর, কখনও-বা সেই বেঁটে ঝোপঝাড়, অথবা উঁচু-উঁচু ঘাসবন। আর এ-রকমই একটা ঘাসবনের কাছে এসে একদিন দেখা গেছে মস্ত আরেকটা বহর চলেছে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে—ঘাস খেতে-খেতে। মানুষের সঙ্গে কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অজস্র গোরুমোষ, কয়েক হাজার ভেড়া, এমনকী সওয়ারবিহীন বেশকিছু ঘোড়াসমেত। এই বিরাট শোভাযাত্রা পাশ দিয়ে চ'লে যেতে অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। আয়ারটন জানিয়েছে এদের নাকি শস্তায় কেনা হয়েছে নীলগিরিতে—অর্থাৎ ব্লুমাউন্টেনে—হাড়জিরজিরে রোগাপটকা সব জীব, উপযুক্ত খাদ্য নাকি সেদিকটায় নেই, এবারকার খরায় সেদিকে সব জ্ব'লে-পুড়ে গিয়েছে। এখন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে এদের খাইয়ে-দাইয়ে নধর করা হচ্ছে, তারপর মাঠে চরিয়ে তাকৎ ফিরিয়ে এনে বিক্রি করবে চড়া দামে—যাদের খেতখামার আছে তারা এ-সব বেশিদাম দিয়েই কিনে নেবে।

তারপর সামনে পড়লো—এই-প্রথম—এমন-একটা সোঁতা, যাতে সত্যি-সত্যি কুল কুল ক'রে জল ব'য়ে যাচ্ছে—মরানদী নয়, জলজ্যান্ত নদী-একটা। তার নাম উইমেরা নদী।

অ্যাদ্দিন পথে পড়েছে মরানদীর খাত, কিংবা সরু সুতোর মতো এইটুকু জলের ধারা। ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে পেরিয়ে যেতে কোনো মুশকিলই হয়নি, বলদে-টানা গাড়িটা অনায়াসেই পেরিয়ে গেছে সেইসব স্রোতোধারা। এবার কিন্তু বলদে-টানা গাড়িটা নদী পার করতে গিয়ে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো, শুধু আয়ারটনের বুদ্ধিমত্তা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেই কোনো অপঘাত দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলো বহর। জায়গাটা নাকি

সে যখন টহল দিয়ে বেড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়, এ-মোড় থেকে ও-মোড়, তখনই চিনে নিয়েছে। ফলে সে জানে উইমেরা নদীর কোনখানে জলের ঢল বেশি, কোথায় সেখানে শুধু হাঁটুজল থাকে।

মেজর ম্যাকন্যাবস অবিশ্যি মাথা নেড়েছেন দু-একবার। আয়ারটন যদি *ব্রিটানিয়া* জাহাজ থেকে ছিটকে প'ড়ে থাকে জলে, আর তারপর কাজের ধান্দায় জীবিকার খোঁজে পুরো অঞ্চলটা চ'ষে ফেলেও থাকে *একবার*, তবু এখানকার সবকিছু সে তার নিজের হাতের চেটোর মতো এমনই ভালোভাবে চেনে যে মনেই হয় না মাত্র একবারই সে এ-সব অঞ্চলে এসেছিলো।

নদী পেরুবার পর অন্যপারে এসেই আয়ারটন একটু ছুটি চাইলে। এই নদী পেরুতে গিয়ে বলদগুলো বেকায়দায় টান দিয়েছিলো ব'লে গাড়িটা কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে, নড়বোড় করছে, আরেকটু ধকল গেলেই জোড়গুলো হয়তো খুলে আসবে। তাছাড়া কারু-কারু ঘোড়ার নালও খুলে গিয়েছে, সেগুলো লাগাতে হবে। 'এখান থেকে মাইল-বিশেক দূরে *ব্ল্যাকপয়েন্ট* নামে একটা রেলস্টেশন আছে,' আয়ারটন জানিয়েছে, 'সেখানে ছোটোখাটো একটা লোকালয় গ'ড়ে উঠেছে। আর সেখানে মিস্ত্রি আছে, ছুতোর, কামার, তাঁতি থেকে হাতুড়ে ডাক্তার অব্দি। গাড়িটা মেরামত করতে হবে, ঘোড়ার নালও লাগাতে হবে—আমি শুধু যাবো, আর মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে আসবো। সব ঠিকঠাক হ'লে মাত্র চোদ্দ-পনেরো ঘণ্টা লাগবে আমার।'

'ঠিক আছে, আয়ারটন।' লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, 'তুমি ফিরে না-আসা অব্দি আমরা সবাই তাঁবু খাটিয়েই ব'সে থাকবো। তাছাড়া এ-কদিনের রাস্তার ধকলে সবাই বেশ ক্লান্তও হ'য়ে পড়েছে, এই উপলক্ষে একটু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে ফের বেশ টাটকা হ'য়ে নেয়া যাবে। তাছাড়া সন্ধেও হ'য়ে এসেছে—এমনিতেই আমাদের এখন না-হোক একটু পরেই তাবু খাটাতে হ'তো।'

আয়ারটন যখন বলছিলো যে তাকে ব্ল্যাকপয়েন্ট স্টেশনে গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে আনতে হবে, তখন মেজর ম্যাকন্যাবস পাশে দাঁড়িয়েই সব কথাবার্তা শুনছিলেন। এভাবে তার একা-একা, সঙ্গীসাথী বিনাই, তাঁবু ছেড়ে চ'লে যাবার প্রস্তাবটা ম্যাকন্যাবসের মোটেই মনে ধরেনি। কী-একটা বলতে গিয়েও কথাগুলো তিনি যেন গিলে ফেললেন। মিথ্যেমিথ্যি তাঁর সন্দেহের কথাটা উঠিয়ে লাভ কী? তাছাড়া, সত্যি-তো, এ-সন্দেহের পেছনে সত্যিকার-কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ তো তাঁর নেই, শুধু-একটা অনুভূতি, মনের ভেতরে কোথায় যেন অস্পষ্ট-একটা কোণে খচখচ ক'রে কী-একটা কাঁটা বিঁধছে—আর এ-ধরনের অনুভূতিকে পাত্তা দেয়াটা তাঁর ধাতে নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিছক অনুভূতির ওপর নির্ভর ক'রে কোনো রণকৌশল তৈরি করে না, সবসময়েই সেখানে চাই হাতেনাতে কোনো প্রমাণ।

উদ্বেগটা মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের যে একারই ছিলো তা নয়, স্বয়ং লর্ড এডওয়ার্ডও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু তাঁর অস্বস্তির প্রকৃতিটা ছিলো সম্পূর্ণই অন্যরকম। আয়ারটন যদি কোনো মিস্ত্রি না-পায়, তাহ'লে ভাঙা গাড়ি সারিয়ে নিতে বেশ-কিছুদিন সময় নষ্ট হবে। অথচ তিনি চাচ্ছিলেন পারলে এক্ষুনি তাঁর অভিযানটায় বেরিয়ে পড়তে।

দিন ফুটতে-না-ফুটতেই কিন্তু অস্বস্তিটা কেটে গেলো। মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এলো আয়ারটন, ধূলিধূসর ও ক্লান্ত—সারারাত সে একটুও বিশ্রাম করেনি, সোজা গেছে সে ব্ল্যাকপয়েন্টে, তারপর খোঁজখবর ক'রেই মিস্ত্রিকে নিয়ে ফের ফিরতিরাস্তা ধরেছে।

তবে যে-মিস্ত্রিকে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে, তাকে দেখতে ঠিক যেন কোনো ডাকাতের মতো। প্রকাণ্ড, দড়িপাকানো চেহারা, সারা শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই—শুধু পেশী যেন নেচে বেড়াচ্ছে। লোকটা কথা কম বলে, পারলে হয়তো মুখে কুলুপ এঁটেই থাকতো সারাক্ষণ, কিন্তু কাজ জানে।

কোনো লোককে প্রথম দেখবামাত্র কেন ডাকাত-ডাকাত ব'লে মনে হয়, এটারও কোনো সদুত্তর জানা নেই লর্ড এডওয়ার্ডের। সম্ভবত সেদিন যখন জাক পাগ্রেয়ল অস্ট্রেলিয়ায় কারা-কারা ভাগ্যের সন্ধানে এসেছে, এ-সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তখনই মনের মধ্যে অবিশ্বাসের একটা বীজ বুনে দেয়া হয়েছে। ইওরোপ থেকে এত-দূরে যারা এসেছে তারা হয় কয়েদি—নয়তো আইনের হাত থেকে পালাবে ব'লেই এখানে এসেছে, ডাকাবুকো সব লোক, সম্ভবত স্বয়ং লুসিফারকেও ভয় পায় না।

লোকটা যে সত্যি-সত্যিই মিস্ত্রি একজন, তা তার কাজ করবার ধরন দেখেই বোঝা গেছে। আড়াই ঘণ্টাও লাগেনি, সে পাকাহাতে ওস্তাদের মতো গাড়ি মেরামত ক'রে দিয়েছে।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কিন্তু সবসময়েই সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, সজাগ চোখে সব খেয়াল ক'রে যাচ্ছিলেন। আর এতটা সজাগভাবে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন ব'লেই একসময়ে তাঁর চোখে পড়েছে লোকটার কব্জিটা—*সেখানে কোনো-একটা আঁটো বালার মতো একটা কালচে দাগ ফুটে আছে*। কীসের দাগ এটা ? লোকটা যখন ঘোড়ার নাল পরাচ্ছে, তখন হঠাৎ নজরে এলো, নালগুলোর তলা থেকে তেকোণা খানিকটা অংশ যেন কেটে নেয়া হয়েছে। অবাক হ'য়ে গিয়ে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তার কারণটা জানতে চাইলেন—আয়ারটন বললে, 'এখানকার সব ঘোড়ার মালিকরাই তাদের ঘোড়ার নালে বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে—যাতে ঘোড়া হারিয়ে গেলে বা চুরি হ'য়ে গেলে, সেই বিশেষ নালের ছাপ দেখে তাকে খুঁজে বার করা যায়—বা অনেক ঘোড়ার মধ্য থেকে তাকে শনাক্ত করা যায়। এটা ব্ল্যাকপয়েন্টের চিহ্ন।'

ঘোড়াগুলোর নাল পরাতে আধঘণ্টার বেশি লাগলো না তার। কাজ শেষ হবামাত্র মজুরি আর দরাজ বখশিশ নিয়ে লোকটা সেলাম ঠুকে চ'লে গেলো।

সে চ'লে যেতেই, তোড়জোড় ক'রে ফের শুরু হ'লো অভিযান—কাপ্তেন গ্র্যান্টের সন্ধানে। কিছুক্ষণ যাবার পরই দূর থেকে ভেসে এলো রেলের এনজিনের বাঁশি—তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত ধাতব কু-উ-উ আওয়াজ। তারপরেই দেখা গেলো রাস্তাটা যেখানে গিয়ে রেলপথের গায়ে পড়েছে, সেখানে ভুশ-ভুশ ক'রে কালোধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আর তীক্ষ্ণ সুরে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে একটা এনজিন কোত্থেকে যেন এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘোড়াটায় ছপটি মেরে লর্ড এডওয়ার্ড কাছে এগিয়ে গেলেন—হঠাৎ এভাবে মাঝপথেই ট্রেনের এনজিন থেমে পড়লো কেন?

কিন্তু কাছে গিয়েই আঁৎকে উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। ভাঙা সেতুর তলায়, নদীর পাড়ে আর জলের মধ্যে কতগুলো বগি ভাঙাচোরা প'ড়ে আছে। শুধু মাল রাখবার জন্যে যে-লাগেজভ্যানটা ছিলো, সেটা সম্ভবত পেছনে ছিলো ব'লেই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

এরই মধ্যে দলে-দলে লোক ছুটে আসছে অকুস্থলে, দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখতে। এই-যে এনজিনটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে এখানে এসে থেমেছে, তাতে ক'রে স্বয়ং সার্ভেয়ার জেনারেল এসেছেন ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে। লর্ড গ্লেনারভন নিজেই এগিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। পরস্পরের পরিচয় আদানপ্রদানের কাজটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ একটা বিষম কোলাহল উঠলো। তারপরেই লোকজন ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো গার্ডের মৃতদেহ—লাশটার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা, প্রায় বাঁটশুদ্ধুই যেন ঢোকানো।

'ঠিক এই ভয়টাই করছিলুম,' সার্ভেয়ার জেনারেল জানালেন। 'পুলিশ জানিয়েছে যে ব্রিজটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাঙেনি, কারা যেন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ ট্রেনটা যাতে এখানে এসে অতর্কিতে উলটে পড়ে, তারই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে কেউ বা কারা। ট্রেনদস্যুরা ইচ্ছে ক'রেই মৎলব এঁটেছিলো সামনের কামরাগুলো যাতে নদীতে প'ড়ে যায়—তারপর তারা পরমানন্দে পেছনের লাগেজভ্যানের মালপত্র লুঠ করতে পারে।'

'এ-রকম হয় নাকি এখানে?'

'হবে না-ই বা কেন ? গোটা অস্ট্রেলিয়াই তো সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের আস্তানা। তাছাড়া অনেক কয়েদিকেও তো সাজার মেয়াদ শেষ হবার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা এখানে যা-খুশি ক'রে বেড়ায়। এখন দেখবেন, লর্ড এডওয়ার্ড, এই ডাকাতির জের কতদূর গড়ায়।'

'দুর্ঘটনাটা ঘটলোই বা কখন ?'

'কাল নিশুতরাতে। সোয়া-তিনটে নাগাদ।'

লর্ড গ্লেনারভন বেশ-চিন্তিতভাবেই ফিরে এলেন তাঁর বহরের কাছে। এই ব্যাপারটা তাঁকে শুধু-যে ভাবাচ্ছে তা-ই নয়, তাঁকে কী-রকম যেন সশঙ্ক ক'রে তুলেছে। এই ডাকাতদের প্রাণে মায়াদয়া ব'লে কিছু নেই। কিছু মালপত্র লুঠ করতে পারবে ব'লে যারা একটা যাত্রীবাহী ট্রেন ও-রকমভাবে উলটে দিতে পারে, অনেক নিরীহ নির্বিরোধী লোককে বিনাবাক্যব্যয়ে খতম ক'রে দিতে পারে, তাদের নজর একবার যদি এই বহরের ওপর পড়ে, তাহ'লেই সর্বনাশ! আয়ারটন বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিলো। আরো-কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক সঙ্গে নিয়ে এলে ডাকাতদের আচম্বিত হামলা ঠেকাতে সুবিধে হ'তো। এখন অবিশ্যি দিনরাত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেদিন বহর যখন একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছে—না, কোনো গির্জে নেই আশপাশে, কবরখানা বলতে একজায়গায় কতগুলো ক্রুশকাঠ বসানো, এইটুকুই শুধু—তখন দেখা গেলো সেখানে ঐ ক্রুশকাঠগুলোর মধ্যেই প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে। কত আর বয়েস হবে ? আট কি নয়, গায়ের রং কালো। নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দাদেরই কেউ। ছেলেটার মুখচোখে ঝকঝকে বুদ্ধির ছাপ। তার গলায় ঝুলছে একটা টিকিট—তাতে লেখা : অমুক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তমুকের হাতে তুলে দেবার জন্যে এই টোলিন নামের ছেলেটিকে অমুক কুলির সঙ্গে ট্রেনে ক'রে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি একাই শুয়ে আছে এখানে—আশপাশে আর-কেউ নেই। তার মানে ঐ ট্রেনদুর্ঘটনায় কুলিটি নিশ্চয়ই মারা গেছে, আর এই ছেলেটি কেমন ক'রে যেন প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। অকুস্থল থেকে সে পালিয়ে এসেছিলো চটপট—তারপর ক্লান্ত হ'য়ে এখানে প'ড়ে টানা একটা ঘুম লাগাচ্ছে।

ছেলেটিকে দেখেই তাঁর বলদে-টানা গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন লেডি হেলেনা। তাকে এইরকম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, আর পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে নিয়ে, লেডি হেলেনার কেমন যেন মায়া প'ড়ে গেলো ছেলেটির প্রতি। তিনি যখন ঝুঁকে প'ড়ে ছেলেটির গলায় বাঁধা টিকিটটা পড়ছেন, অমনি ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। যখন সে তার ডাগর চোখদুটি মেলে আশপাশে তাকালে, তখন তার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে ভয়, বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ।

লেডি হেলেনা তাকে জিগেস করতেই সে নিজের পরিচয় দিলে—স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ তার। মিশনারি স্কুলে থেকে সে ইংরেজ মিশনারিদের কাছে পড়াশুনো করে। পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গিয়ে ফল বেরিয়েছে, এখন বেশ-কিছুদিন ছুটি—বড়োদিন আর নববর্ষের। ছুটি কাটাতেই সে বাড়ি যাচ্ছিলো মা-বাবার কাছে। পরীক্ষায় ভালোভাবেই উৎরেছে সে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো করেছে সে *জিওগ্রাফিতে*, ভূগোলে সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

এতক্ষণ লেডি হেলেনাই কথা বলছিলেন ব'লে জাক পাঞ্চয়ল মাঝে প'ড়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু যেই শুনলেন ছেলেটি ভূগোলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, অমনি তাঁর মাথায় কুট ক'রে যেন একটা পোকা কামড়ালো। কেমনতর ভূগোলের জ্ঞান ছেলেটির ? তিনি নিজে কি তার পরীক্ষা নিয়ে যাচাই ক'রে দেখবেন একবার ? কিন্তু দু-একটা প্রশ্ন ক'রেই যা উত্তর শুনলেন তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। তাজ্জব-সব জিনিশ শিখিয়েছে তাকে ইংরেজ মিশনারিরা। উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে এমনতর উদ্ভট-সব তথ্যে ভরা তা তাঁর জানা ছিলো না। না, শুধু তাঁরই নয়, অন্যরাও ছেলেটির কথা না-শুনলে কিছুতেই তা আন্দাজ করতে পারতেন না।

ইংরেজ মিশনারির ছেলেটিকে শিখিয়েছে, এই ধরাধামের একচ্ছত্র অধীশ্বর ইংরেজরাই—স্বর্গটা প্রভু জিশুর, পৃথিবীটা ইংরেজদের। তার প্রমাণই হ'লো যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। এ-দেশে যখন রাত, অন্যদেশে তখন দিন। এমনকী গোটা ইওরোপটাও ইংরেজদের পদানত—ফ্রানস শুদ্ধু।

এই *ফ্রান্‌স শুদ্ধু* কথাটা শুনেই ফ্রানসের ভূগোলপণ্ডিত জাক পাঞ্চয়লের চোখ আরো-ছানাবড়া হ'য়ে গেছে। কী-একটা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন—তারপরেই হা-হা ক'রে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে যা বললেন তার সারাংশ হ'লো এই : ইংরেজরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে, এটা কেই বা না-জানে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেদেরও ধ'রে-ধ'রে এমন আজগুবি আর উদ্ভট কথাবার্তা শেখালে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার! অতএব—তিনি মনস্থির ক'রে ফেলেছেন—অতএব এই ছেলেটির ভূগোলের জ্ঞান শুধরে দেবার দায়টা তিনি স্বয়ং এই-মুহূর্ত থেকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। ভারতবর্ষ বলতে যে গোটা এশিয়া বোঝায় না, আর কলকাতা যে সমগ্র এশিয়ার রাজধানী নয়—এ-সব তথ্য যদি এক্ষুনি শুধরে না-দেন, তাহ'লে তো ছেলেটির যাবতীয় লেখাপড়া শেখাই মাটি হবে।

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। তক্ষুনি। লর্ড গ্লেনারভনের যে-ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ছিলো ঐ বলদে-টানা গাড়িটায়, সেখান থেকে তক্ষুনি পাঞ্চয়ল রিচার্ডসনের লেখা ভূগোলবইটা নিয়ে এনে দিলেন ছেলেটিকে, বললেন মন দিয়ে যেন এ-বইটা সে দেখে নেয়, পরে তিনি তার পরীক্ষা নেবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায়—হায়-রে কপাল !—কোথায় গেলো জাক পাঞ্চয়লের নতুন *রংরুট-করা* ছাত্র। গোটা তাঁবুতে শুধু নয়, আশপাশে কোথাও সে নেই। রিচার্ডসনের ভূগোলবইটা রয়েছে পাঞ্চয়লের কোটের পকেটে, আর লেডি হেলেনার বুকের ওপর রয়েছে একগুচ্ছ ফুল—এই শুখা মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় এমন টাটকা ফুল দুর্লভ বৈ-কি ! টোলিন কেন চ'লে গিয়েছে, কে জানে! সে পথ চিনে-চিনে যেতে পারবে তো তার মা-বাবার কাছে ? কিংবা যদি বুদ্ধি ক'রে চার্চের স্কুলেও ফিরে যায় তাহ'লেও বাঁচোয়া

—নইলে এমন লোকালয়হীন খাঁ-খাঁ প্রান্তরে সে যাবে কোথায়?

রাস্তা এখান থেকে শুধু রুক্ষ বা ঊষরই নয়, উবড়োখাবড়ো, বন্ধুর। বহরের গতি স্বভাবতই ঢিমে হ'য়ে এলো, বিশেষ ক'রে এই অসমতল পথ দিয়ে বলদে-টানা গাড়ির যেতে অসুবিধে হচ্ছিলো খুবই—এমনভাবে গাড়ির ভেতরটা দুলছে একাৎ-ওকাৎ হচ্ছে যেন ঝড়ের সমুদ্রে পড়েছে কোনো নৌকো। এত ঝাঁকুনি লাগে যে হাড়গোড় বোধহয় চুর-চুর হ'য়ে যাচ্ছে। আর এইভাবেই যেতে-যেতে অবশেষে দূর থেকে দেখা গেলো একটা পাহাড়। আয়ারটন জানালে এই পাহাড়ের নাম নাকি আলেকজাণ্ডার—এখানে নাকি *প্রসপেক্টররা* মাটি খুঁড়ে সোনা পেয়েছে।

সেদিন বছরের শেষদিন, ৩১শে ডিসেম্বর, অসহ্য গরম, যেন লু বইছে, আর তারই মধ্যে বহর এসে পৌঁছুলো মাউন্ট আলেকজাণ্ডারে। সোনা এমন-একটা ধাতু যার নাম শুনলেই কেমন যেন চোখ চকচক ক'রে ওঠে সকলের, আর সেটা নিশ্চয়ই নিছক সৌন্দর্যতৃষায় নয়—কেননা প্রায় সবধাতুরই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সোনার মতো আর-কিছু এমন ক'রে মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। মাউন্ট আলেকজাণ্ডারের কথা শোনবামাত্র সকলেরই ইচ্ছে হ'লো একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেন সোনার খনি। এমনিতে, অনেক সময়েই বড়ো-বড়ো সোনার ডেলার বদলে সুতোর মতো সোনার একটা রেখা চ'লে যায় পাথরের মধ্যে, অথবা মিশে থাকে মাটির ঢেলায়। কখনও-বা মিশে থাকে বালিতেও। তাকে ঝাঁঝরির মধ্য দিয়ে সাফ ক'রে নিতে হয়; পাথর ভেঙে বার ক'রে নিতে হয় সোনার সুতো; মাটির ঢেলা থেকে সোনা আলাদা ক'রে নেবার জন্যে অনেক সময় এমনকী জল ও মাটিকে গুলে নেয়া হয়, তারপর সেই জল পরিস্রুত ক'রে নেয়া হয়, ঘোলাজল নিয়ে যায় মাটি, প'ড়ে থাকে সোনার গুঁড়ো। কীভাবে সোনা খুঁড়ে তোলা হয় সেটা যেমন দেখে এলেন সবাই, তেমনি দেখে এলেন সোনা তোলবার পর দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য যে-বাড়িটার কোষাগারে সে-সব জমা দেয়া হয়। সেখান থেকে প্রত্যেক *প্রসপেক্টরকেই* রসিদ দেয়া হয়, কে-কত আউন্স সোনা তুলেছে, তারপর সেগুলো চালান দেবার ব্যবস্থাও করা হয়, কড়া পাহারা থাকে সবসময়, বন্দুকের ঘোড়ায় থাকে তাদের হাত, আর সে-হাত প্রায়-সবসময়েই চুলবুল ক'রে ওঠে, একটু-কিছু সন্দেহজনক দেখলেই গুলিগোলা চলে হরদম। বিশেষত ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যাবার পর থেকে কড়াক্কড়ি বেড়েছে প্রচুর। এখানকার ডাকাতরা যেমন প্রাণের ভয় করে না, এখানকার সেপাইশান্ত্রীরাও প্রায় সে-রকম। যারা সেপাই হয়েছে, তারাও যেমন অবস্থাবিপাকে ডাকাত হ'য়ে যেতে পারতো, ডাকাতরাও অনেকে ঠিকমতো সুযোগ পেলে সেপাইশান্ত্রী হ'য়ে উঠতে পারতো। সেপাই বা ডাকাত দুয়েরই স্বভাবপ্রকৃতি বা মনের ধাতের মধ্যে তফাৎ যা আছে, তা সামান্যই। এখানে তো উর্দি দেখেও বোঝবার জো নেই কে যে কী। তার ওপর এই মাউন্ট আলেকজাণ্ডারে আবার সোনা খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে

নানারকম দামিপাথর, সেগুলো আবার থরে-থরে সাজানো আছে কোষাগারের সংগ্রহশালায়। কতরকম রঙবেরঙের পাথর, পাথর না-ব'লে তাদের হয়তো রত্ন বলাই উচিত। এত-সব ঘুরে ঘুরে দেখতে-দেখতে পণ্ডিতপ্রবর জাক পাঞ্চয়লের চোখের মণিও কেমন জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছিলো। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিলো যদি একটা সোনার ঢেলা সঙ্গে ক'রে নেয়া যেতো।

তাঁর হাবভাব দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্স একবার শুধু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিলেন : 'খামকা আর ছোট্ট-একটা সোনার ঢেলা নিয়ে গিয়ে কী করবেন, মঁসিয় পাঞ্চয়ল ? তার চেয়ে—ঐ দেখুন দামিপাথর আছে এখানে—খুঁজলে হয়তো পরশপাথরই পেয়ে যাবেন একটা। জগতের দার্শনিকরা তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন চিরকাল—তা-ই না? আপনিও খুঁজে দেখুন না—পরশপাথর খুঁজে পেয়ে গেলে ফ্রানসে ফিরে যা-ই ছোঁবেন, তা-ই তো সোনা হ'য়ে যাবে। এখান থেকে অত ওজন ব'য়ে নিয়ে যেতে আর হবে না তাহ'লে।'

তাঁর এই অপরূপ তাত্ত্বিক ইয়ার্কিটি শোনবার পর সেখানে যে নিছক হাসির হররাই উঠলো তা নয়, মঁসিয় পাঞ্চয়লের ভুতুড়ে আবেশটাও একনিমেষে কেটে গেলো।

নতুন বছরের প্রথম দিনটাও কাটলো সেই স্বর্ণ-উপত্যকা পেরিয়ে আবার অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে নেমে আসতে। তারপর জানুয়ারির দুই তারিখে বহর এসে পৌঁছুলো সারি-সারি ইউক্যালিপটাস গাছের দুরতিক্রম্য এক জঙ্গলে। এত-নিবিড়ভাবে গাছগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ফাঁকফোকর দিয়ে গ'লে বলদে-টানা গাড়িটা নিয়ে-যাওয়াই দায়। তার ওপর আবার এই ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছগুলোর রুপোলি ঢালে রোদ্দুর প'ড়ে ঝলসে ওঠে—চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর কেমন-একটা ঝিমধরা গন্ধ, সুগন্ধই বলা যায়, কিন্তু এতগুলো গাছ থেকে এই গন্ধ বেরুচ্ছে যে হাওয়া যেন তাতে কেমন ভারি হ'য়ে আছে। পাঞ্চয়ল সুযোগ পাবামাত্রই জ্ঞান দেখিয়ে ব'লে উঠেছেন : 'এই ইউক্যালিপটাস নামটা এসেছে গ্রিক *কালুপ্তোস* থেকে, সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে লাতিন ইউ। কালুপ্তোস মানে ঢেকে ফেলা, কারণ এর ফলগুলো পাপড়ি মেলবার আগে টুপির মতো কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে রোদ্দুর থেকে বাঁচে।'

রবার্ট কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করলে, 'আর এই গন্ধ ? সে কি ঐ *মুদিত কুসুমকলি* থেকেই আসে ?' পাঞ্চয়লের সঙ্গে কথা বলবার সময় রবার্ট ফাজলেমি ক'রে মাঝে-মাঝে সাধুভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। 'না কি গাছের ঐ রুপোলি বাকল থেকে ?'

'না, না, গাছটার গুঁড়ি বা কাণ্ড কাঠ হিশেবে ব্যবহার করা হয়—গন্ধ মূলত আসছে এর বাহারে, সতেজ আর সবুজ পাতাগুলি থেকে, ঐ পাতাগুলো নিংড়েই বার ক'রে নেয়া হয় ইউক্যালিপটাসের তেল—আর সে-সব লোকে অ্যান্টিসেপটিক হিশেবে ব্যবহার

করে ?'

'কিন্তু এ-গাছ তো কই আমি আমাদের দেশে দেখিনি।'

'গাছটা প্রধানত হয় অস্ট্রেলেশিয়ায়—সেখানে রীতিমতো চাষ করা হয় এর। এই বনটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটাও কারু আবাদ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এর মজা হচ্ছে একবার লাগালেই হ'লো, কোনো তদারক আর করতে হয় না বিশেষ। মাটি থেকে রস শুষে নেয়। ঐ যাকে বলেছো *মুদিত কুসুমকলি*, শুখা সময়ের জন্যে তার ভেতরেই গাছ তার প্রাণরস জমিয়ে রাখে। কিন্তু কালুপ্তোস মানে তো ঢেকে দেয়া—ছেয়ে দেয়া, যেন সবকিছু ছেয়ে আছে—সোজা সরলরেখায় উঠে যায় এই গাছ, কখনও-কখনও দুশো ফিট অব্দি লম্বা হয়। ঐ ওপর থেকেই বোধহয় নজর রাখে সবকিছুর ওপর, ঢেকে রাখে তলার জমি।'

বক্তৃতার একটা মনোমতো বিষয় পেলে জাক পাঞ্চয়ল আর-কিছু চান না—তুবড়ির মতো জ্ঞানগর্ভ বাক্য বেরিয়ে আসতে থাকে মুখ থেকে। ছুটলে কথা থামায় কে ? অন্তত কোনো ফরাশির মুখ বন্ধ করবে কে—কথার জাহাজ একেকজনে—মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের মতে, সেইজন্যেই তারা সবাই কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

পরের দিন সূর্য ডোববার সময় জঙ্গলের পাশেই দেখা গেলো ছোট্ট একটা লোকালয় —শহর ঠিক নয়, বরং ছোটো-একটা গ্রাম। নাম সীমুর। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ হ'লে কী হবে, এখানে একটা সরাইখানা আছে। সেই সরাইখানাতে আশ্রয় নেবার পর রবার্টকে সঙ্গে ক'রে পাঞ্চয়ল গোটা গ্রামটায় একটা টহল দিয়ে এলেন। এবং সারাক্ষণই চললেন নানা বিষয়ে জ্ঞান বিলোতে-বিলোতে। রবার্ট সেদিক দিয়ে খুব-ভালো শ্রোতা—মাঝে-মাঝে ফোড়ন কাটে, উসকে দেয়, আব পাঞ্চয়লের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হ'তে থাকে কথার ফুলঝুরি। আর তাই, নিজের বক্তৃতায় এতটাই মশগুল ছিলেন পাঞ্চয়ল, যে খেয়ালও করেননি গোটা গ্রামটায় এত উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কেন।

ঐ দুর্ধর্ষ ট্রেনডাকাতির পর থেকেই গোটা *ভিক্টরিয়া* রাজ্যই অত্যন্ত হুঁশিয়ার হ'য়ে উঠেছে। রাতে তারা বারে-বারে এসে লক্ষ ক'রে যায় দরজা-জানলা ঠিকঠাক বন্ধ ক'রে রেখেছে কি না। লর্ড গ্লেনারভনের বহরও এই ক-দিন অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে পথ চলেছে, কড়ানজর রেখেছে চারপাশে, সারাক্ষণই থেকেছে সজাগ। সেইজন্যে এই সীমুরের লোকদের চাঞ্চল্যটা পাঞ্চয়লের একটু খেয়াল ক'রে দেখা উচিত ছিলো। কিন্তু নিজের কথা শুনতে তাঁর এতই ভালো লাগে যে চারপাশে যে একটা চাপা ফিশফিশ গুজুর-গুজুর উত্তেজনা চলেছে সেটা তিনি আদপেই লক্ষ করেননি।

কিন্তু সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দু-চারমিনিট এটা-সেটা-নিয়ে কথা ব'লেই উত্তেজনার মূল কারণটা জেনে ফেলেছিলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। জেনেও, তিনি রাটি কাড়েননি। চুপচাপ বসেছিলেন খাবারটেবিলে, ছুরি-কাঁটা-সূপের বাটিতেই মনোনিবেশ

ক'রে বসেছিলেন। পরে যখন লেডি হেলেনা ও মেরির সঙ্গে রবার্টও শুতে চ'লে গেলো, তখনই মেজর ম্যাকন্যাবস কথাটা পাড়লেন ঠাণ্ডা চাপাগলায়।

'*অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিল্যাণ্ড গেজেটে* খবর বেরিয়েছে—ডাকাতদলের নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে, কেমন-একটু চঞ্চল স্বরেই বুঝি, আয়ারটন জিগেস করলে, 'ধরা পড়েছে?'

গত কয়েকদিন ধ'রে ডাকাতদের ভয়ে যেভাবে রাতের ঘুম মাথায় উঠে গিয়েছিলো, তাতে এই খবরটা শুনে একটু চাঞ্চল্য তো হবেই। যাক, এবার তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

মেজর খুবই ছোট্ট উত্তর দিলেন। কাটা-কাটা গলায় বললেন, 'না।'

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : 'খোঁজ পাওয়া গেছে মানে? এরা কারা—সে-খবর কি জানা গেছে?'

কথাটি না-ব'লে মেজর ম্যাকন্যাবস লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে খবরকাগজটা এগিয়ে দিলেন। চক্ষের নিমেষে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন গ্লেনারভন। যেন গোগ্রাসে গিললেন খবরটাকে।

আয়ারল্যাণ্ড থেকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার সময় বেপরোয়া উনত্রিশজন ডাকাত ছ-মাস আগে পুলিশপাহারার নজর এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এদের পাণ্ডাটির নাম বেন জয়েস—যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি দুঃসাহসী; কিন্তু শুধু প্রচণ্ড দুঃসাহসই তার নেই, মাথায় প্রচণ্ড বুদ্ধি। এতই ধূর্ত যে পুলিশ এর আগে এই নরাধমের কোনো নাগালই পায়নি, তো পাকড়াবে কী ক'রে? কী ক'রে সে যে এখন অস্ট্রেলিয়ায় এসে হাজির হয়েছে, সেটাও একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। স্যাণ্ডহার্স্ট রেলপথে ট্রেনটা উলটে দিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে এরাই—যাতে অনায়াসেই লুঠের কাজ চালাতে পারে।

প'ড়েই লর্ড এডওয়ার্ডের চোখ কপালে উঠে গেলো। তাহ'লে কি স্থলপথে যাবার পরিকল্পনাটা খারিজ করতে হবে? তবে কি মেলবোর্নে গিয়েই উঠে পড়বেন *ডানকানে*?

তাঁর প্রশ্নটা শুনে মেজর ম্যাকন্যাবস সরাসরি আয়ারটনকেই জিগেস ক'রে বসলেন : 'আয়ারটন, তুমি কী বলো? আমাদের পক্ষে এখন কী করলে ঠিক হবে? মনে রেখো, এই মক্কেলের নাম বেন জয়েস—পুলিশের কর্তারা অব্দি তাকে ডরান।'

আয়ারটন কী যেন একটু ভেবে বললে, 'আমরা এখনও মেলবোর্ন থেকে দুশো মাইল দূরে রয়েছি। এতটা পথ পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুতে আমাদের অনেকটাই সময় লেগে যাবে। এ-রাস্তার কোনখানে কোন বিপদ ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?'

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন, 'তাহ'লে কী করবো?'

'দেখুন,' আয়ারটন বিশদ ক'রে বললে, 'বিপদের ভয় যদি করেন, তবে এটা মানতেই হয় যে বিপদ যে-কোনোদিক থেকেই আসতে পারে। আমরা মেলবোর্নের পথই ধরি, কিংবা সোজা নাকবরাবর এগুই—কোথাও আমরা খুব-একটা নিরাপদ নই। বেন জয়েসের দল কোথায় আছে, কেউ জানে না—সে যদি আমাদের ওপর হামলা করতে চায় তবে যেদিকেই যা-ই না কেন, সেদিকেই সে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা আটজন লোক যদি সজাগ থাকি আর দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে চাই, তাহ'লে আমার মনে হয় আমরা আটজনেই ঊনত্রিশজন ডাকাতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে, বিপদের সময় আমরা যাতে ঘাবড়ে গিয়ে কোনো গণ্ডগোল না-ক'রে বসি—যেন সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখি। আমরা যদি খুব-বিচলিত বোধ না-করি, তাহ'লে বলবো আমরা যেদিকে চলেছি, সেদিকেই বরং ক্রমাগত এগিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, আমাদের ছকটা হঠাৎ দুম ক'রে পালটে ফেলার কোনোই মানে হয় না,' পাঞয়ল সায় দিয়ে বললেন, 'তাছাড়া কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তো অ্যাদ্দিনেও পাওয়া যায়নি—সেটা পাওয়া যেতে পারে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।'

'তবে,' আয়ারটন বললে, 'সাবধানের মার নেই। আমরা যদি খোলাখুলি *ডানকান* জাহাজে খবর পাঠিয়ে দিই, তবে তারাও অহেতুক আমাদের নিয়ে ভাববে না।'

জাহাজের কথাটা উঠতেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের মনে হ'লো, এবার আলোচনাটায় তাঁরও অংশ নেয়া উচিত। 'খামকা ওদের খবর পাঠিয়ে লাভ কী হবে ? এখনও নিশ্চয়ই মেরামতের কাজ শেষ হয়নি। আমরা যদি হঠাৎ দুম ক'রে আমাদের বাদ দিয়েই *ডানকানকে* চ'লে যেতে বলি, তাহ'লে পরে আমাদেরই মুশকিলে পড়তে হ'তে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে হঠাৎ কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খবর এলে আমাদের হয়তো জলপথেই বেরিয়ে পড়তে হ'তে পারে। জাহাজ যদি আগেই ছেড়ে যায় তবে হয়তো দরকারের সময় আমরা গিয়ে মেলবোর্নে জাহাজ ধরতে পারবো না।'

'হ্যাঁ, আগেকার প্ল্যানমাফিক *ডানকানের* যেখানে থাকবার কথা, সে না-হয় সেখানেই থাকুক—তাদের অযথা খবর পাঠিয়ে বিব্রত ক'রে কোনো লাভ নেই,' এই মন্তব্যটা খোদ লর্ড এডওয়ার্ডের। আর তা শুনে আয়ারটন আর সে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। বরং বললে, 'ঠিক আছে। তা-ই না-হয় হোক। তাহ'লে কাল ভোরেই আমরা এখান থেকে রওনা হ'য়ে পড়বো।'

জানুয়ারি মাসের পাঁচতারিখ সন্ধেবেলায় বহর যেখানে এসে পৌঁছুলো, সেট অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রাজ্য। এ-অঞ্চল সংরক্ষিত, রিজার্ভড। অর্থাৎ শাদাআদমির এখানে যেখানে-খুশি যেতে পারবে, এবং যা-খুশি তা-ই করতে পারবে, কিন্তু এই কালে আদিবাসীরা এর চৌহদ্দি পেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। এমনিতেই শাদারা কালোদের

নির্বিচারে হত্যা করেছে অ্যাদ্দিন, কিন্তু পাঁচবছর আগেও যে-সব আদিবাসী এখানে ছিলো, যে যার নিজেদের দেশে—এটা তো তাদেরই দেশ, না কী ?—তারা ইচ্ছেমতো চলাফেরা ক'রে বেড়াতে পারতো—তাদের অনেক স্বাধীনতা ছিলো। কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখার বাহানা ক'রে—এটা একটা ছুতো বই আর-কিছু না, কারু স্বাধীনতা কেড়ে নেবার একটা অছিলাই তো শুধু—তাদের এই জঙ্গলে এনে ঢ্যাড়া কেটে গণ্ডি এঁকে ব'লে দেয়া হয়েছে, 'তোমরা আর-কখনও এই গণ্ডির বাইরে যেতে পারবে না।

পাওয়েল বলছিলেন : 'কিছুদিন আগেও, এই এতটা-রাস্তা পেরুবার সময় অস্ট্রেলিয়ায় যারা আগে থেকেই থাকতো, তাদের অনেককেই আমরা হয়তো দেখতে পেতুম। এবং আর-কিছুদিন পরে হয়তো কোথাও কোনোখানেই তাদের একজনকেও দেখতে পাবো না। অস্ট্রেলিয়া হ'য়ে উঠবে শাদাদেরই দেশ—যেন কেউ জাদুগালচেয় ক'রে ইওরোপটাকেই এখানে এনে বসিয়ে দেবে—তবে বেশির ভাগ লোকই যে ব্রিটেনের হবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এমনকী তারা এ-দেশটার বিভিন্ন অঞ্চলের নামও দেবে নিজেদের দেশের মাতব্বরদের নামে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা জানতেও পাবেন না এখানকার লোকে জায়গাগুলোর নাম কী দিয়েছিলো। এই-যেমন, মেলবোর্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম দেয়া হয়েছে *ভিক্টরিয়া*। এটা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিমানুষদের ভাষার কোনো শব্দ নয়।'

'কিন্তু এ-কথাটা আর নতুন কী? শাদারা যেখানেই গেছে, সুযোগ পেলেই খুন করেছে, বা হঠিয়ে দিয়েছে সে-দেশের আগেকার অধিবাসীদের। মার্কিন মুলুকের কথাই ধরুন না কেন ? ইয়াঙ্কিরা ইণ্ডিয়ানদের কটা উপজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বলুন ?' এ-কথাটা মেজর ম্যাক্ন্যাব্স-এর।

পাওয়েল একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলেছিলেন : 'আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় এ-সব সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করার গোপন মানেটাই হ'লো আদিবাসীদের সব্বাইকে একটা ছোটো জায়গায় ঠুশে ঢুকিয়ে দাও—তাদের বাকি-সব জমিজমা কেড়ে নাও—তারপর দরকার হ'লে গোটা জাতিকে জাতি লোপাট ক'রে দিতে হ'লে আর ভাবনা কী—সব্বাইকেই তো একজায়গায় পেয়ে যাচ্ছো!'

এই কথাগুলো ঠিক কারুই পছন্দ হচ্ছিলো না, এমনকী পাওয়েলের নিজেরও না। বেন জয়েসের লুঠপাটের সঙ্গে সরকারের আইনমাফিক ডাকাতির তফাৎটা কেবল মাত্রায় —সরকার যেটা বিরাট তোড়জোড় ক'রে আইনমাফিক করতে পারে, বেন জয়েস সেটা পারে না—তাছাড়া সে-যে নরাধম তার প্রমাণই তো হ'লো এই তথ্য যে সে শাদাদের হত্যা ক'রে শাদাদের জিনিশপত্র লুঠ ক'রে নেয়।

সংরক্ষিত এলাকার পাশেই তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। সন্ধের অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। আর তারই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেলো আবছামতো কী-একটা জীব ইউক্যালিপটাস

গাছগুলোর ডাল থেকে ডালে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দূরে মিলিয়ে গেলো।

কোন জীব এটা ?

সন্দেহ ভঞ্জন করেছিলেন পাওয়লই। 'নিশ্চয়ই ঐ আদিবাসীদেরই একজন হবে —আমাদের ওপর নজর রাখছিলো—এখন অন্যদের খবর দিতে চ'লে গেলো।'

পরের দিন ভোরবেলায় গ্লেনারভনের বহর যখন সরাসরি সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়লো—শাদাদের তো এখানে যেতে কোনো বারণ নেই—তখন খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই তুলনায়-খোলামেলা একটা জায়গায় দেখা গেলো আদিবাসীদের ছাউনিগুলো—ডজন খানেক তাঁবুর মতো ঝুপড়ি, আর তার আড়াল থেকেই উঁকি দিচ্ছে ত্রস্ত ও চঞ্চল সব আদিবাসীদের মুখ। ইওরোপের পণ্ডিতদের কথাই আলাদা। কোন-একজন নৃতাত্ত্বিক নাকি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দেখে বলেছেন, বাঁদর থেকে মানুষ হ'য়ে যাবার যে-স্তর-পরম্পরা আছে তার মধ্যে একটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি; এতকাল তাকেই বলতো *হারানো যোগসূত্র*—মিসিংলিঙ্ক। এই পণ্ডিতের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিলো অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই নাকি সেই হারানো যোগসূত্র।

তা এই *মিসিংলিঙ্কদেরও* নিজেদের ভাষা আছে, তারা তাদের সেই ভাষাতেই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে, খবরের আদানপ্রদান ক'রে, নিজেদের পূর্বপুরুষের গল্প শোনায় ছোটোদের, এই ভাষাতেই তারা গান করে, স্বপ্ন দ্যাখে, আর এতকাল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকরকম জল্পনাও করতো—তবে আজকাল তারা জেনে গেছে যে তাদের ভবিষ্যৎ ব'লে আর-কিছু নেই, ফলে এখন আর হয়তো পরেরদিন কী হবে তা নিয়ে তারা আর মাথাই ঘামায় না।

আয়ারটন বললে যে সে নাকি এদের ভাষা জানে—জাহাজডুবির পর সে নাকি এ-রকমই ছোটো-একদল আদিবাসীদের সঙ্গে দু-দুটো বছর কাটিয়েছে—সে বলতে চাচ্ছিলো গোলামি ক'রে কাটিয়েছে, কিন্তু তাকে দিয়ে যে-সব কাজ করানো হ'তো, আদিবাসীরা নিজেরাও উদয়াস্ত সেই কাজই করতো, আর তাকে দেখবামাত্র তাকে তারা নির্যাতনও করেনি—অথবা মেরে ফেলবার কথাও ভাবেনি। তবে কাজের বড়ো অংশটাই এখানে করতে হয় মেয়েদের, ছেলেরা শিকার করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, এখন আবার সবসময় হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকে—কখন শাদারা এসে হাজির হয়।

আয়ারটন বললে, 'কাপ্তেন গ্রান্ট যদি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই এইরকমই কোনো আদিবাসীদের দলের মধ্যে আছেন—আর আমাকে যেমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হ'তো, তাকেও নিশ্চয়ই সেইরকম ভাবেই এদের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি তো এদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে আসতে পেরেছো,' মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বললেন : 'এরা কি বন্দীদের ওপর কড়া পাহারা রাখে না ?'

'পালিয়ে-যাওয়া খুব-একটা কঠিন নয় হয়তো, কিন্তু আসল কষ্ট শুরু হয় এদের হাত থেকে পালিয়ে আসার পরেই। দেখছেনই তো এই সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে শাদাদের কোনো লোকালয় নেই। তাছাড়া অজানা অচেনা জায়গায়—কোথায় কী আছে আপনি জানেন না। পালিয়ে আসার মানে তো আপনি ঝাঁপ খাবেন সরাসরি অজ্ঞাতের মধ্যে—'

এ-সব কথা যখন চলছে তখন আদিবাসীদের মধ্যে একটা কলরব উঠলো হঠাৎ। এমু পাখিদের একটা ঝাঁক নাকি দেখা গেছে। পাখি বটে, কিন্তু ওড়ে না, ছোটে—আর এত-জোরে ছোটে যে পলক-না-ফেলতেই তারা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। এদের মাংস খুব সুস্বাদু ব'লেই তাদের আত্মরক্ষার জন্যে পা দুটোকে এমন তীব্রগতিতে ব্যবহার করতে হয়। ডানাগুলো কেমন বেঢপ, আর কেমন যেন মাংসের ঢিবির মতো। তাই উড়তে পারে না বটে, তবে সবচেয়ে-দ্রুত ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছোটে। তাই এদের কুপোকাৎ করতে হয় বিস্তর বুদ্ধি খাটিয়ে। একজন আদিবাসী এমুর একটা খোলশ প'রে, *এমু সেজে*, এমুদের মতো আওয়াজ করতে-করতে এমুর ঝাঁকটার কাছে গিয়ে আচমকা বেধড়ক লাঠি চালিয়ে পাঁচ-পাঁচটা এমুকে ঘায়েল ক'রে ফেললে।

কিন্তু তারপরেই শিকার করবার আরো-একটা অদ্ভুত উপায় দেখতে পেলেন গ্লেনারভনরা। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছিলো কাকাতুয়ার মতো নীলরঙের অচেনা পাখির একটা ঝাঁক। চুপি-চুপি, কোনো শব্দ না- ক'রে একজন আদিবাসী গাছের আড়ালে স'রে গিয়ে গাঢাকা দিয়ে দাঁড়ালে। তার হাতে কঠিন একটা বাঁকানো কাঠ—প্রায় চাঁদের ফালির মতো বাঁকা। কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সাঁ ক'রে কোমরের কাছ থেকে ঐ বাঁকা ফালিকাঠটা হাতের একটা ঝটকায় বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে দিলে, আর হঠাৎ প্রায় চল্লিশ হাত পথ কোমরসমান উঁচু দিয়ে উঠে গিয়েই আচমকা সেটা সটান একলাফে উঠে গেলো অনেক ওপরে, তারপর সেই নীলপাখিদের ডজনখানেককে একসঙ্গে ঘায়েল ক'রে ফের বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে সোজা সেই আদিবাসীর কাছে ফিরে এলো, ধুপ ক'রে পড়লো তার পায়ের কাছে।

পাঞ্জয়ল যেন এই অচেনা অস্ত্রটার মধ্যেই চেনা-কিছুকে খুঁজে পেলেন। বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন : 'অ্যাঁ! ব্যুমেরাং। নেহাৎ ছোট্ট একটা কাঠের ফালি—কিন্তু ছোঁড়বার কায়দাটাই আসল আর সেটা জানে অস্ট্রেলিয়ার এই *অ্যাবওরিজিনিরাই* শুধু!'

'সবদেশের আদিবাসিন্দারাই মাথা খাটিয়ে শিকারের সব বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন ক'রে নিয়েছে,' লেডি হেলেনা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন দৃশ্যটা। 'আমেরিকায় তারা বার করেছে ল্যাসো, এমন কায়দায় দড়ির ফাঁস ছোঁড়ে যে বুনোমোষকেও কব্জা ক'রে ফেলতে পারে। এরা বানিয়েছে ব্যুমেরাং! মাথায় যদি প্রখর বুদ্ধি না-থাকে তাহ'লে এমন-কোনো হাতিয়ারের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। অস্ত্রটা নষ্ট হয় না আদৌ—যেন একটা

অস্ত্রেই আস্ত একটা অস্ত্রাগার—কেননা যেটাকে ছুঁড়ে মারা হ'লো, সেটাই আবার কাজ হাঁসিল ক'রে ফিরে এলো! সত্যি, মানুষ যে কত কী-ই না মাথা খাটিয়ে বার করতে পারে!'

'হুম!' মেজর ম্যাকন্যাবস বললেন, 'এরা আবার মানুষ নাকি? শোনেননি মঁসিয় পাঞ্চয়লের কাছে? কোন-একজন মস্ত পণ্ডিত নাকি বলেছেন এরা বাঁদরও নয়—মানুষও নয়—তারই মাঝামাঝি-কিছু—মাথা খাটিয়ে এই পণ্ডিত এর একটা নামও দিয়েছেন—*মিসিংলিঙ্ক*। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। মানুষ যে কত কী-ই বার করতে পারে মাথা খাটিয়ে!'

চার

ডানকান গেলো কোথায়?

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর শিবিরে যখন আড্ডা জমেছে, হঠাৎ—আশ্চর্য কাণ্ড!—অস্ট্রেলিয়ায় ইওরোপ থেকে অনেকদূরে, জঙ্গলের মধ্যে ভেসে এলো মোৎসার্টের অপেরার সুর: কারা যেন *ডন জোভান্নি* গাইছে।

এখানে? বনের মধ্যে? *ডন জোভান্নি?*

পাঞ্চয়ল সবে কী-একটা প্রসঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কারা গাইছে দা পোন্তের ইতালিয় ভাষায় লেখা ডন হুয়ানের কাহিনী—ভোল্‌ফগাঙ আমাডেউস মোৎসার্ট যার সুর দিয়েছিলেন, যে-অপেরা প্রথম প্রযোজিত হয়েছিলো বোহিমিয়ার প্রাহায়, ১৭৮৭ সালে—সেখানে ডন হুয়ানকে পাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পাথরের অতিথি!

স্তব্ধতার মধ্যে খানিকক্ষণ শুধু দূর থেকে ভেসে-আসা মোৎসার্টের সুর ছাড়া আর-কিছুই নেই। তারপর, খানিকক্ষণ বাদে তাও মিলিয়ে গেলো রাতের হাওয়ায়।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স জিগেস করলেন: '*ডন জোভান্নি* না?'

'হ্যাঁ, *ডন জোভান্নিই!*' যথারীতি পাঞ্চয়লেরই সবজান্তা গলা বিশদ তথ্য জানাবার জন্যে চুলবুল ক'রে উঠেছে। 'অপেরাটার আসল নাম অবশ্য ছিলো *ইল্ দিসোলুতো পুনিতো, ও সিয়া ইল্ ডন জোভান্নি* অর্থাৎ *লম্পটের শাস্তি অথবা ডন জোভান্নি*। আর সে-বার বোহিমিয়ায় প্রথম প্রযোজনার সময়ই দারুণ হুলুস্থুল হয়েছিলো এটাকে

নিয়ে—'

'হ্যাঁ। তা না-হয় বোঝা গেলো, কিন্তু এত-রাতে এখানে সেই অপেরা গাইছে কারা?' লর্ড এডওয়ার্ড গান শুনে বেশ হতভম্বই হ'য়ে পড়েছিলেন।

কারা যে গাইছিলো, সে অবশ্য পরদিন সকালেই জানা গেলো, যখন দেখা গেলো দুটি যুবক চলেছে ঘোড়ায় চ'ড়ে, সঙ্গে একপাল শিকারি কুকুর।

এঁদের শিবির দেখে যুবকরাই নিজে থেকে কৌতূহলী হ'য়ে ঘোড়া থামিয়েছিলো।

আলাপ হবার পর যুবক দুটিকে ভালোই লেগে গেলো সকলের । কথায়-কথায় জানা গেলো তাদের বাবা লণ্ডনের এক ধনকুবের, ব্যাঙ্কার। ছেলেদের ঝোঁক কেবল গানবাজনায়—এটা ব্যাঙ্কব্যবসায়ীর খুব-একটা পছন্দ হয়নি। অনেকবার নাকি চেষ্টা করেছেন ব্যাঙ্কের ব্যাবসায় এদের ভিড়িয়ে দিতে, কিন্তু এইসব পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স জমা-খরচ সুদ-মূলধন—এইসবে কিছুতেই তাদের মন ওঠেনি। তারা বরং কোথায় কোন গানবাজনার আসর বসেছে, তার খবর রাখতেই বেশি-উৎসাহ বোধ করেছে। শেষটায় একদিন তাদের বাবা তাদের ডেকে বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি যতদিন আমার এখানে থাকবে, ততদিন ভাববে পায়ের উপর পা তুলে কাটালেই চলবে। কীভাবে যে সংসার চলে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমাদের হবে না। তার চাইতে তোমাদের টাকা দিচ্ছি, লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো—যেখানে খুশি যাও, ভালো হয় ইওরোপ ছেড়ে গেলেই। গিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। নটা-পাঁচটা আপিশ যদি ভালো না-লাগে, তো অন্যকিছু করো—কিন্তু অন্য-কোথাও, এখানে নয়। যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তো ভালো, না-হ'লে বুঝবো দুটো অকম্মার ধাড়ি এককাঁড়ি টাকা জলে ফেলেছে। আমি না-হয় ধ'রে নেবো যে তবু তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে এরা টাকাগুলো খুইয়েছে। কিন্তু এভাবে আর চলবে না—'

বাবার কথা বলার ভঙ্গি দেখে এরা বুঝেছিলো, সত্যিই, এভাবে আর চলবে না। শেষটায় অনেক ভেবে তারা এসে হাজির হয়েছে পৃথিবীর একেবারে অন্যপ্রান্তে—এই অস্ট্রেলিয়ায়। এখানে এসে তারা *ক্যাটলফার্ম* খুলে বসেছে, গোরু-ভেড়ার ব্যাবসা, আর তাদের *র‍্যানচটা* হয়েছে এখানকার অন্য *র‍্যানচগুলোর* চাইতে একেবারেই অন্যরকম। অজস্র গোরু-ভেড়া সামলাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা সামলাতে গিয়ে এখানে তারা তাদের *র‍্যানচকে* কেন্দ্র ক'রে আস্ত-একটা জনপদই গ'ড়ে তুলেছে। শুধু তাদের নিজেদের জন্যে যে মস্ত একটা প্রাসাদই বানিয়েছে তা নয়—তার আশপাশে তাদের কাছে যারা কাজ করে তারাও নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়েছে। জেনারেটর বসিয়েছে—সেখানে তড়িৎকোষ থেকে বিজলি উৎপাদিত হ'য়ে যে শুধু আলোই জোগায় তা-ই নয়, তারা বসিয়েছে টেলিগ্রাফভবন, যাতে বড়ো শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে সবসময়, চেষ্টা করেছে এই দূর জঙ্গলেও জীবনযাত্রার মান যাতে আদিম অতীতে ফিরে না-যায়, বরং বিজ্ঞানকে

কাজে খাটিয়ে আজ মানুষ জীবনযাত্রাটা যতটা সহজ ক'রে তুলেছে, এখানেও যেন সেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ পড়ে।

এখানে তারা খুব-ভালো আছে। সারাদিন সকলের সঙ্গে খাটে, *র‍্যান্চের* তদারকি করে, এক *কোর‍্যাল* থেকে আরেকটা *কোর‍্যালের* সংযোগ রাখে, রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মাঝে-মাঝে তাদের মনে প'ড়ে যায় বেটোফেন বা মোৎসার্টকে, আর কাল রাত্তিরে তাঁরা তাদের সেই গানই শুনেছেন।

সাধারণত যারা *র‍্যান্চ* চালায় তাদের ধরন-ধারণ হয় রুক্ষ, কর্কশ, একটু হয়তো-বা অমার্জিতও। এরা কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর তারা অভিযাত্রীদের আমন্ত্রণই জানিয়ে বসলো, 'আসুন না, আমাদের খামারটা দেখে যাবেন একবার।'

এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে অভিযাত্রীরা বেশ খুশিই হয়েছিলেন। তাছাড়া, এ-কদিন একটানা পথের ধকলে বেশ-একটু ক্লান্তিও লাগছিলো। একটা দিন না-হয় একটু অন্যরকম ভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-পথশ্রম ছাড়াই কাটানো গেলো।

সারাটা দিন কাটলো এই *ক্যাটলফার্ম* ঘুরে বেড়িয়ে। এই যুবক দুটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশাল বনের পাশে ইওরোপকে এনে বসিয়ে দেয়নি। বরং অস্ট্রেলিয়ার ভূদৃশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই, মানানসইভাবেই, সবকিছু গ'ড়ে তুলেছে। তাদের এই ছোট্ট গ্রামটা গ'ড়ে তুলতে গিয়ে তাদের অনেক গাছপালা কাটতে হয়েছে, এটা সত্যি—কিন্তু তারা নির্বিচারে গাছ কেটে বনকে বন সাফ ক'রে দেয়নি, বরং *র‍্যান্চটা* গ'ড়ে তুলেছে এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমির পাশে, যাতে গোরু-ভেড়া চ'রে বেড়াতে পারে, পরের পর গাছপালা কেটে তারা এই চারণভূমি গ'ড়ে তোলেনি। কেননা এটা তারা জানে যে এমনিতেই অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি *আউটব্যাকে* এমনভাবে হা ক'রে থাকে যে যত গাছপালা কাটবে, ততই মরুভূমি এগিয়ে আসবে, বৃষ্টি পড়বে না – ঘাসও গজাবে না, এমনকী সব জীবজন্তুও এখান থেকে উধাও হ'য়ে যাবে। তারা চেয়েছে যাতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে কাজে খাটিয়েই তাদের খামার গ'ড়ে তোলা যায়।

অর্থাৎ তৃণভূমিটাকে ঘিরেই জটিলঝুরি মস্ত গাছপালা নিয়ে মোটামুটি অক্ষতই থেকে গেছে এই নিবিড় বনানী—আর তার জীবজন্তুরাও আশ্রয় খুইয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়নি।

'চলুন-না, আজ একটু বনের ভেতরে গিয়ে শোভা দেখে আসা যাক।'

খাওয়াদাওয়ার পর তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।

বনের শোভা অবশ্য এই দিনগুলোয় যথেষ্টই দেখেছেন সবাই, কিন্তু এখানকার বনে নাকি এমন-সব জীবজন্তু আছে, যা আর কোথাও সহজে দেখা যাবে না।

এ-কথা শুনে সকলের আগে উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিলো রবার্টই। আর তার

উৎসাহ দেখে অন্যরাও আর-কোনো আপত্তি তোলেননি। কিন্তু তাতে অবশ্য একটা বিপত্তিই ঘটতে বসেছিলো। তাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো ক্যাঙারুদের একটা ঝাঁকের—অনেক ছানা-রুর সঙ্গে মা-ক্যাঙারু। আর ক্যাঙারুর স্বভাবই এমন যে যদি তারা ভাবে আচমকা কোনো বিপদ এসে হাজির হয়েছে, তখন তারা গোড়ায় চেষ্টা করে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালিয়েই যেতে—ক্যাঙারুর লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে-চলার দৃশ্য ভারি অদ্ভুত, কেমন হাসিও পায়—কিন্তু ব্যাপারটা খুব-একটা হাসির থাকে না, যদি তারা মনে করে যে সহজে পালিয়ে যেতে পারবে না। তখন উলটে তারা লাফিয়ে এসে হামলাই চালায়—তখন তারা লাথি কষায়, আর সেই চাঁট খেয়ে বড়ো-বড়ো জন্তুও একেবারে ঘায়েল হ'য়ে যায়।

ক্যাঙারুরা নিরামিষাশী—উদ্ভিদভোজী। শুধু অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনিতেই তাদের দেখা যায়। লম্বা ল্যাজ, আর শরীরের পেছন দিকটা এমন সবল-সুগঠিত যে তাতেই তারা একেক লাফে বড়ো-বড়ো দূরত্ব অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। আর প্রকৃতি যেমন তাদের আত্মরক্ষা করার জন্যে শক্তিশালী পশ্চাদ্দেশ আর সুগঠিত পা দিয়েছে, তেমনি এই ব্যবস্থাও করেছে বিপদের সময়, কোনঠাশা হ'য়ে গেলে, যাতে তারা ঐ পায়ের লাথি কষাতে পারে।

রবার্ট ঠিক টের পায়নি, বরং আগ্রহের বশে বড্ড-কাছে গিয়ে পড়েছিলো এক ছানা-রুর, যে-তখন মার বুকের থলে থেকে বেরিয়ে নিজেই চ'রে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু মা-ক্যাঙারুর ছিলো সজাগ কড়ানজর; সে রবার্টকে কাছে আসতে দেখেই একলাফে তার কাছে এসে প'ড়ে প্রায় লাথি কষাতেই গিয়েছিলো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস হুঁশিয়ার না-থাকলে রবার্টকে আর দেখতে হ'তো না—কিন্তু কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস গায়ের জোরে ধেয়ে-আসা ক্যাঙারুর বুকে তাঁর ছোরাটা বসিয়ে দেয়াতেই রবার্ট সে-যাত্রায় বেঁচে গেলো।

এই বিপত্তির পর সবাই বেশ-একটু মনখারাপ ক'রেই ফিরে এসেছিলো। মিথ্যেমিথ্যি কোনো ক্যাঙারুকে মারার ইচ্ছে বোধহয় কারুই ছিলো না।

'ক্যাঙারু নিরামিষাশী হ'লে কী হয়—আমাদের কিন্তু বিপদে ফ্যালে প্রায়ই,' একটু সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতেই ভাইদের একজন বললে, 'শুধু লতাপাতা উদ্ভিদ খায় ব'লেই এদের খাই-খাই থেকে শস্যবাঁচানো একটা বিষম মুশকিলের ব্যাপার। ক্যাঙারুর ঝাঁক আসতে দেখলে আমরা নিজেরাও প্রায়ই উলটে ওদের মারতে বাধ্য হই।'

'হ্যাঁ, একেই বলে জঙ্গলের নিয়ম। তুমি যদি নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না-করো, তবে তোমার দেখাশুনো করবার জন্যে এই বিজনবিভুঁয়ে আর কেই-বা থাকবে?' অন্যভাই সায় দিয়ে বলেছিলো।

বিশ্রামটা যদিও অবিমিশ্র নিশ্চিন্ত হয়নি, তবু বোধহয় এই একটা দিন জিরিয়ে নেয়া ভালোই হয়েছিলো। কারণ পরদিন ভোরেই লর্ড গ্লেনারভনের বহর অস্ট্রেলিয়ার এমন

অঞ্চলে পৌঁছে গেলো যেখানটা অত্যন্ত দুর্গম ব'লেই এখনও মানুষের অজ্ঞাত থেকে গেছে।

বহর এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর কাছে, যে-পর্বতশ্রেণী দক্ষিণপূর্ব নিউসাউথ ওয়েল্‌স-এর পাশ দিয়ে উঠে গেছে ৭৩১৬ ফিট উঁচু, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে-উঁচু পর্বতশ্রেণী—গ্রেট ডিভাইডিং রেন্‌জের মধ্যেও সবচেয়ে-উঁচু। ইওরোপ থেকে মানুষ গিয়ে তাকে একটা ইওরোপিয় নামই দিতে চেয়েছে, তাকে বলেছে অস্ট্রেলিয়ার আলপস —একদিকে পূর্ব-ভিক্টরিয়া, আর দক্ষিণদিকে নিউসাউথ ওয়েলস —বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে চ'লে গিয়েছে পর্বতশ্রেণী। অস্ট্রেলিয়ার এই আলপ্‌সের সবখানে এখনও কোনো অভিযাত্রীদলই যেতে পারেনি, ফলে প্রায়ই নতুন-নতুন তথ্য জড়ো হ'তে থাকে এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কো সম্বন্ধে। এঁদের বহর অবশ্য এটা অতিক্রম ক'রে যাবে না, শুধু-যে দুর্গম তা নয়, এটা দুরারোহও—তাছাড়া কোথায় যে কী আছে, তাও জানা নেই—ফলে আগে থেকেই ঠিক ছিলো এর পাদদেশ ঘিরেই, এর পাশ কাটিয়ে, যাবে বহর।

কিন্তু তাহ'লেও ঠিক কোনখান দিয়ে গেলে যে এর পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে, সেটা জানা নেই—কোনো মানচিত্রেও এ-সম্বন্ধে কোনো হদিশ দেয়া নেই। এখানকার কারু কাছে জিগেস ক'রে পথঘাট সম্বন্ধে জেনে নিতে পারলেই ভালো হ'তো; সেইজন্যেই পথে যখন একটা সরাইখানা পড়লো, সেখানে গিয়ে জিগেস ক'রে সব ঘাতঘোঁৎ জেনে নেয়া ভালো ব'লেই ঠিক হ'লো।

সরাইওলা বোধহয় সত্যিকার একজন *রেডনেক*, খুবই রুক্ষ আর রূঢ় তার চেহারা, কথাবার্তাও কাটা-কাটা, কেমন যেন রাগি-রাগি। আয়ারটনের প্রশ্নের উত্তরে সে অবশ্যি একটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথের কথা বাৎলে দিলে, সেখান দিয়ে গেলে পাহাড়ের ল্যাজের দিকটা ডিঙোনো যাবে—কিন্তু এই হদিশটুকু দেবার কোনো ইচ্ছে বোধহয় তার ছিলো না—ভাবটা এমন, যেন সে তার সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান কোনো সম্পত্তি বার ক'রে দিচ্ছে।

সরাই থেকে বেরিয়ে আসার সময়েই ইশ্‌তেহারটা চোখে পড়লো লর্ড এডওয়ার্ডের। বেন জয়েসকে ধরিয়ে দেবার কোনো খবর দিতে পারলে একশো পাউণ্ড পুরস্কার দেবে পুলিশ।

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স হুলিয়াটা দেখে মন্তব্য করলেন : 'এই বেন জয়েসের কুকীর্তিগুলো সম্বন্ধে যত খবর পাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে একে হয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না-দিয়ে ফাঁসিতে লটকানোই উচিত ছিলো।'

'লোকে যতটা বলে যদি সত্যিই সে এতটাই কুখ্যাত হয়, তাহ'লে মাত্র একশো পাউণ্ড দাম হবে কেন তার মাথার?' আয়ারটন একটা টিপ্পনী কাটলে। 'আমার মনে

হয়, এ-সব রটনার মধ্যে অনেকটাই বাড়াবাড়ি আছে—'

'যতই অতিরঞ্জন থাক না কেন,' লর্ড এডওয়ার্ডের মন্তব্য, 'বেন জয়েস যে খুব-একটা সুবিধের লোক নয়, এটা ঠিক। না-হ'লে পুলিশ এমন হন্যে হ'য়ে তাকে খুঁজতো না। কিংবা যে-সব জায়গায় খুব-বেশি লোকজন নেই, সেইসব দূর-দূর জায়গায় এসে এমনভাবে হুলিয়া টাঙিয়ে দিতো না।'

'অর্থাৎ,' মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বললেন, 'সে-যে কখন কোথায় থাকে, পুলিশ সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখে না। তারা শুধু আন্দাজে ভর ক'রে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে—'

এত-সব কথাবার্তার মধ্যে পাঞ্চয়ল যে কোনো মন্তব্য করবেন না, তা তো আর হয় না। তিনি ব'লে উঠলেন, 'এইভাবেই কিংবদন্তির জন্ম হয়। যার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই, তার সম্বন্ধেই সব উলটোপালটা উদ্ভট আজগুবি খবর বেরিয়ে যায়—আর লোকে ভাবে সে বুঝি সাধারণ মানুষের চাইতে একেবারেই অন্যরকম।'

বেন জয়েসকে জড়িয়ে কত-কী গল্প রটেছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনাটা অবশ্য আপাতত মুলতুবি রইলো। এখন এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর ল্যাজটা ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আল্‌পস-এর পাল্লা থেকে বেরিয়ে-যাওয়াই জরুরি আর অব্যবহিত কাজ।

এবং কাজটা যে সহজ নয়, ক্রমাগতই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো।

স্কটল্যাণ্ড যতই পাহাড়ি জায়গা হোক, হাইল্যাণ্ডের উচ্চভূমি যতই উবড়োখাবড়ো বা রুক্ষবন্ধুর হোক, এবং স্কটল্যাণ্ডর পাহাড় সম্বন্ধে তাঁদের যতই অভিজ্ঞতা থাক, এই পাহাড় টপকাতে তা মোটেই কাজে লাগবে না, এই মাউন্ট কশ্‌চিউস্কোর যে-দিকটা অপেক্ষাকৃত নিচু, সেদিক দিয়েও পাহাড় টপকানো নেহাৎ সহজ কর্ম ছিলো না—বিশেষত এত-সব ঘোড়া আর বলদ নিয়ে। মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুরো ব্যাপারটার তত্ত্বাবধান করছিলেন। বিশেষত যখন একবার বলদে-টানা গাড়িটার একটা চাকা হঠাৎ-একবার দুম ক'রে খুলে এলো, আর তারপর রহস্যময়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়লো কয়েকটি বলদ আর একটা ঘোড়া। কেন-যে ওভাবে দুম ক'রে তারা পপাত ধরণীতলে এবং মমার চ, সেটা প্রায়-যেন একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালিই র'য়ে গেলো। ক্লান্ত, অবসন্ন, রুক্ষ পাহাড়ি পথের বন্ধুর পাথরে হোঁচট খেয়েছে—এত-সব কথা ভেবেও বোঝা গেলো না তারা মাটিতে পড়বামাত্র মরলো কেন।

তারপর যখন বিশেষ-সাবধানে ধীরমন্থর গতিতে পাহাড়ের শীর্ষদেশটা ডিঙিয়ে তাঁরা ওপাশটায় পৌঁছেছেন, তখন চলতে-চলতে হঠাৎ জাক পাঞ্চয়লের ঘোড়াটাও কেমন বিচ্ছিরিভাবে পাগুলো দুমড়ে-মুচকে প্রায় হুমড়ি খেয়েই পড়লো এবং আর উঠলো না, তখন প্রায় চোখ ছানাবড়া হবার অবস্থা সকলের। কী কারণ থাকতে পারে এই বলদগুলো আর ঘোড়াগুলোর এমনভাবে চিৎপাত হ'য়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে প'ড়ে যাওয়ার? পাঞ্চয়লকে নিয়েই যখন তাঁর ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, তখন তাঁর মুখচোখের ভাব যদি

ছবি এঁকে ফুটিয়ে তোলা যেতো! তাঁর মুখ দিয়ে বাক্য প্রায় সরছিলোই না, শুধু কোনোমতে অস্ফুট স্বরে বলতে পেরেছিলেন : 'অদ্ভুত!'

অদ্ভুত তো বটেই! এখন যে বাকি রইলো মাত্র পাঁচটা ঘোড়া আর চারটে বলদ; এগুলোর যদি কিছু হয়, তাহ'লে বহর একেবারে অকেজো হ'য়ে যাবে, জনমানবহীন রুক্ষ পার্বত্যঅঞ্চলে বিষম বিপদের মধ্যে পড়বে। লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই বোমকে গিয়েছিলেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শুধু মেজর ম্যাকন্যাবস জাক পাএঁয়লের অস্ফুট আর্তনাদ, অদ্ভুত! -এর উত্তরে চাপাগলায় দাঁত চেপে বলেছিলেন : '*খুবই অদ্ভুত!*'

কিন্তু বিপদ আর প্রহেলিকা বোধহয় একা আসে না। সেই রাতেই মারা গেলো আরো-একটা ঘোড়া, আর বলদ। আর কেন-যে এরা হঠাৎ এভাবে পর-পর মারা যাচ্ছে, সেই হিংটিংছট প্রশ্নটার কোনোই সমাধান হ'লো না। মেজর ম্যাকন্যাবস যতই আপৎকালীন সতর্কতা নিয়ে চোখকানখুলে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করুন না কেন, কেবল তাঁর মুখটা গম্ভীর হ'য়ে-যাওয়া ছাড়া আর-কিছুই হ'লো না—এবং তাঁর ললাটদেশে কেবল কতগুলো বাড়তি কুঞ্চনরেখা পড়লো।

আর আয়ারটন কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে আছে। সে ঘোড়া আর বলদগুলোর বিশেষ তোয়াজ করছে, পরিচর্যা করছে, কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না হঠাৎ এতটা পথ পেরিয়ে এসে এই পাহাড়েই এমন তাজ্জব কাণ্ডটা হচ্ছে কেন!

আপদের সেখানেই শেষ নয়। সাবধানে বাকি পথটা চলতে-চলতেও যখন পরের দিন জানুয়ারির তেরো তারিখে স্নোয়িনদীর আধমাইলের মধ্যে এসে গাড়ির চাকা ডেবে গেলো কাদায়, তখন সকলের একেবার মাথায় হাত। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে কাদার মধ্য থেকে তোলা হ'লো বটে, কিন্তু ঠিক হ'লো এখানেই আপাতত ছাউনি ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেয়া হবে। তাতে এই জন্তুগুলো অন্তত বিশ্রাম করবার একটা সুযোগ পাবে—হয়তো পথের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

সবাই যখন গুছিয়ে ব'সে এইসব আকস্মিক উৎপাত সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, তখন আয়ারটন আবার নতুন ক'রে তার প্রস্তাবটা দিলে।

'সামনেই একটা মোটামুটি সুগম রাস্তা আছে—নাম লক্ষ্ণৌ রোড—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই জাক পাএঁয়ল বললেন, 'কী মুশকিল! লোকেরা কি আর নতুন নাম পায় না কোথাও! পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যদি একই নাম দিতে থাকে, তাহ'লে আমরা যারা ভুগোল নিয়ে চর্চা করি—আমরা কোথায় যাই? এই পর্বতশ্রেণীর নাম গ্রেট ডিভাইড রেনজ—মার্কিন মুলুকেও এমনি-একটি গ্রেট ডিভাইড আছে। কোথায় জানতুম ভারতবর্ষে লক্ষ্ণৌ নামে একটা জায়গা আছে, সিপাহিবিদ্রোহের সময় সেখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিলো। এখন, এইখানে কি না একটা লক্ষ্ণৌ রোড এসে হাজির। এই রাস্তা ধ'রেই কি আমরা সাতসাগর ডিঙিয়ে সোজা ভারতবর্ষে গিয়ে

লক্ষ্ণৌ পৌঁছুবো নাকি ?'

ভৌগোলিকের এই বিমর্ষ সমস্যায় সবাই কোথায় সহানুভূতি দেখাবেন—না, সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। আবহাওয়া গত ক-দিন ধ'রেই কেমন ভারি হ'য়ে ছিলো, তার কথা শোনবার পর হঠাৎ যেন সব মেঘ কেটে গেলো, পরিবেশটা বেশ হালকা হ'য়ে গেলো।

হাসিটা একটু থামতেই আয়ারটন ফের নাছোড়ের মতো কথাটা পাড়লে। 'আমাদের তো একের পর এক বিপদ লেগেই আছে। কবে যে সবাই মিলে আমরা পুরো রাস্তাটা পেরুতে পারবো কে জানে। তার চাইতে, কাছেই যখন লক্ষ্ণৌ রোড আছে, তখন আমায় বরং মেলবোর্নেই পাঠিয়ে দিন—*ডানকানের* খোঁজে। যাতে *ডানকান* সোজা পুব উপকূলে চ'লে যায়, সেই-মর্মে বরং একটা চিঠি লিখে দিন, যাতে আমাদের কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকে।'

আর-কেউ কিছু বলবার আগেই মেজর ম্যাকন্যাবস বাধা দিলেন। *ব্রিটানিয়া* যে ঠিক কোথায় ডুবেছে, তা জানা আছে একমাত্র আয়ারটনেরই। তাকে কী ক'রে এখন সবাইকে ছেড়েছুড়ে একা চ'লে যেতে দেয়া যায় ?

সঙ্গে-সঙ্গেই মেজর ম্যাকন্যাবসের কথায় সায় দিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস। তাঁরও মত : *ডানকান* ফার্স্টমেট টম অস্টিনের তত্ত্বাবধানে যা করছে করুক—কিন্তু কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশ না-পাওয়া অব্দি আয়ারটনের মূল বহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

আয়ারটন যখন বললে যে 'আমি শুধু আমাদের কাজটা খানিকটা এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম,' তখন তার মুখে যে হাঁড়িপানা ভাব ফুটে উঠেছিলো, সেটা আর-কেউ খেয়াল করুক বা না-করুক, মেজর ম্যাকন্যাবস বেশ লক্ষ করেছিলেন। এ-কথায় তার অতটা নিরাশ হ'য়ে পড়ার কী আছে ? আয়ারটনের হাবভাবের মধ্যে কী-একটা যেন আছে, যেটা মেজর ম্যাকন্যাবসের আদপেই ভালো লাগছে না। অথচ স্পষ্ট ক'রে তিনি নিজেই জানেন না—সেটা কী? তাই এ নিয়ে তিনি আর-কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলেন, আয়ারটনের ওপর এখন থেকে কড়ানজর রেখে চলতে হবে।

সম্ভবত মনের মধ্যে কোথাও-একটা অস্বস্তি খচখচ করছিলো ব'লেই সে-রাতে একটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেলো মেজর ম্যাকন্যাবসের। গোড়ায় তিনি বুঝতেই পারেননি হঠাৎ এত-তাড়াতাড়ি তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো কেন। আর তারপরেই চোখ কচলে ধড়মড় ক'রে তিনি উঠে বসলেন।

তাঁরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিলেন, সেখানে প্রায় আধমাইল জায়গা ফসফর-ফার্নের হালকা-নীল আলোয় আলো হ'য়ে আছে—কিন্তু সেটাই তাঁর ধড়মড় ক'রে উঠে-বসার কারণ নয়। একটু-দূরে কয়েকটা কালো-কালো ছায়া, অথবা আরো-ভালো ক'রে

বলা যায় ছায়ার মতো মানুষ, ঝুঁকে প'ড়ে ছায়মূর্তিগুলো যে মাটির ওপর কী-সব চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছে।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে প্রায় ছুটেই যেতে চেয়েছিলেন মেজর, কিন্তু শেষটায় লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে এগুলেন তিনি। কী ব্যাপার ? এরা কারা?

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ছাউনি ছেড়ে ওভাবে ঘাসবনের মধ্যে মিলিয়ে যাবার খানিকক্ষণ বাদেই বৃষ্টি নামলো। বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছে কেউ আকাশ থেকে। *ঝলকবান* হবে নাকি ? পাওয়েল আধোঘুমের মধ্যে খানিকটা ভিজে গিয়েই বললেন, 'এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লেই এদিকটায় *ঝলকবান* ডাকে—*ফ্ল্যাশফ্লাড*—বন্যার মতো জল গড়িয়ে যায় পাহাড় থেকে, সামনে যাকে পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' আর কথা কটা জড়ানো সুরে বলতে-বলতেই সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। 'নাঃ, এই তুমুল বৃষ্টি এই তাঁবুর মধ্যে আর থাকতে দেবে না দেখছি !'

বৃষ্টির ঝমঝম শব্দেই শুধু নয়, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে গিয়ে একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। এবার বুঝলেন পাওয়েল ঠিকই বলেছেন—এমন বৃষ্টিতে এই তাঁবুর মধ্যে আর টেঁকা যাবে না। সবাইকে সাথে নিয়ে তক্ষুনি তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেই বলদে-টানা গাড়িটায়, মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা যেখানে এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও খানিকটা সুরক্ষিত আছেন।

ভালো ক'রে কারুই ঘুম হয়নি, তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজেই গাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর পাওয়েলের *ঝলকবানের* কথা শুনে সবাই একটু আঁৎকেও উঠেছিলো—উত্তেজনায় সকলেই যেন একসাথে কথা কইছিলেন। সকলেই—কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স নন। এ-সব তালেগোলে কেউ খেয়ালও করেননি মাঝখানে কিছুক্ষণ তিনি কোথায় যেন উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন।

ঝলকঢলের আশঙ্কাটা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিলো না। আর-কিছু না-হোক, এ-ভয়টা তো আছেই এই তুমুল বর্ষায় স্নোয়ি নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে। তাই বৃষ্টির মধ্যে কেউ-না-কেউ মাঝে-মাঝে বেরিয়ে গিয়ে খোঁজ ক'রে এলেন জল বাড়ছে কি না।

বৃষ্টির কাণ্ডটা অদ্ভুতই বলতে হবে। যেই ভোর হ'লো, অমনি বৃষ্টিও থেমে গেলো। আকাশ দেখে কে বলবে যে একটু আগেই সে তুলকালাম ঢল নামিয়ে দিয়েছিলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের মুখ হাঁড়িপানা, ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে। কিন্তু কাদায়-আটকে-যাওয়া গাড়িটাকে এখনই টেনে-তোলা দরকার, না-হ'লে আরো-ফ্যাসাদে পড়তে হবে। শুধু বলদগুলোকে তাড়া লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না, এই বৃষ্টির পর নরম কাদামাটিতে গাড়িটা যেভাবে এঁটে বসেছে তাতে একে টেনে-তোলা শুধু এই কটা বলদের কাজ নয়, বলদ ঘোড়া মানুষ সকলের সম্মিলিত শক্তি দরকার।

কিন্তু বনের মধ্যে যেখানে বলদ আর ঘোড়াগুলো রেখে আসা হয়েছিলো, সেখানে গিয়ে দেখা গেলো সব ভোঁ-ভাঁ—জন্তুগুলোর একটাও সেখানে নেই!

কাণ্ড দেখে, সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেলো, হতভম্ব ভাবটা তো আছেই, কিন্তু বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে কারু একমুহূর্তও দেরি হয়নি। এমনিতেই তো গত ক-দিনে বেশ-কিছু ঘোড়া আর বলদ টেঁশে গিয়েছে—তাতেই যা অসুবিধে হচ্ছিলো, তা আর কহতব্য নয়। এখন এ-জন্তুগুলোর একটাকেও জায়গামতো না-দেখে সকলেরই মাথায় হাত। কী হবে এখন?

ঘণ্টাখানেক প্রায় আশপাশের বনজঙ্গল তোলপাড় ক'রে খোঁজা হ'লো জন্তুগুলোকে—কিন্তু যতই হাঁকডাক চীৎকার-চ্যাচামেচি করুন না কেন, এই জন্তুগুলোর কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। এরা যেন কোন্ ফুশমন্তরে হাওয়ায় উবে গিয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে বিমর্ষভাবে যখন কাদায়-ডেবে-বসা গাড়িটার দিকে ফিরছে সবাই, তখন আচমকা ক্ষীণ চিঁহি-চিঁহি ডাক শোনা গেলো। হন্তদন্ত হ'য়ে-ছুটে গেলেন সবাই। সেই নিবিড় লম্বা ঘাসের বনে হাতের ঝটকায় পথ ক'রে নিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেলো—সেই বড়ো-বড়ো ঘাসগুলোর মধ্যে ঠ্যাং তুলে ম'রে প'ড়ে রয়েছে তিনটি ঘোড়া আর দুটি বলদ। চিল-শকুনরা পাক খাচ্ছে মাথার ওপর, কাকেদের ওড়াউড়ি, গাছের ডালে-ডালে ব'সে আছে গৃধিনীরা। আজ তাদেরই ফূর্তি সবচেয়ে-বেশি—এতবড়ো-একটা ভোজের ব্যবস্থা হওয়া মানে তো তাদের মহোৎসব।

লর্ড এডওয়ার্ড স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন—আক্ষরিকভাবেই যেন কোনো স্তম্ভ হ'য়ে গেলেন, স্ট্যাচু। একটু পরে যখন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে এলো, সে-কথা এতই ক্ষীণ শোনালো যে মনে হ'লো তাঁর গলা দিয়ে যেন কোনো আওয়াজ বেরুতে চাচ্ছে না। আয়ারটন,' কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তিনি বললেন—যেন কোনো ভুতুড়ে দুঃস্বপ্ন থেকে এখনও তিনি আবেশ কাটিয়ে জেগে উঠতে পারেননি, 'বাকি ঘোড়া আর বলদটাকে নিয়ে যাও।'

প্রায় টলতে-টলতেই যেন গাড়ির কাছে ফিরে এলেন সবাই, মোহ্যমান, এইটুকু পথ আসতে বুঝি আধঘণ্টাই লেগে গেলো তাঁদের।

এতক্ষণ মেজর ম্যাক্ন্যাবস টু-শব্দটি করেননি। নীরবে সবকিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার লর্ড গ্লেনারভনের দশা দেখে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না তিনি। 'এর আগের বার নদী পেরুবার সময় সব কটা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো হ'লে এমন অবস্থা কিছুতেই হ'তো না।

'এ-কথা কেন বলছেন?' একটু হতভম্ব হ'য়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

'যে-ঘোড়াটার পায়ে নাল লাগানো হয়েছিলো, শুধু সেইটেই বেঁচে গেছে ব'লে—'

'আরে! তা-ই তো!' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন। 'এ-যে দেখছি তাজ্জব ব্যাপার!'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাবসের দিকে তাকিয়ে আয়ারটন বললে, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

মেজর ততক্ষণে ফের তাঁর মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছেন—আর একটা কথাও বললেন না। গ্লেনারভনের ভারি-কৌতূহল হচ্ছিলো—এখনও তিনি ঠিক ধ'রে উঠতে পারেননি ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাবার সঙ্গে এই অপঘাত মৃত্যুগুলোর কী সম্পর্ক। মেজর কিন্তু তখন অপলকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন অন্যান্য নাবিকদের নিয়ে আয়ারটন কীভাবে কাদার মধ্য থেকে গাড়িটাকে টেনে তোলবার ব্যবস্থা করছে। মেজরের মুখ থেকে হেঁয়ালিটার কোনো ব্যাখ্যা না-পেয়ে শেষটায় কাপ্তেনকেই জিগেস করলেন গ্লেনারভন, 'আচ্ছা, ম্যাঙ্গল্‌স, ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তখন কী বলতে চাচ্ছিলো?'

'বুঝতে পারছি না।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের গলায় চিন্তার ছাপ। 'তবে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স সাধারণত উটকো-কোনো মন্তব্য করেন না—কারণ থাকলেই কিছু বলেন।'

এবার খুব নিচুগলায় লেডি হেলেনা জানালেন: 'আমার মনে হয় মেজর কোনো কারণে আয়ারটনকে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছেন না—এ-সবকিছুর জন্যে তাকেই সন্দেহ করছেন—'

'কিন্তু কেন?' পাঞ্জয়লও এবার একটু চমকে গেছেন। 'আয়ারটন আবার কী করেছে?'

'ম্যাক্‌ন্যাব্‌স যদি ভেবে থাকে, আয়ারটনই এই জন্তুগুলোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তাহ'লে সে একটা মস্ত ভুল করেছে।' একটু ভেবে নিয়ে বললেন গ্লেনারভন। 'কিন্তু কাউকে সন্দেহ করার আগে তার উদ্দেশ্যটা নিয়ে ভাবতে হবে তো? খামকা আয়ারটন এমন কাজ করতে যাবে কেন? এতে তার কী লাভ হবে?'

'এটা ঠিক যে জন্তুগুলো মারার পেছনে আয়ারটনের কী মৎলব আছে আমরা সেটা জানি না,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন, 'কিন্তু মেজর এ-সম্বন্ধে সত্যি-সত্যি কী বলতে চান, সেইটেই আগে জানা দরকার।'

পাঞ্জয়ল এতক্ষণে একটু ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গিতেই বলেছেন: 'ঐ পালিয়ে-যাওয়া কয়েদিগুলোর সঙ্গে মিলে কোনো ঘোঁট পাকায়নি তো?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে নিয়ে এবার লর্ড গ্লেনারভন পাঁকে-পড়া গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়িটাকে টেনে তুলতে গিয়ে এতজন দশাসই জোয়ান বলদ আর ঘোড়াকে কাজে লাগিয়েও কিছু করতে পারেনি। গাড়িটার চাকাগুলো যেন সেখানে খুঁটি গেড়ে রয়েছে। আর-বেশি জোরাজুরি করতে গেলে এবার না গাড়িটাই ভেঙে যায়! তার অবস্থাও তো ভালো নয়। এরই মধ্যে একবার তাকে মেরামত ক'রে নিতে হয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে, লর্ড গ্লেনারভন মেজাজ খারাপ ক'রে সবাইকে ডেকে ফের ফিরে এলেন তাঁবুতে। একটা জরুরি পরামর্শসভা বসানো ছাড়া এখন আর-কোনো উপায় নেই। তারা এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে মেলবোর্ন প্রায় শো-দুয়েক মাইল দূরে, আর টুফোল্ড উপসাগর সে-তুলনায় অনেকটাই কাছে—সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখন যখন মোটঘাট নিয়ে পায়দলেই যেতে হবে, তখন কোনদিকে যে যাওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনো মতই ছিলো না। পায়ে হেঁটে যেতে হবে যখন, তখন টুফোল্ড উপসাগরের দিকেই যাওয়া উচিত।

লেডি হেলেনা বললেন : 'আমি আর মেরি রোজ কম ক'রেও মাইল-পাঁচেক হাঁটতে পারবো। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।'

পাওয়েল বললেন, 'একটা-কোনো বড়ো জনপদে গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলেই মেলবোর্নে আমরা খবর পাঠাতে পারবো। চাই-কি, নতুন-কোনো গাড়ি-ঘোড়াও জোগাড় ক'রে নেয়া যাবে। সেদিক থেকে ইডেনে যাওয়াই ভালো। তাহ'লে টুফোল্ড উপসাগর অব্দি আর যেতে হয় না।'

'তার চাইতে,' আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, 'এখান থেকেই *ডানকানে* খবব পাঠিয়ে সোজা টুফোল্ড উপসাগরে গিয়েই জাহাজে উঠলে ভালো হয় না কি?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের দিকে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, 'জন, তুমি কী বলো?'

'টুফোল্ড উপসাগর বেশ-দূরে। অদ্দুর যাবার আর দরকার কী? তার চাইতে ইডেনেই না-হয় যাওয়া যাক—কিছুটা তাড়াহুড়ো করলে চার-পাঁচদিনেই পৌঁছে যাবো।'

'যতই তাড়া করুন না কেন, পনেরো-বিশদিনের আগে ওখানে পৌঁছুনো যাবে না,' আয়ারটন জানালে।

'ঐটুকু রাস্তা যেতে *অ্যাদ্দিন* লাগবে?' লর্ড এডওয়ার্ডের গলার বিস্ময় চাপা থাকেনি।

'তার চাইতেও বেশিদিন লাগতে পারে,' আয়ারটন সকলের সব আশায় ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিতে চাচ্ছে, 'ভিক্টরিয়ার সবচেয়ে দুর্গম জায়গা দিয়ে যেতে হবে—এখানটায় লোকজন সাধারণত আসে না—ফলে কোনো রাস্তা তৈরি হয়নি। মনে রাখবেন, আমাদের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে যেতে হবে। চার-পাঁচদিনে যাওয়া মোটেই সম্ভব হবে না।'

'বেশ-তো,' ম্যাঙ্গল্স যেন খুব-একটা পাত্তাই দিলেন না, 'বেশ, তাহ'লে না-হয় পনেরো-বিশদিন পরেই *ডানকানে* টম অস্টিনকে খবর পাঠানো যাবে। আমরা যদি অ্যাদ্দিন দেরি করতে পারি, তবে এ-কদিনে তেমন-একটা তফাৎ আর কী হবে?'

'কিন্তু আমি তো সবচেয়ে-বড়ো মুশকিলটার কথা এখনও বলিনি,' আয়ারটন আবার

একখানা বিপত্তির কথা তুলেছে, 'যতদিন-না সব জল নেমে যাচ্ছে, আমাদের তো তদ্দিন এখানে নদীর ধারেই ব'সে থাকবে হবে।'

'ব'সে থাকতে হবে কেন ?' ম্যাঙ্গল্‌স একটু অবাকই হলেন। 'নদী কি কাছে কোথাও একটা সরু হ'য়ে যায়নি যে হেঁটে পেরুনো যায় ?'

'মনে হয় না। সকালে আমি তারও খোঁজ করছিলাম—কিন্তু রাতের বৃষ্টির ঢল নেমে জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে—এতটাই বান ডেকেছে যে জলে কেউ নামলেই কোথায় যে ভেসে যাবে, কেউ জানে না।'

লেডি হেলেনা সরাসরি জিগেস করলেন, 'কিন্তু কত চওড়া এ-নদী ?'

'মাইলখানেক তো হবেই—এই তীর থেকে ওই তীর খুব স্পষ্ট দেখা যায় না। তার ওপর এমন সাংঘাতিক স্রোত যে—'

'কিন্তু ভেলা বা ক্যানু তো যাবে,' রবার্ট বললে, 'এখানে তো আর গাছপালার অভাব নেই।'

এতক্ষণে একটা কাজের কথা হ'লো। শুনেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছেন। 'রবার্ট ঠিকই বলেছে। হাত-পা গুটিয়ে ব'সে না-থেকে অন্তত কিছু-একটা তো করা যাবে।'

আয়ারটনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন, 'তুমি কী বলো, আয়ারটন ? সেটা করাই তো ঠিক হবে, তা-ই না ?'

'কিন্তু যা-ই করুন না কেন, এখানে আমাদের অনেকদিন ব'সে থাকতে হবে—অন্তত যদ্দিন-না বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আসে—'

আয়ারটনের কথা শেষ করতে না-দিয়ে একটু উত্ত্যক্ত ভঙ্গিতেই ব'লে উঠেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স, 'সবসময় বাইরের সাহায্যের জন্যে ব'সে থেকে কী হবে ? তোমার মাথায় যদি অন্যকোনো প্ল্যান থাকে তো সেটাই বলো।'

'সেটাই এতক্ষণ ধ'রে বলবার চেষ্টা করছি। আমরা যতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবো. *ডানকান* ততক্ষণে টুফোল্ড উপসাগরে এগিয়ে এলে অনেকটা সময় বাঁচে—আর সবকিছুর একটা হিল্লে হ'য়ে যায়।'

'সেই থেকে দেখছি তুমি বারে-বারে *ডানকানের* কথাই তুলছো। কিন্তু তাতে ফায়দাটা কী হবে ? সাহায্যটা আসবে কোত্থেকে ? তাছাড়া *ডানকানকেই* বা আমরা খবর পাঠাবো কী ক'রে ?'

এমন সোজাসুজি কথাটা বলা হ'লো যে আয়ারটন একটু থতমত খেয়ে গেলো। কতটা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে, সেটা সে এতক্ষণে বুঝতে পারলে। একটু দোনোমনা ক'রে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, 'কী করলে একটু তাড়াতাড়ি ঝামেলাটা মেটে, এতক্ষণ আমি শুধু সে-কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি গায়ে প'ড়ে কোনো পরামর্শ দিতে

চাইনি, সেই স্পর্ধাও আমার নেই। আপনারা আলোচনা ক'রে যা ঠিক করবেন, তা-ই হবে।'

এবার একটু অসহিষ্ণু হ'য়েই গ্লেনারভন বললেন, 'কিন্তু সেটা কোনো উত্তর হ'লো না। আমরা তো আলোচনাই করছিলুম। তোমার কী মত, সেটাই বলো। কী করলে আমরা আপাতত এই সমস্যাটা থেকে উদ্ধার পাই, সেটাই তো ভাবতে হবে—'

'আমরা এখানেই ব'সে থেকে বিশ্রাম করি। ততক্ষণে *ডানকান* টুফোল্ডে এসে আমাদের সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করুক। এখান থেকে কেউ-একজন গিয়ে টম অস্টিনকে খবর দিক। ততক্ষণে আর বৃষ্টি না-হ'লে নদীর জলও ক'মে যাবে। তখন না-হয় দেখা যাবে কোনখানে নদী পেরুনো যায়। দরকার হ'লে তখনই ক্যানু বানিয়ে নেয়া যাবে।'

'এটা অবশ্য মন্দ বলোনি। দেরি তো এমনিতেই হচ্ছে—তবে মাঝখান থেকে অনেকগুলো ঝামেলার হাত থেকে বাচা যাবে। আমাদের ঘোড়া আর বলদগুলো না-থাকায় সত্যিই তো এইভাবে এতটা পথ হেঁটে-হেঁটে যাবার চেষ্টা করা খুব বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।'

এতক্ষণ মেজর ম্যাকন্যাবস একটাও কথা বলেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই কথা-কাটাকাটি শুনছিলেন। এবার সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে ম্যাকন্যাবস বললেন, 'হ্যাঁ, এই প্রস্তাবটাই সবচেয়ে-ভালো। আয়ারটন যা বলেছে, আমিও এতক্ষণ তা-ই ভাবছিলুম।'

এবার যেন হতভম্ব হওয়ার পালা আয়ারটনের। সে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মেজরের মুখের দিকে তাকালে। এতদিন যখনই সে *ডানকানের* কথা তুলেছে, তখনই মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস কোনো-না-কোনো আপত্তি তুলেছেন। অথচ এখন কেমন যেন তড়িঘড়ি বড্ড চট ক'রেই তার কথায় রাজি হ'য়ে যাচ্ছেন!

অন্যরাও বেশ অবাক হয়েছিলো। কিন্তু প্রস্তাবটায় মেজর ম্যাকন্যাবসের সম্মতি আছে দেখে এই প্রস্তাবটাই গ্রহণ করা হ'লো। শুধু কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস তখন একটা বাস্তব অসুবিধের কথা তুললেন—'আমরা যদি নদী পেরুতে না-ই পারি, তবে টম অস্টিনের কাছে যে যাবে, সে-ই বা নদী পেরুবে কী ক'রে?'

আয়ারটন এবার তড়িঘড়ি তার পরামর্শ নিয়ে খাড়া। 'খামকা কাউকে নদী পেরুতে হবে কেন? আমাদের তো এখনও একটা ঘোড়া আছে। সেই ঘোড়ায় চেপে সে লক্ষ্ণৌ রোডে ফিরে যাবে—সেখান থেকে সোজা চ'লে যাবে মেলবোর্নে। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে বেশিদিন লাগবে না। চট ক'রেই পৌঁছে যাবে মেলবোর্ন—সেখান থেকে টুফোল্ডের মুখে আসতে আর ক-দিনই বা লাগবে?'

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস কথাটায় সায় দিলেন। 'এই কথাটা আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিলো। এতেই সবচেয়ে-তাড়াতাড়ি ঝামেলাটার একটা সুরাহা হবে।'

'কিন্তু যাবে কে? আমাদের তো কারুই এখানকার পথঘাট জানা নেই,' লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন।

'আমাকে এই রাস্তা দিয়েই বুনোদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো,' আয়ারটন বললে, 'আমি এখানকার রাস্তাঘাট একটু-আধটু জানি। আপনি যদি হুকুম করেন তো আমিই যেতে পারি। একটা চিঠি লিখে টম অস্টিনকে নির্দেশ দিন—একসপ্তাহের মধ্যে *ডানকানকে* নিয়ে টুফোল্ডের মুখে এসে হাজির হ'য়ে যাবো।'

'না-না, তুমি কেন যাবে?' আপত্তি তুলেছেন জন ম্যাঙ্গলস। 'তুমি চ'লে গেলে, *ব্রিটানিয়া* কোথায় ডুবেছিলো, সে-জায়গাটা চিনিয়ে দেবে কে? অন্তত সে-জায়গাটা শনাক্ত ক'রে দেবার জন্যেও তোমার এখানে থাকা উচিত।'

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপত্তিটাকে নস্যাৎ ক'রে দিলেন ম্যাকন্যাব্স। 'না কাপ্তেন, আয়ারটনের প্ল্যানটাই ভালো—সে এখানকার রাস্তাঘাট চেনে, সে চট ক'রে পৌঁছে যেতে পারবে মেলবোর্নে। তাছাড়া আমরা তো এখন এখানে নদীর জলের শোভা দেখবো, ঢেউ গুনবো আর হাওয়া খাবো—আমরা তো আর এখান থেকে নড়ছি না এখন, যে *ব্রিটানিয়া* কোথায় ডুবেছিলো সে-জায়গাটা খুঁজতে বেরিয়ে যাবো। সেই-অর্থে, আয়ারটনের তো এখানে কোনো কাজ নেই। সে-ই বরং বার্তাটা নিয়ে যাক।'

'তাহ'লে এই কথাটাই ঠিক হ'লো,' লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, 'আয়ারটনই যাবে।' ব'লে তক্ষুনি তিনি চিঠি লিখতে ব'সে গিয়েছেন।

আর, অমনি, পলকের জন্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে আয়ারটনের মুখ, চোখের তারায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। আর-কারু চোখে না-পড়লেও জন ম্যাঙ্গল্‌সের সেটা চোখ এড়ায়নি।

লর্ড এডওয়ার্ড যখন চিঠিটার মুসাবিদা করছেন, কাঁধের কাছে মুখ এনে মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স ফিশফিশ ক'রে বলেছেন তাঁকে, 'আয়াবটন বানানটা জানা আছে তো?'

'বাঃ রে, যা হয়, তা-ই। আ-য়া-র-ট-ন।'

'না। আমরা বলি আয়ারটন, তবে লেখার সময় বেন জয়েস।'

নিচু গলাতেই বলেছিলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স কিন্তু স্তব্ধ তাঁবুর মধ্যে তবু যেন নামটা গমগম ক'রে বজ্রের মতো ফেটে পড়েছিলো!

হতচকিত, কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই, আয়ারটনের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ছোট্ট-একটা আগ্নেয়াস্ত্র, আর রিভলভারটি থেকে পর-পর তিনবার গুলি ছুটেছে। গুলি খেয়ে তক্ষুনি আছড়ে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড, কলমটা তাঁর হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই তিনবার-ছোঁড়া গুলির আওয়াজ বুঝি অন্য কোনোকিছুর সংকেতই ছিলো—কেননা ঠিক তার প্রতিধ্বনি তুলেই বাইরে পর-পর শোনা গেছে আরো আগ্নেয়াস্ত্রের

আওয়াজ।

হুটোপাটিটা শুরু হবার আগেই আয়ারটন উধাও। কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌স অন্য মাল্লাদের নিয়ে ছুটে গিয়েও আয়ারটনের নাগাল ধরতে পারেননি, তিন লাফেই সে যেন গিয়ে ততক্ষণে পৌঁছেছে বনের পাশে—যেখানে তার সাগরেদরা এতক্ষণ ধ'রে ইঙ্গিতটারই অপেক্ষা করছিলো।

এই তাঁবুর মধ্যে থাকলে সবাই তাহ'লে দুশমনদের সহজ-চাঁদমারি হ'য়ে উঠবে—তাঁবুটা তাগ ক'রেই এই নৃশংস দস্যুগুলো তাহ'লে মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করবে।

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রাথমিক অপ্রস্তুত অবস্থাটা কেটে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন—তাঁর আঘাত ততটা গুরুতর নয়, গুলিটা তাঁর কাঁধ ঘেঁসে আছে, কেননা আয়ারটন তখন গুলি চালিয়েছিলো এলোপাথারি, তাগ ঠিক করবার মতো অবসর পায়নি। আর একমুহূর্তও সবুর করেননি লর্ড এডওয়ার্ড, মেরি আর হেলেনাকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলদে-টানা গাড়িটার পেছনে—গাড়ির ওপরের ছাউনিটা মোটা-মোটা চামড়া আর কাঠে বানানো। অন্য-সবাই ততক্ষণে বন্দুক তুলে নিয়েছেন হাতে, এই দুশমনদের যে-ক'রেই-হোক ঠেকাতে হবে। বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা চলবে না।

কয়েক ঝাঁক গুলি ছুটেছিলো, তারপরেই সব হঠাৎ এখন চুপ হ'য়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা, শত্রুদের আর-কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু বনের পাশে সব ভোঁ-ভাঁ, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। আয়ারটন অথবা বেন জয়েস—যে-ই হোক না কেন, সে এই ফাঁকে তার তাঁবেদারদের নিয়ে চম্পট দিয়েছে—শুধু বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়াই বুঝিয়ে দিচ্ছে একটু আগেই এখান থেকে গুলি ছুটেছিলো।

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তক্ষুনি কাপ্তেনের সঙ্গে ছুটে গিয়েছেন ধাওয়া ক'রে—লড়াইটা সামনাসামনিই হোক, অমন আড়াল থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা যাবে না। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ছুটে আসতে যতটা সময় লেগেছিলো তাতে শত্রুরা পালিয়েছে।

'পালিয়েছে কি না কে জানে।' বলেছেন মেজর। 'হয়তো কোথাও ওৎ পেতে আছে—সুযোগ পেলেই অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে বরং বিপদ আরো বাড়লো। কোথায় কোন কোণ থেকে হামলা আসবে, কে জানে। এ-জায়গাটা তো এদের নিজেদের হাতের চেটোর মতোই চেনা। মুখোমুখি বাঘের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে ঘাসের আড়াল থেকে সরসর ক'রে এগিয়ে-আসা সাপের ছোবল ঠেকানো অনেক কঠিন।'

'আমাদের সারাক্ষণ হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকতে হবে।' মেজরের সঙ্গে গাড়িটার পাশে ফিরে আসতে-আসতে বলেছেন কাপ্তেন। 'সবসময় কাউকে-না-কাউকে পাহারায় থাকতে হবে।'

দুজন মাল্লাকে বনের দিকে কড়ানজর রাখতে ব'লে তাঁরা তারপর গাড়ির আড়ালে এসেছেন। ততক্ষণে মেরি আর হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের জখমটার শুশ্রূষা করতে

লেগেছে। আঘাতটা, ভাগ্যিশ, তেমন-গুরুতর নয়, গুলিটা চামড়া ছ'ড়ে বেরিয়ে গেছে। রক্তস্রাব হচ্ছে, সেটা এক্ষুনি ব্যানডেজ বেঁধে বন্ধ করা চাই।

ব্যানডেজ বাঁধা হ'য়ে যেতেই মেরি আর লেডি হেলেনাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন। 'সাবধানে থেকো তোমরা। এই গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ো না একবারও। সবচেয়ে-ভালো হ'তো যদি মাথার পেছনে দুটি ক'রে বাড়তি চোখ থাকতো—তাহ'লে সামনে-পেছনে দু-দিকেই নজর রাখা যেতো।' এই রসিকতা ক'রে থমথমে অবস্থাটা একটু হালকা ক'রে দিয়ে তারপর তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন মেজরের দিকে।

একটু আগেই যা ঘটেছে, তার আকস্মিকতায় লেডি হেলেনা একেবারে বোমকে গিয়েছিলেন। ভয় পাবেন ব'লে, আগে তাঁকে কেউ পলাতক কয়েদি, রেলগাড়ির হামলা, ইনাম ঘোষণা ক'রে হুলিয়া বেরুনো—এর কোনো কথাই কখনও বলেননি। এখন তাঁকে সবকিছু খুলে বলতে হয়েছে, একেবারে গোড়া থেকে—অন্তত যতটুকু তাঁরা জানেন। মেজর আগেকার কথাটা বলতে-বলতে পকেট থেকে বার ক'রে *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউজিলাণ্ড গেজেটের* সেই বিশেষ সংখ্যাটা দেখিয়েছেন, যেখানে দুর্ধর্ষ দস্যু বেন জয়েসের পালাবার খবর বেরিয়েছিলো।

'আয়ারটনকে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো—তার হাবভাব খুব-একটা ভালো লাগেনি কখনোই। স্পষ্ট ক'রে কোথাও আঙুল রেখে বলতে পারবো না যে এই একটা খুঁটিনাটি থেকে বুঝতে পেরেছি যে তাকে দেখে যা মনে হয়, সে আসলে তা নয়। কিন্তু কেন যেন তার কোনো কথাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি—একেবারে গোড়া থেকেই। কী জানি, সন্দেহ করা হয়তো আমার বাতিক। কিন্তু সন্দেহটা পাকিয়ে উঠেছিলো আরো, যখন পর-পর আপাতদৃষ্টিতে কতগুলো তুচ্ছ ব্যাপার নজরে পড়েছিলো। সেই যেবার গাড়ি সারাই করার জন্যে মিস্ত্রি এনেছিলো আয়ারটন, তখন সন্দেহটা আরো দানা বাঁধে। আমি দেখেছিলুম, গাড়ি সারাতে-সারাতে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে চোখে-চোখে কথা কইছে। তাছাড়া আরো-একটা খটকা ছিলো প্রথম থেকেই। কোনো লোকালয় কাছে এলেই আয়ারটন এড়িয়ে-এড়িয়ে যায় কেন, কেন কোনো গ্রামে বা শহরে ঢুকতে চায় না।'

'হ্যাঁ,' জন ম্যাঙ্গল্‌স বলেছেন, 'এটা আমিও খেয়াল করেছিলুম। আয়ারটন সবসময়েই বলতো একজন কারু গাড়ির কাছে থেকে লটবহরের ওপর নজর রাখা উচিত। আর সেই দায়িত্ব সবসময়েই আগবাড়িয়ে সে নিজের কাঁধেই তুলে নিতো।'

'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে,' জ্ঞানগর্ভ বাণী আউড়েছেন জাক পাঞ্চয়ল, 'এখন হয়তো তার সমস্ত আচার-আচরণ থেকেই আমরা নতুন-নতুন সব অর্থ নিংড়ে নিতে পারবো।'

এই স্বতঃসিদ্ধ আর্ষবচনকে কোনো পাত্তা না-দিয়েই মেজর ফের নিজের কথার জের তুলে নিয়েছেন। 'তাছাড়া আরো-একটা ব্যাপারে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। *ডানকানকে* যাতে টুফোল্ড উপসাগরে নিয়ে-আসা হয়, সেজন্যে সে কী-রকম ঘ্যানঘ্যান করতো, মনে আছে ? প্রায় যেন জেদ ধ'রেই বসেছিলো—যে-ক'রেই-হোক, *ডানকানকে* উপসাগরের মুখে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, এটা কেউ খেয়াল করেছে কি না জানি না—বলদ আর ঘোড়াগুলোর দেখাশুনো করবার ভার ছিলো ওরই ওপর। অথচ সেগুলো সব পর-পর রহস্যময়ভাবে অজানা কোনো রোগে মারা গেছে!'

'এত-সব জেনেও আমাদের কাউকে কিছু না-বলা ঠিক হয়েছে ?' লেডি হেলেনা জিগেস করেছেন।

'শুধু সন্দেহের ওপর ভর ক'রে তো কারু দিকে আঙুল তুলে বলা যায় না—তুমি লোকটা খলনায়ক, তোমাকে সবকিছুর কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমাকে ব'সে থাকতে হয়েছে অকাট্য প্রমাণের জন্যে—আর সব সন্দেহ বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি ব'লে ক্রমশই আমার অস্বস্তি বেড়েছে। তারপর শেষটায় কালরাতে যখন উটের পিঠে শেষখড় পড়লো, তখন আর আমার সন্দেহ আর নিছক-সন্দেহ থাকেনি—প্রায় হাতে-নাতেই প্রমাণটা পেয়ে গিয়েছিলুম।'

'কেন ?' বেশ-কৌতূহলী হ'য়েই প্রশ্ন করেছেন লেডি হেলেনা।

'কাল রাতে বৃষ্টি শুরু হবার আগে, হঠাৎ কেন যেন আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি-যে তখন উঠে তাঁবুর বাইরে গিয়েছিলুম, সেটা কেউ জানে না। ফসফর-ফার্নের নীলচে আলোয় দেখি কাদার ওপর আমাদেরই ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে-দেখে চুপিসাড়ে আসছে তিনটে ছায়ামূর্তি—গুঁড়ি মেরে কাছে গিয়ে দেখি সেই-তিনজন ছায়ামূর্তির মধ্যে একজন সেই মিস্ত্রি—সেই-যে লোকটা ভাঙাগাড়ি মেরামত করতে এসেছিলো—ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি লোকটার হাতে কালো-কালো গোল দাগ—সম্ভবত হাতকড়ারই দাগ। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়, এখানে কয়েদিদের হাতে আঁটো ক'রে হাতকড়া পরানো হয়।'

রুদ্ধশ্বাসে লেডি হেলেনা বলেছেন : 'তারপর?'

'শুনি যে, সেই লোকটাই বলছে—"একটা বাদে সবগুলো ঘোড়াই টেঁশে গিয়েছে।" উত্তরে অন্য-কে-একজন বলেছে—"মরবে না মানে ? এত বিষ হাতিয়ে নিয়ে এসেছিলাম যে একটা গোটা ক্যাভালরির ঘোড়াগুলোকেই খতম ক'রে দেয়া যেতো।" তৃতীয় লোকটা তখন বলেছে—"বেন জয়েসের এই প্ল্যানটা সফল হ'লে বলতে হবে যে ওর মতো বাহাদুর কোয়ার্টারমাস্টার আর-কোথাও জন্মায়নি—খোদ ওয়ালটার র‍্যালেকেও বুদ্ধির খেলায় ও হারিয়ে দিতে পারতো।" এ-সব কথা শোনবার পর আমার আর কিছু জানতে বাকি থাকেনি। সব কী-রকম জলের মতো সরল হ'য়ে এসেছিলো।

আয়ারটন কী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো, মনে আছে ? সে বলেছিলো, সে *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো। এরপর আর দুয়ে আর দুয়ে যোগ করতে কত বিদ্যে লাগে ? বেন জয়েস তাহ'লে *তারই নাম* ? দস্যুরা তারপর বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই সে ফের ফিরে এসেছিলো তাঁবুতে।'

সবকিছু শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থেকেছেন সবাই, বাক্যহারা।

তারপর প্রায় বারুদে আগুন লাগার মতো ক'রে ফেটে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড। 'নচ্ছার, পাজি, বেইমান! আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে এই জনমনুষ্যহীন অঞ্চলটায় নিয়ে এসেছিলো সব্বাইকে খুন ক'রে সবকিছু লুঠ ক'রে নিয়ে যেতে—'

'নিশ্চয়ই তা-ই ওর মৎলব ছিলো।'

'তার মানে আগের বার সেই নদী পেরুবার সময় থেকেই—যখন ও গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে এনেছিলো—ওর স্যাঙাৎগুলো আমাদের পাছু নিয়েছিলো।'

'নিশ্চয়ই,' মেজর বলেছেন, 'এখন আর এতে কোনো সন্দেহই তো নেই।'

'বিলজিবাবের বাচ্চা ! তাহ'লে ও কোনোকালেই *ব্রিটানিয়ায়* কোনো কাজ করেনি। শুধু আমাদের ভাটকি দিয়েছে অ্যাদ্দিন !'

'না, এ-ব্যাপারটায় বোধহয় ধাপ্পা দেয়নি। আমার মনে হয়, *ব্রিটানিয়ায়* ও নিশ্চয়ই কখনো-না-কখনো কাজ করেছিলো। না-হ'লে কাপ্তেন গ্রান্টের কথা ও জানলো কী ক'রে। আমার তো মনে হয়, আয়ারটনই ওর আসল নাম—বেন জয়েস ওর ছদ্মনাম —হয়তো আরো-অনেক নাম আছে লোকটার—'

'তাহ'লে *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার সেজে সে অস্ট্রেলিয়ায় আসে কী ক'রে ?'

'সেই ধাঁধাটার উত্তর গোয়েন্দারাও খুঁজে পায়নি। হয়তো পরে কোনোদিন সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। জানা যাবে, ও কীভাবে এখানে এসেছিলো।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বললেন, 'গোয়েন্দারা আর কতটুকুই-বা জানে? তারা কি এটা জানে যে আয়ারটন আর বেন জয়েস আসলে একই লোক?'

'তার মানে—ও যে খামারে কাজ নিয়েছিলো, সেটা কোনো বদ মৎলব নিয়েই ?' জিগেস করেছেন লেডি হেলেনা।

'সেখানেও নিশ্চয়ই কিছু-একটা বিষম গোল বাঁধাবার তালে ছিলো—হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়ায় তার চেয়েও বড়ো-একটা প্রলোভন পেয়ে গেছে !'

'মিস গ্রান্ট,' কেমন উৎকণ্ঠিত স্বরেই জিগেস করেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস, 'মিস গ্রান্ট, আপনাকে অমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন ? কী হয়েছে ?'

কাপ্তেনের কথায় অমনি সকলের চোখ গিয়ে পড়েছে মেরির ওপর। তার মুখ শুকিয়ে আমশি হ'য়ে গিয়েছে। এক্ষুনি যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে—মনে হয়েছে সকলের।

মেরি ধরাগলায় শুধু বললে, 'তাহ'লে বাবা—'

মেরির এই কথাটায় আবার সবাই যেন একঝটকায় বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলো। আয়ারটন যদি বেন জয়েস হয়, তাহ'লে কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে পাবার যে-আশাটা ছিলো, সেটা এখন গেলো। *ব্রিটানিয়া* মোটেই টুফোল্ড উপসাগরের মুখে ঝড়ের পাল্লায় পড়েনি, সে যে কোথায় ডুবেছে কে জানে, অর্থাৎকাপ্তেন গ্রান্ট মোটেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দেননি।

অর্থাৎ আবারও একবার চিরকুটগুলো প'ড়ে ভুল-একটা মানে বার করেছেন জাক পাঞ্জয়ল—তাঁর এত পাণ্ডিত্য কোনো কাজেই তাহ'লে এলো না! এবার মুখ শুকিয়ে গেলো স্বয়ং জাক পাঞ্জয়লের।

মেরির জন্যে সকলেরই কেমন মায়া হচ্ছিলো, কিন্তু সবজান্তা পাঞ্জয়লের মুখচোখ দেখেও মায়াই হয়েছে সকলের। বেচারি তো চেষ্টার কোনো ক্রটি রাখেননি, মাথাখাটিয়ে কোনো-একটা অর্থ তো বার করেছেন—যতটা তাঁর বুদ্ধিতে কুলিয়েছে।

লর্ড এডওয়ার্ড গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারপর। সম্ভবত বুঝতে পারেননি মেরিকে এখন কী ব'লে সান্ত্বনা দেবেন। বাইরে এসে দ্যাখেন, মাল্লাদের দুজন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে মেঘ কেটে গিয়ে আলো ক'রে এসেছে তখন—কত নাম-না-জানা পাখির কলরব উঠেছে গাছের ডালে। ঐ-যে, একটা ক্যাঙারু লাফাতে-লাফাতে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলো, ছানা-রু তার বুকপকেট থেকে মুখ বার ক'রে চারদিক সাগ্রহে দেখে নিচ্ছিলো। ক্যাঙারুর নিশ্চিন্ত ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, আশপাশে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ নেই—বেন জয়েস নিশ্চয়ই তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দূরে-কোথাও কেটে পড়েছে। সম্ভবত মাত্র এই কজন অনুচর নিয়ে সে এখন কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে চায় না। সম্ভবত গেছে দলের বাকি লোকগুলোকে নিয়ে আসতে—তারপর এসে রাতের আঁধারে শিবিরটার ওপর চড়াও হবে।

রাগে লর্ড এডওয়ার্ডের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছিলো। *পতঙ্গদেব বিলজিবাবের* এমনতর কোনো সুসন্তানের সঙ্গে এর আগে এমনভাবে তাঁর কখনও দেখা হয়নি।

আশপাশে একটু টহল দিয়ে তারপর তিনি ফিরে এসেছেন অন্যদের কাছে।

অন্যরা সেখানে ব'সে-ব'সেই তখনও উত্তেজিতভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লর্ড এডওয়ার্ডকে দেখেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ব'লে উঠেছেন: 'আমাদের কিন্তু এখন হাত-পা গুটিয়ে অসহায়ভাবে ব'সে থাকলে চলবে না। এখানে এই মাউন্ট কশচিউস্কোর আশপাশে হা ক'রে ব'সে থেকে আমাদের কী হবে?'

'তুমি, তাহ'লে কী করতে বলো আমাদের?'

'এখানে বরং রাত্তিরে কখনও বেন জয়েসের হামলার মুখে পড়তে হবে আমাদের। তার চেয়ে বেন জয়েস যা করতে যাচ্ছিলো, ঠিক তা-ই করা দরকার আমাদের।'

'*অর্থাৎ ?*'

'ঘোড়া তো একটাই আছে এখনও। সেটায় ক'রে কেউ-একজন এক্ষুনি মেলবোর্নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুক—তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে—সাত থেকে দশদিনের মধ্যে—*ডানকানকে* ডেকে নিয়ে আসুক টুফোল্ডের মুখে!'

ম্যাঙ্গলস ঠিকই বলেছেন। এক্ষুনি একটা-কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

জ্যান্ত ঘোড়া যেহেতু মাত্র একটাই, অতএব মাত্র একজন ছাড়া আর-কারু যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাবার কথায় কিন্তু সকলেই লাফিয়ে উঠেছেন—এমনকী রবার্টের উৎসাহটাই মনে হচ্ছিলো সবচেয়ে-বেশি। প্রত্যেকেই পারলে যেন তক্ষুনি ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ-টগবগ ক'রে মেলবোর্ন চ'লে যাবে। এই নিয়ে এমন তর্কাতর্কি বেঁধে গেলো যে লেডি হেলেনার প্রস্তাব হ'লো লটারি ক'রেই না-হয় ঠিক করা হবে কে যাবে। শেষপর্যন্ত সেই প্রস্তাবটাই মেনে নিয়েছে সবাই। আর লটারিতে শেষটায় নাম উঠে গেলো মাল্লাদের মধ্যে একজনের। ঠিক হ'লো, খাওয়াদাওয়ার পর রাত আটটাতেই সে বেরিয়ে পড়বে।

যাত্রার যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স সবাইকে ডেকে আরেকটা বিষয়ে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন।

'মনে আছে, ঘোড়াগুলোয় কী-রকম বিশেষ জাতের নাল পরানো হয়েছিলো?'

হঠাৎ এ-কথা শুনে একটু বুঝি হতভম্বই হ'য়ে গেছে সবাই।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নিজেই তারপর হেঁয়ালিটার সমাধান ক'রে দিয়েছেন। 'ঐ বিশেষ নাল পরানো হয়েছিলো এই জন্যে যাতে ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে-দেখে বেন জয়েসের লোকেরা জেনে নিতে পারে আমরা কোথায় কোনপথ দিয়ে যাচ্ছি। এখনও নিশ্চয়ই এরা আমাদের ওপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছে। আয়ারটন তো জানেই যে আমাদের এখনও একটা সতেজ ঘোড়া র'য়ে গেছে—সেটাতে ক'রেই তার মেলবোর্নে যাবার কথা হচ্ছিলো। তারা নির্ঘাৎ টের পেয়ে যাবে যে আমরা নিশ্চয়ই কাউকে মেলবোর্ন পাঠাবো—আর তার পেছন নিতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না—ঐ ঘোড়ার নালের ছাপ দেখে-দেখেই তারা ব্যাপারটা জেনে যাবে। কাজেই আমাদের পক্ষে উচিত হবে ঐ বিশেষ মার্কামারা নালটা খুলে ফেলে নতুন-কোনো নাল পরিয়ে-দেয়া। তা না-হ'লে কারু পক্ষেই আর মেলবোর্ন যাবার মানে হয় না—পথেই তারা তার ওপর হামলা চালাবে।'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের কথা শুনে আশঙ্কাটা যে একেবারেই অমূলক নয়, এটা বুঝতে কারুই আর দেরি হয়নি। তক্ষুনি ঘোড়ার খুর থেকে বিশেষ মার্কার নালগুলো খুলে ফেলে নতুন নাল লাগিয়ে দেয়া হ'লো, যাতে দস্যুদল কিছুতেই ঘোড়সোয়ার যে কে, কাদের জন্যে সাহায্য আনতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে না-পারে।

কিন্তু তখনও সবচেয়ে-জরুরি কাজটাই বাকি ছিলো। টম অস্টিনকে একটা চিঠি লিখতে হবে। এতক্ষণ উত্তেজনায় লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর কাঁধ আর হাতের ব্যাথাটাকে তেমন আমল দেননি—এখন লিখতে ব'সে আবিষ্কার করেছেন হাতটা একটু নাড়লেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। দু-একবার যখনই চেষ্টা করতে গেছেন, তখনই তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে বিষম যন্ত্রণার ছাপ। শেষটায় পাঞ্চয়লই বসেছেন তাঁর হ'য়ে চিঠিটা লিখে দিতে —লর্ড এডওয়ার্ড মুখে-মুখে ব'লে যাবেন চিঠির বক্তব্য, আর পাঞ্চয়ল তা-ই শুনে গুছিয়ে লিখে দেবেন। কিন্তু পাঞ্চয়লের মন তখন যে কোথায় প'ড়ে ছিলো, কে জানে। তখনও তিনি ভেবে চলেছেন বোতলে-পাওয়া চিরকুটগুলোর মানে কী হ'তে পারে—আবারও তাহ'লে তিনি চিরকুটগুলোর সত্যিকার-মানে বুঝতে পারেননি। অন্যমনস্কভাবে লিখতে ব'সে প্রথমে খানিকক্ষণ কাগজ-কলমের সামনে তিনি হাঁ ক'রে ব'সে থেকেছেন, লর্ড এডওয়ার্ড তাঁকে যা লিখতে বলছিলেন, তার কিছুই যেন তাঁর কানে ঢুকছিলো না।

লর্ড গ্লেনারভনও আবারও বলেছেন, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়েই : 'কী হ'লো? লিখুন—'

'অ্যাঁ?' ব'লে মঁসিয় পাঞ্চয়ল ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছেন তাঁর মুখের পানে।

'লিখুন যে : টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এন্ভেলাপাবামাত্রই যেন *ডানকানকে* নিয়ে—'

এ-তো মহামুশকিল হ'লো। মঁসিয় পাঞ্চয়ল এখন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছেন সামনে প'ড়ে-থাকা *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিল্যাণ্ড গেজেট*-এর সংখ্যাটার দিকে। ভাঁজ-করা কাগজটার নামটার শুধু একটা টুকরোই পড়া যাচ্ছে।

'কী হ'লো, মঁসিয় পাঞ্চয়ল? লিখুন—'

'ও-হ্যাঁ, লিখছি। কিন্তু... অ্যালাণ্ড...অ্যালাণ্ড...অ্যালাণ্ড? অ্যালাণ্ড মানে?' তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবার কেমন হতভম্বভাবে তিনি ব'সে পড়েছেন। 'হাঁ, বলুন কী লিখতে হবে—'

'টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এন্ভেলাটা পাবামাত্র যেন *ডানকানকে* নিয়ে এক্ষুনি যেন অস্ট্রেলিয়ার পুব উপকূলে চ'লে আসে।'

'অস্ট্রেলিয়া?' আবার কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল। 'ও-হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া!'

কলের পুতুলের মতো চিঠিটা কোনোমতে লিখে শেষ করেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, তারপর লর্ড এডওয়ার্ডকে দিয়েছেন চিঠিটায় সই করবার জন্যে। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধ'রে, কোনোরকমে নিজের নামটা সই করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড। তারপর চিঠিটা ভাঁজ ক'রে যথারীতি সীলমোহর ক'রে দেয়া হয়েছে। আর কম্পিতহাতে লেফাফায় ঠিকানাটা লিখেছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল :

মিস্টার টম অস্টিন, বরাবরেষু
ফার্স্টমেট, *ডানকান*
মেলবোর্ন

তারপরেই ধড়মড় ক'রে উঠে প'ড়ে বেরিয়ে গেছেন বাইরে, তখনও বিড়বিড় ক'রে তিনি ব'কে যাচ্ছেন অদ্ভুত-একটা শব্দ : 'অ্যাল্যাণ্ড...অ্যালাণ্ড...আল্যাণ্ড !'

মঁসিয় পাঞ্চয়লের খ্যাপামির ধরনধারণ অ্যাদ্দিনে সকলেরই বেশভালোভাবে জানা হ'য়ে গেছে। ফলে তাঁর দিকে আর আলাদা নজর না-দিয়েই সবাই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, কখন অন্ধকার হয়, কখন দূত রওনা হবে মেলবোর্নের উদ্দেশে। *সাবধানের মার নেই* ভেবে শুধু-যে ঘোড়ার পায়ের নালগুলোই বদলে দেয়া হয়েছে তা নয়, ক্ষুরগুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে কাপড় দিয়ে যাতে ছোটবার সময় খটাখট আওয়াজ না-হয়।

কিন্তু এত-সব সাবধানতা সত্ত্বেও কি আর আশঙ্কাটা কমে ? রাতের আঁধারে কোনখানে যে বেন জয়েস (*না কি সে আয়ারটন ?*) তার সাগরেদদের নিয়ে ওৎ পেতে আছে, তা কে জানে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘোড়াটা যেতে পারলে হয়। আবার বইতে শুরু করেছে ঝোড়োহাওয়া, আর বানভাসি নদীটার জলে প্রখর ঢেউয়ের আওয়াজও উঠছে তার সঙ্গে তাল রেখে। আর তারই সঙ্গে ছন্দমিলিয়ে যেন বুকে টিপটিপ শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। আটটার পরেই অন্ধকার লক্ষ ক'রে ঘোড়াটা যখন ছুটে চ'লে গেলো, তখন রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার সঙ্গে সবাই প্রার্থনা করছেন, যাত্রাটা যাতে নির্বিঘ্ন হয়। আর ঠিক এমন সময়েই বুকের টিপটিপ শব্দ আরো বেড়ে গেছে, যখন হাওয়ার শোঁ-শোঁ আর জলের ছলছল ছাপিয়ে ভেসে এসেছে তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ। শিসের শব্দই তো ? না কি পাখির ডাক ?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস বলেছেন, সন্দেহ নেই, কেউ কাউকে এই তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে যেন সংকেত দিচ্ছে। তাঁর অনুমানটা ভুল নয়, যেন সেটা বোঝাতেই দ্বিতীয় আরেকবার সব শব্দ ছাপিয়ে আবার রাতের অন্ধকার চিরে গেছে সেই শিসের আওয়াজ। আর তারপরেই দূর থেকে ভেসে এসেছে গুলির আওয়াজ--ঠিক যেদিকটায় ঘোড়াটা গেছে, সেদিক থেকে।

তার মানে—নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদ হয়েছে !

লর্ড এডওয়ার্ড কী-রকম ক্ষিপ্ত জ্বরাতুর ভঙ্গিতে সেই গুলির শব্দের দিকেই ছুটে যেতে চাচ্ছিলেন, কোনোরকমে তাঁকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাক্ন্যাব্স।

'এটা তো একটা ফাঁদও হ'তে পারে ! ওরা হয়তো মৎলব এঁটেছে যে গুলির আওয়াজ পেয়ে সবাই সেদিকটাতেই ছুটে যাবেন—আর এই ফাঁকে ওরা ছুটে এসে

অরক্ষিত গাড়িটায় মেয়েদের ওপর হামলা চালাবে—'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্সও সায় দিয়েছেন। 'এই পাজির পাঝাড়াগুলো হয়তো এ-রকমই একটা ফন্দি করেছে। দিনের আলো ফোটবার আগে কিছুই বোঝা যাবে না। আমাদের বরং এখানে আরো-হুঁশিয়ার হ'য়েই থাকা উচিত—'

লর্ড এডয়ার্ডের গায়ে যেন মত্ত হাতির বল। তিনি এ-সব কথা শুনলে তো? কোনোরকমে ধস্তাধস্তি ক'রে তাঁকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাকন্যাবস, আর এমন সময়ে কানে ভেসে এলো কার যেন কাতর আর্তনাদ—কে যেন অন্ধকারের মধ্যে গোঙাচ্ছে :

'বাঁচাও ! বাঁচাও!'

এই গোঙানিটা শোনবার পর মনস্থির করতে আর এককোঁটাও দেরি হয়নি কারু। সেই আর্তনাদের শব্দ শুনেই সেদিকপানে ছুটে গিয়েছেন মেজর, আর তাঁর পেছন-পেছন কাপ্তেন।

ঐ তো ঝোপের মধ্য থেকে কে যেন কাৎরাতে-কাৎরাতে প্রায় গড়াগড়ি দিতে-দিতেই বুকে হেঁটে আসছে।

হ্যাঁ, তাঁদের সেই দূত। রক্তে তার সারা শরীরটা ভেসে যাচ্ছে। পিঠে আমূল বিঁধে আছে একটা ছোরা।

অমনি তাকে তাঁরা ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসেছেন গাড়ির ভেতর। গলগল ক'রে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে, ছুরিটা বাঁটশুদ্ধু বসানো; সে-যে বাঁচবে—এমন মনে হয়নি। কী-বকম নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ে থেকেছে বেচারি, আর কী-রকম যেন অস্ফুটস্বরে জড়ানো গলায় আর্তনাদ ক'রে বলছে : 'চিঠি...চিঠি...বেন জয়েস !' তারপরেই যে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে থেকেছে। লেডি হেলেনা আর মেরি তবু তার শুশ্রূষা ক'রে গেছেন—ক্ষতটায় কোহল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে তাতে বেঁধে দেয়া হয়েছে ব্যানডেজ। আর তারই মধ্যে তার পকেট হাৎড়ে দেখেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস। না, টম অস্টিনকে লেখা চিঠিটা তার কাছে নেই।

ভোরের আলো ফুটলে একবার সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছেন মেজর ম্যাক্ন্যাবস। তাঁর মুখে গভীর কালোছায়া, কপালে চিন্তার ভাঁজ। আর ঝোপের পাশে তিনি আবিষ্কার করেছেন দস্যুদের দুজনের মৃতদেহ—কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মাল্লা যে ছোরার ঘা খাবার আগে যুঝেছিলো প্রাণপণে, এ তারই প্রমাণ। দস্যুদের দুজনের মধ্যে একজন চেনা—সেই মিস্ত্রি, আয়ারটন যাকে গিয়ে নিয়ে এসেছিলো সে-বার।

আরো-খানিকক্ষণ পরে মাল্লাটির জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু অবিশ্রাম রক্তক্ষরণে এখনও কী-রকম যেন নেতিয়ে আছে সে। ভাঙা-ভাঙা দু-চার কথায় সে যা বললে, তার সারমর্ম দাঁড়ালো এইরকম : সে যখন অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা দূর গেছে,

তখনই হঠাৎ তার দু-পাশে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দস্যুরা। সে এলোপাথারি গুলি ক'রে শুধু দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিলো, কিন্তু কে যেন পেছন থেকে তার পিঠে সজোরে ছুরি বসিয়ে দেয়। অমন ভয়ংকর আঘাত খেয়ে আর সে তাদের কোনো বাধা দিতে পারেনি। দস্যুরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলো যে সে বুঝি খতম হ'য়ে গেছে। তার পকেট হাৎড়ে তারা শুধু চিঠিটা বার ক'রে নেয়।

'দেখি, দেখি, চিঠিটা,' বলেছিলো বেন জয়েস—অথবা সে কি আয়ারটন ? 'এবার আমাদের আর পায় কে ? আমরাই ঐ *ডানকান* জাহাজের মালিক হ'য়ে বসবো। আমি এই ঘোড়ায় চেপেই *ডানকানে* চ'লে যাচ্ছি—তোমরা বরং চ'লে যাও টুফোল্ড উপসাগরের মুখে, কেম্পল পায়ার ব্রিজের কাছে। *ডানকান* একবার আমাদের দখলে এলেই জগৎ জানতে পাবে জলদস্যু কাকে বলে—ওয়ালটার র‍্যলে আর ফ্রান্সিস ড্রেকও আমাদের কাছে হার মেনে যাবে !'

ব'লেই, সে আর একটুও দেরি করেনি, ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলো অন্ধকারে।

এই আশঙ্কাটাই করেছিলেন সবাই। ফলে, পুরো ব্যাপারটা যে অপ্রত্যাশিত, সেটা বলা যায় না। কিন্তু তবু বাস্তব তার আঘাতে কেমন যেন ঘায়েলই ক'রে ফেলেছিলো লর্ড এডওয়ার্ডকে, ব'লে উঠেছিলেন : '*ডানকান* কি না শেষকালে জলদস্যুদের দখলে চ'লে যাবে !—'

হঠাৎ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন মঁসিয় পাঞয়ল। 'ককখনো নয়। বেন জয়েসের দলবল টুফোল্ডের মুখে পৌঁছুবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাবে।'

'কেমন ক'রে ?'

'কেন? রাস্তাটার কথাটা তো বেন জয়েসই ফাঁস ক'রে দিয়ে গেছে। ঐ কেম্পল পায়ার ব্রিজ দিয়ে। ব্রিজটা তো এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে—এক্ষুনি গিয়ে দেখে আসছি নদীতে বান ডাকলেও ব্রিজটা এখনও অটুট আছে কি না।'

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে নিয়ে তক্ষুনি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছেন মঁসিয় পাঞয়ল।

ফিরে যখন এসেছেন, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

এবং ফিরে এসেছেন হতাশ ও বিধ্বস্ত। বানের জল ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটেছে —কিন্তু ব্রিজটার কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। দস্যুরা নিজেরা নদী পেরিয়ে যাবার পর সেতুটায় আগুন ধরিয়ে গেছে—আর ধ্বংসের কাজটা সাঙ্গ করেছে দুরন্ত ক্ষিপ্ত বানের জল !

এবার তাহ'লে বুঝি বোম্বেটেদের হাত থেকে *ডানকানকে* আর বাঁচানো গেলো না !

কাপ্তেন গ্রান্টের হদিশ করার চাইতেও এখন সবচেয়ে-জরুরি যে-ক'রেই হোক,

এখান থেকে সবচেয়ে-কাছের কোনো লোকালয়ে গিয়ে *ডানকানের* সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা। নিজেদের অসহায় অবস্থায় সবচেয়ে-বেশি ভেঙে পড়েছেন লর্ড গ্লেনারভনই। তাঁর এত-সাধের *ডানকান* কি না শেষটায় জলদস্যুদের কবলে গিয়ে পড়বে !

মেজর ম্যাকন্যাবস আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স যতই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁরাও এই বিষম সঙিন অবস্থায় প্রচণ্ড হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর-কিছুই যেন তাঁদের করার নেই।

শেষচেষ্টা অবশ্য একটা ক'রে দেখতেই হয়। পরদিন ভোরবেলাতেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাঁর লোকজন নিয়ে একটা ভেলা তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন। কাঠের গুঁড়ি আর গাছের বাকল আর দড়ি দিয়ে বেঁধে কোনোরকমে যদি একটা ভেলা তৈরি ক'রে ফেলা যায়, তবে এই বানের জলে ভেসে গিয়ে তাঁরা কোনো লোকালয়ে পৌঁছে যাবেন।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথম ভেলাটা বোধকরি পলকাই হয়েছিলো খুব—মোটেই পোক্ত ছিলো না। জলে নামাতে-না-নামাতেই সেটা ঐ তীব্র স্রোতের আবর্তে প'ড়ে ভেঙে গেলো।

শেষকালে আরো-মজবুত ক'রে আরো-একটা ভেলা বানানো হ'লো—আর একুশে জানুয়ারি স্রোতের তোড় যখন খানিকটা কমেছে, লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাতেই উঠে বসলেন। গাড়িটা প'ড়ে রইলো ঐ বনের পাশে, কাদার মধ্যে। সঙ্গে নেয়া হ'লো সামান্য যা খাবারদাবার ছিলো, আর অস্ত্রশস্ত্র।

কিন্তু স্রোতের মুখে যেন খড়কুটোর মতোই ভেসে গেলো তাঁদের ভেলা। যতই মজবুত ক'রে বানাবার চেষ্টা করুন না কেন, মাঝনদীতে সেটা বুঝি এবারও ভেঙে যায়। গাছের গুঁড়িগুলো যেন দড়ির বাঁধন খুলে আলাদা হ'য়ে যাবে। কোনোরকমে যখন ওপারে পৌঁছুনো গেলো, তখন তাঁরা ধুঁকতে-ধুঁকতে কোনোমতে শুধু নিজেদেরই বাঁচাতে পেরেছেন। খাবারদাবার খুব-একটা বাঁচানো গেলো না, অস্ত্রশস্ত্রও না—শুধু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের রাইফেলটা তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করেননি—সেটা যেন ছিলো তাঁর নিজের শরীরটারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই তাঁরা যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তীরে নেমে পড়তে পেরেছেন, সেটাই যেন অনেকখানি।

তারপর কেমন ক'রে যে তাঁরা শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত দেহে টুফোল্ড উপসাগরের মুখ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে *ডেলিগেট* নামে একটা ছোট্ট অজপাড়াগাঁয় এসে পৌঁছেছেন, সে-কথা তাঁরা যেন নিজেই জানেন না।

সেখানে সরাইতে যখন সবাই খেয়েদেয়ে কোনোরকমে বিধ্বস্ত দেহে একটু প্রাণের সাড় ফিরে পেয়েছে, লর্ড এডওয়ার্ড সরাইখানার মালিককে জিগেস করেছেন কোনো

ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে কি না।

'এমনিতে কোনো গাড়ি পাবেন না। তবে ডাকের গাড়ি ছাড়বে আজ—সেটায় যেতে পারেন,' সরাইওলা বলেছে।

সেটাতেই যাবার ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু দু-দিন দু-রাত যখন একটানা চ'লে ডাকের গাড়ি সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে সমুদ্রের কাছে পৌঁছুলো, তখন—

কোথায় *ডানকান*?

শুধু ক্ষিপ্ত সমুদ্র গর্জাচ্ছে সেখানে, দিগন্ত অব্দি সব ফাঁকা। কোথাও কোনো জেলেডিঙিরও দেখা নেই, কোনো জাহাজ তো দূরের কথা।

তবে কি টম অস্টিন সোজা টুফোল্ডের মুখে ইডেনেই চ'লে গিয়েছে?

ডাকের গাড়ি তক্ষুনি ছুটেছে ইডেনে। কিন্তু সেখানেও *ডানকানের* চিহ্নমাত্রও নেই।

একটা সরাইতে উঠেই লর্ড গ্লেনারভন প্রথমেই গেছেন ডাক-তারের আপিশে। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করা হ'লো—*ডানকান* কোথায় গেছে, এক্ষুনি তার ক'রে জানাতে বলেছেন তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

তারপর সময় যেন আর কাটতেই চায়নি। শুধু অস্থির হ'য়ে খ্যাপা বাঘের মতো ছটফট করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড।

টেলিগ্রামের উত্তর এলো দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, বেলা দুটোয়।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন
ইডেন
টুফোল্ড উপসাগর
১৮ জানুয়ারি *ডানকান* মেলবোর্ন থেকে রওনা হয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ নোঙর তুলে বারদরিয়ায় চ'লে গিয়েছে।

উটের পিঠ যদি আরো-মজবুত হ'তো, তবু বোধহয় এই শেষখড়টাকে আর বইতে পারতো না—ঘাড়মুখ গুঁজে ছেৎড়ে প'ড়ে যেতো! এবার সত্যি-সত্যি *আক্ষরিকভাবেই* মাথায় হাত দিয়ে বসলেন লর্ড গ্লেনারভন। আশঙ্কাটা তাহ'লে সত্যি হ'লো শেষপর্যন্ত। *ডানকান* তবে বেন জয়েসের হাতে প'ড়ে শেষটায় বোম্বেটে জাহাজ হ'য়ে গিয়েছে!

তাহ'লে এখন কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজে তাঁরা যাবেন কী ক'রে? মেরি আর রবার্টকে তবে এখন কী বলবেন লর্ড গ্লেনারভন?

তৃ তী য়

রাক্ষসমুলুকের শাদা শয়তান

এক

সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর

এ-কদিন যেন একটা ঘোরের মতো কেটেছে। দুঃস্বপ্নের ঘোর।

সে-ই যখন আয়ারটনের খোলশটা খুলে বেরিয়ে এসেছে কুখ্যাত দস্যু বেন জয়েস, যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, সেই যার সম্বন্ধে এতগুলো কথা ব'লে গেলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স, তারপর থেকে মেরি যেন আচ্ছন্নের মতোই হ'য়ে গিয়েছিলো। সেবাশুশ্রূষায় সে সাহায্য করেছে লেডি হেলেনাকে, প্রথমে লর্ড গ্লেনারভনের শুশ্রূষা, আর তারপর ঐ মাল্লাটি যখন ফিরে এলো, প্রায় হতচৈতন্য, ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে, পিঠে ছুরি-বেঁধা, তখন তাকেও শুশ্রূষা করেছে মেরি, লোকটা মনে হচ্ছে এ-যাত্রায় যেন বেঁচেই গেলো, এমনই তার কচ্ছপের প্রাণ, কিন্তু সারাক্ষণ মেরির মনে হচ্ছিলো সে যেন একটা কলের পুতুল, চারপাশে কোথায় কী হচ্ছে, সে যেন সব চোখে দেখে যাচ্ছে, অথচ কিছুই খেয়াল করছে না, কিছুই যেন তার আচ্ছন্ন মনটায় কোনো দাগ কেটে যেতে পারছে না। কেউ যদি তাকে জিগেস করে, এর পর কী-কী ঘটেছে, কোথায়-কোথায় গেছেন অভিযাত্রিদল, কী-কী করেছেন, তবে সে সম্ভবত কিছুই তার গুছিয়ে বলতে পারবে না, অথচ সে সবসময়েই দলের সঙ্গে ছিলো, সবাই যা-যা করেছে সেও সে-সমস্তই করেছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন হড়বড় ক'রে কত-কী ঘ'টে যায় অথচ তারপর তার ঝাপসা স্মৃতি ছাড়া আর-কিছুই থাকে না, ঠিক তেমনি হয়েছে তার—সবসময়েই মনে হয়েছে অ্যাদ্দিন তারা কোন বুনোহাঁসের পেছনে ছুটছিলো, কিন্তু এখন সেই বুনোহাঁস আর কোথাও নেই—সেও কোন্ দূরে দিগন্তের পরপারে মিলিয়ে গেছে।

আর তারপর—*এখন*—এখন এই কাণ্ড। *ডানকান* জাহাজ গিয়ে পড়েছে বেন জয়েসের হাতে, লর্ড গ্লেনারভনের এত-সাধের *ডানকান*; আর তাঁরা যে সেই *ডানকান* নিয়ে সাতসমুদ্রতেরোনদী পেরিয়ে দু-দুটো মহাদেশ পেরিয়ে, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে এসে পড়েছে, সে তো তারই জন্যে, না, শুধু তার নয়, রবার্টও আছে, আর আছে সেই-ক'বে শেষ-যাঁকে দেখেছিলো সেই বাবার স্মৃতি, কাপ্তেন গ্রান্টের স্মৃতি।

আর কী হবে এখন মিথ্যেমিথ্যি এই দুরাশার পেছনে ছুটে ? মেরিকে যেন একটা

হালভাঙা ভেলার মতো দেখাচ্ছিলো, সেই-যে ভেলাটায় ক'রে তারা পাড়ি জমিয়েছিলো ক-দিন আগেই ঐ বানভাসি নদীতে, আর জলের তোড়ে যে-ভেলা ভেঙে গিয়েছিলো, সে যেন এখন সেইরকমই এক ভেঙে-পড়া ভেলা। কেউ যদি তাকে জিগেস করে তার মনের অনুভূতিগুলোকে পর-পর সাজিয়ে বলতে, তবে তাও সে পারবে না, শুধু-একটা হালছাড়া হতাশ আচ্ছন্নভাব, তা ছাড়া আর-কিছুই না।

আর *নিশ্চয়ই সেজন্যেই* প্রস্তাবটা প্রথমে এলো মেরির কাছ থেকেই। ধরাগলায় থেমে-থেমে সে যা বললে, তার সারমর্ম হ'লো : আর কেন, ঢের তো হ'লো, এবার বরং ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে। আয়ারটনের সঙ্গে আচমকা ঐ খামারে দেখা হবার পর দপ ক'রে নতুন-একটা আশা জ্ব'লে উঠেছিলো মনে, আর এ-যেন ঠিক দীপ নেভবার আগে শিখা যেমন দপদপ ক'রে, অনেকটা সেইরকম। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে আয়ারটন তাদের ধাপ্পা দিয়েছিলো, হতভাগা ফেরেব্বাজ, সে সম্ভবত কোনোদিনই চিনতো না কাপ্তেন গ্রান্টকে। শুধু কতগুলো জনরব শুনেছে *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে আর নয়তো হয়তো *সত্যিকার-আয়ারটন*, এই *বেন জয়েস-আয়ারটন* নয়, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কোথাও, এই জঙ্গলে সবই সম্ভব, তারপর তার কাগজপত্তর হাতিয়ে নিয়ে এসেই শেষে তা তাদের দেখিয়েছে তাদের প্রতারিত করবার জন্যেই। কিন্তু এখন আর খামকা দুরাশার পেছনে ছুটে লাভ কী ? বরং এবার সবাই মিলে ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে, সত্যি-তো, লর্ড গ্লেনারভন তাদের জন্যে অনেক করেছেন, অনেক লোকসান হয়েছে তাঁর, এমনকী প্রাণহানিও হয়েছে এই অভিযানে বেরিয়ে, আর কেন, বাবাকে তো আর পাওয়াই যাবে না, এবার বরং—

এমনি-সব কথা, ভেঙে-ভেঙে, থেমে-থেমে, ছেঁড়া-ছেঁড়া কতগুলো শব্দ দিয়ে সাজানো। হাজার সান্ত্বনা, হাজার প্রবোধ, হাজার সহানুভূতিও এখন বোধহয় তাকে আর ঐ দুঃসহ হতাশা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌সও দমবার পাত্র নন। কাপ্তেন গ্রান্টের মতো তিনিও ডাঙার নন, জলেরই মানুষ যেন। তিনিও নাছোড় ব'লে গেলেন কেমন ক'রে তিনি খুঁজে বার করবেন কাপ্তেন গ্রান্টকে, *বার করবেনই*, দমবার পাত্র নন তিনি, হাল ছেড়ে দেয়া তাঁর ধাতেই নেই মোটেই, একদিন-না-একদিন ঠিক তিনি মেরিকে মুখোমুখি দেখা করিয়ে দেবেন তার বাবার সঙ্গে, আর তাতেই প্রমাণ হ'য়ে যাবে তিনি, জন ম্যাঙ্গল্‌স, তিনি কাপ্তেন, জাহাজি, *কাপ্তেন* কথাটা তাঁর পোশাকি বাহারে অভিধা নয়—সেটা তাঁর নামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেদিনটা তারপর এমনি-সব কথার পিঠে কথায় কেটে গেলো, ক্লান্তিটা কেউ যেন গায়েই মাখছিলেন না,—মেরির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, তাকে অন্তত ঐ সর্বনেশে হতাশা থেকে বার ক'রে আনতেই হবে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই জন ম্যাঙ্গল্‌স বেরিয়ে গেলেন জাহাজঘাটায়, মেরিকে তিনি কথা দিয়েছেন—অভিযান চলবে, সন্ধান চলবে, তাই গোড়াতেই দরকার একটা জাহাজ—যদি মেলবোর্নে যাবার কোনো জাহাজ জোটে। কিন্তু ইডেন ছোট্ট জায়গা, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে জাহাজ খুব-একটা আসে না, সমুদ্র এখানে উত্তাল, ক্ষিপ্ত, বন্য—তাছাড়া ঠিক-এদিকটায় লোকালয়ও তেমন গ'ড়ে ওঠেনি। অনেকক্ষণ জাহাজঘাটায় ঘুরেও মেলবোর্নগামী কোনো জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেলো না। কী করবেন তাহ'লে এখন?

আর ঠিক সেইসময়েই মঁসিয় পাগ্রয়াল মুশকিল আসানের ভঙ্গিতে খবরটা দিলেন। মেলবোর্ন যে যেতেই হবে, এমন মাথার দিব্বি কে দিয়েছে? এখন যখন *ডানকান* আর ওখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে নেই তাঁদের অপেক্ষায়, তখন মেলবোর্ন না-গিয়ে অন্য-কোথাও গেলেই তো হয়। আগের দিনই তো জাহাজঘাটায় গিয়ে দেখে এসেছিলেন নিউ-জিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে যাবার জন্যে একটা জাহাজ তোড়জোড় করছে। সেটায় ক'রে অকল্যাণ্ড চ'লে গেলেও তো হয়, সে যখন একটা দেশের রাজধানী, তখন সেখানে ইওরোপে যাবার মতো কোনো-না-কোনো জাহাজ পাওয়া যাবেই। অকল্যাণ্ড এখান থেকে বেশি-দূরে নয়, তিনি শুনে এসেছেন দিন-দশেকের বেশি লাগবে না এই হাজার মাইল পাড়ি দিতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো-একটা কথা খতিয়ে দেখে নেয়া উচিত। অকল্যাণ্ড পড়েছে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখায়—প্রথম থেকেই তো, সেই যখন তাঁরা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন, তাঁরা এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধ'রেই পাড়ি জমিয়েছেন। এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরেই কোথাও নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রান্টকে পাওয়া যাবে।

শেষচেষ্টার পরেও একটা *বিশেষ-শেষ চেষ্টা*, যদি সে-রকম কিছু কখনও হয়।

যখন সমস্ত ব্যাপারটাকে নিছক পণ্ডশ্রম ব'লে মনে হচ্ছে, তখন যদি এমনকী একটা উটকো উড়োখবরও এসে পৌঁছোয়, তখন কেমন যেন নতুন ক'রে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'য়ে যায়। সাফল্য সম্বন্ধে কোনো ভরসাই হয়তো নেই, কিন্তু তবু তো... আর এই তবু অব্যয়টা যথার্থই অব্যয়, সেটা আর-কখনও মরে না—সবসময়েই যেন ঝোড়োসমুদ্রে উত্তাল উথালপাথাল ঢেউয়ের মধ্যে দূরের-কোনো আলোকস্তম্ভের মতো আলো দেখাতে থাকে। যখন মেলবোর্নে আপাতত যাওয়া হবে না ব'লে সবাই মনখারাপ ক'রে আছে, তখন এই প্রস্তাব—যেটা নিছক-একটা বিকল্প ব্যবস্থার চাইতেও বেশি!

আর সেটাকে তক্ষুনি যেন সজোরে আঁকড়ে ধরলেন সবাই। আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-ক'রে লর্ড গ্লেনারভনকে নিয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স সটান গিয়ে হাজির সেই জাহাজে। জাহাজিদের নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলাদা-একধরনের বনিবনা থাকে, তাছাড়া জাহাজিদের পরিভাষাও তো কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের জানা। ফলে জাহাজটা যতই হতচ্ছাড়া মালবওয়া জাহাজ হোক না কেন, জাহাজের কাপ্তেন বিল হ্যালি যতই রুক্ষ, বেপরোয়া, গোঁয়ার গোছের লোক হোক না কেন, না-ই বা সে জানুক ভদ্রতা বা সহবৎ, পাইপ

টেনে-টেনে যতই কেন-না ঠোঁট দুটো কালো ক'রে ফেলুক, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই পটিয়ে ফেললেন। হুম, এটা জানবেন মালবওয়া জাহাজ, কোনো প্রমোদতরী নয়, মাল্লাদেরই থাকার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই, তার ওপরে আবার মহিলা, শ্বেতাঙ্গিনী, উঁহু, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তাঁদেরই করতে হবে, এমনকী খাবারদাবারের ব্যবস্থাও, এখানকার খাবার দাঁতে কাটা যায় না, এমন অখাদ্য, আর-হ্যাঁ, যখন বিপদে পড়েছেন, নিয়ে যেতে পারি, তবে পঞ্চাশ পাউণ্ড ভাড়া লাগবে, আর সেটা আগাম, হাতে-হাতে চাই, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, এ-জাহাজে যাত্রীও যা মালের বস্তাও তা-ই—বরং খোল ভর্তি মাল আরো-দামি, সেগুলো সময়মতো অক্ষত পৌঁছে দিতে না-পারলে শেষটায় তাকেই উলটে খেসারৎ দিতে হবে...ইত্যাদি, এবং ইত্যাদি।

কিন্তু তা-ই সই। কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মাল্লারা নিজেরাই একটু জায়গা ঝাঁট দিয়ে, ধুয়ে-পুঁছে, সাফসুতরো ক'রে নিলে। ব্যাঙ্কে গিয়ে সেদিনই লর্ড গ্লেনারভনের চেক ভাঙিয়ে নগদ টাকা তুলে এনেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। তা থেকে আগাম পঞ্চাশ পাউণ্ড চুকিয়ে দেয়া হয়েছে বিল হ্যালিকে। মঁসিয় পাঞ্চয়লকে কিনে দেয়া হয়েছে নিউ-জিল্যাণ্ডের একটা ম্যাপ। অস্ত্রশস্ত্র সব তো গেছে ভেলাটার সঙ্গে, শুধু তাঁর নিজের রাইফেলটাই বেঁচে ছিলো, এবার সবার জন্যেই নতুন ক'রে অস্ত্রশস্ত্র কেনা হ'লো। আবার একটা নতুন দেশে চলেছেন সবাই—কোথায় কোন্ আপদ তাঁদের জন্যে ওৎ পেতে আছে, সেজন্যে সাবধান থাকাই ভালো। যাত্রীদের নিয়ে বিল হ্যালির কোনো মাথাব্যথা নেই, ছপ্পড় ফুঁড়ে এই অপ্রত্যাশিত কড়কড়ে পাউণ্ড পেয়েই সে খুশি, তাঁদের কার কী নাম, কার কী ধাম—সে-সম্বন্ধে তার কোনো উটকো কৌতূহল নেই—'জাহাজ ছাড়বো কাল ঠিক দুপুরবেলায়, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে জাহাজে না-এলে আমি কিন্তু ফালতু সবুর করবো না। আপনাদের না-নিয়েই আমায় জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে—আমার বাপু সাফ কথা।'

জাহাজে ওঠবার আগে, শেষবার, এখানেই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখার কাছে সমুদ্রতীর দেখে এসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, বেন জয়েস *ডানকান* দখল ক'রে নেবার পর টম অস্টিন আর অন্য মাল্লাদের কী হাল করে কে জানে। যদি ধ'রে-ধ'রে একেকটা ক'রে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিয়ে থাকে জলে, আর সেগুলো যদি ভেসে এসে ডাঙায় ঠেকে থাকে!

লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। না, তীরে কারু মৃতদেহ প'ড়ে নেই। তবে *ডানকান* যে এখানে এসেছিলো, তারই চিহ্ন তীরের কাছে ঐ তাঁবু খাটাবার দাগ, আর নিভে-যাওয়া আগুনের কুণ্ড, কয়েদিদের একটা উর্দিও পাওয়া গেছে তার পাশে, আয়ারটন (না কি বেন জয়েস) তো বলেছিলো এখানে *ডানকানকে* নিয়ে এসে তার স্যাঙাৎদের জাহাজে তুলে নেবে। এসেছিলো নাকি তাহ'লে? এ-সব কি তারই

চিহ্ন ?

ইডেনের শাসনকর্তার সঙ্গে একটা মোলাকাৎ অবশ্য হয়েছিলো। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে লর্ড গ্লেনারভন জানাতে গিয়েছিলেন যে তাঁর জাহাজ দখল ক'রে জেলপালানো কয়েদিরা বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। যদি ভেবে থাকেন যে ম্যাজিস্ট্রেট তাই শুনে বিষম উত্তেজিত হ'য়ে উঠে *ডানকান* জাহাজের উদ্ধারের জন্যে তোড়জোড় শুরু ক'রে দেবেন, তবে ভুল ভেবেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট উত্তেজিত হয়েছিলেন বটে, তবে উল্লাসে, আনন্দে প্রায় আত্মহারাই যেন, জেলপালানো দুর্ধর্ষ খুনে-ডাকাতগুলো আর অস্ট্রেলিয়ায় নেই—জাহাজে ক'রে জলে ভেসেছে—এতে অন্তত রাতের ঘুমটা এখন থেকে নির্বিঘ্নে হবে—তাদের ভয়ে আর সারাক্ষণ আধমরা হ'য়ে থাকতে হবে না—সারাক্ষণই তো শঙ্কা ছিলো কোথায় কোন আতঙ্ক লেলিয়ে দেয় বদমায়েশগুলো—এখন বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। খুশি হ'য়ে তিনি চারপাশে তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন—'জোর খবর। খুশির খবর। কয়েদিগুলো অস্ট্রেলিয়ার ডাঙায় আর নেই—জাহাজে ক'রে জলে ভেসেছে।'

সত্যি, এই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কাপ্তেন বিল হ্যালির যে কী তফাৎ, সেটাই বোঝা দায়। সবাই আছে যে যার তালে। অন্য মানুষদের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করে কোন্-সে গাড়ল।

এত-সব জায়গা থেকে বিভিন্ন টুকিটাকি সেরে এসে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স দ্যাখেন মঁসিয় পাঞ্জয়ল কি-রকম ছটফট করছেন সারাক্ষণ, একটা খাঁচায় পোরা বাঘের মতো তাঁর দশা।

'কী ব্যাপার, মঁসিয় পাঞ্জয়ল ? আপনাকে যে খুব অস্থির দেখাচ্ছে—আবার-কিছু নতুন উৎপাত জুটেছে নাকি।'

'উৎপাত নয়।' মঁসিয় পাঞ্জয়ল যেন ফেটেই পড়েছেন। 'আমরা যে নিউ-জিল্যাণ্ড যাচ্ছি হুট ক'রে।'

'কেন ? নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার প্রস্তাবটা তো আপনার কাছ থেকেই এসেছিলো।'

'তা বটে। তবে কি জানেন তখন নতুন দেশে যাবার উত্তেজনার চোটে ভুলেই গিয়েছিলুম যে নিউ-জিল্যাণ্ডে গেলে কেউ নাকি আর-কখনও ফেরে না। এখন ভাবছি কোন কুক্ষণেই যে বাড়ির পড়ার ঘরটা থেকে পা বাড়িয়েছিলুম। কপালে এখন আরো-কত দুর্ভোগ আছে, দেখবেন। আমার ধারণা, এ-যাত্রাতেও আমরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাবার বরাৎ ক'রে আসিনি।'

অমন ক'রে ভাগ্যকে উসকে না-দিলেই পারতেন বোধহয় মঁসিয় পাঞ্জয়ল। কোন সূক্ষ্ম লুতাতন্তুর জালে যে মানুষের ভাগ্য ঝোলে আর কোন খেয়ালে আপন মনেই যে সে দোল খায় পেণ্ডুলামের মতো, এদিক থেকে ওদিক, তা-ই বা কে জানে। তবে গতিক

যে খুব সুবিধের ঠেকছে না তা পরদিন জাহাজে ওঠবামাত্রই টের পাওয়া গিয়েছিলো। বিল হ্যালির কাছ থেকে কেউই খুব বিনীত ভদ্র সুবোধ ব্যবহার আশা করেনি, সে-যে জাহাজে মহিলাদের দেখে বিগলিত হ'য়ে গিয়ে নিজের ক্যাবিনটা তাদের ছেড়ে দেবে না—এটা তো জানা কথাই! কিন্তু পাইপমুখে এই হট্টাকট্টা ইয়াজোয়ানের কাছে প্রত্যাশা করা গিয়েছিলো যে সে আর কিছু না-হোক, অন্তত নৌচালনবিদ্যেটা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে—না-হ'লে একটা আস্ত সচল জাহাজের কাপ্তেন হ'লো কী ক'রে। পরে অবশ্য দেখা গেলো এ-ব্যাপারটা যদি তার জানা থেকেও থাকে, জাহাজ ছাড়বার পর নিখুঁতমসৃণ-ভাবে সেটাকে চালাবার কোনো মাথাব্যথাই নেই তার। নিজে গিয়ে মাল টেনে প'ড়ে থেকেছে নিজের ক্যাবিনে, জাহাজ কোথায় কোন চোরাগোপ্তা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেলো কি খেলো না—তাতে হয়তো তার থোড়াই আসে যায়। আর যেমন কাপ্তেন, তেমনি তার মাল্লারা। তারাও কাপ্তেনের পন্থা অনুসরণ ক'রে অল্পক্ষণবাদেই মদের ঘোরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়লো। 'এ-কী আপদ রে, বাবা! এ-কোন কাপ্তেনের পাল্লায় এসে পড়লুম!' এ-কথা ভেবে, নিজে থেকে যেচে, আগবাড়িয়ে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স একবার তাকে জাহাজ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়েছিলেন, অমনি সে তাঁকে হুংকার দিয়ে নিজের ক্যাবিন থেকে বার ক'রে দিয়েছে : 'বলি, এ-জাহাজের কাপ্তেন কে? আপনি, না আমি? আমি আমার যেমন-খুশি তেমনিভাবে আমার জাহাজ চালাবো, তাতে আপনি ফোঁপরদালালি ক'রে নাকগলাতে এসেছেন কেন?'

গতিক দেখে ফের মাথায় হাত লর্ড গ্লেনারভনের। জলপথের কোনো-একটা চলনসই চার্ট পর্যন্ত ঝুলছে না সারেঙের ঘরে, যে, সেটা দেখে কোনো অনুমতি বিনাই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স জাহাজের হাল ধরবেন—আক্ষরিক অর্থেই ধরবেন। ইডেন থেকে অকল্যাণ্ড যায় এ-জাহাজ, আবার সেখান থেকে ফেরে—ফলে পথটা বিল হ্যালির চেনা। কিন্তু সে তো এখন বেহুঁশ প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছে!

'আগেই বলেছি কোন কুক্ষণেই যে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছিলুম,' মঁসিয় পাঞয়ল ফের তাঁর কপাল-চাপড়াতে লেগে গেছেন, 'এ-যে দেখছি রাক্ষসমুলুকে পা দেবার আগে থেকে অবস্থা সঙিন হ'য়ে উঠলো!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স জিগেস করলেন : 'রাক্ষসমুলুক? সে আবার কী? আমরা তো যাচ্ছি অকল্যাণ্ডে—নিউ-জিল্যাণ্ডে!'

'আরে-হ্যাঁ—তার কথাই তো বলছি। এই মাওরিদের দেশটা যে রাক্ষসদের দেশ —সে তো সব্বাই জানে।' মঁসিয় পাঞয়ল একটু তেতে উঠেই বললেন।

'রাক্ষসদের দেশ মানে?'

'মানে ক্যানিবালদের রাজত্বি—পড়েননি মঁতেইন—কী-সব লিখে গেছেন এই ক্যানিবালদের বিষয়ে? নরখাদক একেকটা—মানুষখেকো!'

কথোপকথনের ধরনটা দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স-এর ধারণা হ'লো ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। 'তা আপনার মঁতেইন এই মাওরিদের দেশে এসেছিলেন বুঝি? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন? একেবারে রাক্ষসদের পেটের ভেতর থেকে তাঁর বাণী বিতরণ করছেন? না-না, মঁসিয় পাগ্রয়ল, মঁতেইন কোথায় কোন্ দেশ সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই। শুনে'ছ, মহাকবি শেক্সপীয়ার নাকি এই ক্যানিবাল কথাটা ওলোটপালোট ক'রে দিয়েই ক্যালিবানকে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেও –যদ্দুর জানি—আর যা-ই হোক, মানুষখেকো নয়। তা আপনি কি নিউ-জিল্যাণ্ডে যেতে চান না নাকি? সত্যিকার মানুষখেকো তো বাঘসিংহ—তা তাই ব'লে কেউ কি বাঘসিংহের দেশে যায় না?'

এ-কথায় হয়তো যৎকিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হ'লো মঁসিয় পাগ্রয়লের। তিনি একটু আপোষ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'না-না, আমি নিউ-জিল্যাণ্ডে যদি-বা যাইও—উপকূল ছেড়ে ভেতরে যাচ্ছি না। কে জানে, বাপু, কোথায় কোন্ বিপদ উৎকট একটা লাফ দেবে ব'লে উদ্যত হ'য়ে আছে!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজের ঘাড়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'কী জানেন, মঁসিয় পাগ্রয়ল? আমি তো সাগরজলের মানুষ। ঘাড়েগর্দানে নোনা ধ'রে গেছে। আপনার ঐ রাক্ষসরা হয়তো আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে থুঃ থুঃ ক'রেই উগরে ফেলে দেবে। আর, তাছাড়া, মাওরিরা কেমন লোক, সেটা আপনার ঐ প্রচীন পণ্ডিতদের মতো আমিও জানি না। তবে শাদা শয়তান আমি কয়েকটা দেখেছি—এই আপনার বেন জয়েসের কথাই ধরুন না কেন—পৃথিবীর কোন ক্যানিবালই বা তার চেয়ে অধম হবে, বলুন?'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স মঁসিয় পাগ্রয়লের এই জুজুর ভয় দেখে ততটা ভড়কে যাননি। তাঁর বরং ভয়ই হচ্ছিলো, এই ফরাশি পণ্ডিত এমনিতেই একটু ছিটগ্রস্ত আধাপাগলা লোক ছিলেন। এখন এইসব বিদঘুটে উদ্ভট আজগুবি কথাবার্তা যে বলছেন সে কি তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে ব'লেই? না-হ'লে ইনি কেন অবিশ্রাম *কন্‌টিন—কন্‌টিন—আল্যাণ্ড—আল্যাণ্ড* ক'রে ব'কে মরছেন। যতই কন্‌টিন ব'লে বিড়বিড় করুন না কেন, এটা তো সব্বাই জানে যে নিউ-জিল্যাণ্ড মোটেই কোনো কনটিনেন্ট নয়—সেটা বরং দুটো দ্বীপ মিলিয়ে তৈরি—নর্থ আইল্যাণ্ড আর সাউথ আইল্যাণ্ড। তবে কি ফের আরেকবার তিনি চিরকুটগুলোর নতুন অর্থ বার করবার জন্যে খেপে উঠেছেন? তিনি কি ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছেন যে কাপ্তেন গ্রান্টের *ব্রিটানিয়া* শেষটায় ভেঙে পড়েছিলো নিউ-জিল্যাণ্ডেরই কোনো উপকূলে? তাহ'লেই তো সাড়ে-সর্বনাশ! তিনি একবার ক'রে চিরকুটগুলোর একটা নতুন অর্থ বার করেন, আর তাঁদের ছুটে মারতে হয় এই মুলুক থেকে সেই মুলুকে! শেষটায় কি কিউয়ি পাখির এই দেশটাতে তাঁদের একবার এ-দ্বীপ একবার ও-দ্বীপ ক'রে চর্কি ঘুরতে হবে? তা যদি হয় তাহ'লেই ভাবনার কথা। কোনো-

একটা সম্ভাবনা ঘুণাক্ষরেও যদি দেখা যায় তাহ'লে কি আর লর্ড গ্লেনারভন সেটার শে
না-দেখে ছাড়বেন?

ছ-দিন হ'লো পাএগ্নয়ল কেবল *কন্‌টিন—কন্‌টিন* করেছেন, আর ছ-দিন হ'লে জাহাজ দিব্বি পাল খাটিয়ে জোরালো হাওয়ায় তরতর ক'রে ভেসে চলেছে, তবে সমু জাহাজ চালানোর সময় এমনিতেই সবসময়ে খেয়াল রাখতে হয় খুব যেন দোল না খায় অথবা ঝাঁকুনি লাগে। হ্যালির জাহাজ যেন ছুটে চলেছে নিজের খেয়ালখুশি মাফিকই জাহাজের গতি মসৃণ না ঝাঁকি-খেতে-খেতে-চলা, সে-বিষয়ে নজর রাখার জন্যে আ যে-ই থাকুক, অন্তত বিল হ্যালি যে নেই, সেটা হয়তো না-বললেও চলে। অতএব ঝাঁকুনি চোটে যদি সকলেরই মনে হয় সিন্ধুপীড়ার দাপটে পেটের নাড়িভুঁড়ি শুধুই উলটে আসতে চাচ্ছে, তবে বলতেই হয় যে সেটা এ-কদিনে কারুই আর তেমন অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হয়নি।

তার ওপর ফের শুরু হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের সেই সুবিখ্যাত বর্ষা বৃষ্টির ঝাপট আর দাপট এমনই প্রচণ্ড যে খোলের ভেতরে সেঁধিয়েও যেন তার হাত থেকে নিস্তার নেই। শেষটায় মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনাকে বেরিয়ে আসতে হ'লে খোল ছেড়ে বাইরে। একে তো মালপত্রের জন্যে একফোঁটাও জায়গা নেই, তার ওপর এই বিষম খেলা চলেছে সমুদ্রের, এই সাগরদোলা নাগরদোলার দাপট এমনই যে শেষটায় বাধ্য হ'য়েই মেরিকে নিয়ে খোল থেকে বেরিয়ে আসতে হ'লো। এমন তুলকালাম ঝাঁকুনির মধ্যে মালপত্রের গায়ে বেমক্কা ধাক্কা খাওয়ার চাইতে ডেকে গিয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে জাহাজের দুলুনিটা ভাগ ক'রে নেয়াও ভালো। মঁসিয় পাএগ্নয়ল অবশ্য ফরাশিদের স্বভাবসুলভ *শিভালরিবশত* মহিলাদের মনস্তুষ্টির জন্যে বিস্তর প্রমোদ জোগাবার চেষ্টা করলেন, তবু সবদিক বিবেচনা ক'রে বলতেই হয় এমন অবস্থায় কি কারু মুখেই হাসি ফুটতে পারতো?

কিন্তু মেরি বা লেডি হেলেনার চাইতেও অনেকবেশি কাহিল দশা খোদ লর্ড গ্লেনারভনের। তাঁর বেজায় মনখারাপ। বার-বার ডেকে এসে পায়চারি করেন, তাকিয়ে থাকেন বৃষ্টিতে-ঝাপসা দিগন্তের দিকে, আর ভিজে নেয়ে একশা হ'য়ে যান। শেষটায় আর থাকতে না-পেরে, লর্ড গ্লেনারভনকে চোখে দুরবিন সেঁটে দিগন্ত হাৎড়াতে দেখে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স সরাসরি জিগেসই ক'রে বসলেন : 'কী খুঁজছেন, বলুন তো?'

'*ডানকানকে*।'

'ঈশ্বর করুন আমরা যেন *ডানকানকে* আর না-দেখি।'

'এ-কী কথা, জন? কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

'ঠিক কথাই বলছি। *ডানকান* এখন জলদস্যুদের জাহাজ। আমাদের দেখতে পেলে বে-হাল ক'রে ছাড়বে। এটা কি খেয়াল আছে যে আমাদের সঙ্গে মহিলারা

আছেন ?'

কী-রকম মিইয়ে গিয়ে লর্ড গ্লেনারভন বললেন : 'এদিকে তো ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখছি না। ছত্রিশ ঘণ্টা আগেই তো আমাদের ডাঙা দেখতে পাবার কথা।'

ঝড়ের তোড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেলা শেষ হ'য়ে রাত যখন নামলো, হাওয়ার গর্জানি তখনও একফোঁটাও কমেনি। বিল হ্যালির শরীরে বোধহয় রক্তের বদলে আছে কোহল আর সমুদ্রের নোনাজল। এটা জানতে তার ঠিকে ভুল হয়নি যে গতিক খুব-একটা সুবিধের না। মত্ত অবস্থাতেই টলতে-টলতে সে চ'লে এলো ডেকে, রক্তাঝাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো দুর্যোগকে, তারপর পাল ঠিক ক'রে দিলে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন তার পাকাহাতের কাজ, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। একবার যখন সাহায্য করার প্রস্তাব নিজে থেকেই উপযাচক হ'য়ে গিয়েছিলেন, তখন বিল হ্যালি তাঁকে যেভাবে তাঁর অধিকারের মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছিলো, সেই অপমানের কথা তিনি এখনও ভুলে যাননি।

সমুদ্র যেন খেপে উঠেছে। বড়ো-বড়ো উথালপাথাল ঢেউ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ওপর উঠছে, পরক্ষণেই কাৎ হ'য়ে নেমে আসছে। ডেকের ওপর দিয়ে ক-বার বড়ো-বড়ো ঢেউ গড়িয়ে গেলো। ঢেউয়ের জল প্রবলবেগে বেরিয়ে যাবার সময় একবার লম্বা ছিপটাকেও নিয়ে গেলো সঙ্গে—ভাসিয়ে নিয়ে গেলো দূরে—বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তার।

ঝড়ের মধ্যেই ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গল্‌স। দুশ্চিন্তায় দুজনেরই চোখ কপালে উঠেছে। এই অচেনা সাগরে শেষটায় এই জাহাজ ডুবে যাবে না তো ?

রাত যখন সাড়ে-এগারোটা, তখন মিশকালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভেসে এলো অন্যরকম একটা শব্দ—এবার যেন ঢেউ গিয়ে কোনো বালিয়াড়ির গায়ে ভেঙে পড়ছে।

'ডাঙা !' কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস ব'লে উঠলেন, 'ডাঙা!'

শিশের ওজন বাঁধা দড়ি জলে ফেলে দিয়ে জলের গভীরতা মাপলে একজন মাল্লা। হিশেব ক'রে বললে, 'তিন ফ্যাদম !'

শোনবামাত্র কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। বিল হ্যালিকে গিয়ে বললেন : 'সর্বনাশ হ'তে চলেছে যে! জাহাজ যে এখন ডুবোপাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছে !'

বিল হ্যালির হিশেবে একটা মস্ত ভুল হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, ডাঙা বুঝি এখনও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে আছে। ঝড়ের মধ্যে মদের ঘোরে সে দূরত্বটা ঠাহর করতে পারেনি। এখন মাত্র মাইল-আষ্টেক দূরে ডাঙা চ'লে এসেছে দেখে সে কী-রকম যেন ঘাবড়ে গেলো। আর তার ঐ বেকুব রাঙা দৃষ্টির ফ্যালফ্যাল ভাবটা দেখে এবার খোদ ম্যাঙ্গল্‌স গিয়েই হাল ধরলেন।

মুশকিলটা কম ছিলো না। এখানকার সমুদ্রের চার্ট কখনও দ্যাখেননি ম্যাঙ্গল্‌স, এখানে নৌচালনার অভিজ্ঞতাও নেই। এটুকু শুধু আন্দাজ করা যাচ্ছে, এখানকার জলে চারদিকেই ডুবোপাহাড় গিশগিশ করছে। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাওয়ার অবিশ্রাম শোঁ-শোঁ, ঢেউয়ের উত্তাল কলরোল—শুধু অনুমানে ভর দিয়েই জাহাজ চালাতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হ'লেই ডুবোপাহাড়ের গায়ে আছড়ে প'ড়ে জাহাজের তলি ফেঁসে যেতে পারে। আর, বুঝি তা-ই হ'তে চলেছে। আচমকা কীসের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘা লেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেই দাঁড়িয়ে গেলো জাহাজ। তলিটা তাহ'লে কোনো চড়ায় গিয়ে লেগেছে! পরক্ষণেই বিশাল এক ঢেউ এসে লাফিয়ে পড়লো জাহাজে, একধাক্কায় তাকে আরো ভালো ক'রে নিয়ে গেলো চড়ার ওপর। ফোরকাস্‌ল ভেঙে পড়লো, বিষম একটা আর্তনাদ ক'রে যেন মাস্তুল ভেঙে পড়লো। ক্যাবিনগুলোর কাচের শার্শি ঝনঝন ক'রে উঠলো, ভাঙলোও বোধহয়। ম্যাঙ্গল্‌স-এর বুঝতে অসুবিধে হ'লো না জাহাজ ডাঙায় উঠে পড়েছে। কিন্তু এ-কোন ডাঙা—?

এই হুলুস্থুল সংঘর্ষ ও ঝাঁকুনির পর সকলেই বেরিয়ে এসেছিলেন ডেকে। উৎকণ্ঠিত সুরে গ্লেনারভন জিগেস করলেন : 'ভেঙে গেছে নাকি জাহাজ? ডুবছে?

'না। তবে এখন এই অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সকাল না-হ'লে বোঝা যাবে না কোথায় এসে পৌঁছেছি। সকাল হ'লে নৌকো নামানো যাবে।'

বিল হ্যালি আর তার মাল্লারা ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে। তারা অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করছে।

গ্লেনারভন যাত্রীদের নিয়ে খোলে নেমে পড়লেন। ওপরে ডেকে অনেকক্ষণ ধ'রে বিল হ্যালির সাগরেদদের চীৎকার চ্যাঁচামেচি ছুটোছুটি চললো। তারপর একসময়ে সমুদ্র শান্ত হ'য়ে এলো, ঝড় থেমেছে, অন্তত ঐ প্রচণ্ড তুফানটা আর নেই, আর তার সঙ্গে তাল রেখে বোধহয় বিল হ্যালি আর তার অনুচরদের দাপাদাপিও অনেকটা ক'মে এসেছে।

সকালবেলায় আলো ফুটতেই ম্যাঙ্গল্‌স ছুটে চ'লে এলেন ডেকে।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু জাহাজে বিল হ্যালি বা তার মাল্লারা কেউ নেই। একমাত্র যে-নৌকোটা অক্ষত ছিলো সেটা নিয়েই ঝড় থামতেই তারা কেটে পড়েছে।

তাহ'লে এঁরা এখন ডাঙায় যাবেন কী ক'রে? তীর দেখা যাচ্ছে, অথচ সেখানে যাবার উপায় নেই।

'উপায় যদি থাকতোও,' এরই মধ্যে মঁসিয় পাগুয়ল আবার গোঁ ধরেছেন, 'তাহ'লেও আমি নামতুম না। ক্যানিবালদের পাল্লায় পড়তে চাই না—শুনেছি এখানকার আদিবাসীরা সবাই মানুষখেকো। এ একটা রাক্ষসের দেশ।'

'তা যদি হয়, তবে জাহাজকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া দরকার।' কাঁটা-কম্পাস-

সেক্সট্যান্ট দিয়ে হিশেব করতে-করতে বললেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। 'আমরা অকল্যাণ্ড থেকে আরো-দক্ষিণে চ'লে এসেছি—৩৮° ডিগ্রি অক্ষরেখায়। আরো অন্তত কুড়ি মাইল গেলেই আমরা নিউ-জিল্যাণ্ডের রাজধানীতে পৌঁছুতে পারবো।'

তারপরেই নিজেদের মাঝিমাল্লা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন জন ম্যাঙ্গল্‌স। খোলের মধ্যে প্রায় দুশো টন চামড়া ছিলো—সেটা ফেলে দেয়া হ'লো, আর জাহাজ অমনি ঐ ওজনটা ফেলে দিতেই খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো। চড়ায় ঘা লেগে যে-দিকটা কাৎ হ'য়ে পড়েছিলো, সেদিকটায় একটু ভাঙচুর হয়েছে। দ্রুত হাতে তামার তাপ্পি লাগিয়ে সেদিকটা মেরামত করা হ'লো। জোয়ার এলেই যাতে যাওয়া যায়, সেজন্যে তৈরি থাকতে হবে।

কিন্তু জোয়ার যখন এলো, জাহাজ দাঁড়িয়ে রইলো যেমনকে তেমন। একটুও নড়লো না। শুধু একদিকে নোঙর ফেলে কোনোরকমে জাহাজটাকে খাড়া করাই গেলো। অর্থাৎ পরের জোয়ারের জন্যে সবুর ক'রে থাকতে হবে।

আর তারই মধ্যে পাওয়েল বায়না ধরেছেন, তিনি নিউ-জিল্যাণ্ডের অচেনা মাটিতে পা-ই দেবেন না। অকল্যাণ্ডের মতো রাজধানী শহর হ'লে না-হয় কথা ছিলো, সেখানে শাদারা বসতি বানিয়েছে, শাসনের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে-সব জায়গায় মাওরিদের রাজত্ব এখনও কায়েম হ'য়ে আছে, সেখানে পদে-পদে বিপদ হ'তে পারে। এই রাক্ষস মুলুকে নামবে কে? জলপথে না-হয় এখান থেকে ভেসে চ'লে যাবারই ব্যবস্থা করতে হবে—সোজা অকল্যাণ্ড অব্দি।

পরের বার জোয়ার যখন এলো, নিশুত রাতে, জাহাজ একটু দুললো বটে, কিন্তু এমনভাবে চড়ায় আটকে গিয়েছে যে তাকে নড়ানো গেলো না।

'উঁহু, এভাবে ব'সে থাকলে চলবে না,' দেখা গেলো কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স-এর এই কথায় লর্ড গ্লেনারভনেরও সায় আছে। 'ঐ ভাঙা মাস্তল, কাঠের সিন্দুক—এ-সব দিয়েই একটা ভেলা বানিয়ে নিতে হবে আমাদের—হাত-পা গুটিয়ে ব'সে-থাকা মানেই বিপদকে ডেকে নিয়ে আসা। আরেকবার যদি অমন তুলকালাম তুফান ওঠে, তাহ'লে এই নড়বোড়ে জাহাজটাকে আর দেখতে হবে না—ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সবাই ভেলা বানানোর কাজে হাত লাগালেন। ভেলাটার পর পর-পর কাঠের বাক্স চাপিয়ে, কোনোরকমে একটা পাটাতনমতো তৈরি হ'লো, যাতে ঢেউ উঠলেও জল এসে পাটাতনে পৌঁছুতে না-পারে, একটা মাস্তলও বসানো হ'লো, যাতে পাল খাটানো যায়। আর একদিকে রইলো হাল, অন্যদিকে নোঙর।

জাহাজ থেকে ভেলায় নামিয়ে নেয়া হ'লো বিস্কুট আর নোনা মাছ। কিন্তু সর্বাগ্রে ভেলায় তোলা হ'লো অস্ত্রশস্ত্র, এগুলি এখন অত্যন্ত জরুরি হ'য়ে উঠেছে।

এইবারে সত্যি-সত্যি বোঝা যাবে জন ম্যাঙ্গল্‌সের কেরামতি। নৌচালনায় তিনি যে কতটা ওস্তাদ, এটা যেন তারই একটা হাতেকলমে পরীক্ষা।

কেমন ক'রে যে তারপর সেই ভেলায় ক'রে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা, সেটা কেউ স্পষ্ট ক'রে জানেনই না যেন। কোনো *লগবুক* নেই যে নথি রাখবে কেউ। দশ মাইল পথ পেরুতে দু-দিন লাগলো। অবিরাম যুঝতে হ'লো আদিম দেবতাদের সঙ্গে—জল, হাওয়া—আর মাঝে-মাঝেই আকাশের মুখ কালো হ'য়ে যায় ঘন মেঘে। তবে, না, সে-রকম তুফান নয়। শুধু পাগল হাওয়া যখন ভেলাটাকে একঝটকায় একটা চোরা পাথরে এনে আছড়ে ফেললো, তখন কয়েক পা এগুলেই মূল মাটি।

কোনোরকমে সাবধানে, কত জল দেখে নিয়ে, ঐ কয়েক পা পেরিয়ে এলেন সকলে। আর অবশেষে পা দেয়া গেলো ডাঙায়, বিজনবিভুঁয়ে।

লর্ড এডওয়ার্ড বলেছিলেন, এই অচেনা জায়গায় আর সবুর না-ক'রে সরাসরি হাঁটা দেবেন অকল্যাণ্ডের উদ্দেশে। কিন্তু আকাশ কালো ক'রে যেমন ক'রে মেঘ এলো, তাতে এই ইচ্ছেটা আপাতত স্থগিত রাখতে হ'লো। এক্ষুনি বরং কোনোরকমে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। বৃষ্টি নামবার আগেই।

জায়গাটা ফাঁকা, উঁচুনিচু পাথর, পাগ্রেয়ল পাথরের নমুনা দেখে বললেন যে আগুনের পাহাড় ছিলো এখানে—নিয়মিত যে অগ্ন্যুৎপাত হ'তো, তারই প্রমাণ এই ছড়ানো পাথর।

উইলসন যখন একটা গুহা আবিষ্কার করলে, ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে, ভিজতে-ভিজতেই, ছুটে এসে গুহায় ঢুকলেন সকলে। ভেতরটা কিন্তু, আশ্চর্য, দিব্বি শুকনো। বোঝা গেলো, এই গুহায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঢোকে না। বিস্তর শুকনো ঘাসপাতা পড়েছিলো ভেতরে—তা যেন প্রায় একটা জাজিমের মতো বিছিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। কিছু ঘাসপাতা নিয়ে যাওয়া হ'লো গুহার মুখে—আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিতে হবে।

বৃষ্টি ধরলেই অকল্যাণ্ড রওনা হওয়া যাবে।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ হবে, তা নয়। বেশ ক-বছর ধ'রেই মাওরিদের সঙ্গে ইংরেজদের ফাটাফাটি লড়াই চলেছে। মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা দখল ক'রে বসতে লাগলো নিউ-জিল্যাণ্ডের প্রধান দ্বীপ দুটো—নর্থ আইল্যাণ্ড আর সাউথ আইল্যাণ্ড, যারা দ্বীপ দুটোর সত্যিকার মালিক, তারা ক্রমশ পিছু হঠতে লাগলো। আর স্বাধীনতা বিপন্ন দেখে মরণপণ ক'রে মাওরিয়া লড়াই চালাতে লাগলো ইংরেজদের সঙ্গে। সে-লড়াই এখনও চলছে, কিন্তু মাওরিরা বাধ্য হচ্ছে দ্বীপগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছেড়ে দূর-দুর্গম অঞ্চলে চ'লে যেতে। কিন্তু তাই ব'লে হার স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করেনি এখনও।

'খুবই বিপজ্জনক মুহূর্তে এখান এসে পৌঁছেছি আমরা,' মঁসিয় পাগ্রেয়ল বললে 'অকল্যাণ্ডে পৌঁছুতে পারলেও না-হয় কথা ছিলো। কিন্তু এখানে, পথের মাঝখানে

অতর্কিতে যদি মাওরিদের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়ে যায়, তারা যে আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না—এটা মনে রাখা উচিত।'

'তাহ'লে আমরা কী করবো এখন ?'

'আমরা যেখানটায় এসে নেমেছি, সেখানটতেই বিষম যুদ্ধ চলেছে এখন—এই এখান থেকে অকল্যাণ্ড অব্দি—ফলে বিপদ এখানটাতেই সবচেয়ে-বেশি।'

'কিন্তু এখানে এই গুহায় ব'সে থাকলে তো চলবে না—অকল্যাণ্ডে আমাদের যেতে হবেই—' লর্ড গ্লেনারভন মনে করিয়ে দিয়েছেন।

'উত্তরদিক দিয়ে অকল্যাণ্ডে যাবার চেষ্টা করাই ভালো—ঘোরাপথ হবে বটে, তবু খেপে-যাওয়া মাওরিদের মুখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়া চলবে না—সেদিকটা মোটেই নিরাপদ নয়। বরং চেষ্টা করতে হবে ওয়াইপো আর ওয়াইকাতো নদীর মোহানায় যদি পৌঁছুনো যায়—'

'এবার বুঝতে পারছি,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, 'ঝড় কমতেই ঐ একটা মাত্র নৌকোয় ক'রে বিল হ্যালি তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে সট্‌কে পড়েছে কেন। সে নিশ্চয়ই ঐ ক্ষুব্ধ মাওরিদের মুখোমুখি পড়তে চায়নি।'

পরদিন বৃষ্টি ধরতেই রওনা হলেন সবাই। পাঞ্চয়লের কথামতোই ঘোরাপথটাই বেছে নেয়া হ'লো। উত্তরে তিরিশ মাইল পথ যেতে হবে। কোনোরকমে ঐ নদী দুটির মোহানায় পৌঁছুতে পারলে পরের পঞ্চাশ মাইল পথ যেতে আর তেমন অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় দিনের দিন ধুঁকতে-ধুঁকতে অভিযাত্রীরা পৌঁছুলেন দুই নদীর সংগমে। প্রচণ্ড গর্জন ক'রে স্রোত লাফিয়ে পড়ছে পাথর থেকে পাথরে, ছিটকে উঠছে জল, মিহি একটা কুয়াশার আস্তর ঢেকে রেখেছে সব, এদিকে সন্ধেও হ'য়ে এসেছে। ক্লান্তিতে সকলের শরীর এলিয়ে আসছিলো। পথে কখনও কৌটো থেকে নোনা মাছ খেয়েছেন তাঁরা, একবার বেলাভূমি থেকে ঝিনুক কুড়িয়েও খেয়েছিলেন। এখন একটু নোনা মাছ আর শুকনো বিস্কুট খেয়ে ক্লান্ত অভিযাত্রীরা বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। কাল দিনের আলো ফুটলে এখান থেকে যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব আরো এগিয়ে যেতে হবে।

...

কুয়াশাটা প্রধানত তৈরি করেছিলো জলের ঝাপটা, আর তা থেকে ছিটকে-পড়া মিহিজলের কুচি। সেই কুয়াশা দেখা গেলো সকালবেলাতেও আছে। পরে যখন রোদের তেজ বাড়লো, শুধু তখনই কুয়াশা স'রে গেলো—আর অমনি উন্মোচিত হ'লো ওয়াইপা আর ওয়াইকাতো নদী দুটো—যেখানে এসে তারা মিলেছে, গোড়ায় খানিকটা গেছে পাশাপাশি, তারপরেই দুটো খাত পুরোপুরি এক হ'য়ে গেছে—আর সেখান থেকেই বিশাল ধারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে এগিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে।

আর সেই নদী দিয়েই ছুটে চলেছে বিশাল-একটি ক্যানু—তার গলুই প্রায় সত্তর ফিট লম্বা, আর দু-ধার দিয়ে প্রায় তিন ফিট উঠে গিয়েছে ধার। সরু লম্বা ছিপ, তরতর ক'রে ছুটে চলেছে মাঝনদী দিয়ে। মস্ত-একটা দেবদারু গাছ ফোঁপরা ক'রে নিয়ে তার খোলটা দিয়ে বানানো হয়েছে এই ক্যানু, ভেতরটায় ঝাউ-দেবদারুর পাতা আর ঝুরি বিছিয়েই তৈরি করা হয়েছে পুরু আর নরম একটা জাজিম। আটজোড়া দাঁড় সামনে জলে পড়ছে, প্রায় যেন পিছলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানুকে। শক্ত হাতে হাল ধ'রে আছে আরো-একজন। সে মাওরি, ঠিক তার সঙ্গীদের মতোই; শক্ত সুঠাম দেহ, বুকের খাঁচাটা চওড়া, যেমন চওড়া তার কাঁধ। বলিষ্ঠ বাহুতে আর পায়ের গোছে যেন নেচে বেড়াচ্ছে পেশীগুলো। কপালে জটিল ঝুরির মতো কত-যে রেখা কাটাকুটি ক'রে গেছে। সারা গায়ে উলকি-কাটা, এমনকী মুখেও। তার ভাবভঙ্গি দেখে এটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে সে হেজিপেঁজি কেউ নয়, বরং সাধারণ মাওরিদের চাইতে একটু আলাদাই। অর্থাৎ কোনো-একটা গোষ্ঠীর সর্দারই হবে সে। গায়ে তার বুনোকুকুরের ফারের আলখাল্লা, কানে পোখরাজের দুল, আর মাওরিরা যাকে পুনা পাথর ব'লে সেই পাথরের মালা গলায়, তার কাঁধে ঝুলছে একটা বন্দুক, নিশ্চয়ই ইংরেজদের কারখানাতেই তৈরি —নইলে এরা আর আগ্নেয়াস্ত্রর নির্মাণকৌশল জানবে কী ক'রে, আর আছে একটা দু-হাত লম্বা খঞ্জর—তার দু-দিকের ফলাতেই ধার, রোদ প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠছে ফলাটা, আর সবুজ পাথরের হাতলটাও রোদ্দুরে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

সর্দারের পাশে ব'সে আছে আরো নজন সশস্ত্র যোদ্ধা। যারা দাঁড় টানছে তারা নিশ্চয়ই সর্দারের অনুচর—যোদ্ধারা যদি সহযোগী হয়, এরা তবে অনুগত প্রজা।

আর ক্যানুর, ঠিক মাঝখানে প'ড়ে আছে পা-বাঁধা দশজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী—তাদের হাতে অবশ্য কোনো বাঁধন নেই। এঁরা আর-কেউ নন : অভিযাত্রীরা : লর্ড ও লেডি গ্লেনারভন, মেরি ও রবার্ট গ্রান্ট, মঁসিয় পাগ্নেয়ল, মেজর ম্যাকন্যাব্‌স, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স, আর *ডানকানের* স্টুয়ার্ড অলব্বিনেট আর দুজন মাল্লা—উইলসন আর মূলারাডি।

কাল রাত্তিরে একটা মস্ত ভুল হ'য়েছিলো অভিযাত্রীদের। একে ঘুটঘুটে কালো রাত্রি, তায় পাঁজা-পাঁজা কুয়াশা, আর তারই জন্যে তাঁরা খেয়াল করেননি যে তাঁরা মাওরিদের একটা আড্ডায় ঢুকে পড়েছেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেই মাওরিরা নিঃশব্দে এসে পাকড়েছে তাদের, পা বেঁধে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু কোনোরকম শারীরিক নির্যাতন করেনি।

সর্দারের নাম *কাই-কুমু*—নামের মানে *দুশমনের হাত যে চিবিয়ে খায়*—আক্ষরিকভাবে খায় না হয়তো, কিন্তু আলংকারিক ও সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়ায় যে শত্রুদের ঠুঁটো ক'রে ফ্যালে। *কাই-কুমুর* মতো বেপরোয়া ডাকাবুকো লোক সহজে দেখা যায় না; যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি দুর্দান্ত। ইংরেজরা তার মাথার জন্যে ইনাম ঘোষণা করেছে

—জীবিত বা মৃত তাকে ধ'রে দিতে পারলেই পুরস্কার। অতিসম্প্রতি মুখোমুখি একটা সংঘর্ষে হেরে যেতে হয়েছে *কাই-কুমুকে*, তাই সে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে নিয়ে সে চলেছে ওয়াইকাতো নদীর উৎসের দিকে—সেখানে গিয়ে আরো লোকজন জড়ো ক'রে ফের গিয়ে আক্রমণ শানাবে।

পর-পর যত ঘটনা ঘটেছে, তাতে বোধহয় লর্ড গ্লেনারভনের আঁৎকে ওঠার ক্ষমতাটাও বিলুপ্ত হয়েছিলো। তাছাড়া, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে—কপালে যদি আরো-নতুন-কোনো দুর্ভোগ লেখা থাকে, তবে তা-ই হবে। এ ঠিক সুখেদুঃখে-নির্বিকারবাদী *স্টোয়িকদের* মনোভাব নয়, বরং নিয়তিমানা কোনো মানুষের মনের ধাত। এবং এই মাওরিরা তো তাঁদের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে কোনো বাড়তি দুর্ব্যবহারও করছে না, শুধু অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে, আর পা বেঁধে রেখেছে। সর্দারকে একবার জিগেসও করেছিলেন : 'আমাদের ধ'রে নিয়ে যাচ্ছো কেন? আমাদের নিয়ে তোমরা কী করবে?' উত্তরে সর্দার বেশ স্পষ্টগলায় ইংরেজিতেই বলেছিলো : 'ইংরেজদের হাতে আমাদের যারা বন্দী হ'য়ে আছে, তাদের সঙ্গে তোমাদের বদল করতে চাই। ইংরেজরা তোমাদের চায় কি না তারই ওপর তোমাদের জীবন নির্ভর করছে। বদল না-করতে চাইলে তোমাদের অবশ্য মেরে-ফেলা হবে।'

তার স্পষ্ট কথা শুনে লর্ড গ্লেনারভন এটুকু অন্তত বুঝেছিলেন যে আপাতত এদের হাতে তাঁর কোনো ভয় নেই। যতক্ষণ-না তারা বন্দী বদলাবদলির ব্যাপারটায় একটা ফয়সালা করছে, ততক্ষণ অন্তত তাঁদের কিছু করবে না। নিশ্চয় মাওরিদের যে-যোদ্ধারা ইংরেজদের হাতে বন্দী হ'য়ে আছে তাদের জীবন এদের কাছে বিশেষ-মূল্যবান। এবং তাই কোনো-একটা বিনিময়ের সুযোগ এরা সহজে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

এই ওয়াইপা আর ওয়াইকাতো নদীদুটো নিউ-জিল্যাণ্ডের আদিবাসিন্দাদের বেজায় গর্বের বস্তু। ওয়াইকাতো নদী সবশুদ্ধ ২২০ মাইল অর্থাৎ ৩৫৪ কিলোমিটার লম্বা—নর্থ আইল্যাণ্ডের উত্তরপশ্চিম থেকে বেরিয়ে এসে তাসমান সাগরে পড়েছে। ঠিক এমনি একটা নদী বেরিয়েছে সাউথ আইল্যাণ্ডের দক্ষিণপুব থেকে—সেটা ১৩৫ মাইল অর্থাৎ ২১৭ কিলোমিটার লম্বা—সোজা পুব-দক্ষিণপুব ধ'রে সেটা নেমে এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ওয়াইকাতোরই বুকে এসে পড়েছে ওয়াইপো। মানচিত্র দেখে এবং অন্য পর্যটকদের বিবরণ মনে করবার চেষ্টা ক'রে মঁসিয় পাঞ্জয়ল অনুমান ক'রে নিতে চাচ্ছিলেন এই ওয়াইকাতোর উৎসমুখে কী আছে।

সর্দার যখন তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলছিলো তখন দু-একটা কথা বারে-বারেই কানে ভেসে আসছিলো—তার মধ্যে এই কথা কটি কেমন যেন চেনা-চেনা লাগলো মঁসিয় পাঞ্জয়লের : তুয়াকাউ, তুয়াহেনি পয়েন্ট, তুয়াই, তাইরাঙা। এ-সব নাম শুনে সবকিছু স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও এটুকু মোটামুটি ধ'রে নেয়া গেলো নর্থ আইল্যাণ্ডের

দক্ষিণের দিকে চলেছেন তাঁরা—ওয়েলিংটন পেরিয়েই হয়তো, পার্বত্যঅঞ্চলে, সম্ভবত সেখানেই কোনো হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়াইকাতো নদী। যেভাবে সহজসাবলীল ভাবে ক্যানু ছুটেছে, তাতে রাতে বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে, অনুমান করা যায় দিন-চারেক পরে তাঁরা ওয়াইকাতোর উৎসমুখে গিয়ে পৌঁছুবেন।

এমনিতে সারাদিন ক্ষিপ্রবেগে চলে ক্যানু, যারা দাঁড় টানে তারা যে কী-রকম ওস্তাদ সেটা বোঝা যায় যে-রকম মসৃণ সাবলীল ছন্দে ক্যানু এগোয়, বোঝাই যায় কাই-কুমু তাদের এইজন্যেই দাঁড় বাইবার কাজে লাগিয়েছে, রাত হ'লেই তীরে এসে ক্যানু বেঁধে ডাঙায় তারা রাত কাটায়। এইভাবে দু-দিন কেটে যাবার পরে আরো-একটা ক্যানু এসে কাই-কুমুর নাগাল ধরলে। তারা যে সদ্য-কোথাও-থেকে লড়াই ক'রে ফিরছে, সে তাদের রক্তমাখা অস্ত্রশস্ত্র দেখেই অনুমান করা যায়। তারা কিন্তু বন্দীদের দেখে অযথা কোনো কৌতূহল দেখালে না, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেই তারা তন্ময়—উটকো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

তারও দু-দিন পরে ক্যানু পৌঁছুলো এমন-এক জায়গায় সেখানকার জল যেন সবসময়েই টগবগ ক'রে ফুটছে। বুড়বুড়ি উঠছে জলে, আর সেগুলো ফেটে গিয়ে কী-রকম যেন গ্যাস বেরুচ্ছে অবিশ্রাম। হাওয়ায় গন্ধকের গন্ধ, মাটিতে লৌহ আকরিকের রক্তিম আভা। দু-পাশের তীর ধ'রে সার-সার গেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো উঠে যাচ্ছে শূন্যে, আর সূক্ষ্মজাল জলের শীকরে রোদ্দুর ঠিকরোচ্ছে, ছিটিয়ে দিচ্ছে রামধনুর সাতরঙের বর্ণালি। নিউ-জিল্যাণ্ডের জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি টোনাগারি আর ওয়াইকেরির জ্বালামুখ দিয়ে তপ্ত বাষ্প আর জ্বলন্ত তরল বেরুবার পথ না-পেয়ে যেন পাহাড়ের হাজার চিড় আর ফাটল দিয়ে হাজার ধারায় বেরিয়ে আসছে টগবগে জল আর বাষ্প। হাওয়া পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে, তপ্ত, এমনকী নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। তারই মধ্যে প্রায় আড়াই মাইল পথ গিয়ে বাঁক ফিরে হ্রদের মধ্যে ঢুকলো ক্যানু—দু-পাশে দুটো বিশাল-উঁচু পাহাড়, রক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহি, আর তারই মধ্যে এই হ্রদ। হ্রদের একপাশে একটা কুঁড়ে। তার মাথায় উড়ছে একটা নিশেন।

মাওরিদের জাতীয় পতাকা।

দুই

প্রাণ হাতে ক'রে পালিয়ে

হ্রদের দুই পাশে উত্তুঙ্গ দুই পর্বত—মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহি, তার একটু দূরেই মোকাই—একটা জনপদ। নর্থ আইল্যাণ্ডের প্রায় মাঝখানে এই দুটি পাহাড়—অকল্যাণ্ড থেকে যতটা দূরে, প্রায়-ততটা দূরেই আছে ওয়েলিংটন। অর্থাৎ মাওরিরা দু-দিক থেকে ইংরেজদের হাতে মার খেতে-খেতে শেষটায় একেবারে নর্থ আইল্যাণ্ডের দুর্গম-মাঝখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে—সম্ভবত শ্বেতাঙ্গ কোনো পর্যটক এখনও এখানে পা দেয়নি, হয়তো জানেই না যে এখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সানুদেশে স্বাধীন মাওরিরা তাদের স্বাধীনতার শেষ লড়াই লড়বার জন্যে এসে জড়ো হয়েছে।

এতটা রাস্তা পেরিয়ে এসে এখানে ঢোকবামাত্র মনে হয় যেন ভূস্বর্গে এসে পৌঁছেছে কেউ। বিস্তীর্ণ শনখেতে ফুল ফুটে আছে, আর সেই ফুলের মধু খাবে ব'লে হরেক রঙের জানা-অজানা পাখি উড়ছে সেখানে। শনের ডাঁটা থেকে আঠা হয়, প্রায় মোমের মতো ঘন—কত-যে কাজে লাগে। পাতা থেকে তৈরি হয় কাগজ, আর শুকনো পাতা থেকে হয় জ্বালানি, শন কেটে পাকিয়ে দড়ি আর সুতো দিয়ে বোনা হয় গায়ের ঢোলা জামা, মাদুর, চাটাই। মাওরিরা লাল আর কালো রঙে রাঙিয়ে নেয় এই জামা, আর এটাই সম্ভবত তাদের প্রিয়পসন্দ্—কেননা অনেকেরই পরনে এই লাল-কালো আলখাল্লা। একটা গোটা অর্থনীতিই শধু নয়, জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণ যেন জোগায় এই শনখেত—যা গজায় উর্বর জলাভূমিতে—কোনো হ্রদ বা নদীর ধারে—কিংবা সমুদ্রতীরে।

তীর থেকে দুই ফার্লং দূরে পাহাড়ের ঢালে মাওরিদের একটা নগরদুর্গ—তাদের ভাষায় তারা তাকে ব'লে পাহ্। এই পাহ্ ঘেরা তিন দিক থেকে তিন পল্লা বেড়া দিয়ে—বাকি দিকটা যেন পাহাড়ের ঢালে বসানো।

প্রথম বেড়া ছুঁচলো লাঠি দিয়ে তৈরি—প্রায় পনেরো ফিট উঁচু। তারপর শক্ত খুঁটির বেড়া, সবশেষে পাকানো বেত বেঁকিয়ে আরেকটা পল্লা। তারই মধ্য দিয়ে গেছে ভেতরে যাবার দরজা। বেড়া তিনটে পেরিয়ে গিয়ে দেখা যায়, পাহাড়ের গায়েই সমতল খানিকটা জায়গা। সেখানে পর-পর সাজানো রয়েছে চল্লিশটা কুঁড়েঘর।

কিন্তু যে-দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে বন্দীদের চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেলো, সেটা আর কিছু নয়, দ্বিতীয় বেড়ার খুঁটিগুলোর ওপরে সারি-সারি গেঁথে-রাখা নরমুণ্ড, শূন্য কোটর থেকে মণিবিহীন চোখ মেলে পলকহীন যেন বন্দীদের দিকেই তাকিয়ে আছে নরমুণ্ডগুলো। শত্রুপক্ষের লোকদের মুণ্ড কেটে এইভাবে সাজিয়ে-রাখার রীতিই আছে

মাওরিদের মধ্যে—তারা সেই রহস্য বার ক'রে ফেলেছে, সেই প্রক্রিয়াটা, যার সাহায্যে নৃমুণ্ডের অভ্যন্তর থেকে মগজ এবং চোখের কোটর থেকে চোখের তারা বার ক'রে এনে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রেখে দিতে পারে মুণ্ডগুলো। আর এগুলো তো তাদের পুঁথিপুরাণইতিহাসের অংশ—একেকটা মুণ্ডর সঙ্গে জড়ানো আছে শৌর্যবীর্য-দেশদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম—প্রত্যেকটা মুণ্ডই যেন একেকটা কাহিনী শোনাতে চাচ্ছে।

কাই-কুমুর কুঁড়েঘরটা এই নগরদুর্গ পাহ্-এর একেবারে শেষমাথায়। দৈর্ঘ্যে কি ফিট, প্রস্থে পনেরো ফিট আর উচ্চতায় দশফিট—এই কুঁড়ের চাল ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে মাটি অব্দি নেমে গিয়েছে। কুঁড়ের সামনে প'ড়ে আছে খানিকটা ফাঁকা জমি, সেখানে দরকার হ'লে অন্য কুঁড়ে থেকে লোকজন এসে জমায়েৎ হয়, কখনও-কখনও এই ফাঁকা জমিতেই ব্যবস্থা হয় রণসাজে-সেজে কুচকাওয়াজের। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু অজস্র ছবিতে ভরা—যেমন আছে গাছপালা জীবজন্তুর ছবি—ঐ-তো একটা কিউয়ি পাখির ছবি—তেমনি আছে ঘটনাপরম্পরারও ছবি—যেন সরল ও গতিময় টানটোনের মধ্যে শিল্পী ধ'রে রাখতে চেয়েছে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। দুরমুশপেটানো মাটির মেঝেয় শুকনো ঝাউপাতা দেবদারুপাতা বেছানো, আর তার ওপরেই পেতে রাখা হয়েছে টাইফা-পাতার মাদুর, লাল আর কালোয় তার ওপরেও আছে অলংকরণ। মেঝের ঠিক মাঝখানটাতে পাথরঢাকা একটা মস্ত গর্ত—এটাই তাদের চুল্লি—আর তারই মাথাবরাবর চালেও একটা ফোকর—সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় বাইরে। নর্থ আইল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনে ঘর গরম রাখবার জন্যে এভাবেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে এরা—এদের *ফায়ারপ্লেস* কোনোদিক থেকেই কম কাজের নয়।

যেখানে তার শোবার ব্যবস্থা-করা, তার পাশেই তার ভাঁড়ারঘর। অনেক ধরনের উদ্ভিদ, গাছের পাতা, শেকড়বাকড় জমানো রয়েছে সেখানে। একপাশে রসুই পাকাবার জন্যে তোলাউনুন রয়েছে—আর তারপরেই তার *কোর‍্যাল*—শুওর ছাগল রাখার জায়গা—সেই যবে কাপ্তেন কুক এই জীবজন্তুগুলোকে নিউ-জিল্যাণ্ডে আমদানি করেছিলেন সেই-থেকেই এরা ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি ক'রে মাওরিদের খাদ্য জুগিয়ে গেছে।

কাছেই ফাঁকা একটা কুঁড়েঘরে বন্দীদের নিয়ে ঢোকানো হ'লো। এখনও অব্দি মাওরিদের কাছ থেকে ব্যবহারে ভয় পাবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি, আবার আশ্বস্ত হবার মতো কোনো ভরসাও কোথাও জোটেনি—তাঁদের সম্বন্ধে সকলেরই মধ্যে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার-একটা ঔদাসীন্যের ভাব বন্দীরা লক্ষ করেছেন। সোজা একেবারে *পাহ্*-এর অর্থাৎ নগরদুর্গের মধ্যে এনে হাজির করেছে ব'লেই বন্দীদের উৎকণ্ঠার ভাবটা বেশি কী মর্জি হবে এদের, কে জানে। শুধু-কি সর্দারের ইচ্ছেতেই সবকিছু হয়, না কি অন্যসকলের কাছ থেকেও মতামত চাওয়া হয়? ভাবগতিক দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। বন্দীবিনিময়ের প্রস্তাবটায় যদি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজি না-হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই

এরা তাঁদের গায়ে আঁচড়টি না-কেটেই ছেড়ে দেবে না? মনের মধ্যে আরো-কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো?

কাই-কুমুর মনের মধ্যে কী আছে না-জানা গেলেও অন্যদের মনের ভাব যে কী, তা একটু জানা গেলো যখন দল বেঁধে মেয়েরা এসে হাজির হ'লো বন্দীদের দেখতে। কোলাহল-কলরবের মধ্যে থেকে দু-একটা যা ইংরেজি কথাবার্তা কানে এলো, তা থেকে বোঝা গেলো—এরা কেউই মোটেই করুণাময়ী বা মমতাময়ী দেবীপ্রতিমা নয়—বরং সকলেরই সাধ যেন বন্দীদের প্রকাশ্যে মুণ্ডচ্ছেদ হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তেরিয়া মেজাজ একেকজনের। এদেরই কারু ছেলে, কারু ভাই, কারু স্বামী ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রাণ হারিয়েছে—এতদিন ধ'রে এই সংঘর্ষ চলেছে যে কতজনের যে জীবননাশ হয়েছে তার ঠিক নেই; নানারকম নিগ্রহ-নিপীড়ন হয়তো সহ্য করতে হয়েছে এদের প্রত্যেককেই, মৃত্যু হানা দিয়েছে অনবরত, আর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাদের আপনজনদের। এদের চক্ষু দিয়ে যদি অনবরত দয়ার অশ্রু দরদর ক'রে ব'য়ে যেতো, তাহ'লেই বরং অবাক হবার কিছু থাকতো। না-জেনে, অপ্রস্তুত অবস্থায়, নিউ-জিল্যাণ্ডের ইতিহাসের এমন-একটা দুঃসময়ে তাঁরা এখানে এসে পা দিয়েছেন, যে এখন তাঁদের নিজেদেরই জীবন বিষম একটা সংকটে পড়েছে।

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হ'লো না। একটু পরেই সামনের ফাঁকা মাঠটায় দলে-দলে মাওরিরা এসে হাজির হ'লো, আর তাদের আসতে দেখে মাওরি মেয়েরাও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নানা বয়সের সব মানুষ। নেহাৎই কচি-কচি সব কিশোর থেকে মুখে বলিরেখার কুঞ্চনেভরা অতিবৃদ্ধ মাওরি—কেউই বোধহয় বাদ যায়নি। সকলেরই মুখ গম্ভীর, শোকাচ্ছন্ন। কেউ এখানে ফুর্তি করতে আসেনি, এটা তাদের জীবনে উৎসবের কোনো মুহূর্ত নয় যে তারা আনন্দের হাট বসাবে। যারা লড়াই করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর ফিরে আসেনি। কাই-কুমু নিশ্চয়ই তার সঙ্গে মাত্র এই ক-জন সহযোদ্ধা নিয়ে যায়নি—তাকেও রণস্থল থেকে ফিরতে হয়েছে বেশিরভাগকেই পেছনে ফেলে রেখে।

কাই-কুমু কী যেন বললে সবাইকে সম্ভাষণ ক'রে; শান্ত হ'য়ে চুপচাপ তার কথা শুনলে সবাই। কিন্তু তার কথা থামতেই শুরু হ'য়ে গেলো বিষম কোলাহল—সকলেই যেন একসঙ্গে কথা কইতে চাচ্ছে; বুড়ো-বুড়িরা কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে, কেউ-বা চাপড়াচ্ছে বুক। হাত-পা ছুঁড়ে অন্যরা যা বলছে, তা জানবার জন্যে হয়তো ভাষাও জানতে হয় না—কেননা তাদের বলার স্বর ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট, প্রায় যেন সহ্যের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছে তারা।

বন্দীরা তাঁদের খুপরিটা থেকে সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলছিলেন। কানে যা আওয়াজ আসছিলো, তার মর্মার্থ বুঝতে এখন আর বাকি নেই। জমায়েতের বেশির

ভাগেরই মনোভাব ঠিক তাঁদের অনুকূলে নয়। তবে তাঁদের নিয়ে এরা যে কী করবে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কারণ আবার একটা হাত তুলে কাই-কুমু সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে, তারপর সবাই চুপ করলে পর কী যেন বলেছে তাদের হাত-পা নেড়ে। তারপরেই দেখা গেলো কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজন মাওরি এই বন্দীদের খুপরিটার দিকে আসছে।

এখনই তবে জানা যাবে জমায়েতের সিদ্ধান্ত কী হ'লো।

হঠাৎ লেডি হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে এসে তাঁর হাতটা ধ'রে শান্ত কিন্তু ধরাগলায় বললেন, 'এডওয়ার্ড, অন্তত একটা জিনিশ তোমাকে করতেই হবে। জীবন থাকতেও আমাকে বা মেরিকে এই মাওরিরা যেন তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে যেতে না-পারে। মরতে হ'লে সবাই একসঙ্গে মরবো।' তারপর জামার ভাঁজের মধ্য থেকে একটা ছোট্ট চকচকে রিভলভার বার ক'রে লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন : 'এই রিভলভারটা আমি আমার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। এরা কেউ আমার গায়ে হাতও দেয়নি, আমাকে তেমন ক'রে খানাতল্লাশও করেনি– সেইজন্যেই এতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলুম। এখন এটা আমি তোমাকেই দিলুম। তুমি এটা দিয়ে যা ভালো বোঝো, তা-ই কোরো।'

লেডি হেলেনার হাতে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা চাপ দিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড চট ক'রে সেটা তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তাঁর মুখটা কি-রকম কালো হ'য়ে গিয়েছে, শুকনো, ছায়াবিধুর আর গম্ভীর।

ঠিক সময়মতোই রিভলভারটা লুকোতে পেরেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড, কেননা পরক্ষণেই খুপরিটার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো একজন মাওরি, লোকটা তাঁদের চেনা —ক্যানুতে সে কাই-কুমুর সঙ্গেই ছিলো, হয়তো তার ডানহাতই সে। সে ইঙ্গিতে সবাইকে বললে তাকে অনুসরণ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

তারই পেছন-পেছন, জমায়েতের একটা ধার দিয়ে, কাই-কুমুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। জমায়েতের লোকেরা চুপচাপ হা ক'রে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে— তাদের মধ্যে উত্তেজনার একটা ঢেউ খেলে গিয়েছে, যেই তাঁরা পর-পর এসে দাঁড়িয়েছেন কাই-কুমুর সামনে। তাদের চোখমুখ দিয়ে আগুন ঝরছে; মানুষের দৃষ্টি যদি কাউকে ভস্ম ক'রে ফেলতে পারতো, তাহ'লে এক্ষুনি হয়তো তাঁরা জীবন্তই ঝলসে মরতেন।

কাই-কুমুকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অনেককেই আগে তাঁরা দেখেছেন ক্যানুতে। পরে মাঝপথে আরো-একটা ক্যানুতে ক'রে যারা এসে যোগ দিয়েছিলো তাদেরও কাউকে-কাউকেও সেখানে জটলার মধ্যে দেখা গেলো। দ্বিতীয়-ক্যানুর সর্দারটিকে লর্ড এডওয়ার্ডের মনে ছিলো, কেননা প্রায় একটা দৈত্যের মতো আকার তার, মুখে ভয়-ডরের কোনো লেশ নেই, সর্বাঙ্গের উলকিগুলোয় ভীষণ-সব জীবজন্তুর

হা করা মুখ, যেন গিলে খাবে শত্রুকে। তার বয়েসও বেশি নয়, অন্তত চল্লিশের বেশি হবে না। হট্টাকট্টা জোয়ান। পথে কাই-কুমুকে দেখা গিয়েছিলো এর সঙ্গে বেশ সমীহ ক'রেই কথা বলতে। নিশ্চয়ই দলের লোকদের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব আছে—কাই-কুমু তাতে যদি মনে-মনে একটু ঘাবড়ে গিয়েও থাকে, মুখে সেটা সে প্রকাশ করেনি—তবে একে চটিয়ে দেবার মতোও কিছু করেনি, এমন খাতির ক'রে চলেছে যেন সে কিছুতেই কাই-কুমুর ওপর খেপে না-যায়। মাওরিরা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার ও দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ছে, তখন সে অহেতুক কোনো গৃহযুদ্ধের কারণ ঘটতে দিতে চায় না—দুজনের মধ্যে দ্বেষবিদ্বেষ রেষারেষি যা আছে তা না-হয় আপাতত চাপাই থাকুক। এই বেপরোয়া মাওরিটির নাম কারা-টিটি—আর এমন নামেই মালুম তার প্রকৃতিটা কী—কারণ তাদের ভাষায় কারা-টিটি কথার মানে *রগচটা, বদমেজাজি*। সে এখন কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে বেশ-তালেবর ভঙ্গিতে সবকিছুর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। বন্দীদের আসতে দেখেই তার মুখচোখে উৎকট-একটা হাসি ফুটে উঠলো।

লর্ড গ্লেনারভন কাছে এসে দাঁড়াতেই কাই-কুমু জিগেস করলে : 'তোমরা কারা? *ইংলণ্ডের লোক?*'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের যদি আমরা ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দিই, তবে কি তারা এর বিনিময়ে আমাদের দলের লোকদের ছেড়ে দেবে? বিশেষ ক'রে আমাদের পুরুৎ তোহোনগাকে?'

'জানি না।'

'জানো না মানে?'

'আমরা নেহাৎই সাধারণ লোক। আমরা যে এখানে এসেছি, তা-ই ইংরেজ সরকারের কেউ জানে না। তাছাড়া আমরা কেউ জাঁদরেল সেনাপতিও নই, পুরুৎও নই।'

'কিন্তু আমরা তোমার বদলে আমাদের পুরোহিতকে ফেরৎ চাই। তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি—সরকারের কাছে আমার তো কানাকড়িও দাম নেই।' তারপরেই লর্ড গ্লেনারভনের চোখ প'ড়ে গেলো লেডি হেলেনা আর মেরির ওপর। অমনি গলার স্বর পালটে তিনি বললেন : 'তবে সরকার হয়তো এঁদের কথা বিবেচনা করবেন।' মেয়েদের দিকে দেখালেন তিনি। 'এঁরা আমাদের দেশের অভিজাত সমাজের মানুষ—সরকারের কাছে নিশ্চয়ই এঁদের মূল্য অনেক।'

কথাটা কানে যেতেই কাই-কুমুর মুখে একটা ধূর্ত মৃদুহাসি খেলে গেলো।

'তুমি কি আমাদের বোকা ঠাউরেছো? ভেবেছো, যা-খুশি তা-ই বাৎলে দিয়ে পার

পাবে ? কাই-কুমুর চোখকে ধুলো দেবে?' শেষ কথাটা বলবার সময় কাই-কুমুর গলার স্বরে যেন যতরাজ্যের উষ্মা ঝ'রে পড়লো। আঙুল তুলে লেডি হেলেনাকে দেখিয়ে সে বললে : 'এ তো তোমার বৌ—এ যদি কোনো ওপরমহলের মেয়ে হয়, তাহ'লে তুমি বুঝি ওপরমহলের কেউ নও ?'

লর্ড গ্লেনারভন কিছু বলবার আগেই কাই-কুমুর পাশ থেকে এগিয়ে এলো কারা-টিটি, সোজা গিয়ে লেডি হেলেনার একটা হাত ধ'রে বললে : 'এ যদি ওর বৌ না-হয়, তবে তো বোঝাই যাচ্ছে—এ আমার বৌ—'

কারা-টিটি আর কী বলতো, কোনোদিনই জানা যাবে না। কেননা তার কথা শেষ হবার আগেই তড়িৎগতিতে লর্ড গ্লেনারভনের হাতে উঠে এসেছে সেই খুদে রিভলভারটা, আর এমনকী ঠিকমতো তাগ ঠিক না-ক'রেই লর্ড গ্লেনারভন ঘোড়াটা টিপে দিয়েছেন : '*গুড়ুম !*' এবং, পরক্ষণেই, মাটিতে লেডি হেলেনার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে কারা-টিটির প্রাণহীন দেহ, ব্যাপারটা ঘটতে সময় লেগেছে বোধহয় চোখের একটা পলক, কেননা কারা-টিটির দেহটা যখন মাটিতে আছড়ে পড়েছে তখনও রিভলভারের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কিন্তু ততক্ষণে লর্ড গ্লেনারভনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাই-কুমুর দেহরক্ষীরা—এক হ্যাঁচকা টেনে কেড়ে নিয়েছে তাঁর হাতের রিভলভারটা। তারা হয়তো লর্ড গ্লেনারভনকে ছিঁড়েই ফেলতো, যদি-না সেই মুহূর্তে শোনা যেতো কাই-কুমুর বজ্রনির্ঘোষ : 'ছাড়ো ! ছাড়ো ! এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না ! *অমঙ্গল ! অমঙ্গল !*'

আর যেন মন্ত্রের মতো কাজ করেছে কথাগুলো—প্রায় ছিটকেই লর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে স'রে গিয়েছে দেহরক্ষীরা, যদি ধর্মবিরুদ্ধ ব'লে কাউকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়, যদি *ট্যাবু* বলা হয় তাকে, যদি বলা হয় অমঙ্গল, যেমন বলে পলিনেশিয়ার আদিবাসিন্দারা, তবে কেউ তাকে ছোঁয় সাধ্য কী !

ট্যাবু কথাটা এসেছে পলিনেশিয়ার দ্বীপের আদিবাসিন্দার ভাষা *তোঙ্গান* থেকে—আর তাদের এই *ট্যাবুর* প্রয়োগই দেখা গেছে ভিন্ন-ভিন্ন দ্বীপে ও দেশে—তাদের আদিবাসীদের মধ্যে, তারা কখনও বলেছে অমঙ্গল বা অভিশাপ, কখনও-বা বলেছে ধর্মবিরুদ্ধ বা দেবতার রোষ, আর কতগুলি বস্তু বা জীবকে পুরে দিয়েছে নিষেধের পটভূমিকায় ।

আর এমন না-ক'রে তাদের কোনো উপায় ছিলো না। বেঁচে থাকার জন্যেই তাদের এমন ক'রে নিতে হয়েছিলো। আর এই পুরো ধারণাটা উৎসারিত হয়েছিলো আদিম একটা প্রবৃত্তি—ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে। বিশেষ ক'রে কাউকে যদি থাকতে হয় কোনো একটা দ্বীপে, যেখানে সমুদ্র গর্জায় আক্রোশে, ঝঞ্ঝা হানে ধ্বংস, অগ্ন্যুদ্গার করে আগ্নেয়গিরি, যেখানে যা অজানা, অচেনা তারই মধ্য থেকে হঠাৎ দুম ক'রে বেরিয়ে

আসে সর্বনাশ, যেমন ঐ-যে শিকড়বাকড় তা থেকে যদি আসে গরল, ঐ-যে লতাপাতা ঐ-যে সুন্দর দেখতে ফল তার ভেতর লুকিয়ে থাকে হলাহল, তাহ'লে সাবধান না-থেকে উপায় নেই, কেননা সাবধানের মার নেই—আবার মারেরও তো সাবধান নেই —কোত্থেকে যে সে কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক কী। যেমনভাবে মা তার শিশুকে ভয় দেখায় না-না, আগুনে হাত দিতে নেই, তেমনিভাবেই কোনো-কোনো গোষ্ঠীকে ঠিক ক'রে নিতে হয়—না-না, এটা ছোঁয়াও চলবে না, ছুঁলেই বিপদ হবে, সর্বনাশ হবে, ভয়ংকর-কিছু-একটা হবে যেটাকে আর-কিছুতেই শামাল দিয়ে ওঠা যাবে না। এমনতর যে হ'লো, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই রুক্ষ বন্ধুর সিন্ধুজলে ঘেরা মাটির একরত্তি একটা জায়গাতে এসেই প্রাণ তার জয়ের নিশান উড়িয়েছে, আর সে-জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সাবধানে আগলে-আগলে রাখতে হবে, ঐ তো দ্যাখোনি সেবার বন্যায় সব কুঁড়েবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, নদী কী-রকম ফুলে ফেঁপে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গোটা লোকালয়ের ওপর—ফলে নদীকে কখনও চটতে দিলে চলবে না, দেখতে হবে কিছুতেই নদীর যেন আবার মেজাজ খারাপ না-হয়, সে যেন আবার সকলের ওপর রাগ না-ক'রে বসে ! তেমনি আগুনের পাহাড়টাকেও চটিয়ে দিলে চলবে না, ঝড়ের রাতের ঐ বাজবিদ্যুৎকেও না; বরং যে-সব জায়গায় থাকলে অতর্কিতে মরণ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সে-সব জায়গা থেকে হাজার হাত দূরে থাকাই ভালো, এখনও তো ভালো ক'রে জানা নেই কেন মাটি কেঁপে ওঠে হঠাৎ-হঠাৎ আর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই, ভেঙে পড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, গোটা-গোটা সবপাহ ! অমঙ্গল ! অমঙ্গল ! ঘোর অমঙ্গল ! ছিটকে দূরে স'রে এসো তার কাছ থেকে—কিছুতেই আর তার সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি করতে যেয়ো না—বন্ধুভাবেও না, শত্রুভাবেও না—জানো না তো কীসে সে খেপে উঠবে, তারপর একেবারেই আর বাগ মানানো যাবে না তাকে।

আর এই বোধ থেকেই জন্ম নিলো রীতিনীতি পালপার্বণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। কেননা কাকে কীভাবে ছুঁলেই যে তার ভেতর জেগে ওঠে প্রচণ্ড অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা সে দূষিত হ'য়ে গিয়ে সবকিছু বিপজ্জনকভাবে নষ্ট ক'রে যায়—তার কোনো হদিশই তো জানা নেই। ন্যায়নীতিই হোক, রুচিকুরুচিই হোক—কোনো-কোনো জিনিশ তাই গর্হিত, কোনো-কোনো কাজের মধ্যে তাই মারাত্মক ঝুঁকি আছে, কোনো-কোনো বস্তুর মধ্যে তাই লুকিয়ে আছে অপরিসীম রহস্যময় কোনো শক্তি, মানুষের-চাইতেও-বড়ো,—যেটা হয়তো পান থেকে চুন খসলেই লাগামছেঁড়া কোনো দুর্যোগের মতো ধেয়ে আসবে।

আর এই মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধই ধ'রে রেখেছে গোটা সমাজটাকে।

যে-মুহূর্তে তাই কাই-কুমু চেঁচিয়ে উঠলো : 'ছাড়ো-ছাড়ো। এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না ! *অমঙ্গল। অমঙ্গল !*', অমনি তার দলের লোকেরা আঁৎকে উঠে পেছিয়ে এলো,

লর্ড গ্লেনারভনকে ছেড়ে দিলো।

লর্ড গ্লেনারভনকে ধ'রে তার দলের লোকেরা যখন ছিঁড়ে ফেলতে গেছে, তখনই কেন কাই-কুমু *অমঙ্গল! অমঙ্গল!* ব'লে চেচিয়ে উঠেছে? সে কি তবে ভেবেছে যে তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি আছে—যার বলে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জামার ভেতর থেকে বার-ক'রে এনেছেন আগুনওগরানো রিভলভার? না কি সে ভেবেছে, লর্ড গ্লেনারভনকে মেরে ফেললে কিছুতেই আর দরকষাকষি করা যাবে না ইংরেজদের সঙ্গে, তাঁর বিনিময়ে মুক্তি কিনে-আনা যাবে না তাদের জাদুজানা অসীম শক্তিধর পুরুৎপ্রধান তোহোনগা'র? না কি সে হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসেছে এই লর্ড গ্লেনারভনের জন্যেই এখন অপসৃত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তারই পদাকাঙ্ক্ষী রগচটা ঐ কারা-টিটি, আর তাই এইমুহূর্তে সে কৃতজ্ঞতার বশেই প্রাণে মারে ফেলতে চায়নি লর্ড গ্লেনারভনকে?

কারণ যা-ই থাক না কেন, কাই-কুমুর নির্দেশে মাওরিবা লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে অন্য বন্দীদেরও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলো পাহাড়ের ঢালে, আরো-ওপরে, যেখানে তাদের দেবতার মন্দির। তারপর মন্দিরের ভেতরে তাঁদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চ'লে গেলো মাওরিরা—বাইরে কড়াপাহারায় রইলো সশস্ত্র একদল প্রহরী।

আর ঠিক তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভন আবিষ্কার করলেন, মঁসিয় পাগ্যেল আর রবার্ট ছাড়া তাঁরা সবাই আছেন এখানে। মেরির অবস্থা ক্রমশই সঙিন হ'য়ে উঠছে। আর তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথাও ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না লেডি হেলেনা। জন ম্যাঙ্গল্স সমুদ্রের তুলকালাম ঝড়েও কোনো ভয় পান না, এখন তিনিও কী-রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। মেজর ম্যাক্ন্যাব্সকে সবাই জানে হাজার বিপদেও চিরকাল মাথাঠাণ্ডা রাখেন, আর মাথা হয়তো এখনও তাঁর ঠাণ্ডাই আছে, কিন্তু এটা তিনি জানেন না মাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহির মাঝখানে, এই পাহাড়ঘেরা উপত্যকায়, মাওরিদের এই মন্দিরে এইভাবে যে তিনি বন্দী হ'য়ে আছেন—এই অবস্থায় তিনি ঠিক কী করবেন। কারা-টিটিকে ও-রকম অতর্কিতে অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা করার জন্যে লর্ড গ্লেনারভনকে একটা মাশুল দিতেই হবে, এবং সেটা মৃত্যু—আর একবার যদি তাঁকে এরা হত্যা করে. তবে অন্যদেরও এরা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। কাই-কুমুর মনের মধ্যে যে সত্যি কী আছে, সেটা অনুমান করাও অসম্ভব—যতই 'অমঙ্গল! অমঙ্গল!' ব'লে সে চেঁচিয়ে *ট্যাবুর* স্মরণ নিক, তাঁদের সে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবার জন্যেই নিশ্চয়ই এখানে বন্দী ক'রে আনেনি। আর—কোথায় গেছে রবার্ট গ্রান্ট—আর সেই সঙ্গে, ঐ আধপাগলা ফরাশি পণ্ডিত—জাক পাগ্যেল? তাদের কি এর মধ্যেই বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে এরা? কোথায় তাহ'লে সেই বধ্যভূমি?

এইসব বিদঘুটে সব ভাবনায় তাঁর মাথার মধ্যেটা কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠতে

চাচ্ছে। ছটফট ক'রেই কেটেছে সারা রাত—কিন্তু রবার্ট আর জাক পাঞ্জয়লের কী হ'লো, সেটা জানবার কোনো উপায় খুঁজে পাননি মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স—বাইরে যে সশস্ত্র যোদ্ধার দল পাহারা দিচ্ছে, তারা হয়তো জানে ঐ দুজনের হদিশ—কিন্তু তাদের জিগেস করবার কোনো সুযোগ হয়নি—কেননা তারা কখনও এমনকী এই বন্দীশালার দরজার কাছেও আসেনি।

অথচ সময় যখন থেমে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে, তখনও একসময় ভোর হ'য়ে এলো। মাওরিদের দিক থেকে তবু কোনো সাড়া এলো না। সারাদিন কাটলো সেই অস্থির জিজ্ঞাসায়—কী করতে চাচ্ছে এরা, তাঁদের বন্দী ক'রে রেখে? যদি দেবতার কাছে বলি দেবে ব'লেই ঠিক ক'রে থাকে, তাহ'লে তাদের আর খোঁজখবর নিচ্ছে না কেন? পুরুৎরা কি কোনো বিশেষ লগ্নের অপেক্ষায় আছে এখন? তারা কি এমন-কোনো বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষা করছে, যখন এই-যারা তাদের অমঙ্গল ডেকে এনেছে, তাদের মহাধুমধাম ক'রে বলি দিলে দেবতারা আর রুষ্ট হবেন না? না কি বন্দী-বিনিময়ের ভাবনাটাই কাই-কুমু এখন বাতিল ক'রে দিয়েছে?

নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিলো না। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের শুধু মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো, কারা-টিটিকে হত্যা ক'রে লর্ড গ্লেনারভন বোধকরি কাই-কুমুর শত্রুকেই উৎপাটিত করেছেন—তার হয়তো মনে হয়েছে যে সে কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলেছে, যে-প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে তার পথ থেকে সরাতে চাচ্ছিলো, তাকে হত্যা ক'রে লর্ড গ্লেনারভন হয়তো তার সাহায্যই করেছেন?

পর-পর তিন দিন বাইরে শয়ান রইলো কারা-টিটির মৃতদেহ, প্রায় রাজকীয় শোকপালনের মতোই যেন ব্যাপারটা। তারপরে তারা তার অন্ত্যেষ্টি সারবে, আর তখনই নিশ্চয়ই বন্দীদের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবে। অন্তত তিনদিন পরে যখন বন্দীশালার দরজা খুলে দেয়া হ'লো, তা-ই মনে হ'লো মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের : এবার একটা-কিছু ফয়সালা হবে। কারণ নগরদুর্গের বড়ো চকটায় জড়ো হয়েছে কয়েকশো মাওরি নারীপুরুষ—আবালবৃদ্ধবনিতা—কিন্তু তারা কেমন থম মেরে আছে, অস্বাভাবিক শান্ত, যেন ঠিক ঝড়ের আগেকার আকাশ-বাতাস।

কাই-কুমু এসে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট্ট টিবির ওপর। তার পেছনে চাঁদের কলার মতো অর্ধবৃত্তাকারে গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন মাওরি যোদ্ধা। আর পাহারারা এসে বন্দীদের নিয়ে গেলো কাই-কুমুর সামনে।

বন্দীরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, গম্ভীরগলায় লর্ড গ্লেনারভনকে জিগেস করলে কাই-কুমু : 'কারা-টিটিকে তুমি হত্যা করেছো?'

এমন প্রশ্নের উত্তর কী হয়? 'হ্যাঁ।'

'কাল সকালে সূর্যোদয়ের সময় তোমার মরণ হবে।'

'শুধু আমার?'

'শুধু তোমার। অন্যরা থাকবে, তোহোনগাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাদের চাই—বদলাবদলির জন্যে দরকার হবে।'

ঠিক এমন সময়ে একটা উত্তেজিত কোলাহল উঠলো জমায়েতের একপ্রান্তে। দেখা গেলো, দ্রুতপায়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে একজন যোদ্ধা, তার সারা-গা ধূলিধূসর, মুখে প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু কোন-এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সে তবু এগিয়ে আসছে এইদিকেই।

তাকে দেখেই কাই-কুমু কেমন যেন উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো। বন্দীরা যাতে বুঝতে পারে, সম্ভবত সেইজন্যেই পরিষ্কার ইংরেজিতে জিগেস করলে : 'পাকিহাদের (শ্বেতাঙ্গদের) শিবির থেকে আসছো ?'

সে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।'

'এখনও কি তোহোনগা সেখানে আছে? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?'

'দেখেছিলাম একবার, যখন ইংরেজরা তাকে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে গুলি ক'রে মেরে ফেললো !'

এইই তবে শেষ! ফায়ারিংস্কোয়াডের গুলিতে তোহোনগার এই মৃত্যু বন্দী-বিনিময়ের সমস্ত চেষ্টাকেই যেন বিষম উপহাস ক'রে একধাক্কায় ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ালে কাই-কুমু। 'কাল সকালে সূর্য ওঠবার সময়,' খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বললে, 'তোমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।'

ব'লেই সে আবার ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তার নিজের ভাষায় সে অনুচরদের দিকে ফিরে হুকুম দিলে কারা-টিটির অন্ত্যেষ্টির—আর অমনি জমায়েতের মধ্য থেকে উঠলো হাহাকারের রোল—বুক চাপড়ে টেনে-টেনে সুর ক'রে কাঁদতে লাগলো মাওরিরা।

আসলে এই অপঘাতমৃত্যু তো শুধু কারা-টিটির নয়—তার সঙ্গে-সঙ্গে এখন পরলোকে যেতে হবে তার স্ত্রীকেও—কেননা মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তাকে সঙ্গ দিতে হবে তার স্বামীকে, যাতে সে একা-একা হন্যে হ'য়ে প্রেতলোক থেকে ফিরে এসে পুরো পাহ্-র ওপর আর হানা না-দেয়। বেঁচে থাকবার সময় কারা-টিটি যেভাবে জীবনযাপন করতো, মৃত্যুর পরেও সে যাতে সেইভাবেই তার দিন কাটাতে পারে, সেইজন্যে শুধু তার স্ত্রীকেই নয়, যারা তার সেবা করতো সেই অনুচর-পরিচরদেরও এবার মৃত্যুর পরপারে যেতে হবে তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। আর এরা যাতে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'তে পারে, সেইজন্যেই কারা-টিটির মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে এই তিনটে দিন গেছে। অর্থাৎ, মরা নেতার যাতে সেবার কোনো ত্রুটি না-হয়, সেইজন্যে মরতে হবে অন্য মানুষদেরও। বহুযুগের ওপার থেকে এই-যে অনড় এবং অমোঘ নিয়ম চ'লে আসছে, এটা সমাজের সবাই জানে: এই ব্যবস্থাই তো চ'লে আসছে যুগ থেকে যুগে, স্মরণাতীত কাল থেকে। এই নিয়ম যে কখনও বাতিল ক'রে দেয়া যায়, এটা কখনোই

কারু মাথায় আসে না—সবাইকেই বরং বিনাপ্রতিবাদে মেনে নিতে হয় এই মৃত্যু—এবং যারা মরবে তাদের ঘিরে বেজে-ওঠে ডুকরে-ওঠা হাহাকার; কিন্তু এই হাহাকার বোধহয় যারা এখন মরবে, তাদের জন্যে নয়, বরং যে আগেই ম'রে গিয়েছে, তার জন্যে। মাঙ্গাপোহি পাহাড়ের চূড়ায়, এখান থেকে দূরে, তৈরি হয়েছে সমাধিভবন—তার চারপাশে লালরং-করা সারি-সারি খুঁটি বসানো—একটা চৌখোপ-মতো—সেখানে নিয়ে-যাওয়া হবে স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ, সঙ্গে তাদের সেবকদের প্রাণহীন দেহও যাবে—সেখানে এর মধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রেতাত্মাদের তৃপ্তির জন্যে খাদ্য ও পানীয়, আর চারপাশে থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোশন, গয়নাগাটি আর সাজগোজের আয়োজন—যাতে কোনোরকম কষ্টই না-হয় এই মৃতদের। আর একবার সেখানে তাদের রেখে আসার পর ঐ লাল খুঁটি দিয়ে ঘেরা জায়গায় আর-কারু যাবার অধিকার থাকবে না—এটা তখন হ'য়ে যাবে কারা-টিটির জায়গা, বাকিদের কাছে এ-জায়গা হবে নিষিদ্ধ, সেখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে মৃতের শান্তিভঙ্গ করার কথা এমনকী দুঃস্বপ্নেও আর-কারু মনে হবে না, এ-জায়গাটা অন্যদের কাছে *ট্যাবু* হ'য়ে যাবে, অমঙ্গলের অকুস্থল—কেননা যে-ই এখানে পা দেবে তারই কাঁধে চেপে বসবে প্রেতাত্মা—আর গোটা গোষ্ঠীর জীবনই তাতে বিপন্ন হ'য়ে উঠবে।

যখন শোভাযাত্রা ক'রে মৃতদেহ নিয়ে-যাওয়া হ'লো ঐ লাল খুঁটিতে ঘেরা প্রেতভবনে, বন্দীদের ফের ফিরিয়ে আনা হ'লো মন্দিরের সেই বন্দীশালায়। পরদিন মাঙ্গাকিনোর ওপর সূর্যের প্রথম আলো পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দীদের নিয়ে-যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। মাত্র একটা রাত, তারপরেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

এরই মধ্যে তাঁদের জন্যে বন্দীশালায় খাদ্য ও পানীয় রেখে গেছে প্রহরীরা। নিঃশব্দে সবাই তাঁদের শেষ-পানভোজন শেষ করলেন—কারু মুখে টুঁ শব্দটি নেই, কে যে কী ভাবছে কেউ জানে না; সত্যি-তো, কী ভাবে লোকে, যখন জানে আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই অমোঘ মৃত্যু এসে হানা দেবে? কিশোরী মেরি গ্র্যান্ট কী ভাবছে এখন; কাপ্তেন ...ন ম্যাঙ্গল্‌সের সঙ্গে তার যে মন-দেয়া-নেয়ার পালা শুরু হয়েছিলো এই দীর্ঘ ...মুদ্রযাত্রায়, তার যে পরিণাম এমন হবে, সে কি কখনও তা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলো ...-ব্যর্থ, বিফল, অপূর্ণ! আর লেডি হেলেনা ও লর্ড গ্লেনারভন—তাঁরা সবে তাঁদের ...মোদতরণী তৈরি ক'রে মহড়া দিতে বেরিয়েছিলেন সমুদ্রে, আর হঠাৎ একটা হাঙরের ...পট থেকে বেরিয়ে পড়লো একটা বোতল—আর জলে-ধুয়ে-যাওয়া তিনটে চিরকুট! ...ার সেটাই যেন ছিলো নিয়তির ডাক—এত-পথ তাঁদের নাকেদড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে শেষটায় ...নে হাজির করেছে এই-কোন বিদেশ-বিভুঁয়ে, ঠিক মৃত্যুর আগের রাতটায়! বেচারি ...গ্রান্ট—ভেবেছিলো কাপ্তেন গ্রান্টের মতোই জাহাজ চালাবে, সে এমনকী জাহাজ ...াবার ঘাতঘোঁৎ এখনও শিখে উঠতেই পারেনি, যতই কেননা তার থাক দুর্মর অধ্যবসায়

আর দূর্জয় উৎসাহ! আর কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গল্‌স—সদ্য একটা চমৎকার স্টিমশিপের পূর্ণদায়িত্ব পেয়েছিলেন—আর মনে হয়েছিলো এই বুঝি তাঁর জীবনে সুদিন সবেমাত্র শুরু হ'লো, কেননা প্রায়-তৎক্ষণাৎ তাঁর পরিচয়—*আর ঘনিষ্ঠতাও*—হ'লো তরুণী মেরি গ্রান্টের সঙ্গে—কিন্তু সব পথ এসে শেষকালে শেষ হ'য়ে গেলো এই মৃত্যুপুরীতে! মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স—তাঁর এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে কম বার তো মুখোমুখি হননি মৃত্যুর—কিন্তু তিনিও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন এমনিভাবে একদিন মৃত্যু তার ভয়াল চোখ মেলে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে?

চারদিন আগে লাঞ্ছনার ভয়ে নিজের জামার মধ্যে লুকোনো রিভলভারটা লর্ড গ্লেনারভনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, 'যদি দ্যাখো আমার ইজ্জতে টান পড়েছে, আমাকে গুলি ক'রে মারতে দ্বিধা কোরো না,' বলেছিলেন এইরকম কোনো কথা, এখন সেই রিভলভার কেড়ে নিয়ে গেছে মাওরিরা—কারা-টিটিকে গুলি করার পর। এখন আর-কোনো অস্ত্রই নেই তাঁদের হাতে। না কি আছে কোনো শেষঅস্ত্র?

গ্লেনারভন চাপাগলায় জন ম্যাঙ্গল্‌সকে জিগেস করলেন : 'জন, মেরি তোমাকে যা বলেছে, সেটা তুমি করতে পারবে তো? হাত কাঁপবে না তো?'

'নিশ্চয়ই,' ব'লেই জামার ভেতর থেকে একটা ছোরা বার ক'রে দেখালেন কাপ্তেন. 'আপনি কারা-টিটিকে গুলি করবামাত্র যে-হুলুস্থুলু বেঁধে গিয়েছিলো, সেই সুযোগে আমি কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়েছিলুম।'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স শান্তগলায় শুধু বললেন, 'দুম ক'রে হঠাৎ কিছু ক'রে-বসা ঠিক হবে না।'

লর্ড গ্লেনারভন দৃঢ়স্বরে বললেন : 'আমরা তো সবাই মরতেই বসেছি—তাহ'লে মিথ্যে আর মরণকে অত ভয় পাবো কেন? কিন্তু মৃত্যুর বাড়াও একটা জিনিশ আছে—সেটা কারু ইজ্জৎ, মানসম্মান—তাতে কোনো আঁচড় পড়ুক, তা আমি চাই না।'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উঠে গেলেন একবার, দরজায় মাদুরের পাল্লা ঝোলানো, সেটার একটা কোণা তুলে উঁকি দিলেন বাইরে। দূরে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশ থেকেই জনাপঁচিশ সশস্ত্র প্রহরা কড়ানজর রেখে যাচ্ছে এইদিকে। সেখান থেকে সরু-একটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছে দরজাটা অব্দি—সজাগ পাহারার চোখ এড়িয়ে এ-পথ দিয়ে দু-পাও যাওয়া যাবে না। এছাড়া এই বন্দীশালার দু-পাশ দিয়ে নেমে গেছে গভীর খাদ, কম ক'রেও একশোফিট গভীর খাদ—পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে সোজা, খাড়াই, সরাসরি ঘন অন্ধকারের মধ্যে—সেখান দিয়ে বে' পালাতে পারবে শুধু-কোনো সরীসৃপ, আর-কেউ নয়। অর্থাৎ : পালাবার কোনো রা' নেই কোথাও।

আকাশটা ঘুটঘুট্টে অন্ধকার, ঘন মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ আর তারারা, কেম

যেন থমথম করছে সব, শুধু উদ্দাম হাওয়ার ঝাপটা আসছে মাঝে-মাঝে, আর দপদপ ক'রে লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। অমনি চোখে প'ড়ে যাচ্ছে পাহারাদের, কেউ ব'সে কেউ-বা দাঁড়িয়ে, তাদের কারু চোখে ঘুম নেই।

ঘুমকে অবশ্য বিদায় দিয়েছেন বন্দীরাও, সেইসঙ্গে বিদায় নিয়েছে কথা, হয়তো এখন আর চিন্তারও কোনো অবকাশ নেই কারু মনের মধ্যে—বুকের মধ্যেটা কি-রকম ফাঁকা লাগছে, যেন যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিলো সেখানে শুধু ফাঁকা-একটা গহ্বরের মধ্যে ধুপ-ধাপ শব্দ ছাড়া আর-কিছুই নেই।

আর কখন যে এরই মধ্যে রাত চারটে বেজে গেছে কারু খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ অন্যমনস্ক মেজরের কানে কি-রকম অস্পষ্ট একটা আওয়াজ এসে পৌঁছুলো। উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলেন মেজর—আওয়াজটা যেন আসছে বন্দীশালার পেছন দিক থেকে। কীসের আওয়াজ ওটা ? কেউ যেন মাটি আঁচড়াচ্ছে। না-না, কেউ বোধহয় মাটি খুঁড়তে চাচ্ছে।

নিঃশব্দে মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস উঠে গেলেন লর্ড গ্লেনারভন আর জন ম্যাঙ্গল্‌সের কাছে। ঝুঁকে, চাপাগলায়, প্রায় ফিশফিশ ক'রেই যেন, বললেন, 'ঐ শোনো!'

আওয়াজটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কেউ যেন কোনো ধারালো যন্ত্রের ঘায়ে মাটি খসিয়ে দিচ্ছে—একটা খশখশ শব্দ হচ্ছে, আর ঝুরঝুর ক'রে গুঁড়োমাটি ঝ'রে প'ড়ে যাচ্ছে।

কেউ নিশ্চয়ই বাইরে থেকে গর্ত খুঁড়ে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে!

তক্ষুনি এদিক থেকেও হাত লাগিয়ে দিলেন এঁরা। ছোরা আছে একটাই, সেটা কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের কাছে, কিন্তু তার জন্যে যেন আর তর সইছিলো না—আর-কিছু না-থাকে তো আঙুল তো আছে, আঙুলে তো নখ আছে। এরই মধ্যে একবার মাদুরের পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে এলো মুলারাডি। না, প্রহরীরা কিছু টের পায়নি। তারা সজাগ কিন্তু নিশ্চিন্ত ব'সে আছে এখন-নিভুনিভু ঐ আগুনের কুণ্ডটা ঘিরে।

এদিকে আওয়াজটা এখন আগের চাইতে অনেক জোরালো হ'য়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই কেউ একটা ফাঁকফোকর তৈরি করতে চাচ্ছে দেয়ালে। কিন্তু কেন? মৎলব কী তার? সে কি কোনো অজ্ঞাত বন্ধু? শত্রুই যদি হবে, মাওরিদেরই কেউ, তাহ'লে সে খামকা কেন এভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে চাইবে ?

এ-কথা ভাবামাত্র পাঁচজোড়া হাত চললো দুনো উৎসাহে ভর দিয়ে। নখের ডগা ভেঙে গেলো, রক্ত ঝরতে লাগলো, বিশ্রীরকম ব্যথা করছে, কিন্তু তবু কারু মধ্যে দ'মে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। প্রায় হাত-তিনেক গর্ত হ'য়ে যাবার পর হঠাৎ ধারালো একটা-কিছুতে হাত কেটে গেলো মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের। অস্ফুট আর্তনাদটা গিলে ফেলে ম্যাক্‌ন্যাব্‌স একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনলেন।

আর অমনি দেয়ালের গায়ের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এলো ছুরি-সমেত একটা হাত।

কিছু না-ভেবেই তক্ষুনি কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স শক্ত ক'রে চেপে ধরেছেন মণিবন্ধটা, আর কব্জিতে চাপ পড়তেই ছুরিটা মুঠো থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো। কিন্তু হাতটা কার? এ তো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের চওড়া ও কঠিন মণিবন্ধ নয়। কোনো মেয়ের? কোনো অল্পবয়সি ছেলের? কিন্তু যারই হাত হোক না কেন—এটা কোনো মাওরির হাত নয়, একজন শ্বেতাঙ্গের হাত।

নিচুগলায় অনুমানটা উচ্চারণ ক'রেই ফেললেন লর্ড গ্লেনারভন : '*রবার্ট*!'

এইসব অর্ধস্ফুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লেডি হেলেনার। মেরি নামটা শুনেই প্রায় যেন ছিটকে চ'লে এলো ফোকরটার কাছে, সরু মণিবন্ধটা চেপে ধ'রে কম্পিত বিহ্বল স্বরে ব'লে উঠলো : 'রবার্ট! রবার্ট!'

ফোকরটার মধ্য দিয়ে ভেসে এলো রবার্টের গলা : 'হ্যাঁ, আমি সব্বাইকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'ছেলেটা দেখছি বেপরোয়া—একটুও ভয়ডর নেই,' গ্লেনারভন ব'লে উঠেছেন তখন।

ওধার থেকে নিচুগলায় আওয়াজ এলো : 'আগে দেখে নিন—ওখানে পাহারারা কী করছে?'

মুলারাডি জানালে, 'শুধু চারজন দাঁড়িয়ে আছে—বাকিরা বোধহয় ব'সে-ব'সে ঢুলছে।'

এদিকে কিন্তু সেই গর্তের মুখটা বড়ো ও সুপরিসর করার কাজ অবিশ্রাম চলেছে। আর তারপরেই তার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে ভেতরে গ'লে এলো রবার্ট। সারা গায়ে জড়ানো ঐ শনের দড়ি—যে-শন দিয়ে সব কাজই সারে মাওরিরা।

'কেমন ক'রে পালিয়েছিলি তুই,' এতক্ষণে আবেগবিহ্বল মেরির মুখে বুলি ফুটেছে।

'ঐ যখন হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো—কারা-টিটি ম'রে যেতেই—কেউ কি তখন আর অন্য কোনোদিকে তাকাচ্ছিলো নাকি? দু-দিন দু-রাত জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিলুম, তারপর মাওরিরা যখন অন্ত্যেষ্টির জন্যে দলে-দলে নিজেদের কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, তখন ফাঁকা-একটা কুঁড়েঘরের মধ্য থেকে এই দড়ি আর ছোরা নিয়ে এসেছি তোদের নিয়ে যেতে। বুনো আগাছার চাপড়া আর কাঁটাগাছের ঝোপ ধ'রে ওপরে বেয়ে উঠেছি কোনোরকমে—তারপর বেশ-খানিকটা উঠে আসার পর একটা পইঠার মতো পেয়ে গেলুম—ধস নেমে একটা জায়গা বেশ-একটা সিঁড়ির ধাপের মতো হ'য়ে উঠেছে। তারপর ছোরার ঘায়ে মাটি খসাতে-খসাতে—এই-তো, আমি এখন তোদের কাছে এসে হাজির। চল, আর দেরি নয়। দিন হবার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে।'

'মঁসিয় পাগ্নেল বুঝি নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন?' গ্লেনারভন জিগেস

করলেন।

এবারে করিৎকর্মা রবার্টের একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবার পালা। 'কই—না তো?'

'মঁসিয় পাঞ্জয়ল তোমার সঙ্গে পালাননি?'

'না। আমি তো ভেবেছি উনিও আপনাদের সঙ্গেই বন্দী হ'য়ে আছেন।'

আরো হয়তো কথা চলতো, কিন্তু মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স তাড়া লাগিয়েছেন তখন—'মঁসিয় পাঞ্জয়লের কথা পরে বরং ভেবে দেখা যাবে। এখন চটপট এখান থেকে আমাদের স'রে-পড়া উচিত।'

ঐ গর্তটা দিয়ে কোনোরকমে শরীরটা গলিয়ে নিয়ে এক-এক ক'রে সবাই নেমে এলেন পাহাড়ের গায়ে ধস-নেমে-গ'ড়ে-ওঠা সেই খাঁজটায়—রবার্ট যেটাকে সিঁড়ির ধাপ ব'সে বর্ণনা করেছিলো। তারপরেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স একটা তেরচামতো প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে বেঁধে দিয়েছেন দড়ি। ঐ দড়ি বেয়েই নেমে যেতে হবে নিচে, খুব-সাবধানে, একটু ফসকালেই নিচে খাদে প'ড়ে যেতে হবে।

সবচাইতে আগে নেমে গেলো রবার্ট—দড়ি ধ'রে ঝুলতে সে ওস্তাদ, কতবার *ডানকানের* মাস্তুলের দড়ি বেয়ে-বেয়ে সে ওঠানামা করেছে। তারপর একে-একে নামলেন ম্যালকম কাস্‌লের তরুণ দম্পতি—লর্ড গ্লেনারভন ও তাঁর স্ত্রী। আর লেডি হেলেনার পা বোধহয় একটু বেকায়দায় পড়েছিলো পাহাড়ের ঢালে—কতগুলো আলগা নুড়িপাথর বেশ শব্দ ক'রেই খ'সে পড়লো নিচে।

অমনি ওপর থেকে নিচুগলায় '*শ্‌শ্‌শ!*' ব'লে সাবধান ক'রে দিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। গ্লেনারভনরা তখনও পুরো নেমে যেতে পারেননি, দড়ি ধ'রেই তাঁরা শূন্যে ঝুলতে লাগলেন।

উইল্‌সন তখনও পাহারায় ছিলো বন্দীশালার মাদুরের পাশে। সে দেখতে পেলে, ঐ পাথর খ'সে-পড়ার আওয়াজ শুনে পাহারাদের একজন এদিকে চ'লে আসছে ব্যাপার কী দেখতে, আর অমনি সে সাবধান ক'রে দিয়েছে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সকে। মাওরিটি কিন্তু বন্দীশালার দরজার কাছে এসেও ভেতরে ঢোকেনি বা মাদুরের পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে মাথা গলায়নি—হয়তো তার সেই অধিকার ছিলো না। সে একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কানখাড়া ক'রে রইলো, কিন্তু আর-কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ না-শুনে সে আবার আগুনের কুণ্ডের দিকেই ফিরে গেলো।

উইল্‌সন হাল্‌কা একটা শিস দিয়ে জানালে, রাস্তা সাফ, অমনি কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স ইকে জানালেন সাবধানে নিচে নেমে যেতে, খুব হুঁশিয়ার, ও-রকম শব্দ যেন আর হয়।

তারপর নেমে এলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজে, মেরিকে নিয়ে, এবং তারপর এক-' ক'রে বাকি সবাই।

এবং সবাই নেমে আসতেই আর দেরি নয়। সবাই খুব-সন্তর্পণে প্রেতপাহাড়ের দিকে চললেন। পা টিপে-টিপে, চুপি-চুপি, প্রাণ হাতে ক'রে—একটুও শব্দ যেন না-হয়, অথচ যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব পালাতে হবে। আর একটু পরেই দিনের আলো ফুটবে- আর তারপরেই ফাঁস হ'য়ে যাবে বন্দীশালায় কেউ নেই, বরং পেছনের দেয়ালে একটা গর্ত—যেটা দেখে সবচেয়ে আকাট বোকারও বুঝতে অসুবিধে হবে না বন্দীরা কোন পথ দিয়ে পালিয়েছেন।

আর তারপরেই উঠে এলো সূর্য!

আর অমনি চারপাশে খ্যাপা কোলাহল, চীৎকার, চ্যাচামেচি, হুলুস্থুল!

পুরো পাহাড়টাই যেন ঘুম ভেঙে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়েছে। আর তাঁদের পেছনে হৈ-হৈ ক'রে ছুটে চ'লে আসছে মাওরিরা, হন্যে, ক্ষিপ্র, সশস্ত্র।

এবার আর গোপনে গাঢাকা দিয়ে চলা নয়—প্রাণ হাতে ক'রে ছোটা!

আরো অন্তত শোখানেক ফিট উঠে গেলে, পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছুনো যাবে, তারপর ছুটে নামতে হবে অন্যদিকের ঢালটা বেয়ে। কোথায় যাবে—কারু জানা নেই। কিন্তু যে ক'রেই হোক, এখন এদের নাগাল থেকে পালাতে হবে। এবার এদের কবলে পড়লে শুধু-যে মৃত্যুই অবধারিত তা নয়—নিশ্চয় তার আগে নৃশংসভাবে তাদের নির্যাতন করবে মাওরিরা। হাতের শিকার এভাবে পালিয়ে গেলে কেউই খুব-একটা খুশি হয় না; পেছনে রে-রে চীৎকার আর হৈ-হৈ হাঁকডাক ক্রমেই কাছে গিয়ে আসছে। আরো জোরে না ছুটলে প্রায় ধ'রেই ফেলবে তাঁদের।

'চলো, চলো, পেছনে তাকিয়ো না, সোজা ছোটো সামনে।' লর্ড গ্লেনারভন কেব তাতাচ্ছেন সহযাত্রীদের। অনবরত কথা ব'লে তিনি যেন নিজের ভেতরকার সব শঙ্কাকে দূর ক'রে দিতে চাচ্ছেন।

হাঁফাতে-হাঁফাতে যখন গিরিশিখরে পৌঁছুলেন সকলে, শুধু তখনই মনে হ'ল পেছন ফিরে তাকিয়ে একঝলক দ্যাখেন, যারা তাঁদের তাড়া ক'রে আসছে, তারা এ কতদূরে আছে। মাওরিদের তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—দু-দলের ব্যবধান তখন পাঁচ ফিটও হবে কি না সন্দেহ। আরেকটু পরেই নিশ্চয়ই তারা নাগাল ধ'রে ফেলবে। এখ যদি শিখর থেকে অন্যদিকে নেমে না-আসেন, তাহ'লে আর রক্ষে নেই। পাহাড়ের বেয়ে অন্যদিকে নেমে গেলেও যে নিস্তার আছে তা হয়তো নয়। কিন্তু এই উঁচু থে নিচে দেখা যাচ্ছে, রোদ প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠেছে তাওপো হ্রদের স্বচ্ছনীল জল। ডানদি দূরে টোনগারিরো পাহাড়ের জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কিন্তু পুবদিকে দাঁড়িয়ে ও ওয়াইহিতির ছোটো-বড়ো শিখরগুলো—হয়তো ঐ দিকেই কোনো ছোটো শুঁড়িপথ প যাবে কোথাও।

আবার তাড়া লাগালেন লর্ড গ্লেনারভন, 'চলো। চলো। ছুটে নামো-

এককোঁটাও সময় নেই!'

ক্লান্তিতে তখন সকলের হাঁটুর জোড়া যেন খুলে আসতে চাচ্ছে। এমনভাবে পাহাড় বেয়ে ছুটে ওঠা বা নামার অভ্যাস নেই কারু—শেষটায় এতটা পালিয়ে এসেও ধরা প'ড়ে যেতে হবে কাই-কুমুর লোকজনদের হাতে!

ছুটে নামতে যাবেন, হঠাৎ বাধা দিলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স, 'থামো! আর বোধহয় প্রাণ হাতে ক'রে ছুটতে হবে না আমাদের। ঐ দ্যাখো, কী-রকম অদ্ভুতভাবে থমকে পড়েছে মাওরিরা! আশ্চর্য! ওরা আর তাড়া ক'রে আসছে না কেন?'

আশ্চর্যই বটে! যেন আচমকা একটা অদৃশ্য দেয়ালে এসে ধাক্কা খেয়েছে কাই-কুমুর দলবল। দূরে দাঁড়িয়েই তারা চ্যাচাচ্ছে, নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করছে, কিন্তু একপাও এগুচ্ছে না কেউ! সে-কার অদেখা হাত তার অঙ্গুলিহেলনে মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছে তাদের? সে-কোন মন্ত্রবলে পায়ে শিকড় গজিয়ে তারা থমকে থেমে পড়েছে পাচশো ফিট দূরে?

হঠাৎ অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠেছেন জন ম্যাঙ্গল্‌স, সামনেই চূড়ার পাশে কী-একটা যেন দেখাচ্ছে তাঁর হাত।

মাত্র কয়েক পা দূরে, সারি-সারি লাল-লাল খুঁটি ঘিরে আছে একটা ছোটো কুঁড়ে!

দেখেই লাফিয়ে উঠলো রবার্ট : 'কারা-টিটির সমাধিভবন!'

'তা-ই বুঝি?' জানতে চেয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন।

'হ্যাঁ, কারা-টিটিরই সমাধিভবন। দু-দিন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থেকে আমি সব খেয়াল ক'রে দেখেছি। দেখেছি, অন্ত্যেষ্টির সময় ওরা কোনদিকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো মৃতদেহগুলো—'

না, কোনোই ভুল হয়নি রবার্টের। তাঁরা যে কখন প্রাণ নিয়ে ছোটবার সময় এই সমাধিভবনের দিকেই হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে এসেছেন, সেটা কেউ এতক্ষণ খেয়ালই করেননি।

আর মৃতের এই আবাসই তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এই পাহাড় এখন নিষিদ্ধ অঞ্চল মাওরিদের কাছে—*ট্যাবু*—অমঙ্গলভূমি। প্রাণ গেলেও তারা আর এদিকে এগুবে না। কারণ এটা এখন প্রেতাত্মার আবাস—সদ্য তারা এখানে রেখে গেছে কারা-টিটিকে। তার ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখনও শান্ত হয়নি—পুরো অঞ্চলটা এখন তার দখলে। এখানে তার দলের কারু আসারই অধিকার নেই আর। কেউ যদি ভুল ক'রেও এদিকটায় পা দেয়, তবে তার যা পাপ হবে, তাতে সবাই শুদ্ধু মরবে, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে কারা-টিটির গোষ্ঠীর। হয়তো প্রকৃতি গা ঝাড়া দেবে আচম্বিতে, হয়তো জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে আগুনের হলকা আর তরল লাভা। কার সাধ্যি, এখন এই অমঙ্গলের গণ্ডি পেরিয়ে আসে!

আর তাদের জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস, তাদের রীতিনীতিসংস্কার, *ট্যাবু* সম্বন্ধে তাদের আতঙ্ক—সব মিলিয়ে এখন বাঁচিয়ে দিয়েছে পলাতকদের। অন্তত এই জায়গাটায় আপাতত মাওরিরা কেউ আর আসবে না।

সমাধিভবনের দিকে এগুতে গিয়েও, এবার যেন কোন-এক আতঙ্কের হ্যাঁচকা টানে, থমকে পেছিয়ে এলেন পলাতকেরাই।

ঐ-তো, কে-একজন ব'সে আছে সমাধিভবনে!

মাওরিরা তবে কি আজকাল আর *ট্যাবু* মানে না? নিষিদ্ধ ভূমিতেও পা দেয়? না কি কেউ-একজন বেপরোয়া স্পর্ধায় অস্বীকার ক'রে বসেছে তার জাতির বিশ্বাস?

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের যেন বাক্‌স্ফূর্তি হ'তে চাচ্ছিলো না : 'প্রেতের বাসায় জ্যান্ত মানুষ? অসম্ভব!'

'অসম্ভব নয়—ঐ দ্যাখো—সত্যি—'

ভেতরটা অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু তারই মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কে-একজন মাওরিদের ঐ লাল-কালো ঢোলা জামায় গা-মাথা মুড়ে ব'সে আছে—শুধু-যে ব'সে আছে তা-ই নয়—ব'সে-ব'সে একমনে কী যেন খাচ্ছে। কোনোদিকেই তার কোনো দৃক্‌পাত নেই। আপাতত যেন ক্ষুন্নিবৃত্তির এই প্রক্রিয়াটা ছাড়া আর-কিছুই সে জানে না।

লর্ড গ্লেনারভন কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথাটা তাঁকে তক্ষুনি খপ ক'রে গিলে ফেলতে হ'লো। সেই লাল-কালো জামায় আপাদমস্তক মোড়া লোকটা হাত নেড়ে তাঁদেরই ডাকছে, উচ্চারণে তার বিদেশীর গলার সুর, কিন্তু ইংরেজিভাষাটা স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রাঞ্জল :

'ব'সে পড়ুন, লর্ড গ্লেনারভন। ছোটোহাজরি তৈরি—চটপট ডান হাতের কাজ শুরু ক'রে দিন!'

গলার সুর শুনে চিনতে কারুই ভুল হ'লো না।

মঁসিয় প্যাগ্নেল!

'আপনি এখানে। কিন্তু মাওরিরা কোথায়?'

'মাওরিরা আবার কোথায় থাকবে—যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে। এ-জায়গাটা ওদের কাছে নিষিদ্ধ না? *ট্যাবু* না? এখানে তো অমঙ্গল ওৎ পেতে আছে!'

সত্যি, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখা গেলো, মাওরিরা সেই অদৃশ্য গণ্ডির কাছে এসে তেমনি থমকে দাঁড়িয়ে আছে—হাত-পা নাড়ছে, উৎকট নাচ জুড়ে দিয়েছে, চীৎকারও করছে—কিন্তু একপাও আর এগোয়নি।

'কিন্তু নিষিদ্ধ কেন? কালকেই তো এখানে এসেছিলো!'

'আর তাইতেই তো গোল বাধিয়েছে! কাল এখানে এসে কারা-টিটিকে এঃ সমাহিত করেছে না? তারপর থেকেই এ-জায়গাটা শুধু অপবিত্র হ'য়ে যায়নি,'

ডিপো হ'য়ে গেছে। সোজা কথা নাকি? ভূত-পেত্নি দত্যিদানার আস্তানা! কার ঘাড়ে ক-টা মাথা আর একপা এগুবে? প্রেতাত্মা তার অশীরীরী হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেবে না?'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ কারা-টিটিকে কাল ওরা এখানে মাটির তলায় শুইয়ে রেখে গেছে ব'লেই আজ আমরা এখানে নিরাপদ। এটা যে ওদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা হ'য়ে গেলো, সেইজন্যেই তো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি আমি!'

'কিন্তু ওরা যে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! এ তো একটা মানুষের তৈরি পরিখা হ'য়ে গেলো আর-কি! আমরা কি তাহ'লে আর এ-জায়গা ছেড়ে একপাও নড়তে পারবো না—এখানেই ঠায় ব'সে থাকতে হবে আমাদের?'

'তা কেন? এটুকু ঠিক যে ওরা মাঝখানের ঐ জমিটা পেরিয়ে অ্যাদ্দুর আর আসবে না। কিন্তু এখান থেকে কেটে পড়বার একটা উপায় বার ক'রে নিতে হবে আর কি আমাদের। নিন, হাত লাগান, কিছু খাবার দাঁতে কাটুন।'

এই প্রায়-কল্পনাতীত উপায়ে আপাতত রেহাই পেয়ে গিয়ে অভিযাত্রীরা সব উত্তেজনার শেষে এখন যেন গা ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি-তো, এখানে যখন আচমকা কোনো হামলা হবে না, তখন উদ্ধারের কথা না-হয় একটু ধীরে-সুস্থে পরেই ভাবা যাবে, সবদিক বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে তো!

জায়গাটা অবিশ্যি মৃতের সুখ-সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তৈরি, জ্যান্ত মানুষের কথা আদৌ ভাবেনি মাওরিরা, সেটা তাদের রীতিও নয়, তবে সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। অন্তত এক্ষুনি তো আর প্রাণ হাতে ক'রে পালাতে হবে না!

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপাব! মঁসিয় পাএয়ল কারু-অনুরোধেই নিজের কাহন নিয়ে একটি কথাও বলতে চাচ্ছেন না। সকলের সব প্রশ্নের উত্তরেই ইলেকট্রিক ঈল মাছের মতো হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেন। সেদিন তিনি ঐ হৈ-চৈ-এর মধ্যে মাওরিদের হাত এড়িয়ে কীভাবেই যে প্রাণ নিয়ে সটকেছিলেন, সে-সম্বন্ধে যেন টু-শব্দটি করতে তিনি রাজি নন।

ব্যাপার দেখে সবচেয়ে অবাক মানলেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। এ-কী কাণ্ড! মঁসিয় পাএয়ল হঠাৎ এমন পালটে গিয়েছেন কী ক'রে? যিনি সবসময় হাজার কথায় নিজের কেরামতি দেখাতে পারলে আর-কিছুই চান না, তাঁর স্বভাবের এমন আদ্যোপান্ত বদল সম্ভব হ'লো কী ক'রে? শেষটায় কারা-টিটির প্রেতাত্মা এসেই তাঁর কাঁধে ভর করেছে নাকি? তার ওপর, এ আবার কী কাণ্ড? তাঁর দিকে তাকালেই কী-রকম যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন। গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন ঐ শনের ফেঁসোর তৈরি লাল-কালো আলখাল্লা, পারলে যেন গুটিয়ে কোনো খোলের মধ্যে ঢুকে যাবেন শামুকের মতো!

যাক-গে! মঁসিয় পাঞ্চয়লের মাথায় যে ছিট আছে, সবাই জানে। কোনো নতুন খেয়াল চেপেছে হয়তো মাথায়। খামকা এ নিয়ে আর প্রশ্ন ক'রে তাঁকে বিব্রত ক'রে লাভ কী? কারা-টিটির ভূত এসে যতই তাঁর ঘাড়ে চেপে বসুক না কেন, একসময়-না-একসময় তো পেট ফুলে ম'রেই যাবেন ভূগোল-বিশারদ এই পণ্ডিতমানুষ—পেটের মধ্যে যত কথা গিজগিজ করছে, সে-সব তিনি কতক্ষণ আর চেপে রাখবেন।

তাঁকে মিথ্যে নানা প্রশ্ন ক'রে উত্ত্যক্ত না-ক'রে, তাঁর পরামর্শমতো কাজ করাই বরং ভালো এখন। পেটে যখন যতরাজের ছুঁচো ডনবৈঠক দিচ্ছে তখন তাঁর সাজিয়ে-রাখা ছোটোহাজরির সদ্ব্যবহার করাই ভালো।

অন্যদের মতো মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সও শেষটায় খাবারের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তিন

একদিকে তপ্ত তাওয়া অন্যদিকে জ্বলন্ত আগুন

কথা বলাবার জন্যে শ্রীল-শ্রীযুক্ত জাক-য়েলিয়াস ফ্রাঁসোয়া মারি পাঞ্চয়লকে সাধ্যসাধনা করতে হচ্ছে, এমনটা তো সাধারণত হয় না। তার মানেই হ'লো বিষম গোলমেলে কিছু-একটা হয়েছে, বিদঘুটে কোনো-এক বিড়ম্বনা, আর তাইতেই রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল অ্যাণ্ড ঈস্ট-ইণ্ডিয়া ইন্‌স্‌টিটিউটের এই মাননীয় সদস্য এতটা বিব্রত বোধ করছেন। অতএব আপাতত তাঁকে আর ঘাঁটানো খুব-যে সুবিবেচনার কাজ হবে, এমনটা লর্ড গ্লেনারভনের বোধ হ'লো না।

কিন্তু কথা সম্ভবত হাঁচোড়পাঁচোড় ক'রে পেট থেকে বেরুতে চাচ্ছিলো, ফলে তাঁদের এই প'ড়ে-পাওয়া ছোটোহাজরি শেষ হবার আগেই অবশ্য পাঞ্চয়ল তাঁর কাহন শুনিয়ে ফেললেন। তারও মধ্যে তো-তো বিব্রতভাব, কিন্তু শেষ অব্দি তিনি যা বললেন তার সারসংক্ষেপ করলে এইরকম দাঁড়ায় :

রবার্টের মতোই, কারা-টিটির মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময়, যে-হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হ'য়েছিলো, তারই সুযোগ নিয়ে সটকে পড়েছিলেন পাঞ্চয়ল। কিন্তু কপাল মন্দ হ'লে যা হয়। চম্পট দিতে গিয়ে পড়বি তো পড়, পড়লেন আরেকদল মাওরির খপ্পরে। এদের সর্দারের চেহারাছিরি ভালো, ঘটের মধ্যে বুদ্ধিও ধ'রে ঢের—সে শুধু নামকাওয়াস্তেই বাপঠাকুর্দার দৌলতেই সর্দার হ'য়ে বসেনি, বেশ জানে-শোনে; তাছাড়া

ইংরেজ মিশনারিদের সঙ্গে এককালে বেশ মাখামাখি হয়েছিলো ব'লে ইংরেজি ভাষা বলতে-কইতেও পারে, শাদাআদমিদের ধরনধারণ ভালোই জানা ছিলো তার। পাএঞ্চয়লকে দেখেই বেশ ক'রে জড়িয়ে ধ'রে নাকে নাক ঘ'ষে যথাবিধি অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলো সে। ককখনো এমনভাব করেনি যে পাএঞ্চয়ল তাদের বন্দী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঐ সর্দার সঙ্গে না-থাকলে কোথাও এক পাও যাবার অধিকার নেই তাঁর—সারাক্ষণই সে তার পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছে, ছায়ার মতোই লেপটে থাকছে পাশে।

নাম তার *হি-হি*, যার মানে রোদ্দুর। মানুষটা দিব্বি। পাএঞ্চয়লের নাকের ডগায় চশমা আর বুকে-ঝোলানো দুরবিন দেখে শ্রদ্ধায় এতটাই অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিলো যে তাঁকে সে কোথায় রাখবে—পায়ে, না মাথায়—এটাই বোধহয় ঠিক করতে পারেনি—সেইজন্যেই অনেক মাথা খাটিয়ে সে একটা উপায় বার ক'রে নিয়েছিলো, দড়ি দিয়ে একেবারে নিজের সঙ্গেই বেঁধে রেখে দিয়েছিলো তাঁকে। এইভাবেই গেছে তিন-তিনটে দিন। এ যেন তপ্ত তাওয়া থেকে পালাতে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ খাওয়া।

'তবে যে বললেন, রীতিমতো আদর ক'রেই রেখেছিলো—কখনও আপনাকে বুঝতেই দেয়নি যে আপনি *হি-হি-র* বন্দী?' মৃদু হেসে জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

পাএঞ্চয়ল উত্তরে বলেছেন : 'কথাটা ঠিক। বন্দীও বটে, আবার নয়ও বটে। এমনিতে দারুণ খাতিরদারি করছে, আরামেগরমে রাখছে—অথচ কাছ ছাড়ছে না একমুহূর্তের জন্যেও। একে যদি বন্দিত্ব বলে, তবে তা-ই। মোটমাট এইভাবেই কেটেছে তিনটে দিন —কিন্তু শেষটায় এত আদরযত্ন আমার আর সহ্য হয়নি। শেষটায় একদিন *হি-হি* যেই একটু চোখ মুদেছে, অমনি দড়ি কেটে ফের চম্পট দিয়েছি।'

আর এবার পালিয়ে এসে দেখতে পেলেন, বেশ-জমকালো অনুষ্ঠান ক'রেই কারা-টিটিকে অন্ত্যেষ্টির জন্যে মিছিল ক'রে এই পাহাড়টায় নিয়ে-আসা হচ্ছে। 'ও-সব *ট্যাবু-ফ্যাবুর* কথা আমার বেশ জানাই ছিলো। এর আগে পারী থেকে একপাও না-বেরুলে কী হয়, পলিনেশিয়ার কোথায়-কোথায় *ট্যাবুর* চল আছে, সে-সব আমি পুঁথি প'ড়ে একেবারে গুলেই খেয়েছিলুম, ফলে এটাও তক্ষুনি ধরতে পেরেছিলুম যে একবার পাহাড়ের এই অনুষ্ঠানটা শেষ হ'য়ে গেলেই এ-পাহাড়টা এদের কাছে নিষিদ্ধ পাহাড় হ'য়ে যাবে—আর-কেউ ভুলেও এ-তল্লাট পায়ে মাড়াবে না। তাই মাওরিরা সবাই চ'লে যাবার পর লুকিয়ে এই পাহাড়ে এসে সোজা এই সমাধিভবনেই আশ্রয় নিয়েছি আমি। আপনাদের কার কী গতি হ'লো—সেটা না-জেনে কোথায় যাই, বলুন? সেজন্যেই সেই থেকে এখানেই র'য়ে গেছি।'

জাক পাএঞ্চয়ল এত-সব বললেন বটে, তবু খটকাটা কিন্তু কাটলো না। তিনি যেন সব কথা খুলে বলছেন না, কী যেন এখনও চেপে যাচ্ছেন, কিন্তু সেটা যে কী তা হয়তো

তাঁর পেটে বোমা মারলেও এখন আর জানা যাবে না। ফের কখনও শুভলগ্ন এলে তিনি নিজেই হয়তো সব ফাঁস ক'রে দেবেন, এই কথা ভেবে তাঁকে আর কেউ খোঁচালেন না। বরং এখন তো শিরে-সংক্রান্তি—এখানে মৌরসি পাট্টা গেড়ে ব'সে থেকে তো কোনো লাভ নেই—বরং এখন ভাবতে হবে, এখান থেকে কী ক'রে পালানো যায়। পালাবার রাস্তা তো একটাই—এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমে গিয়ে একবার ঐ উলটোদিকের পাহাড়ের মধ্যে ঢুকতে পারলে আপাতত অন্তত কাই-কুমুর রোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গ্লাসগো থেকে তাঁরা সেই-কবে-যেন বেরিয়েছিলেন *ব্রিটানিয়ার* খোঁজে, তো সেই *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশ তো মিললোই না—বরং এখন তাঁদের হন্যে হ'য়ে খুঁজতে হবে তাঁদের নিজেদের জাহাজ *ডানকান* কোথায় গেছে। আর *ডানকানকে* খুঁজে পেতে হ'লেও তো এইসব পাহাড়পর্বত পেরিয়ে উপকূলের দিকে যেতে হয়, যেখানে সমুদ্রে আছে। অন্তত কোনো বন্দরে গিয়ে জাহাজিদের কাছে এই খোঁজটা নেয়া যায়—*ডানকান* কোথায় গেছে, সে-খবর তারা কেউ জানে কি না।

আলোচনা ক'রে আপাতত এটাই সাব্যস্ত হ'লো যে এই পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে দূরের ঐ অন্য পাহাড়গুলোর মধ্যে অন্তত ঢুকে-পড়া যাক। আর সে-চেষ্টা করতে গিয়েই বোঝা গেলো, কাই-কুমু মোটেই অমন হাঁদা নয়। খুব-একটা মাথা না-খাটিয়েও সেও এটা ধরতে পেরেছে যে পলাতকেরা এখন এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমেই কেটে পড়বার তালে থাকবে। সেইজন্যে সে তক্ষুনি কড়া পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। পাহারা অবশ্যি দূরেই থাকবে, এদিকটার ছায়াও মাড়াবে না কেউ, কিন্তু রাইফেলের গুলি তো আর এখানে আসতে ভয় পাবে না—দূর থেকে এঁদের তাগ ক'রে গুলি করলেই বাছাধনদের আর এখান থেকে বেরুতে হবে না।

নিশ্চয়ই এ-কথাই ভেবেছিলো কাই-কুমু। কেননা একটু নেমে যাবার পরেই তাঁদের তোপ দেগে সম্বর্ধনা জানাবার মতো ক'রেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে এলো বন্দুকের গুলি। ফের ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পাহাড়ের চুড়োয় আশ্রয় নিয়ে তবে স্বস্তি।

কতগুলো কাগজ উড়ে এসেছিলো বন্দুকের গুলির সঙ্গে। পাঞ্চয়লের কৌতূহল উদগ্র—তাছাড়া বইয়ের পাতা দেখলে সেটায় কী লেখা আছে না-জানা অব্দি তাঁর শান্তি নেই। একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে প'ড়ে দেখলেন পাঞ্চয়ল। 'আরে! এ-যে দেখছি *বাইবেল*-এর একটা পাতা। হতচ্ছাড়ারা দেখছি *বাইবেলের* পাতা ছিঁড়ে বন্দুকে বারুদ ঠাশে। এই শুনুন, কী লিখেছে—"*মহাবিপদে পতিত হইয়া আমি কায়মনোবাক্যে সদাপ্রভুকে ডাকিয়াছিলাম, এবং প্রভু তাহা শুনিয়াছিলেন*"।'

'ঠিক কথা—প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ডাকলে তিনি তা শুনবেন না কেন?' এই বিপদের মধ্যে *বাইবেল*-এর এই বয়ান একটু পরিহাসের মতোই ঠেকেছিলো গ্লেনারভনের, কিন্তু এটাও মনে হ'লো হঠাৎ *বিশেষ ক'রে এই পাতাটা* কুড়িয়ে পাবার

মধ্যেই হয়তো ঈশ্বরের অপার করুণার কোনো ইঙ্গিত আছে। 'আমরা তো সেই থেকে তাঁকেই একমনে ডেকে যাচ্ছি—নিশ্চয়ই এই সংকট থেকে তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন।'

আর যেন ঠিক তাঁর কথার উত্তরেই পায়ের তলায় থেকে-থেকে কেঁপে উঠলো পাহাড়। কাকতাল? না অন্যকিছু? আরো-কোনো বিষম সংকটের ইঙ্গিত নাকি এই ভূকম্পন?

মাটির নিচে পাতালে আগুন জ্বলছে—আর তারই ধাক্কায় কি পাহাড় কেঁপে উঠছে এখন? অসম্ভব নয়। এখানটায় আসবার সময় যখন ওয়াইকাতো পেরিয়ে আসছিলেন, তখনই দেখেছিলেন অগুনতি উষ্ণ প্রস্রবণ।...মনে প'ড়ে গেলো ভাপে দম আটকে যেতে চাচ্ছিলো, গন্ধকের গন্ধ ঝিম ধরিয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়।

অর্থাৎ আগুনের পাহাড় আছে এখানে—হয়তো পুরো তল্লাটটা জুড়ে ভূগর্ভে একটাই মস্ত আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, আর তার জ্বালামুখও আছে অজস্র। মাটি এখানে যেন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে—কোথাও একটু ফাটল থাকলেই তার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে আগুন, তপ্ত খ্যাপাজল, গন্ধকের গন্ধেভরা কুণ্ডলিপাকানো বাষ্প। সেইজন্যেই হাওয়া এখানে কেমন ঝিম-ধরা, যেন থম মেরে গেছে সবকিছু।

কোনটাকে যে বেশি ভয় পাওয়া উচিত—কাই-কুমুর লোকদের গুলিবর্ষণ, না পাহাড়ের এই আচম্বিতকম্পন—সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না। পাওয়েল বললেন, 'এই পাহাড়ও একদিন আগুন ওগরাবে! মাটির তলায় যত গ্যাস জ'মে আছে, তা পাহাড় ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু এখন? হঠাৎ এমনভাবে মাটি কাঁপছে কেন?' গ্লেনারভন বুঝি একটু শঙ্কিত বোধ করেছেন। 'ডানকানের বয়লারও তো জাহাজ যখন জোরে ছোটে, কেমন থরথর ক'রে কাঁপে? এও কি সে-রকমই কিছু? না কি একটা-কোনো মারাত্মক—'

তাঁর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই যেন বলেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্স: 'বয়লারও পুরোনো হ'লে ফেটে যায়। অথবা তাকে দিয়ে যদি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করাবার চেষ্টা করা হয়—'

পাওয়েল সায় দিয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। এখানে বেশিক্ষণ থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। হঠাৎ পাহাড়ের এই জেগে-ওঠাটাকে খুব ভালো লক্ষণ ব'লে মনে হচ্ছে না। এ যেন হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে!'

গত্যন্তর না-দেখে আবার এসে কারা-টিটির সমাধিভবনে ঢুকেছেন পলাতকেরা —আর দূর থেকেই তা দেখে মাওরিরা যেন আরো চ'টে গেছে। শুধু গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যেই এলোপাথাবি গুলি চালাতে শুরু করেছে তারা, যদিও জানে যে এত-দূর অব্দি তাদের গুলি পৌঁছুবে না।

শক্ত কাঠের খুঁটি বসিয়ে মজবুত বেড়া বেঁধেছে মাওরিরা এই সমাধিভবনের চারদিকে। ভেতরে মৃত যোদ্ধার স্মরণে রেখে গিয়েছে বিস্তর গোলাবারুদ আর পান্নার হাতল দেয়া খঞ্জর—যাতে প্রেতাত্মা অস্ত্রের অভাবে শিকার করা থেকে বঞ্চিত না-হয়। তাছাড়া রয়েছে অন্তত ক-দিনের উপযোগী খাবারদাবার অর্থাৎ ফলমূল, আর পানীয় জল। আছে রাঙাআলু, নানারকম কন্দমূল, আলুও—কিন্তু ফলমূল কাঁচা যদি-বা খাওয়া যায়, ঐ আলু ইত্যাদি রান্না না-ক'রে খাওয়া যাবে কী ক'রে? এখানে কতদিন এভাবে আটকে থাকতে হবে কে জানে। রান্না না-ক'রে এ-সব তাঁরা খাবেন কী ক'রে ? ভাঁড়ারের হাল দেখে মস্ত-একটা সমস্যাতেই প'ড়ে গেছেন পলাতকেরা।

কিন্তু পাগ্রয়লের মগজে কতরকম যে উদ্ভবনীকৌশল খেলে যায়। ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে দেখে তাঁর মাথায় চমৎকার একটা মৎলব খেলে গিয়েছে। এ-সব আলু রাঙাআলুকে মাটিতে পুঁতে দিলেই তো হয়—দিব্বি গ্যাসের আঁচে ঝলসানো যাবে এদের।

এবং অলবিনেটকে ডেকে তার ব্যবস্থা করতেই ব'লে দিয়েছেন পাগ্রয়ল। 'কোনো তাপমানযন্ত্র থাকলে বোঝা যেতো ঐ-সব ফাটলের কাছে জমি কতটা তেতে আছে —প্রায় দেড়শো ডিগ্রি ফারেনহাইট তো হবেই। তবে আর ভাবনা কী ?'

তাঁর পরামর্শ শুনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে অলবিনেট তো বুঝি নিজেই জ্যান্ত ঝলসে মরে। একটু গর্ত করা মাত্র সেখান দিয়ে হিসহিস ক'রে বেরিয়ে এলো গরম বাষ্প—আরেকটু হ'লেই ছোবল মারতো বুঝি অলবিনেটকে। সে যদি আঁৎকে চিৎপটাং হ'য়ে না-পড়তো, তবে আর-কিছু না-হোক, তার শ্রীমুখটি যে ঝলসে যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবস্থা সঙিন দেখে হুড়মুড় ক'রে ছুটে এলেন মেজর ম্যাক্ন্যাব্স—আরো দুজন মাল্লাও এলো সঙ্গে। তাড়াহুড়ো ক'রে মাটি আর পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেয়া হ'লো গর্তের মুখ—কিন্তু পাতালের ঐ গ্যাসের গায়ে যেন হাজারটা দানবের শক্তি ('দানবের নয়, অশ্বশক্তি বলুন,' তো-তো ক'রে বলতে চেয়েছেন পাগ্রয়ল)—ঐ পাথর ঠেলেই যেন সে বেরিয়ে আসবে। বোতলের ছিপি খুলে দিতেই যেমন বিপদ হয়েছিলো *আরব্যরজনীর* জেলেটির—বেরিয়ে এসেছিলো জিন—সে তো এই বাষ্পের মতোই। গর্তের মুখটায় কিছুতেই যেন আর এই মাটিপাথরের ছিপিটা আটকানো যাচ্ছে না।

গোড়ায় পাগ্রয়লের মুখটা একটু বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছিলো। তাঁর পরামর্শই তো নতুন ক'রে একটা ভয়ংকর কেলেঙ্কারি ঘটাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাঁর মগজে হরদম নতুন-নতুন ভাবনা খেলে যায়—হয়তো মাথার খুলি ফাটিয়েই বেরিয়ে আসতে চায় ঐ বাষ্পের মতো। কেননা পরক্ষণেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। '*ইউরেকা*! *ইউরেকা*!' নিজেকে বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর নতুন-কোনো আর্কিমিদেস ব'লেই মনে হয়েছে তাঁর। 'আবার আমাদের কপাল ভালো। একবার পেলুম কারা-টিটির জন্যে রেখে-যাওয়া খাবার, এখন

পাচ্ছি মাটির তলার আগুন। এ-যে দেখছি মেঘ না-চাইতেই জল! এ-পাহাড় তো আমাদের সবকিছু জুগিয়ে দিচ্ছে!'

'হ্যাঁ, তা জোগাচ্ছে—যতক্ষণ-না বয়লারের মতো ফেটে যায়,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স অন্তত জাহাজের বয়লারের তুলনাটা সহজে ভোলবার পাত্র নন।

'আরে! এতে এত ভয় পাবার কী আছে!' পাঞ্চয়ল অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন। 'এত বছর যখন পাহাড়ের খোলটার বাঁধন সয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আরো ক-দিন সইতে পারবে। আর তার মধ্যেই আমরা পালাবো। কিছু-একটা উপায় তার মধ্যে বার ক'রে নিতে পারবোই।'

পাহাড়ের দুলুনি কমেনি বটে, তবে গোড়ায় যেমন থরহরি কাঁপছিলো, এখন আর সে-রকম কাঁপছে না।

'ছোটোহাজরি তৈয়ার,' গম্ভীরভাবে জানালে অলবিনেট। ভাবখানা এমন, যেন সে *ডানকান* জাহাজেই তার স্টুয়ার্ডগিরির কেরামতি দেখাচ্ছে।

ঝাউগাছের শেকড় আর পোড়া রাঙাআলু খিদের মুখে তেমন মন্দ লাগেনি। চটপট ডানহাতের কাজ সেরেই তাজা হ'য়ে গিয়ে পরামর্শসভা বসাতে হবে।

আর পরামর্শসভায় ঐক্যমত্য হ'তে একটুও দেরি হ'লো না। আজ রাতের আঁধারেই গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে। মাওরিদের গুলির আওয়াজ থেমে গিয়েছে এখন—তবে তারা নিশ্চয়ই কাছে-পিঠেই আছে সজাগচক্ষু পাহারায়। ঠিক হ'লো, গোড়ায় লর্ড গ্লেনারভনই ম্যাঙ্গলসকে নিয়ে একটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসবেন মাওরিরা কোথায়-কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। পথ পরিষ্কার কি না দেখে এসে জানালে সবাই মিলে বেরুতে হবে। পথ না-থাকলেও যে-ক'রেই হোক একটা পথ ক'রে নিতে হবে—পথ কেউ অমনি-অমনি দেয় না।

তাঁরা যখন সমাধিভবন থেকে বেরুলেন, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই—মেঘ ঝুলে আছে নিচু আর ভারি আর কালো। ঐ দূরে ছোট্ট-একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে—নিশ্চয়ই সেখানে কাই-কুমু সদলবলে ওৎ পেতে আছে পাহারায়। সরু যে-আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথটা নিচে নেমেছিলো, সেটা ঐ মাওরিদের ঘাঁটির পাশ দিয়েই গেছে। সেইজন্যেই রাস্তা আটকে তারা ওখানটাতেই আগুন জ্বালিয়েছে। কিন্তু সেই আগুনের আলো কতদূর অব্দি পৌঁছুবে? যদি কোনোমতে আলোর নাগালের বাইরে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে ওটুকু পথ পেরুনো যায়, তাহ'লেই তাঁদের আর পায় কে? কিন্তু তা বুঝি আর হয় না। গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গল্‌স যেই চুপিসাড়ে একটু এগিয়ে গেছেন আগুনের কুণ্ড লক্ষ্য ক'রে, অমনি আচমকা তাঁদের সব আশায় বাদ সেধে ডানদিক থেকে পর-পর কতগুলো বন্দুক গ'র্জে উঠেছে। দুটো গুলি তো গ্লেনারভনের কাঁধ ঘেঁসেই বেরিয়ে গেছে! আমনি ছুটে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাঁদের।

অসম্ভব! এরা বন্দুক চালাতে জানে, মোটেই আনাড়ি নয়; তাছাড়া অন্ধকারে বনে-জঙ্গলে থেকে-থেকে এদের চোখ যেন বেড়ালের মতোই অন্ধকারেও দেখতে পায়। এদের নজর এড়িয়ে পালানো যাবে না।

তাহ'লে উপায়?

আধোঘুম আর আধোজাগরণের মধ্যেই কারা-টিটির সমাধিভবনের মধ্যে রাত কাটিয়ে দিলেন সবাই। তারপর যখন দিনের আলো ফুটলো, বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই। দিনের আলোয় দূরের ঐ আগুনের কুণ্ডের আলো এখন মিইয়ে এসেছে—কিন্তু কাই-কুমুর সাঙ্গোপাঙ্গরা যে ওখানেই আছে এবং সজাগই আছে, তার প্রমাণ হ'লো, তাঁদের বাইরে বেরুতে দেখেই তারা সমস্বরে বিকট আওয়াজ ক'রে উঠেছে!

একটু ঘাবড়ে গেলেও এটা তারা জানেন যে ঐ দূর থেকেই তারা খ্যাপার মতো চ্যাঁচাবে, এই *ট্যাবু* ভেঙে যে ওপরে উঠবে সেই দুঃসাহস তাদের আর হবে না।

চারদিক থেকে কুয়াশা তখনও মেলায়নি। কিন্তু ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিয়েছে। হাওয়ার জোর অবশ্য এমন নয় যে সে এক্ষুনি এক ঝটকায় এই কুয়াশাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

হঠাৎ ফের পাঞ্চয়লের মাথায় যেন কারা-টিটির ভূত এসে চেপেছে। তিনি ফের চেঁচিয়ে উঠেছেন : '*ইউরেকা! ইউরেকা!*'

তাঁর মাথায় কোনো ফন্দি এলেই তিনি যে কেন গ্রিক বলেন, সেটা বোঝা দায়।

'আমরা এদের বিশ্বাস আর সংস্কারকেই কাজে লাগাবো।'

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স বুঝি অনবরত তাঁর এই *ইউরেকা! ইউরেকা!* হুংকার শুনে একটু বিরক্তই হচ্ছিলেন। মনের ভাবটা না-চেপেই তিনি ব'লে উঠেছেন, 'কিন্তু সেটা কীভাবে কাজে লাগাবেন তা এই অধমদের একটু খুলে বললেই পারেন।'

'এদের তো বিশ্বাস এটাই যে *ট্যাবু* ভেঙে যে-ই এই পাহাড়ের ওপরে উঠবে, দেবতাদের রোষ তাকে প্রাণে মারবে। বেশ-তো, কাই-কুমু তাহ'লে ভেবে নিক যে আমরা *ট্যাবু* না-মানার জন্যে জ্যান্ত ঝলসে মরেছি—দেবতাদের অগ্নিচক্ষু আমাদের ভস্ম ক'রে ফেলেছে! একবার যদি তাদের মনে হয় যে আগুনের দেবতা আমাদের কাউকেই রেহাই দেয়নি, তাহ'লে তারা তাদের পাহারা তুলে নিয়ে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তখন ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আমরাও এখান থেকে কেটে পড়বো।'

'সেটা আপনি ওদের বিশ্বাস করাবেন কী ক'রে?' একটা ফ্যাকড়া তুলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। 'বিশ্বাস করাতে পারলে হয়তো মুশকিল আসান হ'তো। কিন্তু ওরা তো দেখেছে—দিব্বি চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হ'লো আমরা বহাল তবিয়তে এখানে কাটিয়ে দিয়েছি—ওদের দেবতা আমাদের গায়ে আঁচড়টিও কাটেননি।'

'কাটবেন, কাটবেন,' আশ্বাস দিয়েই বলেছেন পাঞ্চয়ল। 'দেবতার রোষ তো দাউ-

দাউ জ্বলছেই মাটির তলায়—এখন ছিপি খুলে তাকে বের ক'রে আনলেই হয়!'

'সর্বনাশ!' ম্যাঙ্গল্স যেন চোখের সামনে বিভীষিকা দেখেছেন। 'আপনি কি আগ্নেয়গিরির কাঁচাঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে চাইছেন নাকি? মুখ খুলে দিতে চাচ্ছেন জ্বালামুখের? জানেন তো, বোতলের ছিপি খুলে দেবার পর জিন এসে প্রথমে যাকে পায় তারই ঘাড় মটকে দেয়।'

'আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে দেবার কথা কে বলছে?' পাওয়েল যেন বোকা ছাত্রদের মাথায় গজাল মেরে কথাটা ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'আমরা একটা নকল অগ্ন্যুৎপাত বানাবো—যেটা আমরা নিজেদের বশে রাখতে পারবো, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। যে-সব ফাঁকফোকরফাটল দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, আমরা তাকে আর বাধা দেবো না—বরং সহজে যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, তারই ব্যবস্থা ক'রে দেবো। নকল একটা লাভার স্রোত বইয়ে দেবো, যাতে তারা ভয় পেয়ে যায়! মনে রাখতে হবে, সেটা স্রেফ ওদের ধাপ্পা দেবার জন্যেই করতে হবে—আমরা আস্ত আগ্নেয়গিরিটাকে জাগিয়ে দিতে চাচ্ছি না।'

'যদি অগ্ন্যুদগারটাকে নিজের বশে রাখতে পারেন,' মেজর ম্যাকন্যাব্সের কথায় তারিফ আর অবিশ্বাসের একটা বিচ্ছিরি মিশোল ছিলো, 'তবে পাগলা ঘোড়াকে বশে আনার চাইতেও সেটা অনেক কঠিন। যদি ভাবনারা হ'তো পক্ষিরাজ ঘোড়া—' আউড়েছেন তিনি পুরোনো প্রবচন।

'আমরা শুধু এমন-একটা ধারণার সৃষ্টি করবো, যাতে ওরা ভেবে নেয় যে ওদের দেশের অগ্নিদেবতা আমাদের তাঁর লেলিহান লোলশিখায় ঝলসে খেয়েছেন। আসলে যখন এখান দিয়ে আগুন বেরুবে, আমরা সবাই কারা-টিটির সমাধিঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো!'

'কিন্তু কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবো?' গ্লেনারভনের সংশয় যেন কিছুতেই যাবে না। 'একবার আগুনের লকলক শিখা যদি পাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ চাটিতে শুরু ক'রে দেয়, তবে আগুন কি আমাদের দেখেশুনে ছেড়ে দিয়ে শুধু বেছে-বেছে অন্যকিছু ভস্ম ক'রে দেবে?'

'তাছাড়া সত্যি আমরা পুড়ে মরেছি কি না দেখবার জন্যে ওরা যদি পাহাড় বেয়ে উঠে আসে?' ম্যাঙ্গলসের সংশয়ও মোটেই কাটেনি।

'আসবে না,' আহাম্মক কতগুলো ছাত্র জুটেছে যেন পাওয়েলের, সহজ কথাটা পর্যন্ত বুঝতে চায় না। 'নিষিদ্ধ পাহাড়ে এসে আস্তানা গেড়েছি ব'লেই তো আগুন আমাদের খেলো। তারপরও তারা *ট্যাবু* ভেঙে পাহাড়ে উঠতে সাহস করবে নাকি? তারা তো নিজের চোখেই জুলজুল ক'রে দেখবে—*ট্যাবু* ভাঙলে কী মারাত্মক সাজা পেতে হয়।'

'আমাদের যখন এমনিতে এখান থেকে পালাবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই,' সম্ভবত

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের এখন এই ফন্দিটা আর তেমন আজগুবি *ঠেকছে* না, 'তখন একবার চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক না। এমনিতেও তো এখানে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে আমাদের তিলে-তিলে মরতে হবে—তার চেয়ে বরং আগুন-লাভাকে বশে না-রাখতে পারলে একঝাপটাতেই ম'রে যাবো। তপ্ত তাওয়া থেকে যখন জ্বলন্ত উনুনে পড়ে মাছ —তখন তার দশা খুব-একটা পালটায় কি? অবস্থার কি খুব-একটা হেরফের হয় তার?'

ঠিক হ'লো, দিনের বেলায় কিছু করা হবে না, রাতের আঁধার নামলে পরই উসকে দিতে হবে আগুন, খুঁচিয়ে তুলতে হবে পাতালের ঐ অগ্নিকুণ্ড—কিন্তু এদিকটাতেও নজর রাখতে হবে যাতে অগ্ন্যুদগারটা এমন প্রচণ্ড না-হয় যে তাঁদের পালাবার পথই আটকে গেলো। মাওরিদের যেটা এতকালের সংস্কার, এতকালের বিশ্বাস, শুধু সেটাকে আরো-চাগিয়ে তোলবার জন্যে যতটুকু আগুন আর লাভা চাই, শুধু ততটুকুরই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু এ কী আর ইয়র্কশিয়র পুডিং নাকি—নিজের মনোমতো হুকুমমাফিক একটা অগ্ন্যুৎপাত তৈরি করা যাবে? একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সাড়ে-সর্বনাশ : নকল অগ্ন্যুৎপাত হ'লেও উৎপাতটা তৈরি করবে তো আসল আগ্নেয়গিরিই। আর সে কি কারু হুকুমের চাকর যে যা বলা হবে তা-ই '*জো হুজুর*' ব'লে তামিল করতে লেগে যাবে? একটা বদ্ধ জায়গা থেকে বাষ্প, লাভা আর গ্যাসকে টেনে বার করবার পর তাকে কি আর পোষমানানো যাবে? একটু আগেই তো অলবিনেট বেচারির চিৎপটাং দশা থেকে একটু শিক্ষা নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু কিছু না-ক'রে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকলেও তো রেহাই নেই। একবার যদি মাওরিদের মনে বিশ্বাসটা উসকে দেয়া যায় যে দেবতার অভিশাপ লেগেছে, *ট্যাবু* ভাঙবার জন্যে অগ্নিদেবতা খেপে উঠেছেন, জুড়ে দিয়েছেন তাঁর তাণ্ডবনাচ—তাহ'লে তারা প্রাণের ভয়ে শুধু যে এখান থেকে ভোঁ-দৌড় দেবে তা-ই নয়, পালাতে-পালাতে ভাববে, উচিত শিক্ষাই পেয়েছে শাদারা, যেমন নিষেধ মানেনি তেমনি উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে।

পরিকল্পনাটা উলটেপালটে, চিৎ ক'রে, উপুড় ক'রে, নানাদিক থেকে দেখা হ'লো—কিন্তু তাতেও যেন সময় আর কাটতেই চায় না। একেকটা ছোট্ট মুহূর্তকেই কে যেন টেনে বিষম লম্বা ক'রে দিয়েছে। তবে শুধু আলোচনাই করেননি সারাক্ষণ, পলাতকেরা পালাবার সমস্ত আয়োজনও সাঙ্গ করেছেন, ছোটো-ছোটো পুঁটুলি ক'রে বেঁধে নিয়েছেন খাবার, কারা-টিটির সমাধির পাশে যত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিলো, তাও নিজেদের সঙ্গে নিয়েছেন। অলবিনেট সন্ধে ছ-টা নাগাদ খাবার পরিবেষণ করলে—এটাই তাঁদের *লাস্ট সাপার* বা শেষ ভোজ কি না কে জানে। আর খেতে-খেতেই দেখা গেলো মেঘ জমছে দিগন্তে, দু-একবার বিদ্যুৎও চমকালো। আর তাই দেখে পাঞ্চয়ল বেশ খুশিই হ'য়ে

উঠলেন। একবার তাঁরা নিজেরাই একসঙ্গে জল আর আগুনের লীলাখেলা দেখেছেন সেদিন—অভিজ্ঞতাটা তাজ্জব হ'লেও তেমন মুখরোচক হয়নি। এবার মাওরিরাও দেখবে —ওপরে ঝড় গর্জাবে, নিচে পাহাড় ফেটে আগুন ছড়াবে। আর তাতে হয়তো তারা ভাববে যে *ট্যাবু* ভাঙায় আদিম দেবতারা সব্বাই এতটাই রেগে গিয়েছেন যে আজ বুঝি আর-কারু রক্ষে নেই।

আটটা বাজতে না-বাজতেই অন্ধকার যেন নিশ্ছিদ্র হ'য়ে নেমে এলো। এমনিতে হয়তো আকাশে চাঁদ আর তারা থাকতো— কিন্তু মেঘের দাপটে আজ রাতে তারাও কোথায় মুখ লুকিয়েছে। আর এটাই সুবর্ণসুযোগ। মাওরিরা জঙ্গলে অন্ধকারে থেকে অভ্যস্ত হ'লেও আজকের মতো নিরেট-নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ ক'রে এতদূরে কিছুই দেখতে পাবে না—দেখতেই পাবে না এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা উটকো শ্বেতাঙ্গরা কী করছে।

কারা-টিটিকে যেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে, তা থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে মস্ত একটা ভারি পাথর ছিলো—দেখে মনে হ'তে পারতো এই মস্ত পাথরটা দিয়ে কেউ যেন কোনো খুদে জ্বালামুখের মুখে ছিপির মতো আটকে দিয়েছে। কেননা পাথরটার চারপাশ দিয়ে সামান্য যা ফাটল আছে—পুরো মুখটা বোধহয় খাপে-খাপে বোজেনি— তা দিয়ে এতক্ষণ হিস-হিস ক'রে গ্যাস বেরুচ্ছিলো। এখন পাথরটাকেই ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে—তাহ'লেই, মুখটা খুলে যেতেই বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত বাষ্প, আগুনের শিখা, তপ্ততরল লাভা—আর বিজ্ঞান তো বলে তরল পদার্থ গড়িয়ে নিচে নেমে যায়, ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে না— অতএব সে-সব নেমে যাবে নিচের দিকে, কারা-টিটির সমাধিভবনের দিকে বেয়ে-বেয়ে উঠে আসবে না।

কিন্তু তার আগে মাটি কেটে একটা খাত তৈরি ক'রে দিতে হবে, যাতে সেই খাতটা দিয়েই নিচে গড়িয়ে নামে লাভা। পাথরটাকেও ঠেলে সরাতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যাতে এলোপাথারি নিচে নেমে না-যায়—ঐ খাত ধ'রেই সে যেন গড়গড় ক'রে নেমে যায়। সমাধিভবনের একটা কাঠের খুঁটি উপড়ে এনে সেটা খাঁজের মধ্যে পাথরের তলায় আড়কাঠের মতো চালান ক'রে দিয়ে সবাই মিলে 'হেঁইয়ো-জোয়ান' ব'লে একটা বিষম হ্যাঁচকা চাড় দিলেন। আর আচমকা ঠেলা লেগে পাথরটা যে শুধু কাৎই হ'লো, তা নয় —ঐ খাঁজ-কাটা খাত দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

আর অমনি যেন শুরু হ'লো প্রলয়। দুম ক'রে ফেটে গেলো মাটির পাৎলা আস্তর —গর্ত ফেটে বেরিয়ে এলো জ্বলন্ত গ্যাস, আর তারপর একটার পর একটা বিস্ফোরণ, মাটি কেঁপে উঠলো, যেন অ্যাটলাসের কাঁধের ওপর আস্ত পৃথিবীটাই বিষম ন'ড়ে উঠেছে, আর তরল আগুনের স্রোত নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

নিশ্চয়ই কুণ্ডলি পাকিয়ে নিচে থেকে এতক্ষণ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছিলো গ্যাস, একটু

ফাঁক পেয়ে এখন এমন তোড়ে বেরুতে শুরু করেছে যে চারপাশের মাটির চাঙাড় ভেঙে নিচে প'ড়ে গেলো, আর জ্বালামুখের বেড়টা আচমকা অনেকটাই বড়ো হ'য়ে গেলো, গলগল ক'রে বেরুতে লাগলো লাভা।

আর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময় সেই লাভা সঙ্গে ক'রে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে নুড়িপাথর কাঠকুটো যা সামনে পাচ্ছে তা-ই। আঁৎকে, সবাই হুড়মুড় ক'রে গিয়ে ঢুকলেন কারা-টিটির সমাধিঘরেই। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেদিন গ্লেনারভনের হাতেই মরেছে কারা-টিটি, কিন্তু বারে-বারে তাঁকে আর তাঁর সঙ্গীদের ফিরে আসতে হচ্ছে যেখানে সে তার শেষনিদ্রায় শুয়ে আছে—কিছুতেই সে যেন এঁদের কাউকেই তার কাছ ছেড়ে যেতে দেবে না—কোন্‌-এক তাজ্জব আর অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে সে যেন আটকে রেখে দিতে চাচ্ছে সবাইকে।

সারাটা আকাশ ততক্ষণে লালে-লাল! এ কোনো যেমন-তেমন লাল নয়, রাগি লাল, খ্যাপা লাল! আর নিচে মাওরিদের মধ্যে হুলুস্থুল প'ড়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ পাহাড়ে পা দিয়েছে ব'লে খেপে গিয়েছেন পাতালের আগুনদেবতা, আগুন ওগরাতে শুরু করেছে নিষিদ্ধ পাহাড়, পালাও, পালাও, প্রাণ হাতে ক'রে পালাও, এক্ষুনি! 'অমঙ্গল! অমঙ্গল!' সম্মিলিত চীৎকার : '*ট্যাবু! ট্যাবু!*' আর সেই আতঙ্কের চীৎকারও এখন মিশে যাচ্ছে অগ্ন্যুদগারের নির্ঘোষের সঙ্গে।

পাঞ্জয়লের বুদ্ধিটা বোধহয় সর্বনাশই নিয়ে এসেছে ডেকে! এতদিন যা ছিলো পাথরচাপা, এখন তা খোলা মুখ পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে। এতকাল এখানকার বাষ্পের চাপ টোনগারিরোর জাগ্রত জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো, কিন্তু এখন সব গ্যাস, সব লাভা বেরিয়ে আসছে এই নতুন মুখটা দিয়ে। আর বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠছে সমস্ত পাহাড়। অ্যাটলাস বুঝি আর তার কাঁধের ওপর বইতে পারছে না পৃথিবীকে—তার বুঝি পা টলছে। আর এই ভূকম্পন, বিস্ফোরণ আর অগ্নিবমনের সঙ্গে তাল রেখেই খেপে উঠেছে আকাশ, বিদ্যুৎ ফালা-ফালা ক'রে চিরছে অন্ধকারকে, বজ্র হুংকার দিয়ে উঠছে ঘন-ঘন।

'অবরুদ্ধ ছিলো বাষ্প, বিস্ফোরণ দীর্ণ করে ঢাকা—
উদ্দাম বেরিয়ে আসে পাতালের চাপা-পড়া রোষ—
তরল আগুনে নাচে ক্ষিপ্তলাল মৃত্যুরই পতাকা—
সমস্ত না-ধ্বংস হ'লে শান্ত বুঝি হবে না আক্রোশ!'

হঠাৎ কার যেন একটা কবিতার টুকরো মনে প'ড়ে গেলো পাঞ্জয়লের।

সারারাত আগ্নেয়গিরি তার আক্রোশ ঢেলে দিলে লাভার আকারে। ভোরবেলাতেও

তার রোষ আদৌ প্রশমিত হয়নি। ঝড়ও সমানতালে বাজ ফাটাচ্ছে—যেন হাততালি দিচ্ছে দৃশ্যটাকে। আর, নিচে, মাওরিদের মধ্যে আতঙ্ক যেন ক্রমশই সব সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে।

তারই মধ্যে কাই-কুমু এসে নতুন ক'রে *ট্যাবু* জারি ক'রে গেলো, শুধু-যে আগুনের পাহাড়টাই পুরোপুরি নিষিদ্ধ হ'লো, তা নয়—নিষিদ্ধ হ'লো পাহাড়তলিও। আর তারপর এই রাক্ষুসে-অমঙ্গলের জায়গা ছেড়ে চ'লে গেলো মাওরিরা—আজ থেকে এই তল্লাটই তারা আর মাড়াবে না।

সেই অর্থে পাঞ্জয়লের ফন্দিটা কাজে খেটে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে কখন থামে আগুনের এই সংহারলীলা।

আর অপেক্ষাতেই কাটলো সারাটা দিন। বিকেলের দিক থেকে অগ্ন্যুদগারের প্রথম চোটটা একটু কমলো। রাত নটা নাগাদ শান্ত হ'য়ে এলো পাহাড়, জ্বালামুখ দিয়ে শুধু ধোঁয়া উঠছে এখন—বাষ্পের সেই তেজ আর নেই, আর বেরুচ্ছে না তরল আগুন। কিন্তু এটা যে একটা অগ্ন্যুদগার থেকে আরেকটা অগ্ন্যুদগারের মধ্যকার সাময়িক বিরতি নয়, তা কে জানে? আর একমুহূর্তও দেরি নয়। পলাতকেরা ঠিক করেছেন, এক্ষুনি এখান থেকে নেমে যাবেন, সোজা ছুটবেন উপসাগরের দিকে। পাঞ্জয়ল সমস্ত বিপদ-আপদের মধ্যে একবারে জন্যেও নিউ-জিল্যাণ্ডের মানচিত্র কাছ-ছাড়া করেননি। তিনি মোটামুটি ছক ক'ষে নিয়েছেন—কোন্‌দিকে গেলে উপসাগর পড়বে। এখন শুধু সেদিক দিয়েই তাঁদের চলতে হবে, যতক্ষণ-না তাঁরা গিয়ে উপসাগরের তীরে পৌঁছোন।

সেই-যে তাঁরা চলতে শুরু করেছেন, তারপর যে কতক্ষণ কেটেছে, কারু খেয়াল ছিলো না। সকাল নটায় ক্লান্ত দেহগুলিকে প্রায় টেনেহিঁচড়েই যেন নিয়ে যেতে হচ্ছিলো তাঁদের। শুধু স্নায়ুর জোর আর অপ্রশম্য উত্তেজনাই একনাগাড়ে প্রায় বারো ঘণ্টা হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে তাঁদের! সামান্য বিশ্রামের পর আবার শুরু হ'লো তাঁদের পথচলা। এখন তাঁরা যে-জায়গাটার মধ্যে দিয়ে চলেছেন, সেটাকে প্রায় আগুনের দেশই বলা যায়—এখনও তাঁরা আগ্নেয়গিরির পাল্লা থেকে বেরুতে পারেননি। মাইলের পর মাইল জুড়ে পর-পর এসেছে ছোটোবড়ো আগুনজ্বালা হ্রদ, ফোয়াবার মতো গরম বাষ্পে ভরা জল আকাশ লক্ষ্য ক'রে উগরেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, গন্ধকের ঝর্না থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁঝালো দমআটকানো গন্ধ।

পাঞ্জয়ল মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন কোনদিক দিয়ে যেতে হবে—কিন্তু দু-একটা ছোটোখাটো হুঁ-হাঁ ছাড়া তাঁর মুখে আর-কোনো বুলি নেই, যে-মুখে সারাক্ষণ খই ফুটতো সে-মুখ এখন চুপ, কেমন যেন গম্ভীরও, কী-একটা অদ্ভুত বদল এসেছে তাঁর মধ্যে, সেই লাল-কালো আলখাল্লাটা মুড়ি দিয়ে সারাক্ষণ কী যেন ভাবতে-ভাবতে কলের মতো পথ চলেছেন তিনি।

আর এইভাবেই দিনের পর দিন। কখন ছাড়িয়ে এসেছেন আগ্নেয়গিরির অঞ্চল,

কবে ঢুকেছেন গভীর জঙ্গলে, কবে যে পেরিয়ে এসেছেন সেই জঙ্গলও, সেটাই যেন কারু খেয়াল নেই। শুধু হুঁশিয়ার থাকতে হয়, যখন মনে হয় কাছেই আছে মাওরিদের বসতি, না-হ'লে শুধু ধুঁকতে-ধুঁকতে একটানা চলো, যতক্ষণ-না চোখের সামনে দেখতে পাও বিশাল-নীল জলের বিস্তার। যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছেন সবাই, কি-রকম একটা আচ্ছন্নভাব, তার মধ্যে আশাও নেই—হতাশাও নেই, শুধু মোহ্যমান বিধুর দশা—যেন পাঞ্চয়লেরই ছোঁয়াচে রোগটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সকলের মুখ থেকেই সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ যেন আর-কিছু ভাবতেও চাইছে না, কে যেন অদৃশ্য থেকে সমানে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁদের।

আর এইভাবে যখন শেষটায় প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে বসতির মধ্যে এসে পৌঁছুলেন সবাই, তখন আবার নতুন-একটা বিভীষিকারই যেন মুখোমুখি হ'তে হ'লো। একটা বিধ্বস্ত গ্রাম। শূন্য-সব কুঁড়েবাড়ি। ছারখার সব খেতখামার। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাওরিদের মৃতদেহ—সেগুলো প'চেও যায়নি। যার মানে হ'লো সদ্য সেখানে শাদাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিলো মাওরিদের, আর ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত—যে যেদিকে পারে পালিয়েছে, যারা পালাতে পারেনি—শিশুনারীবৃদ্ধ—তাদের মৃতদেহ প'ড়ে আছে শেয়াল ও শকুনের খাদ্য হবে ব'লে।

আর একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে, ডাঙাটা অন্তরীপের মতো সরু ফালি হ'য়ে ঢুকে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। মৃতের এলাকায় এসে যতটা মনখারাপ হয়েছিলো, এই দূর নীল জলের ঢেউ ঠিক ততটাই নূতন উদ্যম এনে দিলে সকলের মাঝে। আর তারপরেই একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকারে যেন চটকাটাই ভেঙে গেলো আচমকা। পেছনে রে-রে ক'রে তেড়ে আসছে একদল মাওরি। হয়তো তারা তাকে-তাকে ছিলো, কীভাবে বদলা নেবে, কীভাবে শাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে তাদের প্রতিহিংসা, আর এই বিধ্বস্ত ছোট্ট দলটাকে দেখেই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাড়া ক'রে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠেছেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স : 'নৌকো! নৌকো!'

কছেই, সমুদ্রের ধারেই, বালিয়াড়ির মধ্যে প'ড়ে আছে ছয়-দাঁড়ের একটা ছিপছিপে ক্যানু। ভাবার কোনো সময় নেই। তক্ষুনি ক্যানুতে চেপে সেটা তাঁরা ভাসিয়ে দিলেন সাগরজলে, দেখতে পেলেন মাওরিরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নেড়ে উৎকট আস্ফালন করছে। কিন্তু এদের হাত এড়িয়ে তো জলে ভেসে-পড়া গেছে। আর ভয় কী ? ম্যাঙ্গল্‌স তীর থেকে বেশি-দূরে নিয়ে যেতে দেননি ক্যানুটা, তীরের সমান্তরাল প্রায় মাইলখানেক দূর দিয়ে যাবেন ব'লেই হালে ব'সে দিক ঠিক করেছেন, আর অন্যরা সবেগে দাঁড়া বাইছে।

কিন্তু কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের পরিকল্পনায় জলাঞ্জলি দিতে হ'লো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অন্তরীপের মুখ থেকে তাঁদের ক্যানুকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে মাওরিদের

তিনটে ক্যানু—সেগুলো আরো-লম্বা, আরো-বেশি দাঁড়ের, আরো-দ্রুতগামী। নাগাল প্রায় ধ'রেই ফ্যালে দেখে প্রমাদ গুনলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স। কিছু না-ভেবেই ক্যানুটার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন বারদরিয়ার দিকে।

আর শুরু হ'লো নৌকোর বাইচ। অসমান এক প্রতিযোগিতা। এঁরা সবাই পথের ধকলে ধুঁকছেন, মাওরিরা যুদ্ধে বিপর্যস্ত হ'লেও এঁদের মতো এখন নেতিয়ে পড়েনি, বরং প্রচণ্ড তেজেই এগুচ্ছে। আর তারপর যেই পাল্লার মধ্যে এসেছে তাঁদের ক্যানু, মাওরিদের কাছ থেকে সম্ভাষণ এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে বন্দুকের গুলিতে।

সামনে অথৈ দরিয়া, পেছনে বন্দুকের গুলি! কিন্তু বন্দুকের গুলি তো সাক্ষাৎ মৃত্যু! তার চেয়ে বরং সমুদ্র লক্ষ্য ক'রে চলাই ভালো। মরণ যদি আসে, তবে সে আসুক সিন্ধুজলেই। তাঁরা তো *ডানকান* নিয়ে জলেই ভেসেছিলেন একদিন—কবে, সে এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই গ্লেনারভন চীৎকার ক'রে উঠলেন খ্যাপার মতো : 'জাহাজ! জাহাজ!'

অমনি পাওয়ল তাঁর চোখ রাখলেন তাঁর টেলিস্কোপে, যে-টেলিস্কোপ তাঁর বুকেই ঝোলে সারাক্ষণ, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

সত্যি-তো, একটা স্টীমশিপ ছুটে আসছে এদিকটায়, আর ছুটে আসছে পুরোদমে, ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার চোঙ দিয়ে, পেছনে শুধু ঢেউয়ের রেখা এঁকেই এগুচ্ছে না, আকাশেও যেন এঁকে দিচ্ছে ধোঁয়ার পুচ্ছ!

আর এটাই যেন নতুন উৎসাহ এনে দিয়েছে সকলের মধ্যে। চৌদুনে সবাই দাঁড় চালাচ্ছে এখন। বাষ্পেচলা জাহাজটা অনেকটাই কাছে এসে পড়েছে এখন। দুটো মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। পেছনে কিন্তু মাওরিদের ক্যানুগুলো থেকে বিরামহীন গুলি আসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। তবে যদি জাহাজটাকে ধ'রে ফেলা যায় এক্ষুনি—

পরক্ষণেই দুরবিনে চোখ লাকিয়ে গ্লেনারভনের মুখ পাংশু হ'য়ে গেলো—এক-নিমেষে কেউ যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে তাঁর মুখ থেকে। '*ডানকান*! বোম্বেটেজাহাজ *ডানকান*!'

কেউ কি কখনও ভেবেছিলো, একদিন লর্ড গ্লেনারভন নিজের এত সাধের জাহাজটাকে দেখে আতঙ্কে নীল হ'য়ে যাবেন? এটা যদি নিয়তির নির্মম পরিহাস না-হয়, তবে পরিহাস আর কাকে বলে?

'*ডানকান*!' সঙ্গে-সঙ্গে হাল থেকে লাফিয়ে উঠেছেন জন ম্যাঙ্গল্‌স। *ডানকান* শুধু লর্ড গ্লেনারভনেরই জাহাজ নয়—তাঁরও জাহাজ। তিনিই ঐ জাহাজের কাপ্তেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, *ডানকান*!' গ্লেনারভন বোধহয় এবার পাগলই হ'য়ে গেছেন বুঝি। 'সামনে মৃত্যু—*ডানকান*! পেছনেও মৃত্যু—মাওরিদের ক্যানু!'

আর যেন তাঁর খ্যাপা হাহাকারের উত্তরেই *ডানকানের* ডেক থেকে গর্জে উঠলো

কামান—তুলকালাম আওয়াজ ক'রে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো কামানের গোলা। আর পেছন থেকে, সমানে তখনও বন্দুকের গুলি ছুটে আসছে তাঁদের ক্যানু লক্ষ্য ক'রে।

সামনে কামান, পেছনে বন্দুক! দুইই আগুন ওগরাচ্ছে! সামনে বোম্বেটেরা—পেছনে মাওরিরা! দু-দলই মায়াদয়ার ধার ধারে না!

কিন্তু ততক্ষণে জন ম্যাঙ্গল্‌সকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছে রবার্ট : 'টম অস্টিন! টম অস্টিন! ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর! হ্যাঁ-হ্যাঁ, টম অস্টিনই! আমাদের চিনতে পেরেছে—ঐ যে মাথার টুপি খুলে নাড়ছে—সে-তো আমাদের দেখেই—'

জন ম্যাঙ্গল্‌স ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন *ডানকানের* দিকে! এও কি সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই *ডানকানের* ডেক থেকে আবার গ'র্জে উঠলো কামান। আর গোলাটা এবার চাঁদমারি খুঁজে পেয়েছে। মথার ওপর দিয়ে তীব্র ও ধারালো শিস্‌ তুলে ছুটে গিয়েছে মাওরিদের একটা ক্যানুর দিকে—আর সেটা গোলার ঘায়ে দু-টুকরো হ'য়ে যেতে-যেতে যেন জল থেকে একটা বিষম লাফ দিয়েছে শূন্যে!

আর মাঝখানের ক্যানুটা গোলায় উড়ে যেতেই থমকে পড়েছে অন্য ক্যানু দুটো।

তারপর আবারও একটা কামানের গর্জন!

আর এই তৃতীয় গোলাটা উড়ে গিয়ে মাওরিদের কোনো ক্যানুতে পড়বার আগেই মাওরিরা বেগতিক দেখে, প্রায় যেন হতভম্বভাবেই, উলটোদিকে—তীরের দিকে—তাদের ক্যানুর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে!

কখন যে তারপরে লর্ড গ্লেনারভনেরা নিজেদের জাহাজের ডেকে পা রেখেছেন, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। পুরো ব্যাপারটাই কোনো অতিকায় স্বপ্ন নয়তো? স্বপ্নে যেমন সব থাকে ছেঁড়া-ছেঁড়া, কার্যকারণসম্পর্কবিহীন, কাকতালের উল্লাসে ভরা এলোমেলো সংলগ্ন-অসংলগ্ন সব দৃশ্য—এও তার মতো কিছু নয়তো?

তাঁরা কি তবে সত্যি এসে উঠেছেন *ডানকানে*? সে কি তবে বোম্বেটের জাহাজ নয় এখনও?

চার

কৌতুকের ঘূর্ণিপাকে

মাত্র তিনমাস আগে যাঁরা, আশায় ভরপুর, *ডানকান* থেকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও উৎফুল্ল আননে নেমে গিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই—না, পরিকল্পনামাফিক নয়, বরং মানুষের কথা সমস্ত

গণিতকেই বানচাল ক'রে দিয়ে—অপ্রত্যাশিতভাবে যেন নেহাৎ কপালজোরেই ফিরে এসেছেন *ডানকানের* ডেকে। কিন্তু এ-কী হতশ্রী চেহারা তাঁদের? ছেঁড়াখোঁড়া জীর্ণ পোশাক, উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল শুষ্কশীর্ণ মুখ, চোখে এ-কী-রকম অসহায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি? গ্লেনারভন এমন কল্পনাতীতভাবে *ডানকানে* উঠে এসে তখনও যেন বুঝে উঠতে পারেননি গোটাটাই কোনো স্বপ্ন, না কি সত্য। জাহাজের মাঝিমাল্লারা অবশ্যি হঠাৎ তাঁদের ফিরে পেয়ে তুমুল হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু লেডি হেলেনা আর লর্ড এডওয়ার্ডের দশা যেন তাদের পুনর্মিলনের উৎসবে একটু ঠাণ্ডাজলই ঢেলে দিলে।

খিদেয় প্রায় নুয়ে পড়েছেন, অবসাদে দেহ ভেঙে পড়ছে—তবুও লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু প্রথমেই টম অস্টিনের কাছে জানতে চাইলেন, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে না-গিয়ে-*ডানকান* নিউ-জিল্যাণ্ডের পুব-উপকূলে কী করতে এসেছে? তবে কি জাহাজটাকে নরাধম দস্যু বেন জয়েস দখল করতে পারেনি? তাছাড়া জেল থেকে পালানো সেইসব কয়েদিরাই বা কোথায়?

'জেলপালানো কয়েদি?' টম অস্টিন যেন আকাশ থেকেই পড়েছে। এ-কথার অর্থ? লর্ড গ্লেনারভন কি জানেন, তিনি কী-সব আবোলতাবোল বকছেন?

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! ঐ যারা জাহাজটা দখল ক'রে নেবে ব'লে হানা দিয়েছিলো?'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! এবারে বিভ্রান্ত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি বুঝি-বা টম অস্টিনেরই। 'জাহাজে হানা দিয়েছিলো? কারা? কোন জাহাজে?'

'কেন? *ডানকানে*! বেন জয়েস আসেনি *ডানকানে*?'

'কে বেন জয়েস? আমি তার নামও শুনিনি কখনও, চোখে দেখা তো দূরের কথা!'

'দ্যাখোনি? তাহ'লে টুফোল্ডের মুখে না-গিয়ে *ডানকান* এখানে—নিউ-জিল্যাণ্ডের এই পূর্ব-উপকূলে কী করছে?'

'বাঃ রে, সে তো আমরা আপনার হুকুমেই এখানে এসেছি।'

'*আমার হুকুমে*?!'

'নিশ্চয়ই। না-হ'লে আমরা খামকা মেলবোর্ন ছেড়ে বেরুবো কেন? চোদ্দই জানুয়ারি যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কালবিলম্ব না-ক'রে তক্ষুনি তা পালন করেছি—অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে পড়েছি!'

'আমার চিঠি? আমি তোমাকে চিঠিতে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে নিউ-জিল্যাণ্ডে চ'লে আসতে বলেছিলুম?'

এ-কোন চিঠির কথা বলছে টম অস্টিন? একটা চিঠি তিনি লিখেছিলেন—না, তিনি নিজের হাতে লেখেননি, জখম হ'য়ে গিয়ে ব্যথায়-অবশ হাতটা তিনি তখন প্রায় নাড়তেই পারতেন না, তবে তাঁরই বয়ান অনুযায়ী সেটা গোটা-গোটা হরফে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিয়েছিলেন জাক পাগ্নেল। তিনি চিঠিটা না-প'ড়েই কোনোমতে শুধু তলায় নাম সই

ক'রে দিয়েছিলেন।

গ্লেনারভনের মাথাটা আবার কেমন যেন ঘুরে গেলো। সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। অন্যরা পাশেই দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই কথোপকথন শুনছিলো, তারাও সবাই কি-রকম যেন বোমকে গিয়েছে। টম অস্টিন যে কী বলতে চাচ্ছে, তা-ই কারু মাথায় ঢুকছে না। *ডানকান* যে নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা নাকি লর্ড গ্লেনারভনেরই নির্দেশমাফিক!

আবেশটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছেন তখন গ্লেনারভন। 'এ আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো? .. আচ্ছা, এক-এক ক'রে সব শুনি। প্রথমেই—টম, সত্যি ক'রে বলো, তুমি কি আমার কোনো চিঠি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। পেয়েছি।'

'মেলবোর্নে?'

'মেলবোর্নেই। আমরা তখন *ডানকানের* মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।'

'চিঠিটা কী-রকম? আমার লেখা?'

'না, হাতের লেখাটা আপনার ছিলো না বটে, আপনার বকলমে নিশ্চয়ই আর-কেউ লিখেছিলেন, তবে তলায় আপনার নাম সই ছিলো।'

'চিঠিটা কে নিয়ে এসেছিলো? বেন জয়েস? সেই ভয়ংকর দস্যু, যার নামে অস্ট্রেলিয়ায় হুলিয়া বেরিয়েছিলো?'

'কই, না তো। চিঠি যে নিয়ে এসেছিলো তার নাম তো আয়ারটন। সে তো *ব্রিটানিয়া* জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো।'

'আয়ারটন আর বেন জয়েস একই লোক। কিন্তু কী লেখা ছিলো চিঠিতে?'

'লেখা ছিলো : চিঠি পাবামাত্র যেন একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে—'

অত কথা শোনবার মতো ধৈর্য বুঝি তখন ছিলো না গ্লেনারভনের। 'অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে টুফোল্ড উপসাগরের মুখে যেতে বলেছিলুম।'

এবার আবারও হতভম্ব হবার পালা বেচারা টম অস্টিনের। '*অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে*? না তো। স্পষ্ট ক'রে লেখা ছিলো, একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে যেন নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে চ'লে আসি।'

'*না! না! না!*' এতক্ষণ যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলো, এবার তারা সকলেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে।

টম অস্টিন এবার সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছে। একটা চিঠিও কি সে ঠিকমতো পড়তে পারে না? মাত্র দু-তিনটে লাইন? চিঠি প'ড়ে সে তো যেমন নির্দেশ ছিলো তা-ই করেছে। তবে কি চিঠিটা পড়তেই তার ভুল হয়েছে?

এতদিন সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই সব কাজ ক'রে এসেছে। সকলেই বলতো,

তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একদিন নিজেই সে কোনো জাহাজ চালাবার ভার পাবে—খোদ কাপ্তেন হ'য়ে উঠবে। আর ঠিক যখনই একটা জাহাজ নিজে থেকে চালাবার ভার পেয়েছে, মহড়া দিচ্ছে কাপ্তেনগিরির, *ট্রায়াল রান* যাকে বলে, ঠিক তখনই এত-বড়ো একটা মারাত্মক ভুল ! তার এতদিনের সুনামের পাশে অ্যাদ্দিনে একটা মস্ত কালো ঢ্যাঁড়া প'ড়ে গেলো ? পারলে সে যেন কোনো শামুকের মতো এক্ষুনি তার খোলার ভেতর গুটিয়ে যেতো !

তার লাল-হ'য়ে-যাওয়া মুখটা দেখে কেমন যেন দয়াই হয়েছে গ্লেনারভনের। তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেছেন : 'অত মনখারাপ কোরো না। তোমার ভুলে বরং শাপেবরই হয়েছে —ঐ ভুলটা না-করলে আজ আর তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে পারতুম না।'

ততক্ষণে টম অস্টিন নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'মাপকরবেন, মি-লর্ড। এত-বড়ো কোনো ভুল আমি করতেই পারি না। সে-চিঠি শুধু আমিই পড়িনি, আয়ারটনও পড়েছে। সে বরং চিঠি প'ড়ে হম্বিতম্বি করছিলো। বলছিলো, চিঠিতে ভুল লেখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে জাহাজটাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে বরং জোরজবরদস্তি করতে চাচ্ছিলো।'

'*আয়ারটন* ?!'

'হ্যাঁ। সে ধুয়ো ধরেছিলো, চিঠিতে নাকি ভুল লেখা হয়েছে। আপনি নাকি *ডানকানকে* টুফোল্ড উপসাগরের মুখেই নিয়ে যেতে বলেছেন।'

এতক্ষণে অকুস্থলে নেমে পড়েছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। তাঁর মাথার মধ্যে সমস্তকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিলো। 'টম, চিঠিখানা কোথায়? সেটা দেখলেই তো সব ভুলবোঝাবুঝি দূর হ'য়ে যাবে।'

'আনছি।' ব'লেই উর্ধশ্বাসে নিজের ক্যাবিনে ছুটে গিয়েছে টম অস্টিন।

আর সে চ'লে যেতেই সবাই একসঙ্গে কলরব ক'রে উঠেছেন। এ আবার কেমনতর প্রহেলিকা! ছিলো অস্ট্রেলিয়া, হ'য়ে গেলো নিউ-জিল্যাণ্ড! ব্যাঙাচির ল্যাজ খ'সে পড়লে ব্যাঙ হ'য়ে যায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু কোথায় AUSTRALIA, আর কোথায় NEW ZEALAND!

মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স এই কলরবে যোগ না-দিয়ে বরং সরাসরি জাক পাঞ্চয়লের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। 'মঁসিয় পাঞ্চয়ল, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হ'য়ে গেলো না তো?'

'গোলমেলে ? মানে?' জাক পাঞ্চয়ল কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন।

আর তক্ষুনি হন্তদন্ত হ'য়ে চিঠিটা হাতে ক'রে নিয়ে এসেছে টম অস্টিন। নাঃ, চিঠিটায় কোনো গোলমাল নেই—কেউ চিঠিটা জাল করেনি। এটা সেই চিঠিই, যা লিখেছিলেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, আর যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।

টম অস্টিন চিঠিটা লর্ড গ্লেনারভনের দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'আপনিই পড়ুন।'

গ্লেনারভন পড়লেন :

'টম অস্টিনকে হুকুম দিচ্ছি সে যেন এক্ষুনি *ডানকানকে* নিউ-জিল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূলে নিয়ে যায়।'

'নিউ-জিল্যাণ্ড!' গ্লেনারভনের হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল। আর চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়েই তিনি যেন আঁৎকে উঠেছেন। '*নিউ-জিল্যাণ্ড!*' তাঁর চোখদুটো ছানাবড়া হ'য়ে উঠেছে, তাতে সাতরাজ্যের বিস্ময়, আর হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গিয়েছে চিঠিটা।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তাঁর কাঁধে হাত রেখেছেন। প্রায় তারিফ করার ভঙ্গি ক'রেই বলেছেন : 'বাহবা, মঁসিয় পাঞ্চয়ল। আপনি যে *ডানকানকে* কোচিন-চিনে পাঠিয়ে দেননি, এজন্যে আপনাকে শাবাশি দিতেই হবে।'

বেচারা জাক পাঞ্চয়ল! জাহাজশুদ্ধু সবাই এমনভাবে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে যে তাঁর মনে হয়েছে পারলে বুঝি কোনো-একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সেঁধিয়ে যান।

কিন্তু এ-কী! মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সের ঠাট্টায় পাঞ্চয়লের মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেলো নাকি? তাঁর মুখচোখের চেহারা দুম ক'রে পালটে গিয়েছে। একটু আগেই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো, এখন এক তুলকালাম উৎসাহে একবার দৌড়ে গেলেন জাহাজের সামনে, একবার পেছনে, প্রায় একটা পুরো পাকই খেয়েছেন জাহাজের ডেকে। তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফিয়েছেন। কী-যে করবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাথা নাড়ছেন আপন মনে, কী যেন বিড়বিড় ক'রে বকছেন—খেয়ালই নেই কখন কোথায় যাচ্ছেন। হুনহন ক'রে একবার উঠে গেছেন ক্যাবিনের সিঁড়ি বেয়ে, পরক্ষণেই তিন লাফেই ফের নেমে এসেছেন ডেকে, সোজা ছুটে গেছেন ফোরকাস্‌লের দিকে, আর তারপরেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা। হঠাৎ পা জড়িয়ে গেছে কুণ্ডলিপাকানো কাছিতে, মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে সজোরে চেপে ধরেছেন সামনে যে-দড়িটা ঝুলছিলো তাকেই—

আর তক্ষুনি প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে গ'র্জে উঠেছে কামান, গোলা ছুটে গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্থির জলের ওপর দিয়ে। বারুদঠাশা কামানের দড়িটা পাকড়ে ধ'রেই প'ড়ে যেতে-যেতে টাল সামলেছেন পাঞ্চয়ল। আর কামানের এই তুলকালাম আওয়াজ শুনে বেজায় ভড়কে গিয়ে পিছোতে গিয়ে চিৎপাত পড়েছেন হালের চাকার ওপর। প'ড়েই নটনড়নচড়ন নট কিচ্ছু। এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ—ভদ্রলোক হার্টফেল ক'রেই ম'রে গেছেন নাকি? সবাই হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে গেছেন তাঁর দিকে। না, মারা যাননি পাঞ্চয়ল, তবে ভির্মি খেয়েছেন, কেমন একটা দাঁতকপাটি লেগে গেছে। সবাই তাঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলো জাহাজের পেছন দিককার উঁচু মাচাটায়।

বেচারি পাঞ্চয়লের দশা দেখে ততক্ষণে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে সবার। মেজর ম্যাক্ন্যাব্স ফৌজে থাকার সময় কতবারই কতজনের প্রাথমিক চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, ফার্স্টএইড দিয়েছেন। তিনি ঝুঁকে প'ড়ে পাঞ্চয়লের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম লাল-কালো ঢোলাজামাটা ক্ষতস্থান দেখবেন ব'লে যেই না হাত দিয়েছেন, অমনি তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠেছেন ভির্মি-খাওয়া মানুষটা—যেন তাঁর দেহে বিদ্যুৎ ঝাঁকুনি দিয়েছে।

'না, না, ককখনো না,' ছোঁড়াখোঁড়া জামাটা টেনেটুনে এমনি তড়িৎগতিতে তিনি ফের সারা গা ঢেকে দিয়েছেন যে সবাই ভারি তাজ্জব হ'য়ে গেছেন। মাথায় চোট খেয়ে শেষটায় পুরোপুরিই বিগড়ে গিয়েছে নাকি মগজটা?

মেজর তো-তো ক'রে শুধু বলতে চেয়েছেন—'কিন্তু, তাহ'লে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বলেছেন পাঞ্চয়ল—'গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি!'

'এ তো আচ্ছা জ্বালা হ'লো দেখছি! দেখতে হবে না হাড়গোড় কোথাও ভাঙলো কি না!'

'যা ভেঙেছে, সেটা সারাতে ছুতোর লাগবে।'

'অ্যাঁ!'

'কী ভেঙেছে!'

'এ-যে মাথাটাই গেছে!'

সাবাইকার একসঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তার উত্তরে পাঞ্চয়ল ভাবলেশহীন মুখে জানিয়েছেন—'ভেঙেছে তো খুঁটিটা—যেটার ওপর আছাড় খেয়েছিলুম!'

এবার আর হেসে না-উঠে পারেননি কেউই। যাক, ভদ্রলোক শুধু পাগলই নন —নিরেটও। কামানের সঙ্গে কোলাকুলি করার পরিণামে তাঁর দেহে অন্তত কোনো জখম হয়নি—কিন্তু কোথায় কোনো আঁচড় পড়েছে কি না, সেটা ঠিক বোঝা যায়নি। তা, তিনি যখন কাউকেই দেখাতে দেবেন না কী হয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে তেমন গুরুতর কোনো আঘাত লাগেনি।

গ্লেনারভন কিন্তু নাছোড়ের মতো লেগে রয়েছেন। 'আচ্ছা, এবার পুরো ব্যাপারটার জট খুলে দিন তো, মঁসিয় পাঞ্চয়ল! চিঠি লেখার সময় আপনি এই মস্ত ভুলটা না-করলে *ডানকান* বোম্বেটেজাহাজ হ'য়ে যেতো *ঠিকই*—আর আমরাও হয়তো মাওরিদের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পেতুম না। আপনার এই ভুলটার কাছে তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারছি না আপনি এই ভুলটা করলেন কী ক'রে? অস্ট্রেলিয়া লিখতে গিয়ে নিউ-জিল্যাণ্ড লিখতে তো দুর্দান্ত প্রতিভা লাগে —ব্যারন মুনখাউসেনের প্রতিভাতেও তা সম্ভব হ'তো কি না, কে জানে!'

'শুনুন তবে, লর্ড এডওয়ার্ড। সর্বসমক্ষে আমি কবুল করছি আমি একটা আস্ত গাড়ল, আকাট বোকা! সেই গোড়া থেকেই একটার পর একটা ভুলই ক'রে চলেছি শুধু।'

এমন স্বীকারোক্তির পর কী-যে বলা যায়, সেটা এমনকী দুঁদে ম্যাক্‌ন্যাব্‌সেরও মাথায় আসেনি।

কিন্তু গ্লেনারভন এবার ফের টম অস্টিনকে নিয়েই পড়েছেন। 'আচ্ছা, টম, হঠাৎ নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার হুকুম পেয়ে তোমার মনে কোনো খটকা জাগেনি?'

'জেগেছিলো। আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম। কিন্তু আমি জাহাজের ফার্স্টমেট—ওপর থেকে হুকুম এলে আমার দিক থেকে প্রশ্ন করা মানায় না—আমি শুধু হুকুম তামিল করতেই শিখেছি। আমি যদি নির্দেশমতো কাজ না-করতুম আর আপনাদের যদি মস্ত কোনো বিপদ ঘ'টে যেতো, তবে আমিই কি তার জন্যে দায়ী হতুম না? আচ্ছা, কাপ্তেন,' ম্যাঙ্গল্‌সের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে সে জিগেস করেছে, 'আপনি হ'লে কী করতেন?'

'তুমি যা করেছো, তা-ই করতুম।' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের কথায় কোনো দ্বিধা নেই।

'কিন্তু এ-রকম একটা অদ্ভুত হুকুম প'ড়ে তোমার কিছুই মনে হয়নি?' গ্লেনারভন জেদ ধরেছেন: ব্যাপারটার একটা ফয়সালা না-ক'রেই তিনি ছাড়বেন না।

'আমার মনে হয়েছিলো, আপনারা নিশ্চয়ই কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ পেয়ে একমুহূর্তও সবুর না-ক'রে সোজা নিউজিল্যাণ্ডের পুব-উপকূলের দিকে অন্যকোনো জাহাজে ক'রে চ'লে গিয়েছেন—আমাকেও আসতে বলেছেন *ডানকান* নিয়ে। তাই কাউকে কিছু না-ব'লেই আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছেড়ে দিই। বারদরিয়ায় পড়ার আগে জাহাজের আর-কেউই জানতে পারেনি আমরা কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু তারপরেই এমন-একটা ঘটনা ঘটলো যে সব তালগোল পাকিয়ে গেলো।'

'কী ঘটলো?'

'জাহাজ ছেড়ে দেবার পরেরদিন আয়ারটন যখন শুনলে যে জাহাজ যাচ্ছে—'

'*আয়ারটন*! সে এখনও জাহাজে আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আছে। ঐ সামনের ক্যাবিনে। পাহারার জন্যে আমি একজনকে মোতায়েন ক'রে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা থাকে।'

'কেন? ওকে কয়েদ করেছো কেন?'

'*ডানকান* নিউ-জিল্যাণ্ডে যাচ্ছে শুনে সে এমনই খেপে যায় যে তাকে সামলানোই দায় হ'য়ে পড়ে। বলে যে জাহাজের মুখ ঘোরাতেই হবে, জোরজুলুমও করেছিলো এমনকী মাঝিমাল্লাদের খেপিয়ে তুলে একটা মিউটিনি বাধাবারও চেষ্টা করে। অগত্যা নাচার হ'য়েই, আমাকে তাকে বন্দী করতে হয়।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিকই করেছো। কিন্তু তারপর?'

'তারপর থেকে ঐ ক্যাবিনেই আছে। আর ওকে বেরুতে দেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে ওকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে-আসার ব্যবস্থা করো।'

আয়ারটন যখন এসেছে, সঙ্গে পাহারা, তখন তার পা একবারও কাঁপেনি। মুখটা শুকনো, গম্ভীর, কিন্তু তাতে একটা তেরিয়া জেদেরও ভাব। গ্লেনারভনের সামনে এসে সে বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেছে জেরার প্রতীক্ষায়।

'আবার তাহ'লে আমাদের দেখা হ'লো, আয়ারটন,' কোনো ভনিতা না-ক'রে সোজাসুজি বলেছেন গ্লেনারভন। 'অবশ্য দেখা হ'লো সেই জাহাজেই যেটা তুমি জেলপালানো দস্যুদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে।'

আয়ারটনের মুখচোখ গোঁয়ারের মতো। সে কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনও নাছোড়। 'কী? জবাব দাও, আয়ারটন। বলো, তোমার কী বলার আছে। আমি তোমার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি চাই।'

আয়ারটনের চোখদুটো একবার জ্ব'লে উঠেই পরক্ষণেই নিভে গিয়েছে। ঠাণ্ডাগলায় বলেছে, 'আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। আমাকে নিয়ে আপনারা যা প্রাণে চায় করতে পারেন।'

'এ-কথা বললে তো চলবে না, আয়ারটন। আমি সোজাসুজি কয়েকটা প্রশ্ন করবো তোমাকে, এবং এও চাইবো যে তুমিও সোজাসুজি সে-সব কথার জবাব দেবে। আমার প্রথম প্রশ্ন হ'লো : তুমি কি কোনোকালে সত্যি-সত্যি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে?'

প্রশ্নটা যেন আয়ারটনের কানেই ঢোকেনি। সে বিকারহীন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনের ধৈর্যের বাঁধ বোধহয় ভেঙেই যেতে চেয়েছে। '*ব্রিটানিয়া* জাহাজ থেকে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলে কীভাবে? এবং কেন?'

আয়ারটন দাঁড়িয়ে থেকেছে নিরুত্তর।

'আয়ারটন, আমি তোমার ভালোর জন্যেই জিগেস করছি। আমি এই প্রশ্নগুলোর জবাব চাই।'

এবার আয়ারটন সোজাসুজি তাকিয়েছে গ্লেনারভনের চোখে। 'আমার কিছুই বলার নেই। আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে, তবে সেটা প্রমাণ করবার দায় আপনার—আমার নয়।'

'*প্রমাণ*? প্রমাণ করাটা কি খুব কঠিন হবে?'

'কঠিন নয়!' এবার টিটকিরি দিয়েছে আয়ারটন। 'আপনি তালেবর লোক,

লর্ডসাহেব, তাই তড়িঘড়ি সব ঠিক ক'রে ফেলছেন। কিন্তু কোনো আদালতের সবচেয়ে কড়া হাকিমও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কাপ্তেন গ্রান্ট যখন নেই তখন কে এসে বলবে যে আমি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম কেন? এবং আমিই যে বেন জয়েস, তা-ই বা কে বলবে? পুলিশ তো আমায় কখনও পাকড়াতে পারেনি। আমার যারা সাগরেদ ছিলো, তারাও তো সবাই পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়েছে। আমি যে সত্যি-সত্যি কোনো অপরাধ করেছি, সেটা প্রমাণ করবে কে? আমি যে জেলপালানো দস্যুদের হাতে এ-জাহাজটা তুলে দিতে চেয়েছিলাম, তা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে? কেউ পারবে না। আপনি শুধু কতগুলো সন্দেহের কথা তুলেছেন—কিন্তু শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারু কখনও সাজা হয় না। যতক্ষণ-না সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ জোগাড় করতে পারছেন ততক্ষণ আমি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার আয়ারটন ছাড়া আর-কেউ নই।'

গ্লেনারভন এতক্ষণ তার কথায় কোনো বাধা দেননি। এবার সে থামতেই বলেছেন, 'আমি তোমায় বিচার করতে বসিনি, আয়ারটন—তোমাকে সাজা দেবার কোনো বাসনাও আমার নেই। আমি এও জানতে চাচ্ছি না তুমি নিজের অপরাধের জন্য কতরকম ওজর বা কৈফিয়ৎ খাড়া করো। অন্তত এটুকু বলো, কোথায় গেলে তাঁকে খুঁজে পাবো।'

আয়ারটনের মুখে কোনো বিকার নেই। সে ঘাড় গুঁজে চুপ ক'রে থেকেছে।

'*ব্রিটানিয়া* ঠিক কোন্‌খানে ডুবে গিয়েছিলো, সেটা বলতে নিশ্চয়ই তোমার কোনো আপত্তি নেই?'

'আছে।'

এবার গ্লেনারভন কী-যে করবেন, ভেবেই পাননি। একটু চুপ ক'রে থেকে শেষটায় বলেছেন, 'আয়ারটন, অন্তত এই ছেলেমেয়ে দুটির মুখ চেয়ে বলো কাপ্তেন গ্রান্ট এখন কোথায় আছেন?'

এই-প্রথম আয়ারটনের মুখটা কেমন কোমল হ'য়ে এলো, একটু যেন দোটানায় পড়েছে সে। যেন ভেবেই পাচ্ছে না কী বলবে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের দুর্বলতা। পরক্ষণেই রুক্ষস্বরে ব'লে উঠেছে। 'উঁহু, আমি এ-বিষয়ে কিছুই বলবো না। কী করবেন? আমাকে ফাঁসি দেবেন!'

'ফাঁসি দেবো?' এবার গ্লেনারভনও আর রাগ সামলাতে পারেননি। 'না, আয়ারটন, না। আমি জজসাহেবও নই, জল্লাদও নই। কোনো জজ থেকে জল্লাদ হ'তে চাই না আমি। প্রথমে যে-বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবো, সেখানেই নৌ কর্তৃপক্ষের হাতে তোমাকে তুলে দেবো। তোমাকে নিয়ে নৌ কর্তৃপক্ষ কী করবে, সে তাদের ভাবনা।'

'আমিও তো তা-ই চাইছি।' ব'লেই আয়ারটন ফিরে গিয়েছে নিজের ক্যাবিনে—সঙ্গে গেছে জাহাজের দুজন মাল্লা, তার সর্বক্ষণের পাহারা।

আয়ারটন ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তাকে কিছুতেই টলানো গেলো না।

কিন্তু এখন তাহ'লে তাঁরা কী করবেন? *ব্রিটানিয়ার* কোনো হদিশই আজ অব্দি পাওয়া যায়নি। বোতলে-পাওয়া সেই চিরকুটগুলো জুড়ে দিয়েও আজও তার কোনো অর্থোদ্ধার করা যায়নি। ৩৭° দেশান্তরে আর তো কোনো ডাঙা নেই। তাহ'লে কি ইওরোপেই ফিরে যাবে *ডানকান?*

অগত্যা। জাহাজে যা কয়লা আছে, তাতে বড়োজোর দিন-পনেরো চলবে। কাজেই *ডানকান* তালকাউয়ানো উপসাগরে ফিরে গিয়ে কয়লা ও অন্যান্য রসদ নিয়ে কেপ হর্ন ঘুরে ফের অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশেই।

সেই মর্মেই নির্দেশ দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন, এবং আধঘন্টা বাদেই জাহাজের মুখ ঘুরেছে সেই পথে। তার খানিক বাদে পেছনে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে নিউ-জিল্যাণ্ডের তটরেখা।

জাহাজ চলেছে, যেহেতু সে কলের জাহাজ, বয়লার জ্বলছে, সারেঙ দিক ঠিক ক'রে দিচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলো?

অভিযান শুরু যখন শুরু হয়েছিলো তখন কী উৎসাহ ছিলো সবাইকার, কতটা আশা, কতটা উদ্দীপনা। এখন কে যেন নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছে সব। কি-রকম হতাশ, ব্যর্থ, নিষ্ফল লাগছে সবাইকার, কী-ভীষণ মনখারাপ। কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হদিশ যে জানে, সে ঐ আয়ারটন। কিন্তু সে তার মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে আছে। কানে গুঁজেছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো। লর্ড গ্লেনারভনের কোনো ক্ষমতাই নেই যে তার মুখ থেকে টু-শব্দটি বার করবেন।

মেরি আর রবার্টের দিকে এখন আর তাকানোই যাচ্ছে না। যে-রবার্ট সারাক্ষণ টগবগ ক'রে ফুটতো, পথের এত বিপদেও যার মুখ থেকে কখনও হাসিটি মিলিয়ে যায়নি, সে পর্যন্ত কেমন যেন বিধ্বস্ত, মনমরা, হতাশ। ত্রোনিদো একদিন তাকে বলেছিলো, '*এখন তুমি আর ছোট্টটি নও, রবার্ট, এখন তুমি বড়ো হ'য়ে গেছো*'; সেই ত্রোনিদোই এখন তাকে দেখতে পেলে ভাঙাগলায় হয়তো ব'লে উঠতো, 'তুমি তো বড়ো হওনি, রবার্ট, তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছো!' আর মেরি ? সে গিয়ে সটান ঢুকেছে তার ক্যাবিনে, গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে।

এ-সব দেখে লেডি হেলেনা আর থাকতে পারেননি। তিনি কি কিছু করতে পারেন না? তিনি কি বোঝাতে পারবেন না আয়ারটনকে? তিনি কি একবার শেষচেষ্টা ক'রে দেখবেন না ? গ্লেনারভনকে ব'লে-ব'লে শেষটায় রাজি করিয়েছেন হেলেনা, তিনি নিজে আয়ারটনের ক্যাবিনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন, সঙ্গে থাকবে শুধু মেরি, আর-কেউ নয়। অন্য-কারু সামনে হয়তো আয়ারটন কোনো কথা বলবে না। যদি শুধু তাঁদের কাছেই মুখ খোলে...

পাঁচই মার্চ আয়ারটনের ক্যাবিনেই মেরিকে নিয়ে গিয়েছেন লেডি হেলেনা।

একঘণ্টারও ওপর কত কাকুতিনিনতি, কত সাধ্য-সাধনা করেছেন তাকে, কত বুঝিয়েছেন—কিন্তু আয়ারটনের বোধহয় বুক নেই, হৃদয় যেখানে থাকে সেখানে বোধহয় আছে শুধু পাষাণ—সে একফোঁটাও টলেনি।

লেডি হেলেনার কিন্তু জেদ চেপে গিয়েছিলো। ফিরেই তো চলেছেন—কিন্তু ফিরে যাবার আগে কোনোমতে যদি আয়ারটনের মুখ থেকে একটা কথা খসানো যায়—! পরদিন তিনি আবার গেলেন আয়ারটনের ক্যাবিনে, এবার একেবারে একা, মেরিকেও নিয়ে যাননি। মেরি বেচারি আয়ারটনের নির্বিকার নির্লিপ্তভাব সইতে পারেনি, সে বরং আরো ভেঙে পড়েছে। তারপর দু-ঘণ্টা লেডি হেলেনা মুখোমুখি ব'সে থেকেছেন আয়ারটনের, তাকে বুঝিয়েছেন, একবারও মেজাজ খারাপ করেননি, তর্ক করেননি, হুমকি দেননি, শুধু অনুনয়-বিনয়।

আর বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন অন্যরা। কী-রকম হাত কামড়াতে ইচ্ছে করেছে সকলের, এমন অসহায় আর অক্ষম লাগছিলো।

দু-ঘণ্টা পরে লেডি হেলেনা বেরিয়ে আসতেই অধীরস্বরে গ্লেনারভন শুধিয়েছেন : 'কী ? মুখ খুলেছে ?'

'না। তবে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করতে চাচ্ছে।'

'তাহ'লে কি একটু টলেছে ওর মন?'

'বোধহয়।'

'তুমি কি ওকে কোনো কথা দিয়ে এসেছো? কোনো প্রতিশ্রুতি ?'

'আমি তোমার হ'য়ে ওকে কথা দিয়েছি যে ওর শাস্তিটা যাতে লঘু হয় সেজন্যে তুমি তোমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা-ই করবে।'

'বেশ। তাহ'লে আমি এক্ষুনি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

আয়ারটন যখন গ্লেনারভনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তার মুখচোখে তেমন কোনো বদল দেখা যায়নি যা থেকে মনে হ'তে পারে অকস্মাৎ তার কোনো হার্দ্য পরিবর্তন হয়েছে।

'এবার তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলবে তো, আয়ারটন ?'

আয়ারটন ঘাড় হেলিয়ে তার সম্মতি জানিয়েছে। তারপর বলেছে :

'তবে আমি যখন কথা বলবো তখন এখানে যদি মঁসিয় পাগ্যয়ল আর মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স উপস্থিত থাকেন, তাহ'লে ভালো হয়।'

'কার ভালো হয় ?'

'আমার।' খুব শান্তস্বরে আয়ারটন বলেছে।

তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করেছেন গ্লেনারভন। তারপর ডেকে পাঠিয়েছেন পাগ্যয়ল আর ম্যাক্‌ন্যাব্‌সকে।

তাঁরা এসে হাজির হ'তেই গ্লেনারভন বলেছেন : 'এবাব বলো।'

আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বলেছে : 'দুই পক্ষের মধ্যে যখন কোনো রফা হয়, তখন সাক্ষী থাকলে ভালো হয় ব'লেই আমি মেজর ম্যাকন্যাব্স আর মঁসিয় পাএ্রয়লকে এখানে থাকতে বলেছি। কেননা আমি এখন আপনার সঙ্গে একটা রফানিষ্পত্তিতে আসতে চাই।'

'রফানিষ্পত্তি? কী-ধরনের রফা?'

'আপনি চান এমন-কিছু খবর যা শুধু আমিই জোগাতে পারি। আর আমি চাই এমন-কিছু সুবিধে যা শুধু আপনিই আমাকে দিতে পারবেন।'

'হ্যাঁ,' মঁসিয় পাএ্রয়ল এই ভনিতায় একটু অধীর হ'য়ে উঠেছেন, 'কিন্তু, কী এমন খবর তুমি আমাদের দিতে পারো, যা আর-কেউই জোগাতে পারবে না?'

'উঁহু,' গ্লেনারভন তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন, 'আমি জানতে চাই কী এমন সুবিধে আমি তোমাকে দিতে পারি, যার জন্যে তুমি এমন দরাদরি করছো?'

'আপনি তো আমাকে ইংরেজ গবর্নরের হাতে তুলে দিতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে চান না?'

এ একটা বিষম সংকটের মধ্যে পড়েছেন গ্লেনারভন। উত্তরে তিনি কী বলবেন তার ওপরই নির্ভর করছে কাপ্তেন গ্রান্টের ভাগ্য—তাছাড়া মেরি আর রবার্টের কথাও তাঁকে ভাবতে হবে। অথচ আয়ারটন যে-ভয়ানক অপরাধ করেছে. তার যদি কোনো সাজা না-হয়, তাহ'লে তো ন্যায়নীতি ব'লে কিছুই থাকবে না। শেষটায় কঠিনসুরে তিনি বললেন, 'না, আয়ারটন। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। কেউ যদি কেউ ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।'

'কিন্তু আমি তো তা চাইছি না?'

'তবে তুমি কী চাচ্ছো?'

'আমি কখনও এ-কথা বলিনি যে আমাকে আপনারা এমনি-এমনি ছেড়ে দিন। আমি ফাঁসির দড়িও চাইছি না—অথবা বেকসুর খালাশ পেতেও চাইছি না—চাইছি এরই মাঝামাঝি কিছু-একটা।'

'সেটা কী?'

'আমাকে বরং প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো নির্জন দ্বীপেই ছেড়ে দিন আপনারা, সঙ্গে দিন সামান্য-কিছু খাবার-দাবার। কষ্টেসৃষ্টেই না-হয় দিন কাটাবো সেখানে—আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।'

ঠিক এমন-কোনো প্রস্তাব যে আসতে পারে, গ্লেনারভন সেটা প্রত্যাশাই করেননি। কী-রকম অপ্রস্তুত চোখে ম্যাকন্যাব্স আর পাএ্রয়লের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছেন

তিনি। দুজনের কারু কাছ থেকেই কোনো সাড়া আসেনি। যা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেটা নিতে হবে স্বয়ং গ্লেনারভনকেই। সারা সেলুনঘরটা হঠাৎ কী-রকম যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। শুধু জানলা দিয়ে একটানা ভেসে আসছে জলের ছলছল আর এনজিনের গুঞ্জন। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে শেষটায় গ্লেনারভন বলেছেন, 'তোমার কথা যদি রাখি, তবে তুমি যা জানো সব বলবে তো, আয়ারটন?'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্র্যান্ট আর *ব্রিটানিয়া* সম্বন্ধে যা জানি, সব খুলে বলবো। কোনো কথাই বাদ দেবো না।'

'সব বলবে? *সত্যি?*'

'সত্যি। আমি হলফ ক'রে বলছি—'

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে একটু অসহিষ্ণুস্বরেই গ্লেনারভন ব'লে উঠেছেন, 'কিন্তু তুমি যে সত্যিকথা বলছো, তা আমরা বুঝবো কী ক'রে? তুমি যে আগের মতোই সব বানিয়ে-বানিয়ে বলবে না, তা আমরা যাচাই ক'রে নেবো কী ক'রে?'

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। আমি বদমায়েশ, বিশ্বাসঘাতক, মহাপাতক—তবুও আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে। এছাড়া তো আর-কোনো চাড়া নেই।'

'বেশ। আমরা তাহ'লে ধ'রেই নেবো যে তুমি যা বলছো, তার কিছুই মিথ্যে নয়।'

'যদি পরে দ্যাখেন, আমি আবার আপনাদের সঙ্গে ফেরেব্বাজি করেছি, তাহ'লে তো অনায়াসেই কঠোর-সাজা দিতে পারবেন—'

'কীভাবে?'

'যে-জনমানবহীন দ্বীপটায় আমাকে নামিয়ে দেবেন, সেখান থেকেই ফের আমায় পাকড়ে আনতে পারবেন।'

এ-কথার পর অবশ্য আয়ারটনকে আর অবিশ্বাস করার কোনো কথাই ওঠে না।

আয়ারটন বলেছে, 'আপনাদের আমি গোড়াতেই ব'লে দিতে চাই—আমার কাছ থেকে আপনারা বেশি-কিছু প্রত্যাশা করবেন না। কাপ্তেন গ্রান্ট সম্বন্ধে খুব-বেশি কথা আমি জানি না।'

'সে-কী? তাহ'লে—'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই আমার খবর। কিন্তু তা থেকে *ব্রিটানিয়া* জাহাজ যে কোথায় ডুবেছে, সে-কথা আপনারা জানতেই পারবেন না—'

ঘরটার মধ্যে যেন বিনামেঘেবজ্রাঘাত হয়েছে। এই কথাবর্তার সূচনায় সবাই ভেবেছিলেন, এতদিনে বুঝি শেষটায় কাপ্তেন গ্রান্টের ঠিকানা মিললো। আর এখন কি না আয়ারটন নিজেই বলছে যে সে যা বলবে তা থেকে কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না।

আয়ারটন ফের বলেছে, 'আমি আপনাদের আগেই বলেছি, মি-লর্ড, এই রফায় যদি কারু কোনো সুবিধে হয়, সে আমার। আপনাদের কোনো লাভই হবে না।'

'ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাবটাই মেনে নিচ্ছি,' বলেছেন গ্লেনারভন। 'কিন্তু মনে রেখো, প্রশান্ত মহাসাগরের যে-দ্বীপটায় তোমাকে নামিয়ে দেবো, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য হবে—'

'আমি তো তা-ই বলেছি, মি-লর্ড। কোনো নিরিবিলি দ্বীপে আমি পুরোপুরি-একা আমার নিজের মুখোমুখি হ'তে চাই।'

ভারি-অদ্ভুত একটা কথা বলছে আয়ারটন। *নিজের মুখোমুখি হবে। একা-একাই।* অথচ তার মুখে অনুশোচনার কোনো চিহ্নই নেই। সম্পূর্ণ বিকারহীন একটা মুখ। মনে হচ্ছে—সে যে সব কথা খুলে বলতে রাজি হয়েছে, তা যেন নিজের কথা ভেবে নয় —অন্য-কারু কথা ভেবেই।

গ্লেনারভন এবার শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে। 'আচ্ছা, আগে তুমি তোমার পরিচয় দাও। সত্যি ক'রে বলো, তুমি কে।'

'আমার নাম টম আয়ারটন। আর এ-কথাটাও মিথ্যে নয় যে আমি *ব্রিটানিয়ার* কোয়ার্টারমাস্টার ছিলাম। কিন্তু গোড়া থেকেই কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে তুচ্ছ-সব কারণে খটাখটি লাগছিলো। শেষটায় আমি অন্য মাঝিমাল্লাদের খেপিয়ে দিয়ে *ব্রিটানিয়া* দখল ক'রে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভালো ক'রে ঘোঁট পাকাবার আগেই কাপ্তেন গ্রান্ট আমায় অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চ'লে যান।'

'অস্ট্রেলিয়ায় ?' এবারে চমকে উঠেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স। 'তার মানে *ব্রিটানিয়া* যখন কাইয়াওতে পৌঁছোয়, তখন তুমি জাহাজে ছিলে না?'

'না। কাইয়াওতে যাবার আগেই আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। প্যাডি ও'মুরের খামারবাড়িতে যে কাইয়াওর নাম বলেছিলাম, সে শুধু আপনাদের মুখে পুরোকাহিনটা শোনবার পরই।'

'হুঁ।' জিগেস করেছেন গ্লেনারভন, 'কিন্তু তারপর কী হ'লো?'

'অস্ট্রেলিয়ায় আমার সঙ্গে একদল জেলপালানো কয়েদির সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। ক-দিনের মধ্যেই আমি তাদের পাণ্ডা হ'য়ে উঠি, আড়াই বছর ধ'রে অবাধে খুনজখম লুঠতরাজ চালিয়ে যাই। সেখানে বেন জয়েস নামেই পুলিশ আমাকে চিনতো—আমার সত্যিকার পরিচয় কারু জানা ছিলো না। আমাকে আগে যারা চিনতো, তারা সবাই *ব্রিটানিয়ার* সঙ্গেই অথই পাথারে ভেসে গিয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ যখন বেন জয়েসের নামে হুলিয়া বার ক'রে দিলে, আর অনবরত পুলিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হ'তে লাগলো, তখন আমি ভেবেছিলাম—ধুর-ছাই, ডাঙায় আর নয়। আর তাই ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফের আয়ারটন সেজে প্যাডি ও'মুরের খামারে গিয়ে চাকরি নিয়েছিলাম।

শুধু-যে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো তা নয়। প্যাডি ও'মুরের খামারটা সমুদ্রের একেবারে গা ঘেঁসে ব'লেই অনবরত জাহাজ এসে ভেড়ে সেখানে। মৎলব ছিলো, সুযোগ পেলেই কোনো-একটা জাহাজে দখল ক'রে বসবো। তারপর আর আমায় পায় কে? পুরো সমুদ্দুরটাই আমার দখলে চ'লে আসবে। অনবরত আর পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে না। আমিই যে বেন জয়েস, প্যাডি ও'মুর সেটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। আমার কাজে সে মোটামুটি খুশিই ছিলো। হঠাৎ এমন সময় দু-মাস বাদে একদিন এসে হাজির *ডানকান* । আপনাদের মুখেই খাবারটেবিলে ব'সে-ব'সে জানতে পেলাম যে কাইয়াও যাবার পথে হঠাৎ একদিন *ব্রিটানিয়া* নিখোঁজ হ'য়ে গেছে—বোতলে-পাওয়া একটা চিরকুট প'ড়ে শুধু এটুকুই জানা গেছে সে নাকি সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তরের কোথাও। অমনি মনে-মনে ফন্দি এঁটে ফেললাম, এটাই সুযোগ, এই *ডানকানকেই* দখল ক'রে নিতে হবে। নৌবাহিনীর সেরা জাহাজটাকেও টেক্কা দিতে পারে *ডানকান*—যদি কোনো জাহাজ নিয়ে সমুদ্রকে শাসন ক'রে বেড়াতে হয় তবে তো এমন-কোনো জাহাজই চাই। কিন্তু *ডানকানকে* ছোটোখাটো ভাঙচুর মেরামত করতে হবে শুনে তখন আর তাকে বাধা দিইনি, মেলবোর্নে যেতে দিয়েছি। আপনাদের গাইড সেজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে। *ডানকানের* হদিশ পেয়েই আমি আর আমার দলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছিলো, কখনও আমাদের আগে-আগে গেছে, কখনও গেছে পেছন-পেছন। তারাই মিছেমিছি ট্রেন উলটে দিয়ে, ক্যামডেন ব্রিজের কাছে লুঠতরাজ চালায়—তখন ঠিক এভাবে নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ওদের উচিত হয়নি। সেটাই আমাদের চালে সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিলো। আমি অনেক-বড়ো স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম অত-বড়ো সমুদ্র ছাড়া আর-কিছুতেই আমি আঁটিবো না। পথ দেখিয়ে আপনাদের নিয়ে এসেছিলাম স্নোয়ি নদী অব্দি, পথে একটা-একটা ক'রে মেরেছি ঘোড়া আর বলদগুলোকে, যাতে আপনারা মেলবোর্ন অব্দি পুরো রাস্তাটা একসঙ্গে যেতে না-পারেন। শেষটায় একদিন কাদার মধ্যে গাড়িটাকে ডাবিয়ে দিয়েছি আমিই। মঁসিয় পাএয়ল যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে চিঠিটায় নিউ-জিল্যাণ্ড কথাটা না-লিখতেন অ্যাদ্দিনে আমিই তবে *ডানকানের* মালিক হ'য়ে বসতাম। এছাড়া আর-কিছুই আমার বলার নেই, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায় আছেন আমি জানি না। কিন্তু আপনারা তো আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন—আমারই সুবিধে হবে জেনেও আপনারা আমায় কোনো-একটা নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।'

আয়ারটনের পুরো কাহনটা শেষ হবার পরেও বেশ-কয়েক মিনিট কারু মুখে কোনো কথা নেই। বাইরে জলের উচ্ছল রোল আর এনজিনের গুঞ্জন। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। এটুকু অন্তত তিনজনেই বুঝতে পেরেছেন, আয়ারটন নরাধম হ'তে পারে, কিন্তু এবার সে একটাও মিথ্যেকথা বলেনি। তার সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে মঁসিয় পাএয়লের

অন্যমনস্কতায়। কারু-কোনো অন্যমনস্কতাও যে অনেক সময় মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, এটা বোধহয় তারই অনন্য নজির। আবার কৌতুক এটাই যে পাঞ্চয়লের অন্যমনস্কতায় নরাধম আয়ারটনের মুঠোর মধ্যে এসেও হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে *ডানকান*।

'কবে তোমাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দেয়া হযেছিলো?' জিগেস করেছেন মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস। '১৮৬২ সালের আটই এপ্রিল?'

'হ্যাঁ।'

'কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায় যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন?'

'ঠিক জানি না।'

'যতটুকু জানো, বলো।'

'নিউ-জিল্যাণ্ড যেতে চেয়েছিলেন। কাইয়াও থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই ঐদিকেই গিয়েছিলেন। চিরকুটের তারিখের সঙ্গে কিন্তু *ব্রিটানিয়ার* ডুবে-যাবার তারিখটাও মিলে যাচ্ছে।'

এবার পাঞ্চয়লও সায় দিয়েছেন। 'তা ঠিক।'

কিন্তু গ্লেনারভন সে-কথা শুনতেই চাননি। 'কিন্তু নিউ-জিল্যাণ্ডের কোনো নামগন্ধই তো নেই চিরকুটগুলোয়।'

'এ-বিষয়ে আমার ঠিক কিছুই জানা নেই,' বলেছে আয়ারটন। 'নিউ-জিল্যাণ্ড যাবার কথা আলোচনা হয়েছিলো অবশ্য *ব্রিটানিয়ায়*।'

গ্লেনারভন বলেছেন, 'যাক-গে। তুমি তোমার কথা রেখেছো যখন, তখন আমিও আমার কথা রাখবো। জবানের কোনো নড়চড় হবে না। ঠিক কোন দ্বীপে যে তোমায় নামিয়ে দেয়া যায়, এবার সেটাই ঠিক করা যাক।'

'আমার কোনো পছন্দ নেই। যেখানে হয় নামিয়ে দিলেই হবে।'

'বেশ, তাহ'লে এখন তোমার ক্যাবিনে ফিরে যাও।'

পাহারারা আয়ারটনকে তার ক্যাবিনে নিয়ে গেছে তারপর।

সে চ'লে যেতেই বেশ-খানিকটা আপশোশ ক'রেই বলেছেন গ্লেনারভন : 'আয়ারটনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। লোকটা কু-পথে না-গেলে অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো! ওর মাথা আছে, সাহস আছে, নিজের ক্ষমতার ওপর অপরিসীম বিশ্বাস আছে। কিন্তু আয়ারটনের কথা এখন থাক। এটা বোধহয় ধ'রেই নেয়াই যেতে পারে যে কাপ্তেন গ্রান্টের আশা এবার আমাদের ছাড়তে হবে। কেউ জানে না তিনি কোথায়। শেষ ভরসা ছিলো আয়ারটন—এখন তো সেটাও গেলো।

'কেউ জানে না মানে?' হঠাৎ পাঞ্চয়ল উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠেছেন। 'আমি জানি। আমি—জাক পাঞ্চয়ল।'

গত ক-দিন ধরেই মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন পাওয়ল। আর হঠাৎ এমন বোমা ফাটালেন সেই-তিনিই।

'*আপনি জানেন?*'

'আলবৎ।'

'কীভাবে জানলেন?'

'ঐ চিরকুটগুলো প'ড়েই।'

'ধেত্তেরি,' যাও-বা আশা হয়েছিলো, তাও চুপসে গেলো। মেজর ম্যাক্‌ন্যাব্‌স আর-কখনও ঐ চিরকুট নিংড়ে কোনো অর্থ বার করবার কথা বিশ্বাসই করেন না।

এবার পাওয়ল প্রায় খেপেই উঠেছেন। 'কথাটা আগে শুনে নিন, ফুঃ ক'রে উড়িয়ে দেবেন পরে। অ্যাদ্দিন কিছু বলিনি কেউই আমার কথা বিশ্বাস করবে না ব'লে। কিন্তু এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। আয়ারটনও আমার কথায় সায় দিয়ে গেছে এইমাত্র। সেইজন্যেই আজ আমি সব কথা খুলে বলবো—'

'নিউ-জিল্যাণ্ড—'

কী-একটা বলতে চেয়েছেন গ্লেনারভন, কিন্তু পাওয়ল অধীরভাবে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন। 'কথাটা আগে শুনুন। স্নোয়ি নদীর তীরে বলদে-টানা গাড়িটার মধ্যে ব'সে আপনার শ্রুতিলিখন শুনে-শুনে চিঠিটা লেখবার সময় ভুলটা আমার অকারণে হয়নি। আমার মাথায় তখন নিউ-জিল্যাণ্ড শব্দটাই ঘুরছিলো। NEW ZEALAND। *অস্ট্রেলিয়ান অ্যাণ্ড নিউ-জিল্যাণ্ড গেজেটটা* ভাঁজ-করা প'ড়ে ছিলো মেঝেয়—এমনভাবে যে শুধু ALAND হরফগুলোই দেখা যাচ্ছিলো। আর তা-ই দেখেই আমার মাথায় নিউ-জিল্যাণ্ড শব্দটা বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়েছিলো। মনে আছে নিশ্চয়ই—চিরকুটে aland কথাটাও ছিলো —কিন্তু আমরা তার অন্যরকম অর্থ করেছিলুম।'

'তখনই যদি কথাটা আপনার মাথায় খেলে গিয়ে থাকে, তবে অ্যাদ্দিন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন কেন?' জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

'ফের মিথ্যে একটা আশা দিয়ে সবাইকে নাচিয়ে তুলতে চাইনি ব'লে। তাছাড়া চিরকুটে লেখা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর অনুযায়ী অকল্যাণ্ডের দিকেই তো যাচ্ছিলুম।'

'কিন্তু সে-রাস্তা থেকে এখন তো আমরা স'রে এলুম,' গ্লেনারভন প্রায় চেপেই ধরেছেন তাঁকে, 'যখন *ডানকানের* মুখ ঘোরানো হয়েছে ফিরতিপথে, তখনও কেন সে-কথা বলেননি?'

'ব'লে কোনো লাভ হ'তো না ব'লে। কাপ্তেন গ্রান্টের হদিশ আপনি পেতেন কোথায়?'

'তার মানে?'

'নিউ-জিল্যাণ্ডের উপকূলে জাহাজডুবির পর দু-বছর যে-মানুষের খোঁজ নেই, হয়

তিনি ডুবে মরেছেন, আর নয়তো মিশেল মঁতেইন-এর ক্যানিবালদের পেটেই গেছেন। এটা তো রাক্ষসমুলুক—না, কী?'

গ্লেনারভন এতক্ষণ দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে চুপচাপ ব'সে থেকেছেন। ম্যাকন্যাবসের মুখেও কোনো কথা নেই। একটুবাদে হাতের ফাঁক থেকে মুখ তুলে কী-রকম যেন জীর্ণগলায় গ্লেনারভন বলেছেন, 'মঁসিয় পাগ্রয়ল, আমায় যে-কথা বলেছেন —বলেছেন। খবরদার—এ-কথা আর-কাউকে বলবেন না। কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়েদের যা বলবার আমিই সময়সুযোগমতো ব'লে দেবো।'

পাঁচ

অন্যমনস্কতা, জিন্দাবাদ!
দীর্ঘজীবী হোক, ভুলোমনেরা!
দীর্ঘজীবী হোক, কিউয়িপাখি!

অথচ তবু কেমন ক'রে যেন সারা জাহাজেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছে।

আয়ারটন জানে না, কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায়। আর সেইজন্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র জনমানবহীন ছোটো দ্বীপের একটায় তাকে নামিয়ে দিয়ে *ডানকান* ইওরোপে ফিরে যাবে।

পাগ্রয়ল আর ম্যাঙ্গলস—দুজনেই মানচিত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছেন। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর বরাবর একটা জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ আছে, যেটা আমেরিকা থেকে ৩৬০০ মাইল আর নিউ-জিল্যাণ্ড থেকে ১৫০০ মাইল দূরে। দ্বীপটায় কোনো মানুষ থাকে না। হয়তো শুধু গাংচিলেরাই উড়তে-উড়তে ক্লান্ত হ'য়ে গেলে এই দ্বীপে নেমে অবসন্ন ডানা জিরিয়ে নেয়—কোনো জাহাজই সমুদ্রের সে-দিকটায় মাড়ায় না। একেবারেই বিজনবিভুঁই একখণ্ড মস্ত পাথর যেন একদিন সমুদ্র থেকে মাথা বার ক'রে আকাশ হাৎড়েছিলো।

আয়ারটন কিন্তু সেই দ্বীপটাতেই নামতে রাজি হয়েছে। দ্বীপটায় কেউ কখনও যায় না বটে, তবু তার একটা বাহারে নাম আছে : *মারিয়া তেরেসা*। *ডানকান* এখন সেই দ্বীপটা লক্ষ্য ক'রেই চলেছে।

দু-দিন দু-রাত একটানা যাবার পর পর একদিন শেষবিকেলের আলোয় দূরে দেখা

গেলো *মারিয়া তেরেসাকে*। প্রায় তিরিশ মাইল দূর থেকে দেখা গেলো, দ্বীপটার ওপর সরু সুতোর মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে শূন্যে উঠে গেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আশ্চর্য। দ্বীপটা কি তবে কোনো আগ্নেয়গিরি? প্রশান্ত মহাসাগরের এমন কত দ্বীপ আছে, যা একদিন জলের ওপর মাথা তুলেছিলো কোনো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, তারপর একদিন আবার আগুনের উদিগরণেই ফের সমুদ্রের তলায় ডুবে গিয়েছে। এ কী তাহ'লে সেইরকমই কোনো আগ্নেয় দ্বীপ? দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো কয়েকটা পাহাড়ের চুড়োও।

তখন বিকেল পাঁচটা। পাএয়ল তাঁর টেলিস্কোপে চোখ রেখে দ্বীপটাকে দেখছিলেন। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স শুধোলেন : 'কী মনে হচ্ছে? কোনো আগ্নেয়গিরি?'

'কী জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কোনো ভৌগোলিকের বিবরণেই তো মারিয়া তেরেসার কোনো উল্লেখ নেই। তবে হয়তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছিলো—ফলে এ যদি আগ্নেয়গিরি হয়ও, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।'

'কিন্তু,' গ্লেনারভন একটু শঙ্কিত স্বরেই বললেন, 'অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যদি দ্বীপটা গজিয়ে থাকে, তবে তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের তলায় ফের তলিয়ে যেতে পারে।'

'তা নাও হ'তে পারে। মারিয়া তেরেসা দ্বীপ অন্তত কয়েকশো বছরের পুরোনো।'

গ্লেনারভন জিগেস করলেন, 'জন, রাত্তিরেই দ্বীপে নামা যাবে তো?'

'নামা হয়তো যাবে—তবে নামা কিন্তু ঠিক হবে না। যদি কোথাও কোনো চোরা-পাহাড় থেকে থাকে, তাহ'লে *ডানকান* বিপদে পড়বে।'

রাত তখন আটটা, মারিয়া তেরেসা দ্বীপের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এসেই *কাপ্তেন* তার এনজিন বন্ধ ক'রে দিলেও আস্তে-আস্তে তারই দিকে ভেসে চলেছে *ডানকান*, শুধু পালের হাওয়ার ওপর নির্ভর ক'রেই। নটা নাগাদ দ্বীপ যখন আরো-কাছে এগিয়ে এলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা নিবাতনিষ্কম্প স্থির উজ্জ্বল আলো দেখা গেলো।

'এ আলো কি আগ্নেয়গিরিরই চিহ্ন না কি?' পাএয়ল একটু আঁৎকেই উঠলেন।

'কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতের কোনো আওয়াজ তো শুনছি না,' কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স একটু অবাক সুরেই বললেন।

'এ হয়তো এমন আগ্নেয়গিরি যে শুধু আগুনই ছড়ায়, কোনো আওয়াজ করে না। নিঃশব্দেই নিজের কাজ ক'রে যেতে ভালোবাসে।'

কিন্তু জাক পাএয়লের এই ব্যাখ্যানায় কোনো কান না-দিয়েই জন ম্যাঙ্গল্স চেঁচিয়ে উঠলেন : 'এ-কী। ঐ-যে আরেকটা আগুন দেখছি! ঐ দেখুন—তীরে—বালিয়াড়ির ওপর। দেখুন। দেখুন! এ-আলোটা যে নড়ছে!'

না, জন ম্যাঙ্গলসের দেখায় কোনো ভুল হয়নি। সত্যিই একটা আলো জ্বলছে বেলাভূমিতে। হাওয়ায় কখনও নিভু-নিভু হ'য়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ তেজে জ্ব'লে উঠছে।

'তার মানে,' গ্লেনারভন ব'লে উঠলেন, 'এ-দ্বীপে লোক থাকে। এ আলো প্রকৃতির দান নয়—মানুষেরই হাতে জ্বালানো!'

'তাহ'লে তো আয়ারটনকে এই দ্বীপে নামানো যাবে না!'

'না।' মেজর ম্যাক্‌ন্যাবস সায় দিয়ে বললেন, 'দ্বীপে যদি বন্য বর্বরেরা থেকে থাকে, তাহ'লে আয়ারটনের কপালে দুঃখ আছে। জেনে-শুনে এমন দ্বীপে আয়ারটনকে রেখে আসা যাবে না।'

রাত এগারোটার সময় কাপ্তেন শুদ্ধু সবাই যে যাঁর ক্যাবিনে চ'লে গেলেন। ভোর না-হওয়া অব্দি *ডানকান* তীরের কাছে এখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর দিনের আলোয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

কেউ যখন ডেকে নেই, এমন সময় ডেকে এসে দাঁড়ালে মেরি আর রবার্ট। আর সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের চোখে কোনো ঘুম নেই।

রেলিঙে ভর দিয়ে দুজনেই তাকিয়ে রইলো ফসফর-জ্বলা নীল জলের দিকে। কে জানে, তাদের দুজনের জন্যে ভবিষ্যৎ কী সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন তো অতীতও গেলো। কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খবরই আর পাওয়া যাবে না। তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন? *কোথায়?*

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ফিশফিশ ক'রে রবার্ট ব'লে উঠলো: 'মেরি! আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি। কখনও ছাড়বোও না। বাবাকে আমি খুব-ভালো ক'রে চিনি। সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন।'

মেরি তেমনি ফিশফিশ ক'রেই জিগেস করলে, 'কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কী বলেন? উনি কি এখনও কোনো আশা রাখেন?'

'নিশ্চয়ই। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আমাদের সত্যিকার বন্ধু—উনি আমাদের কিছুতেই হতাশার মুখে ঠেলে দেবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—উনি আমাকে জাহাজ চালাতে শেখাবেন। আমিও একদিন জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। বাবাকে খুঁজতে বেরুবো।'

'বাঃরে, তাহ'লে তো তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে।'

'তা হয়তো হবে—কিন্তু একলা তো থাকবি না। লেডি হেলেনা কিছুতেই তোকে কাছছাড়া করবেন না। তাছাড়া কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের ইচ্ছে যে—'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের ইচ্ছেটা যে কী, সেটা মেরিরও অজানা নেই। তবু রবার্টের মুখ থেকে কথাটা বেরুতেই তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠছিলো, ভাগ্যিশ এত-রাত ব'লে

ডেকে আলোছায়ার খেলা চলছিলো, রবার্ট নিশ্চয়ই তার মুখখানা দেখতে পায়নি। কিন্তু রবার্টের কথাটা যেমন অসমাপ্ত র'য়ে গেলো, মেরির লজ্জাবিজড়িত ভাবনাটাও তেমনি মাঝখানে কোন্-এক হ্যাঁচকা টানে যেন ছিঁড়ে গেলো।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে কার যেন অস্ফুট কাতর স্বর ভেসে এসেছে : 'বাঁচাও ! বাঁচাও !'

রবার্ট অমনি কথা ঘুরিয়ে বললে : 'মেরি, তুই কিছু শুনতে পেলি !'

রেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে পড়লো দুজনে। অন্ধকারের মধ্যে ভালো ক'রে কিছুই ঠাহর হয় না।

কিন্তু কোন-এক তীব্র আবেগে মেরির আরক্ত মুখটা হঠাৎ পাংশু হ'য়ে উঠলো। ধরাগলায় বললে, 'রবার্ট...রবার্ট...মনে হ'লো...না, না, তা কী ক'রে হবে... আমি বোধহয় ভুলই শুনেছি!'

সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে এলো আবার সেই আর্ত হাহাকার : 'বাঁচাও! বাঁচাও!' মনে হ'লো ঢেউয়ের ফসফরের মধ্য দিয়েই আবছা নীল আলোর মতো ভেসে এলো স্বরটা।

এবং এবার রবার্টের আর ভুল হ'লো না। আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। আকুলস্বরে ডেকে উঠলো : 'বাবা ! বাবা!' যেন অন্ধকারের মধ্যেই তার গলার স্বর বাবাকে খুঁজতে সিন্ধুহাওয়ায় উড়ে চ'লে গেলো।

মেরি আর সহ্য করতে পারেনি, ততক্ষণে সে তীব্র আবেগের চাপেই বুঝি মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যেতো—যদি-না শেষমুহূর্তে রবার্ট তাকে ধ'রে ফেলতো। রবার্ট যে কী ভেবেছিলো কে জানে। মেরির মূর্ছিত চেতনাহীন দেহটা জড়িয়ে ধ'রেই সে চেঁচিয়ে উঠলো : 'কে কোথায় আছো ! এক্ষুনি এসো। বাবা ডাকছেন ! এসো, বাঁচাও !—'

যে-সব মাল্লারা যে-যার কাজে তখনও ব্যস্ত ছিলো, তারা সবাই ছুটে এলো! চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে অন্যদের। তাঁরা সবাই যে যার ক্যাবিন থেকে ছুটে এসেছেন।

এই মাঝরাত্তিরে এ-কী ব্যাপার! কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ আর পাওয়া যাবে না জানবার পরে দুই ভাইবোনের কি মাথাই বিগড়ে গেছে নাকি! ঢেউয়ের দিকে আঙুল তুলে বুকভাঙা আর্তস্বরে রবার্ট শুধু একই কথা বলছে : 'বাবা ! বাবা ! ঐ-যে ঐখানে, অন্ধকারে...' মেরিকে সে তখন ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধ'রে আছে। 'কী ? শুনতে পাচ্ছেন না ? বাবা আছেন—সাহায্য চেয়ে ডাকছেন—ঐ-যে—শুনুন... *বাঁচাও ! বাঁচাও !* মেরিও শুনেছে, শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি—জ্ঞান হারিয়ে গেছে ওর... কিন্তু ঐ শুনুন...'

এ কী নিশির ডাক শুনেছে নাকি ? এখনও কি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে? ঠিক জানে, সে কী বলছে?

রবার্টের কাঁধে হাত রেখে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন : 'কী বলছো রবার্ট ? তুমি কাপ্তেন গ্রান্টের গলা শুনতে পেয়েছো?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...মেরিও শুনেছে। একজনের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুজনেরই একই ভুল হবে কী ক'রে? হঠাৎ গলাটা শুনতে পেয়েই তো মেরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—'

লেডি হেলেনা এসে ততক্ষণে মেরির দেহটা ধ'রে দাঁড়িয়েছেন।

ত্রোনিদো যতই বলুক না কেন, 'এখন তুমি বড়ো হ'য়ে গেছো, রবার্ট,' তবু তো রবার্ট সত্যি এখনও ছেলেমানুষই আছে ! কী শুনতে কী শুনেছে...আর ঠিক নিজের ইচ্ছাপূরণের মতো ক'রেই রাতের হাওয়ায় শুনে ফেলেছে বাবার গলা !

কিন্তু যতই ইচ্ছাপূরণের অলীক কল্পনা হোক না কেন, এর ভুলটা তো এখুনি, বেশি দেরি হ'য়ে যাবার আগেই ভাঙিয়ে দিতে হয় ! হাল ধ'রে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়েছিলো, তাকেই ডেকে গ্লেনারভন জিগেস করলেন: 'হকিন্স, মিস মেরি অজ্ঞান হ'য়ে যাবার সময় তুমি হালেই ছিলে তো ?'

'হ্যাঁ, মি-লর্ড।'

'কিছু শুনেছো ?'

'না, মি-লর্ড। জলের আর হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর-কিছুই শুনিনি। শুধু ওখানে দাঁড়িয়ে ওঁরা দুজনে কথা বলছিলেন !'

'না-না। আমি সত্যি শুনেছি। খুবই চাপা অস্ফুট স্বর—হকিন্স হয়তো খেয়াল করেনি, তাই শুনতে পায়নি—কিন্তু নৌকো নিয়ে একবার চলুন না দ্বীপটায়—ওখানে গিয়েই তো সন্দেহভঞ্জন করা যায়—'

পাগুয়েল হঠাৎ বেলিঙ ধ'রে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে বললেন। সকলেই উৎকর্ণ হ'য়ে আছেন, যদি কিছু কানে আসে। কিন্তু জলের একটানা ফিশাফিশ শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না— এমনকী হাওয়াও এখন ম'রে এসেছে— হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না এখন।

পাগুয়েল নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বললেন, 'অদ্ভুত ! সত্যিই, বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যাই চলে না। আবেগ আর অনুভূতির কোন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানুষ নিজের ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে কত-কী শুনতে পায় ! অদ্ভুত ! ভারি অদ্ভুত !'

লর্ড গ্লেনারভন নিজেই রবার্টকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে গেলেন তাঁর ক্যাবিনে। লেডি হেলেনা ততক্ষণে মেরিকে নিয়ে চ'লে গিয়েছেন। আজ রাতে তো আর কিছুই করার নেই, কাল দিনের আলোয় না-হয় দ্বীপে নেমে দেখা যাবে।

পরের দিন, আটই মার্চ, ভোর হবামাত্র রবার্ট আবার ডেকে এসে দাঁড়ালে। সারারাত সে একফোঁটাও ঘুমোয়নি। উদভ্রান্ত চোখমুখ। যেন বড়ো-একটা ঝড় ব'য়ে যাবার পর কোনো একটা গাছ আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

আস্তে-আস্তে অন্ধকার থেকে ফুটে উঠেছে দ্বীপটা—*ডানকান* মাত্র একমাইল দূরে নোঙর ফেলেছে।

অন্যরাও ততক্ষণে ডেকে এসে হাজির হয়েছেন। সবাই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখতে চাচ্ছে দ্বীপটাকে।

হঠাৎ আবার চীৎকার ক'রে উঠলো রবার্ট, গত রাত্তিরের মতোই। এবার সে কিন্তু শোনেনি, বরং দেখেছে যে দুজন লোক একটা পতাকা নাড়তে-নাড়তে বেলাভূমির দিকে ছুটে আসছে!

দূরবিনে চোখ লাগিয়েই চীৎকার ক'রে উঠলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস—'এ-কী! এ-যে *ইউনিয়ন জ্যাক*, গ্রেটবিটেনের পতাকা!'

ততক্ষণে জাক পাএয়ল কেমন বিস্ফারিত চোখে, তাঁর টেলিস্কোপ থেকে নজর সরিয়ে কেমন-একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন রবার্টকে। শুধু বললেন: 'হ্যাঁ, এটা ইউনিয়ন জ্যাকই!'

এতই হকচকিয়ে গিয়েছেন সবাই যে পরের কয়েকটা মুহূর্ত কারু মুখেই কোনো কথা নেই! তারপরেই প্রচণ্ড আবেগে রবার্টের কম্পিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: 'মি-লর্ড! মি-লর্ড! এক্ষুনি যদি নৌকো না-নামান তো আমি কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁৎরেই চ'লে যাবো! দয়া করুন, মি-লর্ড! আমায় যেতে দিন!'

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্সের নির্দেশে ততক্ষণে একটা নৌকো নেমে পড়েছে জলে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে পর-পর নেমে এলেন লর্ড গ্লেনারভন, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স আর জাক পাএয়ল, তারপর মেরি আর রবার্ট। ছ-জন মাল্লা বসলো দাঁড় টানতে, আর কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স নিজে গিয়ে বসলেন হালে।

তীর থেকে যখন বিশ-পাঁচিশ হাত দূরে, তখনই উত্তেজিত স্বরে মেরি চেঁচিয়ে উঠলো: 'বাবা!'

বেলাভূমিতে দুই লম্বাচওড়া পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহী তৃতীয় একজন পুরুষ। আর মেরির গলা শুনেই সেই মানুষটি যেন সামনের দিকে তাকিয়ে হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চেয়ে লুটিয়ে প'ড়ে গেলেন বালির ওপর!

কাপ্তেন গ্রান্ট!

শুধু যে দুঃখেই বুক ফাটে তা নয়, আনন্দেও কখনও-কখনও বুক ফেটে যায়। কিন্তু একটু শুশ্রূষার পরেই কাপ্তেন গ্রান্ট আবার সাড় ফিরে পেয়েছেন। তারপরই তাঁকে আর তাঁর দুই সাথীকে নিয়ে *ডানকানে* ফিরে এলো নৌকো। আর নৌকোয় আসতে-আসতেই দু-চারকথায় ছাড়া-ছাড়া ভাবে কাপ্তেন গ্রান্ট শুনেছেন *ডানকানের* ইতিহাস। দুই ভাই-বোনই একসঙ্গে কথা কইতে যাচ্ছিলো, তারপর দুজনেই হঠাৎ-হঠাৎ একসঙ্গে থেমে যাচ্ছিলো, তারপর ফের আবার কাহনের খেই ধরেছিলো দুজনেই একসঙ্গে।

ডানকানে এসেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট প্রথমে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ক'রে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন, কিন্তু বার-বার ধন্যবাদ দিয়েও যেন অনুভূতির শান্তি নেই। এটা স্কটল্যাণ্ডেরই জাহাজ, তাঁরই দেশের জাহাজ। একবার নতজানু হ'য়ে ব'সে ঝুঁকে এমনকী *ডানকানেরই* ডেককে চুম্বন করলেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট—এই জাহাজ তো তাঁরই স্বদেশের সম্প্রসারিত ভূমি—সাতসাগর তেরোনদী পেরিয়ে এই মারিয়া তেরেসা দ্বীপের কাছেই যেন এসে পড়েছে।

আর একবারও চোখ ফেরাতে পারেননি ছেলেমেয়ের ওপর থেকে। মেরি শুধু বয়েসেই বাড়েনি, রূপ ফেটে পড়ছে তার সুগঠিত দেহবল্লরী থেকে। আর রবার্ট ? তার চেহারাটা কিশোরেরই, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন কত বড়োটি হ'য়ে গেছে। মাত্র দুটো বছরেই এত বদল হয় লোকের ?

তারপর যখন সকলের সঙ্গে এক-এক ক'রে পারিচিত হবার সময় জন ম্যাঙ্গলস—একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজের কাপ্তেন— কেমন যেন লাজুক-লাজুক ভঙ্গিতে গুটিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন আর মুখ টিপে-টিপে হাসছিলেন লেডি হেলেনা, তখন কাপ্তেন গ্রাণ্টের বুঝতে দেরি হয়নি এই তরুণ কাপ্তেনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের সম্পর্কটা কী দাঁড়িয়েছে। আর তক্ষুনি মেয়েকে ডেকে সকলের সামনেই তিনি জন আর মেরির হাত মিলিয়ে দিলেন—আর শুভকামনায় যেন ফেটে পড়লো আস্ত জাহাজটাই। আজ শুধু পুনর্মিলনেরই দিন নয়, নূতন জীবন শুরু করারও দিন।

এই উৎসবের আবহাওয়ার ভেতর মনখারাপের শুধু একটাই বিষয়। আয়ারটনকে এই দ্বীপেই নির্বাসন দিতে হবে। তার আগেই অবশ্য কাপ্তেন গ্রাণ্ট আবারও একবার নেমেছেন দ্বীপটায়, যে-দ্বীপটা দু-বছর তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে সবাইকে দেখিয়েছেন আস্তে দ্বীপটাই।

ছোট্ট দ্বীপ মারিয়া তেরেসা। দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল, প্রস্থে মোটে দু-মাইল। জাক পাঞ্জয়ল সত্যিই ধরেছিলেন—আসলে দ্বীপটা একটা মস্ত অগ্নিগিরির চূড়া কিন্তু আগ্নেয়গিরি এখন আর জাগ্রত নয়। কবেই যে সে ম'রে গিয়েছে তা কেউ জানে না। পলি জমেছে বোজানো জ্বালামুখে। গাছপালা গজিয়েছে, হয়তো কোনোদিন সমুদ্রপাখিরা ঠোঁটে ক'রে এনেছিলো কোনো উদ্ভিদের বীজ। একবার একদল তিমিশিকারি এখানে থেমেছিলো, তার ছেড়ে দিয়ে গেছে শুওর আর ছাগল—এতদিনে তারা শুধু বংশবৃদ্ধিই করেনি, এমনকী ছাগলগুলোও বন্য হ'য়ে গিয়েছে, শুওরগুলোর তো কথাই নেই। ছোট্ট একটা ঝর্না আছে, কী মিষ্টি তার জল ! আর বারোমাস জল থাকে সেখানে, শুধু বর্ষার জলের জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে থাকতে হয় না। দ্বীপের এ-দিকটাতেই ঝড় এসে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিলো *ব্রিটানিয়াকে*। শুধু এঁরা তিনজন ছাড়া সেই করাল তুফানের হাত থেকে আর-কেউ রেহাই পায়নি। দুই সাথীকে নিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট, আরো-একটা '*রবিনসনেড*'ই বুঝি, শুধু তাঁর দুজন সঙ্গী ছিলো প্রথম থেকেই—আর

কোনো ফ্রাইডেও একদিন এখানে এসে হাজির হয়নি। ভাঙাচোরা *ব্রিটানিয়ার* ধ্বংসাবশেষ থেকেই কাঠকুটো এনে কুঠি তৈরি করেন তাঁরা। ভারি কেম্বিসকাপড়ের পালে আলকাৎরা মাখিয়ে গোড়ায় ছাত বানান। পরে অবশ্য অন্য কাঠকুটো এনে সেটাকে শক্ত করা হয়। ভাঙা জাহাজে কিছু বীজও পেয়েছিলেন—তাই থেকে ছোট্ট আবাদও তৈরি হয়। দুটি বুনো ছাগলকে ধ'রে এনে পোষ মানিয়ে নেন। ব্রেডফ্রুট গাছ জোগায় —না, রুটি ঠিক নয়, তবে তারই মতো কিছু-একটা। আর এইভাবেই কেটে গিয়েছে আড়াই বছর। এই দ্বীপ কোনো জাহাজ যাবার পথে পড়ে না। সবচেয়ে কাছে আছে নিউ-জিল্যাণ্ড, সেও তো দেড়হাজার মাইল দূরে। তবু তাঁরা পালা ক'রে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে দেখতেন দূরে কোথাও কোনো জাহাজ দেখা যায় কি না। আড়াই বছরে মাত্র তিনটে জাহাজ দেখেছেন— কোনোটাই থামেনি—অনেক দূর দিয়ে চ'লে গিয়েছে।

কিন্তু গতকাল যখন দেখতে পেলেন চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ছেড়ে একটা জাহাজ এই দ্বীপের দিকেই আসছে, তখন সবাই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। জাহাজ থেকে লোক যাতে টের পায় দ্বীপে কেউ থাকে, সেইজন্যে পাহাড়ের চুড়োয় তাঁরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন গ্রাণ্ট তার পরেও কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। জাহাজ মাত্র মাইলখানেক দূরে এসে গেছে, অথচ তাঁদের জ্বালানো আগুন দেখেও কোনো সাড়া দিচ্ছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, সাঁৎরেই জাহাজে চ'লে যাবেন ব'লে। কিন্তু জাহাজ অব্দি যেতে পারেননি —মাঝপথেই যখন গেছেন, তখন দ্যাখেন জাহাজটা মুখ ঘুরিয়েছে। এতক্ষণ সাঁতার দিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, দম ফুরিয়ে যাচ্ছিলো, তবু শেষমুহূর্তে 'বাঁচাও ! বাঁচাও !' ব'লে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুই সঙ্গী কোনোমতে জল থেকে তাঁকে উদ্ধার ক'রে আনে। ঠিক করেছিলেন, পরদিন ভোরেই তীরে জলের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে পতাকা নেড়ে জাহাজের দৃষ্টিআকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন।

এতক্ষণ ধ'রে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতেই কাপ্তেন গ্রাণ্ট পুরো কাহনটা শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু শুনতে-শুনতে সারাক্ষণই উশখুশ করেছেন পাএয়ল। একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধ'রেই তাঁর মাথার মধ্যে কামড়াচ্ছিলো, এবার কাপ্তেন গ্রাণ্ট থামতেই আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না, ফস ক'রে জিগেস ক'রে বসলেন: 'আচ্ছা, চিরকুটগুলোয় কী লিখেছিলেন মনে আছে ? সেই যে-লেখাটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রত্যেকটা কথাই মনে আছে। তিন ভাষাতেই একই কথা লিখেছিলুম। শুনুন, আপনাকে আগে ফরাশি বয়ানটাই শোনাই,' ব'লে স্পষ্ট ক'রে প্রত্যেকটা কথা শুনিয়ে দিলেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট:

বিস্মিত পাঞ্চয়লের মুখ দিয়ে একটা উৎকট আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

কাপ্তেন গ্রাণ্ট একবারও না-থেমে বাকিটুকুও ব'লে দিলেন:

Le 27 Juné 1862, le trois-mats Britannia, de Glasgow s'est purdue a quinze cents lieuse de la patagonie, dans 9 hemisphere austral. portes a terre, deux matelots et le capitaine Grant ont atteint t'Ile Taber

Le Continuel Pe ment en Proie a une Cruelle indigence, ils ont jete le document Per 153° longitude et 37°11' latitude. Venez a leur Secours ou ils Sont perdus.

Tabor কথাটা শুনেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাঞ্চয়ল, এখন প্রায় ঝগড়া করার ভঙ্গিতেই বললেন—যেমন তিনি ব'লে থাকেন কোনো পণ্ডিতজনের আলোচনাসভায় —'কিন্তু সে-কী! আপনি টেবর আইল্যাণ্ড বলছেন কাকে? এটা তো মারিয়া তেরেসা দ্বীপ!'

'দুটোই ঠিক, মঁসিয় পাঞ্চয়ল।' কাপ্তেন গ্রাণ্ট স্মিতমুখে বললেন, 'ইংরেজি আর আলেমান ভাষায় যাকে মারিয়া তেরেসা বলে, ফরাশিতে তারই নাম টেবর।'

ঠিক তক্ষুনি বিষম একটা থাবা পড়লো মঁসিয় পাঞ্চয়লের কাঁধে। থাবাটা মেজর ম্যাকন্যাব্সের। ঠোঁট বেঁকিয়ে ব'লেই ফেললেন: 'ধুত্তোরি ভূগোলের! কিন্তু শত ধিক ভূগোলের পণ্ডিতদের!'

পাঞ্চয়ল সে-কথা কানেই নেননি। তখন তিনি নিজেই ধুলোয় মিশিয়ে যেতে, পারলে বাঁচেন। এমনকী কাঁধের ঐ চাপড়টা পর্যন্ত তিনি টের পাননি। শত ধিক কী বলছেন মেজর, সহস্র ধিক, লক্ষ ধিক! এত-বড়ো ভূগোলবিশারদ হ'য়েও তিনি কি না জানতেন না যে একটা ছোট্ট দ্বীপের দু-দুটো ভিন্ন নাম! ছি-ছি-ছি, এত তিনি জাঁক দেখাতেন নিজের জ্ঞানগরিমা নিয়ে। অথচ এই তুচ্ছ কথাটাই কি না তিনি জানতেন না।! 'না-না,' পারলে বুঝি মাথার চুলগুলোই ছিঁড়ে ফেলতেন তিনি, 'ভৌগোলিক সমিতির সচিব হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই! এক্ষুনি ইস্তফা দেবো—এক্ষুনি পদত্যাগপত্র দাখিল করবো—'

লেডি হেলেনা একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন: 'এ আর এমন কী ভুল! অত

দুটোয় *ম্যালকম কাসলে* এসে ঢুকেছেন অভিযাত্রীরা।

সারা তল্লাটটায় আনন্দের হুল্লোড় প'ড়ে গেলো। আসর সরগরম। রোজ বড়ো-বড়ো মজলিশ হয়। আর এমনি একটা মজলিশে মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের এক তুতোবোনের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো মঁসিয় পাঞ্চয়লের। আর দেখবামাত্র মহিলাটি পাঞ্চয়লের প্রেমে প'ড়ে গেলেন। মহিলাটির টাকার অভাব নেই, রূপও আছে, কিন্তু মাথায় একটু ছিট আছে—তাই অ্যাদ্দিন কাউকে ধারে-কাছে ঘেঁসতেই দেননি। অথচ এবারে পাঞ্চয়লকে দেখেই ভদ্রমহিলা কুপোকাৎ। পাঞ্চয়েলেরও যে তাঁকে পছন্দ হয়নি, তা নয়। কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না।

শেষটায় বেজায় চ'টে গিয়ে মেজর ম্যাকন্যাব্‌সই একদিন চেপে ধরলেন পাঞ্চয়লকে। যখন চেপে ধরেছিলেন, তখনও জানতেন না যে এবারই *ওভারকোটরহস্যটার* একটা সমাধান হ'য়ে যাবে।

'ব্যাপারটা কী, মঁসিয় পাঞ্চয়ল ? মিস অ্যারাবেলাকে যদি পছন্দ না-হয় তো সাফসুফ ব'লে দিলেই পারেন। অমন ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন ?'

'পছন্দ হবে না কেন ? খুব হয়েছে। চাঁদেও তো কলঙ্ক থাকে—মিস অ্যারাবেলারই কোনো খুঁত নেই।'

'তা থাকবে না কেন। দোষে-গুণে মিশিয়েই তো মানুষ হয়। কিন্তু ওঁকে যদি মনে ধ'রেই থাকে, তবে বিয়েটা ক'রে ফেলছেন না কেন ?'

'না-না, সে হয় না। কিছুতেই বিয়ে হ'তে পারে না।'

কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নাছোড়। তাঁর গোঁ আছে। তিনি যেটা করবেন ব'লে ধরেন, সেটার একেবারে শেষ না-দেখে ছাড়েন না। শেষটায় তাঁর বিষম চাপ আর সহ্য হ'লো না পাঞ্চয়লের। একদিন মেজরের কানে-কানে গুপ্ত রহস্যটা ফাঁস ক'রে দিলেন। শুনে মেজর তো হেসেই বাঁচেন না। 'আরে ! এই কথা ! শুধু যদি এটাই বাধা হয় তবে এ তো মোটেই ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। অ্যারাবেলা তো দেখছি আপনার প্রেমে আরো হাবুডুবু খাবে। এমন-কোনো বর তো সে আর-কোথাও খুঁজে পাবে না।'

মেজর ম্যাকন্যাব্‌সের উদ্যোগই পনেরোদিন পরে মহাধুমধাম ক'রে মিস অ্যারাবেলার সঙ্গে মঁসিয় পাঞ্চয়লের বিয়ে হ'যে গেলো। বিয়ের আসরেও দেখা গেলো একটা মস্ত ওভারকোট প'রে আছেন পাঞ্চয়ল, তেমনি গলা অব্দি বোতাম আঁটা। এটাই কি ফ্রান্‌সের হালফ্যাশান নাকি ?

পাঞ্চয়েলের গুপ্তরহস্য অবশ্যি কেউই কোনোদিন জানতে পারতেন না, যদি-না মেজর একদিন চুপি-চুপি কথাটা ব'লে দিতেন গ্লেনারভনকে, গ্লেনারভন ব'লে দিতেন হেলেনাকে, হেলেনা বলতেন মিসেস ম্যাঙ্গল্‌স ওরফে মেরিকে, আর মেরি বলতো মিসেস অলবিনেটকে, আর তারপর এ থেকে সে, সে থেকে ও— এইভাবে গোপন

কথাটি আর গোপনই রইলো না আস্ত স্কটল্যাণ্ডে।

মাওরিদের ঘাঁটিতে যখন তিনদিন বন্দী হ'য়ে কাটিয়েছিলেন মঁসিয় পাঞ্চয়ল, তখন মাওরিরা জোর ক'রে তাদের কুলের চিহ্ন কিউয়ি পাখির উলকি দেগে দিয়েছে তাঁর বুকে : দু-পাশে ডানাছড়ানো মস্ত-একটা কিউয়ি ; আর পাঞ্চয়ল অ্যাদ্দিন ধ'রে বুকে লুকিয়ে রেখেছেন নিউ-জিলাণ্ডের ঐ পাখিকে !